INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

October 4th, 1974.

The Assembly met in the Legislative Assembly building Agartala on Friday, the 4th October, 1974, at 11 A. M.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik Speaker was in the Chair, the Chief Minister, 4 Ministers, Deputy Speaker, 2 Deputy Ministers, and 49 Members.

Starred Questions

Mr. Speaker :— To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Minister concerned. Starred Question. Shri Jitendra Lal Das.

Shri Jitendra Lal Das :—Question No. 627 Sir.

Shri Sailesh Ch. Shome :—Question No. 627 Sir.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া টাউনস্থ সাতমুড়া এলাকা থেকে মাইনাছড়ার দিকে ক্র্যাশ স্কীমে যে রাস্তাটি নির্মাণের কাজ সুরু হয়েছিল তার কাজ শেষ হওয়ার আগেই বন্ধ হয়ে আছে ?	বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের অধীনে সাতমুড়া হইতে উত্তর সোনাইছড়ি রাস্তাটি ক্র্যাশ স্কীমে ১৯৭০-৭১ সনের আর্থিক বৎসরে সুরু করা হয়। দুই কিলোমিটার রাস্তা হওয়ার পর রাস্তার কাজ বন্ধ হয়ে থাকে।
২) যদি কাজ বন্ধ হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি ?	ক্র্যাশ স্কীমে পরিকল্পনার ব্যয় সংকোচের সরকারী নির্দেশ হেতু।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—ক্র্যাশ স্কীমের যে রাস্তার কাজ বন্ধ আছে, সেই রাস্তার কাজ অন্য কোন স্কীমে শেষ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পরবর্তী সময়ে টেষ্ট রিলিফে ঐ রাস্তাটার কাজ শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কবে নাগাদ ঐ রাস্তার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যখন এই রাস্তার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়, তখন কি পুরোপুরি রাস্তা করার প্রয়োজনীয় টাকা বরাদ্দ করা হয় নি? যদি করা হয়ে থাকে, তাহলে যে অর্ডারমূলে পরবর্তী সময়ে ক্র্যাশ স্কীমের কাজ বন্ধ করার কথা বলা হয়, যদি আগেই টাকা স্যাংশান থাকে তাহলে রাস্তার কাজ কেন বন্ধ হল?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমে যখন স্কীমটা নেওয়া হয়, তখন ১৩,২০০ টাকার স্কীম নেওয়া হয় এবং দুই কিলোমিটার রাস্তা শেষ হওয়ার সংগে সংগে ঐ টাকাটা শেষ হয়ে যায়।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই রাস্তাটা করার জন্য যে টাকাটা বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেটা কোন বেসীসে তখন করা হয়েছিল?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণতঃ ক্র্যাশ স্কীমে যখন কাজ ধরা হয়, তখন পি, ডবলিউ, ডি'র লোক দিয়ে এষ্টিমেট করা হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কতজন লেবার এই স্কীমে কাজ করেছিল?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— ১৯৯৯ শ্রম দিবস, কাজেই ১৯৯৯ জন লোক কাজ করেছিল।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে ১৯৯৯ জন লেবার কাজ করেছিল, কবে এই কাজটা আরম্ভ হয়েছিল, কবে শেষ হল এবং কতজন কতদিন কাজ করেছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—প্রতিদিন কতজন কাজ করেছে, সেই তথ্য আমার কাছে নেই। ১৯৯৯ শ্রমদিবস এবং ১৮।১১।৭৩ থেকে সুরু করে ১৫।১।৭৪ ইং পর্য্যন্ত কাজ হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে দুই মাস বা ১ মাসই হউক, এর ভিতর কাজটা শেষ করা গেল না কি কারণে? এটা কি টাকার অভাবের জন্য বা লোক পাওয়া যায়নি তার জন্য শেষ করা যায় নি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি, যে টাকা বরাদ্দ ছিল, সেই টাকা শেষ হয়ে গিয়েছিল। টাকার অভাবে এই রাস্তাটা শেষ করা যায়নি।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ক্র্যাশ স্কীমে যেটা করা হয় সেই রাস্তাটার ওয়ান এণ্ড টু আদার এণ্ড—পুরো রাস্তাটার এষ্টিমেট করে, স্যাংশান নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়। টাকা যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই বরাদ্দ থাকে। স্কীম অনুযায়ী টাকা বরাদ্দ থাকা সত্বেও কেন কাজ শেষ হল না? টাকার অপচয় হয়েছে কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে টাকা বরাদ্দ ছিল, সেই টাকা দুই কিলোমিটার রাস্তা করার পরই শেষ হয়ে যায়, এর জন্য বাকী রাস্তা করা যায় নি।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এষ্টিমেটে কোন গলদ ছিল কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—পরবর্তী সময়ে যে এষ্টিমেট করা হয়, তাতে একজিকিউশানের মধ্যে হয়তো কিছু বেশকম হতে পারে, সেটা আমার জানা নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, রাস্তাটার লেংথ কত ছিল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—টোটাল লেংথ ৩ কিলোমিটার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—টাকার বরাদ্দ কত ছিল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—টাকা বরাদ্দ ছিল ১৩,২০০ টাকা।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ৩ কিলোমিটার রাস্তার জন্য ১৩,২০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। টেষ্ট রিলিফে কত টাকা খরচ করা হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—ক্র্যাশ স্কীমে ১৩,২০০ এবং টেষ্ট রিলিফে ৪,৯৮২ টাকা।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে একজিকিউশানে টাকা অপচয় হতে পারে। যদি শেখানে একজিকিউশানে বেশী টাকা লেগে থাকে এবং সেখানে যদি কোন কারচুপি থেকে থাকে, সেটার খরো তদন্ত হবে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—এখানে যে হিসেবটা দেওয়া হয়েছে, তার থেকে কোথাও কারচুপি হয়েছে বলে বুঝা যাচ্ছে না। যদি কিছু হয়ে থাকে, আমরা সেটা দেখব।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, উনি বলেছেন যে ২০০০ লেবার সেখানে কাজ করেছে। প্রত্যেককে যদি চার টাকা করে দেওয়া হয় তাহলে ৮,০০০ টাকা খরচ হতে পারে, বাকী টাকাটা কোথায় গেল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে শ্রমদিবস বলা হয়েছে ১,৯৯৯ তাতে এবং তার আনুসাঙ্গিক কোন কাজ হয়ত সেটার হিসাব এখানে নেই, তাতে এই টাকা লেগেছে।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য :—তিন কিলোমিটার রাস্তার জন্য ১৩,২০০ টাকা বরাদ্দ ছিল। তিন কিলোমিটার রাস্তা কমপ্লিট না হওয়ার আগে কি করে ১৩,২০০ টাকা খরচ করা হল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ক্র্যাশ স্কীমে যে টাকাটা খরচ করা হয় সেটা এইভাবে খরচ করা হয় না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৮৬।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৮৬।

প্রশ্ন

১) কি ভিত্তিতে দুর্গম এলাকায় কর্মরত সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্গম ভাতা দেওয়া হয়?

উত্তর

১) প্রথমতঃ ভারত সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের ১৯৭১ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ২-৪-৭৫ এইচ, এম, টি নং চিঠিতে দুর্গম এলাকায় অবস্থিত সরকারী কর্মচারীদিগকে দুর্গম ভাতা মঞ্জুর করেন এবং তাহা ত্রিপুরায় পূর্ণ মর্য্যাদা সম্পন্ন সরকার হওয়ার পরও চালু আছে। কতগুলি বিশেষ কারণ বিবেচনা করিয়া দুর্গম ভাতা মঞ্জুর করা হয়। তাহাদের মধ্যে কতগুলি নিম্নে বর্নিত হইল।

ক) মিজো পর্বতের সংলগ্ন ত্রিপুরার পূর্ব এলাকাকে হিলস, সাখান রেইনজ, লংথরাই রেইনজ আঠারমুড়া এবং বড়মুড়া সহ এবং পূর্ব পাকিস্থানের বর্ত্তমান বাংলা দেশের চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য এলাকার সংলগ্ন কিছু পূর্ব এলাকা দূরবর্তী দুর্গম, পার্ব্বত্য এবং অনাবাদী ছিল। গভীর অরণ্য শত্রু মনোভাবাপন্ন মিজো এবং সেংক্রাকদের জন্য লুকাইবার স্থান ছিল এবং তাহারা সময় সময় প্রচণ্ড উপদ্রবের সৃষ্টি করিত। মোটর যান চলাচলের রাস্তা ছিল না এবং কোন কোন এলাকায় পায়ে চলার পথও ছিল না। বর্ষাকালে কোন এলাকা জলে ডুবিয়া যাইত এবং সেই সব এলাকায় জলের উপর দিয়া যাইতে হইত।

(খ) শিক্ষার ও বাজারের ভাল ব্যবস্থা না থাকাতে কর্ম্মচারীদের পরিবার বর্গ নিয়া যাইবার উপায় ছিল না এবং সেই হেতু দুই প্রস্থ এষ্টাব্লিশমেন্ট রাখিতে হইত।

(গ) অস্বাস্থ্যকর এলাকাগুলিতে জীবন নির্ব্বাহ খুবই কষ্টসাধ্য ছিল।

(ঘ) রাস্তাঘাটের অভাব, নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের সরবরাহ অনিয়মিত থাকিত।

(ঙ) চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা।

দুর্গম এবং দূরত্বের জন্যই এই এলাকাগুলিতে সমাজাবরুদ্ধী এবং শত্রুভাবাপন্ন লোকদের নিরা-

পদ আশ্রয় ছিল। স্থানীয় লোকেরা তাহাদের সমাজবিরুদ্ধী কাজের জন্য উত্যক্ত হইত। কাজেই লোকের মনে স্বাভাবিক আস্থা এবং নিরুদবিঘ্নতার জন্য শাসন ব্যবস্থার উপস্থিতি এবং প্রভাবের প্রয়োজন ছিল। বিভিন্ন অফিসে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় কর্মচারীর ব্যবস্থার করার দ্বারাই তাহা সম্ভব ছিল। কিন্তু উপরিক্ত কারণগুলির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী প্রেরণ করা সহজ সাধ্য ছিল না। উপরন্তু, এই অনগ্রসর এলাকাগুলির দ্রুত উন্নতির জন্য বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন ছিল। সরকারী কর্মচারীদের নিজস্ব বিশেষ তদারকী এবং অধিকতর জনসংযোগ প্রয়োজন ছিল। যদি কর্মচারীরা এলাকাতে থাকে তবেই তাহা সম্ভব। উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলি পূরণের জন্য ঐ কষ্টসাধ্য এবং অনুভূতি সম্পন্ন এলাকাগুলিতে চাকুরীর অবস্থা অধিকতর লোভনীয় করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

২) ইহা কি সত্য যে সরকারী কর্মচারীদের কিয়ংদশ জলাইয়া, চন্দিদেশ পাড়া, যতন সর্দ্দার পাড়া, পোথিছড়ি, আলতলা, আইলমাড়া, যাত্রাছড়ি, আক্যময়পাড়া এবং হেজাছড়ি এলাকায় কর্ম্মরত আছেন এবং তাহারা দুর্গমভাতা পাইতেছেন না?

৩) যদি তাই হয়, তাহার কারণ কি?

২) হ্যাঁ, মহাশয়।

৩) সমস্ত গোমতী "প্রজেক্ট এলাকা" ভারত সরকার বর্ণিত দুর্গম এলাকায় পড়ে না। দুর্গম ভাতা মঞ্জুর হওয়ার পূর্ব্বেই গোমতী প্রজেক্ট এলাকায় অবস্থিত কর্মচারীগণ ভাতা লইয়া আসিতেছেন। সেই হেতু দুর্গম এলাকায় অবস্থিত কর্মচারীদিগকে ২৪।৩।৭১ইং তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে প্রজেক্ট ভাতার পরিবর্ত্তে দুর্গম ভাতা পাওয়ার জন্য অপশান দেওয়ার সুযোগের অনুমতি ভারত সরকার দিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে যে সকল কর্মচারী নির্দ্ধারিত দুই মাসের মধ্যে দুর্গম ভাতার জন্য অপশান দেয় নাই তাহারা দুর্গম ভাতা পায় না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে সব এলাকার কথা উল্লেখ করেছেন সেই অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রথম যে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল তাতে কোন্ কোন্ এলা-

কার কথা ছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার কি সমস্ত এলাকাকে দুর্গম এলাকা বলে ঘোষণা করেছেন, না তার মধ্যে কাঁটছাঁট করে তারা দুর্গম এলাকা ঘোষণা করেছিলেন?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত এলাকাগুলিকে দুর্গম এলাকা বলে ঘোষণা করেছেন সেই সমস্ত এলাকাতে আমরা দিচ্ছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দুর্গম এলাকার নাম দিয়ে রাজ্য সরকার কোন প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন কিনা, যদি পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কোন কোন জায়গার নাম করেছিলাম।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি আমাদের ত্রিপুরা তখন ইউনিয়ন টেরীটরি ছিল। তখন কেন্দ্রীয় সরকার সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত করতেন। সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত এখানে কার্য্যকরা করা হত।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—ত্রিপুরা সরকার কি তখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিজে থেকে এলাকার নাম উল্লেখ করে কোন প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন না কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই এই সমস্ত এলাকার নাম দিয়ে দুর্গম এলাকা ঘোষণা করে পাঠিয়েছেন? অর্থাৎ ত্রিপুরা থেকে কোন অরিজিন্যাল প্রস্তাব গিয়েছিল কিনা এবং সেই প্রস্তাবটাতে কোন্ কোন্ জায়গার উল্লেখ ছিল?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এই রকম অরিজিন্যাল প্রস্তাব আমার কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এর আগে এই হাউসের সামনে যখন প্রশ্নটা উঠে তখন মন্ত্রী মহাশয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এই প্রশ্নটা রিভিউ করা হবে, যেহেতু কতগুলি জায়গা ইন-এক-সেসিবল হওয়া সত্বেও ইন-এক-সেসিবল এলাকা বলে ডিক্লেয়ার করা হয় নি, সেজন্য সেটা রিভিউ করা হবে, সেটা করা হয়েছে কিনা?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমাদের যখন নতুন পে কমিশন গঠিত হয়েছিল তখন তাদের কাছে এই ব্যাপারে সমস্ত কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে এবং এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে দেখা যাবে যেগুলি দুর্গম এলাকা ছিল সেগুলি হয়ত এতদিনে সুগম এলাকা হিসাবেহয়ে গিয়েছে এবং আরও নূতন নূতন এলাকা দুর্গম এলাকাযুক্ত হয়েছে। সেটা আমরা পরে দেখতে পাব

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—যখন নাকি এই প্রশ্নটা উঠে তখন মিজো উপযুক্ত এলাকা এবং স্যাংক্রাক উপযুক্ত এলাকাকেই ইন-এক-সেসিবল এলাকা হিসাবে বলা হয়েছে এবং অন্যান্য এলাকাকে কেন দুর্গম এলাকা হিসাবে দেখানো হয় নি তা হাউসে বলা হয় নি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সবগুলি কারণ বলা হয় নি, কতগুলি কারণ মাত্র বলা হয়েছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই যে পে কমিশনের কাছে যে রেফারেন্স করা হয়েছে সেটা কি পে স্কেলের জন্য না দুর্গম অঞ্চল কোথায় আছে সেটাও জানানোর জন্য।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—দুর্গম অঞ্চল কোথায় আছে পে কমিশন জানতে চেয়েছেন সরকারের কাছেও এবং কর্মচারী সংস্থার কাছেও। তার উপর ভিত্তি করেই এটা করা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—পে কমিশনের কোয়েশ্চানায়ারের মধ্যে কি এটা ছিল যে দুর্গম এলাকা কোন্ কোন্গুলি আমাদের জানাও?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমি ঠিক করে এখন বলতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীভদ্রমনি দেববর্মা। শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

অজয় বিশ্বাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৬৩।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৬৩।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৬৩, স্যার।

প্রশ্ন

১) কতজন ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ /শ্রেণীর কর্মচারী বেতনের সর্বোচ্চ সীমায় (বেতন হারের) পৌঁছে বসে আছেন ?

২) কতজন কত বৎসর যাবত কোন ইনক্রিমেণ্ট পাচ্ছেন না ?

৩) উপরিউক্ত কর্মীগণকে সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় এড-হক ইনক্রিমেণ্ট মঞ্জুর করার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১)	১ম শ্রেণী	—	২ জন
	২য় শ্রেণী	—	১৬ জন
	৩য় শ্রেণীর	—	৬৯০ জন
	৪র্থ শ্রেণীর	—	৩৪৩ জন
২)	২৬৯ জন		১ বৎসর
	২৬৭ জন		২ বৎসর
	১৭৯ জন		৩ বৎসর
	৩৩৬ জন		৪ বৎসর

৩) না।

শ্রী অজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বাৎসরিক ইনক্রিমেণ্ট কেন দেওয়া হয়? বাৎসরিক ইক্রিমেণ্ট এজন্য দেওয়া হয় তাতে তাদের এফিসিয়েন্সি বাড়ে আর সেজন্য প্রতিবছর ইনক্রিমেণ্ট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কাজেই তাদের সম্পর্কে সরকার কি চিন্তা করছেন জানাবেন কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের যাদের বেতন ইনক্রিমেণ্ট হয়ে আছে তাদের এড-হক ইনক্রিমেণ্ট দেওয়ার জন্য একটা অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় নাই, তার কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যের বেতন হারের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলব বলে। কাজেই এটা দিয়ে আমরা আবার নতুন একটা ঝামেলা সৃষ্টি করতে চাই নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ইনক্রিমেন্টের ব্যাপারটা, এটার জন্য কোন রিভিয়ু বডি আছে কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই রকম কোন রিভিয়ু কমিটি আমরা ফর্ম করি নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে একজন কর্ম্মচারীর ইন-ক্রিমেণ্ট হবে কি হবে না, এটা করার জন্য কোন লোক নাই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যে পে কমিশন বসিয়েছি, সে এটা ঠিক করে নেবে।

শ্রীনৃপেন্দ্রচক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই পে কমিশন বসানোর আগেও তো কিছু ইনক্রিমেণ্ট দেওয়া হয়েছে এবং সেই ইনক্রিমেণ্ট দেওয়ার ব্যাপারে কে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেই ইনক্রিমেণ্ট দেওয়া না দেওয়ার ব্যাপারে পে কমিশনের উপর কি করে নির্ভর করছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা এ্যাপয়েণ্টিং অথরিটি ঠিক করবে এবং প্রয়োজন হলে গভর্ণমেণ্ট লেবেলেও সেটা ঠিক করা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তাহলে কি আমরা এটা ধরে নেব যে একজন কর্ম্মচারীকে ইনক্রিমেণ্ট দেওয়া না দেওয়াটা এ্যাপয়েণ্টিং অথরিটির উপর নির্ভর করছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কারো ইনক্রিমেণ্ট হবে কি হবে না এটা যদিও এ্যাপয়েণ্টিং অর্থারিটি ঠিক করে তবুও গভর্ণমেণ্ট ঠিক করে দেয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আপনি বলেছেন যে পে কমিশন বসিয়েছি, তারা এড-হক ইন-ক্রিমেণ্টের ব্যাপারটা ঠিক করে দেবে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট পে কমিশন বসানোর পরে কর্মচারীদের এড-হক ইনক্রিমেণ্ট দেওয়ার জন্য সাকুলার দিয়েছে। তাহলে এই এড-হক ইনক্রিমেণ্টের সংগে পে কমিশনের সম্পর্কটা কি? তাছাড়া পে কমিশনের কাছে এই রকম কোন রেফারেন্স করা হয়েছে কি যে তারা যেমন বেতন হারের বিষয়ে রায় দেবে তেমনি এড-হক ইনক্রিমেণ্টের ব্যাপারেও রায় দেবে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যখন পে কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করব, তখন কর্ম্মচারীদের কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়, তা আমরা পর্যালোচনা করব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পে কমিশন তো কর্ম্মচারীদের পে ষ্ট্রাকচার ঠিক করবে, এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার যখন তাদের কর্ম্মচারীদের এত সব ইনক্রিমেণ্ট দেওয়ার জন্য আলাদাভাবে সার্কুলার দিয়েছে। কাজেই এডহক ইনক্রিমেণ্ট দেওয়ার ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার পে কমিশনের কাছে কোন রেফারেন্স করেছে কিনা যাতে করে পে কমিশন ত্রিপুরা রাজ্যের কর্ম্মচারীদের এড হক ইন্‌ক্রিমেণ্ট দেওয়ার ব্যাপারে কোন রিকমেণ্ডেশান করতে পারেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—ইন্‌ক্রিমেণ্টটা কর্মচারীদের একটা রাইট হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু কারো বিরুদ্ধে যদি কোন এডভার্স রিপোর্ট থাকে, তাহলে তাকে সেই ইন্‌ক্রিমেণ্ট পেতে হয়তো কিছুটা দেরী হতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে পে কমিশন এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু আমি কি জানতে পারি যে পে কমিশন কার বিরুদ্ধে কি রকমের এ্যাড-ভোর্স রিপোর্ট আছে, সেগুলি সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল হয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেবেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—স্যার, আমি এই কথা বলি নাই যে পে কমিশন সেই ইনক্রিমেন্ট ঠিক করে দেবে। আমি বলেছি যে পে কমিশন রিপোর্ট আমাদের হাতে এলে, কার কি পে ষ্ট্রাকচার ইত্যাদি দেখে কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়, সেটা পর্য্যালোচনা করে দেখব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে পে কমিশনের রি-ওয়ার্ডের সংগে এড হক ইনক্রিমেন্টের ব্যাপারটাও জড়িত? কেন না, একটু আগে আপনি বলেছেন যে ইনক্রিমেন্টটা হচ্ছে কর্ম্মচারীদের রাইট, এবং রাইট যদি হয়ে থাকে তাহলে এটা কি করে পে কমিশনের উপর নির্ভর করে জানতে পারি কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :- স্যার, আমি এই কথা বলেছি যে যার যে রাইট সেটা আমরা তাদের পে ষ্ট্রাকচার দেখে, যেটাকে বেসিস করে আলাদা করে যাতে তাড়াতাড়ি দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করব। কারণ সব দিক বিচার বিবেচনা করে কাজের অগ্রসর হলে অনেকটা সুবিধা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্র   দয় এই হাউসে কি জানাবেন যে পে কমিশনের সংগে এড-হক ইনক্রিমেন্টের সম্বন্ধটা কোথায় যেটা তার রিপোর্টের উপর নির্ভর করছে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি ষ্টেগনেটিং অবস্থার কিছু পরে থাকে তাহলে পে কমিশন সেটি দেখতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা কিছু ফলো করতে পারি নাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে ফিনান্স মিনিষ্টার যে কথা বলেছেন—তার ইন্টেনশানটা বোধ হয় অন্য রকম ভাবে ঘুরিয়ে দেখতে হচ্ছে। যে কথা হচ্ছে—পে ষ্ট্রাকচারের যদি কোন জায়গায় চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে পে কমিশন বসেছে পে ষ্ট্রাকচার ঠিক করার জন্য কোনটা কি হবে কি হবে না তার জন্য। যদি কোন রকম চেঞ্জ হয় তাহলে সেটা অটোমেটিক্যালী যার ইনক্রিমেন্ট পাওয়ার সময় হয়ে এসেছে অথচ পে কমিশনের রিপোর্ট এখনও হয়নি, তাতে চেঞ্জ পরে গেল—সেজন্যই উনি মিন করতে চাইছেন যে সেটার জন্য ওয়েট করার দরকার হতে পারে কোন কোন ষ্টেজে। সেই প্রসেসে যেটা ইনক্রিমেন্ট হওয়ার কথা—যদি কোন এডভার্স রিপোর্ট থাকে তাহলে সেটা না হতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি—ইনক্রিমেন্ট ডিউ--কাজেই ফিউচার ইনক্রিমেন্টের কথা বলা হচ্ছে না। ইনক্রিমেন্ট কারও কারও ২ বছর তিন বছর চার বছর হয় নাই। কাজেই ডিউ ইনক্রিমেন্ট-এর সম্পর্কে পে কমিশনের বক্তব্যের কি মূল্য আছে? যেটা আমার ডিউ সেটার সম্পর্কে পে কমিশনের বক্তব্যের সংগে কি সম্পর্ক আছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যা বলতে চেয়েছেন পে কমিশানের সংগে যদিও কোন সম্পর্ক নাই কিন্তু একটা জায়গায় হয়ত আটকে গেছে তার ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে

না, হতে পারে না, সেই কোসে'র যেটা তার রাইট আছে সেটা অটোমেটিক্যালী পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে যদি কোন রকম এডভার্স কিছু থাতে—সার্ভিস কণ্ডিশানের কোন পরিপন্থী হয়ে থাকে তাহলে তার ইনক্রিমেণ্ট আটকান যেতে পারে এবং যদি আটকান হয় তাহলে তার অধিকার আছে গভর্ণমেন্টের হায়ার লেভেলে এপ্রোচ করার এবং তারপর সেটি ঠিক হতে পারে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় ফিনান্স মিনিষ্টারের প্রশ্নটা বুঝতে পারেন নি। তিনি সেটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। প্রশ্নটা অরিজিন্যালি ছিল ইনক্রিমেণ্ট পেতে পেতে হায়ার ষ্টেজে গিয়ে আটকে যায় তারপর ইনক্রিমেনটের আর কোন স্কোপ থাকে না দুই বছর, তিন বছর, চার ইচ্ছা হয়ে যায় ইনক্রিমেন্ট পায় না কেউ কেউ। সেখানে তাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর কর্ম্মচারীদের ক্ষেত্রে দিয়েছেন এবং দেখা যায় হয়তো তিনটা ইনক্রিমেন্ট তারা পায়। সেটা এখানে পাবে কিনা সেটা এখানে চালু হবে কি না? আর উনি বলেছেন যে পে কমিশান-এর কথা যে পে কমিশানের সংগে এটার কোন সম্পর্ক নাই। কেন্দ্রীয় পেকমিশানের রিপোর্ট বের হয় নি—তবু এই সার্কুলার দিয়েছেন। ত্রিপুরার পে কমিশান বসলেও এই সমস্যা থেকে যাবে। সেটা পে কমিশান থেকে আলাদা ব্যাপার, কাজেই এই শেষপ্রান্তের অসুবিধা দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ায়ী ত্রিপুরার কর্ম্মচারীদের ক্ষেত্রেও এটা দেওয়ার জন্য বিবেচনা করবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ভাবেই এটা বিচার করা হউক না কেন পে কমিশানের কোন সম্পর্ক আছে কি না সেই সম্পর্কে তর্ক সাপেক্ষ হতে পারে, আলোচনা সাপেক্ষ হতে পারে কিন্তু যে প্রশ্নের উত্তরে এই কথাগুলি এসেছে সেটি হচ্ছে যে ইনক্রিমেণ্ট পাওনা থাকে এবং তার জন্য কোন রিভিউ কমিটি আছে কি না—এটা প্রশ্ন ছিল। এবং সেখানে রিভিও কমিটি করার প্রয়োজন হয় তা, যদি যে কোন জায়গায় ব্যাতিক্র ঘটেছে তাহলে রেভিউ কমিটির প্রয়োজন আসে এবং তিনি হায়ার লেভেলের কাছে যেতে পারেন। এখন পর্য্যন্ত এমন কিছু হয় নাই যাতে রিভিউ কমিটির প্রয়োজন হয়েছে কিংবা কোন জায়গায় আটকে গেছে আন-নেসেসারিলি—যেখানে রাইট রয়ে গেছে কর্ম্মচারীদের—কর্ম্মচারীদের উপরের কাছে আপিল করার অধিকার আছে সেখানে আপিল হতে পারে—পে কমিশানের কাছে যেটি—স্কেল টু স্কেল যেটি লিমিট হয়ে গেছে পে কমিশান ঐ স্কেলটি পরে হয়তো বাড়িয়ে দিল। কাজেই পে কমিশান ইনডাইরেকটলী আসছে। আসছে এই জন্য যে তার পাওনা হয়ে যাবে এখন এই কথা ভেবে পে কমিশানে এই কথাটা তোলা হয়েছিল। এ ছাড়া পে কমিশানে এই ব্যাপারটা আছে না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—স্যার. ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় নি। ব্যাপারটা হচ্ছে লাষ্ট ষ্টেজের কথা। একটা পে স্কেলের লাষ্ট ষ্টেজে যাওয়ার পর তার পরবর্তী ব্যবস্থাটা কি হবে সে সম্পর্কে আমরা মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে কোন পরিস্কার উত্তর পাচ্ছি না। তিনি বিভিন্ন জিনিষের সংগে সব ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলেছেন, পরিষ্কার উত্তর পাচ্ছি না। লাষ্ট ষ্টেজে যাওয়ার পর কোন এডহক ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হবে কি হবে না. যখন কোন স্কোপ থাকবে না, তখন কি করা হবে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই কথাটাই বলা হচ্ছে যে একটা স্তরে—সেটা পে কমিশানের কাছে যাবে। যখন বলা হয়েছে সেখানে স্কেলটাই রিভিও করা হচ্ছে সেই স্কেলটা নূতন স্কেলে যাবে কি যাবে না, তার ইনক্রিমেন্ট হবে কি হবে না এবং সেজন্য ইনডাইরেকটলী পে কমিশনারের কাছে কথাটা তোলা হয়েছিল যদিও জেনারেলী ইনক্রমেনট-এর ব্যাপারটা পে কমিশানের কাছে যাওয়ার কথা নয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মশাই বলেছেন, আমার কথা হচ্ছে কেন্দ্র পে কমিশান বসান সত্বেও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এইগুলি সমাধান করেছে। সেই রকম ত্রিপুরা সরকার চিন্তা করছেন কি না যে কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে—পে কমিশানের প্রশ্ন বাদ দিয়েও এই ধরণের ঘটনা ঘটলে কেন্দ্রীয় সরকারের মত তার কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এডহক ইনক্রমেন্ট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশাসনিক তরফ থেকে এইটুকু বলা যেতে পারে, এই বিষয়ে বিবেচনা করে দেখা হবে যেখানে আটকে গেছে ৫ বছর ৬ বছর ৭ বছর সেজন্য কিছু করা যায় কি না বিবেচনা করছি। আর এর মধ্যে পে কমিশনের রিপোর্ট বেড়িয়ে যাবে তখন ব্যাপারটা সাইমাল্টেনিয়াস হয়ে হয়ে যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— কোয়েশ্চান নম্বর ১০৪৬।

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নম্বর ১০৪৬।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া মহকুমার মতাই, সোনাইছড়ি ইত্যাদি স্থানে পানীয় জলের জন্য নলকূপ বা রিংওয়েল করা সম্ভব হইতেছে না ?

২। সত্য হইলে অন্য কি উপায়ে ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করার কথা সরকার স্থির করিয়াছেন ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়া কি স্বীকার করেন যে সোনাইছড়ি এবং মতাইতে প্লে মাটির জন্য একটাও টিউবওয়েল এবং রিং ওয়েল ঠিক নাই ?

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের অন্তর্গত মতাই এলাকাতে ১৫টি টিউবওয়েল, ১৭টি রিংওয়েল এবং একটী ডিপ টিউবওয়েল পানীয় জলের জন্য আছে।

গ্রামীণ পানীয় জল প্রকল্প অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রামে পর্যায়ক্রমে পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। তবে সোনাইছড়ি, সুন্দরিয়া ও কলাবাড়ীয়া এলেকায় শক্ত স্লে মাটির জন্য ডিপ টিউবওয়েল সম্ভব হয় নাই। সোনাইছড়িতে একটি টিউবওয়েল এবং ৮টি রিংওয়েল পানীয় জলের জন্য আছে। মত্তাই ও সোনাইছড়ি গাঁও সভায় অবস্থিত টিউবওয়েল ও রিংওয়েলের বিস্তারিত বিবরণ এরূপ ঃ—

'মত্তাই গাঁওসভা'

টিউবওয়েল	রিংওয়েল
রাজনগর স্কুল—পূর্ব মত্তাই সন্তোষ মিত্র।	গঙ্গারিয়া বাজার।
মনমোহন দত্ত—মত্তাই স্কুল।	দেবীপুর—দেবেন্দ্র মহাজন।
সুখেন মজুমদার, হরিশ বিশ্বাস—দেবীপুর।	দেবীপুর—বণিক টিলা।
পবিত্র বৈদ্য—কৃষ্ণপুর কলোনী।	দেবীপুর—বোচা মিঞা।
দেবীপুর স্কুল, মনোহন দাস—রাজনগর	চম্পকনগর—দশমীপাড়া।
দেবীপুর—অনিল দাস, মল্লপাড়া।	রোহিনী সর্দারপাড়া।
দেবীপুর—বণিক টিলা।	নূতন মত্তাই বাজার, চম্পকনগর।
মত্তাই—ব্রজেন্দ্র মজুমদার।	পুরাণ মত্তাই দত্ত বাড়ী।
চাপিতলা—শচীন্দ্র ভক্ত।	কৃষ্ণপুর, কলোনী।
হারপুর—চন্তিশী।	রাজনগর, জগদীশ মজুমদার।
	উঃ শিবপুর শরৎ রোয়াজা পাড়া,
	বটুয়াবাড়ী।

'সোনাইছড়ি গাঁওসভা'

টিউবওয়েল	রিংওয়েল
মণীন্দ্র দাস—সোনাইছড়ি (পূর্ব)	সোনাইছড়ি (পূর্ব)
	সোনাইছড়ি (পশ্চিম)
	সালেকা বাড়ী
	সোনাইছড়ি (মধ্য) বাজার।
	রাজারাম বাড়ী।
	উপেন্দ্র নাথ পাড়া।
	কালী ত্রিপুরা পাড়া
	কালীশঙ্কর পাড়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়া অনেকগুলি রিংওয়েল এবং ডিপ টিউবওয়েলের লিষ্ট দিয়েছেন, এর মধ্যে কয়টা চালু আছে? ডিপ টিউবওয়েল, আমি বলছি স্যার, উনার একটা কলের জলও ভাল নেই। মেকসিমাম টিউবওয়েলের জলই খারাপ। কাজেই আমি জানতে চাই সবগুলি ডিপ টিউবওয়েল ঠিক আছে কিনা?

মিঃ স্পীকার :— মিনিষ্টার সুড রিপ্লাই টু দিস সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান।

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রশ্নটা বুঝতে পারি নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া রিংওয়েল এবং ডিপ টিউবওয়েলের যে লিষ্ট দিয়েছেন, হিসাব দিয়েছেন তার মধ্যে অনেকগুলিতেই জল পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই আমি জিজ্ঞাসা করছি যে তিনি যে হিসাব দিলেন তার মধ্যে কয়টা ব্যবহারে আছে? আর যেগুলি ব্যবহারের অযোগ্য সেগুলি বসানোর কি ব্যবস্থা আছে?

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা ছিল যে ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া মহকুমার সোনাছড়ি ইত্যাদি স্থানে পানীয় জলের জন্য নলকূপ বা রিংওয়েল করা সম্ভব হইতেছে না? সত্য হইলে অন্য কি উপায়ে ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করার কথা সরকার স্থির করিয়াছেন? তাহার উত্তরে আমি কথা বলেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া যে লিষ্ট টিউবওয়েল এবং রিংওয়েলের দিয়েছেন তার মধ্যে কয়টা অকেজো হয়ে আছে, জল পড়ে না?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাছে যে খবর আছে আমি তা বলেছি। এখন কোন খানে কোন টিউবওয়েল চালু আছে কি না সেইটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় এখন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, জলের কল জল পাচ্ছে কি না ওটা তিনি বলতে পারছেন না অথচ তিনি বলে দিয়েছেন টিউবওয়েল অভারফ্লো সাকসেসফুল হয়েছে। স্যার, তিনি হাউসকে মিসলিড করেছেন।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সবগুলি চালু আছে কি না, আমি ষ্ট্যাটমেণ্টে এই হাউসে বলেছি এইটা আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে আমি বলতে পারবো চালু আছে কি না?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— দিস ইজ এ্যাক্সট্রা অর্ডিনারী।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথার উদ্দেশ্য আছে তিনি যখন এই টিউবওয়েলগুলি দেখেন তখন এইগুলি হয়তো চালু ছিল কিন্তু মাননীয় সদস্য বলছেন চালু নাই। এইটা হতে পারে। কারণ রিপেয়ারের আগে হয়তো মাননীয় সদস্য সেইগুলি দেখেছেন কিন্তু রিপেয়ারের পরে আর খবর নেননি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— উত্তর দেওয়ার আগে কি মন্ত্রীরা দেখে আসেন, কয়টা টিউবওয়েল উনি দেখে এসেছেন?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা হাজার হাজার টিউবওয়েল করেছি সবগুলি দেখা কি এক সংগে সম্ভব?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— পয়েন্ট অব অর্ডার, অনারেব্যল মিনিষ্টার ইনচার্জ থাকতে চীফ মিনিষ্টার ছাড়া অন হার বিহাফ উত্তর দিতে পারেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে বলার কারণ আছে, যে প্রশ্নটা এখানে করা হয়েছিল সেই প্রশ্নটার উত্তর এখানে দেওয়া হয়েছে। এইটা কোন মিসলীড করার জন্য নয়। যদি কোন স্পেসিফিক রিপোর্ট আসে যে এইখানে টিউবওয়েলটা চালু নয় বা ওখানে ঐটা অকেজো অবস্থায় পরে আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ার কাছে সবগুলিই চালু আছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুনীল দত্ত।

শ্রীসুনীল দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩১।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩১।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরা রাজ্যে জন্ম মৃত্যু রেকর্ড করার কোন ব্যবস্থা আছে কি এবং	১) হ্যাঁ।
২) না থাকলে সত্বর এই সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে কি?	২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুনীল দত্ত :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এখানে জন্ম ও মৃত্যুর পার কত রেকর্ড যা করা হয়েছে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাছে যে রেকর্ড আছে তাতে দেখা যায় ১৯৭২ সনের জন্মের রেকর্ড ১৮৩১ জন এবং মৃত্যুর রেকর্ড ৩৩৫১ জন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে জন্ম এবং মৃত্যর যে রিপোর্ট সরকারের কাছে দিতে হয় তা বাধ্যতামূলক কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার এইগুলি আমরা পাবলিকের কাছ থেকে রিপোর্ট পাই এবং বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়েও কালেকশন করা হয়। এখন জানানোটা বাধ্যতামূলক।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— যদি এইটা না জানায় তাহলে কি হয়?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা আইনে আছে এই বাধ্যতামূলক এইটা জানাতে হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— যদি না জানায় তাহলে সরকার থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে জন্ম এবং মৃত্যু রেকর্ড করানোর জন্য কোথাও কোন সাইনবোর্ড দেওয়া হয়েছে কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইরকম সাইনবোর্ড আছে কি না, আমার জানা নেই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— যদি না থাকে, সাইনবোর্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— সাইনবোর্ড দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করল, তাকে সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রভিশান আছে কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— যদি ইনফর্মেশান দেওয়া হয়, তাহলে রেকর্ড করে রাখা হয়।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন, ১৯৭২-৭৩ সনে ১৮৩১ জনের জন্ম রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে ত্রিপুরা জনসংখ্যা হচ্ছে ১৬ লক্ষ, এক বৎসরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ষ্টেটিষ্টিক্যালের নাম্বার আড়াই পারসেণ্ট। তাহলে অন্তত: দেখা যায় ত্রিপুরা রাজ্যের ৪০ হাজার লোকের জন্ম হয়েছে কম পক্ষে। এই যে সংখ্যা বাড়ছে তার কোন হিসেব তাঁর ষ্টেটিষ্টিক্যাল ডিপার্টমেন্টে আছে কি না, ষ্টেটিষ্টিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে অনুসন্ধান করে এই রিপোর্ট পেশ করেছেন কি না, সেই সম্পর্কে এই হাউসে আলোকপাত করবেন কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে যে রেকর্ড আছে, সেটা হাউসের সামনে পেশ করেছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— জন্ম, মৃত্যু রেজিষ্ট্রীকরার প্রভিশান আছে, কার ছেলে, কার মেয়ে, তার পূর্ণ বিবরণ রাখার জন্য রেজিষ্ট্রি বা ফরম আছে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— ছেলে, মেয়ে রেকর্ড করার জন্য বিধান আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— অমুক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করল এর রেকর্ড আছে না অমুক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করল, তার রেকর্ড আছে ?

শ্রীমনোরঞ্জননাথ :— সব রেকর্ডই আছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— যার জন্ম হল, সিটিজেনশিপ কার্ডের ব্যাপারে বার্থ সার্টিফিকেটে প্রমাণ নেয়, সেই প্রমান পাওয়ার জন্য সরকার কোন সার্টিফিকেট বা নিদর্শন দেন কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— সংগে সংগে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় কি না, সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এতক্ষণ আমরা প্রশ্নোত্তর শুনলাম, তাতে আমরা দেখছি যে কাগজে পত্রে রেজিষ্ট্রী করার ব্যবস্থা আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ত্রিপুরা রাজ্যে কোথায় কোথায় রেজিষ্ট্রেশান অফিস আছে এবং অফিসাররা কোথায় বসেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি চীফ রেজিষ্ট্রার হচ্ছেন ডি, এইচ, এস এবং তিনজন জেলা মেজিষ্ট্রেট, ১০ জন এস, ডি, ও এ্যাসিষ্টেন্ট রেজিষ্ট্রার, এবং ২১২ রেজিষ্টার নিয়োগ করা হয়েছে। আর শহরাঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটির এক্জিকিউটিভ অফিসার এই সমস্ত রেজিষ্ট্রেশানের কাজ করে থাকেন।

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, আগরতলা শহরে জন্ম, মৃত্যুর রেজিষ্ট্রী কোথায় রাখা হয় এবং সত্যিকার রেজিষ্ট্রি হয় কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মিউনিসিপ্যালিটির একজিকিউটিভ অফিসার রেজিষ্ট্রারের কাজ করে থাকেন।

শ্রী বি, দাস :— মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে যে রেজিষ্ট্রী রাখা হয়, যে সমস্ত জন্ম, মৃত্যু হয়, সেইগুলি ঠিক ঠিক মত রেজিষ্ট্রী হয় কিনা জানাবেন কি। তদন্ত করে দেখবেন কি সত্যিকারে হয় কি হয় না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মিউনিসিপ্যালিটির এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর -এর নিকট আগরতলা শহরের জন্ম এবং মৃত্যুর রেকর্ড করার কথা। আশা করি সেইভাবে রেজিষ্ট্রি হয়ে থাকে।

শ্রীবি, দাস :— আগরতলা শহরের জন্ম মৃত্যু সবগুলি রেকর্ডেড হয় কি না, সেইটুকু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ? বাড়ীতে যেগুলির জন্ম হয়, সেইগুলি রেজিষ্ট্রি হয় কি না ? উনি বলেছেন যে বাধ্যতামূলক। কিন্তু যেহেতু সেগুলি ঠিক মত হয় না, বাধ্যতা-মূলক সেগুলিকে করা, সেই ব্যবস্থা মন্ত্রী মহোদয় করবেন কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— যাতে হয়, সেইদিকে দৃষ্টি দেব।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে এস, ডি, ও তার কোন রেকর্ড রাখেন না। যদি তাই হয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি অনুসন্ধান করে দেখেন যে এস, ডি, ও মহকুমা অফিসে রেজিস্ট্রী না রাখেন, তহশিলদার যদি না রাখেন, যাতে সেখানকার জন্ম মৃত্যুর রেজিষ্ট্রি তারা রাখেন সেই ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দেবেন কি না ? এখানে আইন'এ বলছে এইসব ব্যবস্থা আছে কিন্তু বাস্তব অবস্থায় সেই ব্যবস্থা নেই, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছি, সেইগুলি রেকর্ড রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— আমি যতটুকু জানি, প্রত্যেক এস, ডি, ও রেকর্ড করে থাকেন তাঁদের অফিসে।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য :— সরকার বিকল্প ব্যবস্থা নিলে উন্নতি হতে পারে। যদি পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করা হল, কারণ আমরা জানি ফেমিলি রেজিষ্ট্রি মেইনটেইন করেন পঞ্চায়েত সেক্রেটারী। তাই, পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর উপর রেজিস্ট্রেশানের দায়িত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা সরকার নেবেন কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— আমি আগেই বলেছি যে এটা ভারত সরকারের আইন, আইনানুযায়ী সেটা হবে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— যদি ভারত সরকারের আইন হয়, ভারত সরকারের আইনে তহশীলদারকে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে, সেই ক্ষমতা পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে বর্তানো যায় কি না, তাতে কোন বাধা আছে কি না, সেখানে কোন ভারত সরকারের বাধা আছে কি না যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে দেওয়া যাবেনা—আমার মনে হয় নেই। কাজেই আজকে যে সাজেশান এসেছে, সেটা বিবেচনা করে দেখবেন কিনা যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে রেজিস্ট্রে-শানের ভার দেওয়া যায় কি না এবং দিয়ে আরও যাতে জন্ম মৃত্যু রেকর্ডটা পারফেক্ট হয়, সেই-রকম একটা এ্যাসিউরেন্স হাউসকে দিতে পারেন কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে দেওয়ার বিধান আছে কি না, একজামিন করে দেখব।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— আমার বক্তব্য হচ্ছে এই জিনিষটাকে সুষ্ঠুভাবে করার জন্য পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে দায়িত্ব দেওয়া যায় কি না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে রেজিষ্ট্রেশানের ব্যবস্থা নেই। সেটাকে ভলান্টারী করার জন্য লিখিত কিছু থাকতে পারে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালী কাজে কিছু হচ্ছে বলে আমার জানা নেই। সেই ক্ষেত্রে নুতন করে রিভিউ করে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আনা যায় কি না, সেই বিষয়ে চিন্তা করে দেখতে পারেন কি না সেই বিষয়ে এ্যাসিউরেন্স দিতে পারেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই সম্পর্কে দুইটি জিনিষ বিবেচনার আছে। মাননীয় সদস্যরা যেকথা বলেছেন এটা সত্যি, আইন আমাদের রয়েছে, রেজিষ্ট্রেশানের সব ব্যবস্থা আইনানুযায়ী থাকা দরকার, সব আছে কিন্তু সেটা কতটা কার্যকরী হচ্ছে সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যদের যেমন উদ্বেগ আছে, আমাদের মনে হয় এর মধ্যে কোথাও গলদ থাকতে পারে। সেখানে প্রশ্নটা হল দুই দিক থেকে। একটা হল সাইকলজিক্যাল এ্যাটমোসফিয়ার সমস্ত ষ্টেটে ক্রীয়েট করা দরকার। যে আইন আছে, সেইমতে যদি কেউ রিপোর্ট না করে শাস্তি পেতে হবে একসটেন-সিভ—প্রচারমূলক কাজের দরকার, সেইজন্য মাননীয় সদস্যদের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পঞ্চায়েত সেক্রেটারী সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, যে আইন রয়েছে, সেই আইনের পরিপন্থী যদি না হয়, তাহলে সেখানে তাদের ইনকলুড করা যায় কিনা, সেই সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর ফেমিলি রেজিষ্ট্রেশান রিভিউ করা হয়। কাজেই পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে আরেকটু পাওয়ার, আরেকটু ক্ষমতা দিয়ে দিলে, আইনে কোন বাধা আছে বলে আমার মনে হয় না। এখন যেটা চলছে, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী ফেমিলি রেজিস্ট্রী রিভিউ করেন ৬ মাস অন্তর অন্তর, এই জন্ম মৃত্যুর রেকর্ড করার কাজটা ত্বরান্বিত করার জন্য পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে আরেকটু ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া, এতে বাধা আছে বলে আমার মনে হয় না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— যেটা হত: সেটা আন-অফিশিয়্যাল। আইন মোতাবেক হচ্ছে না। আমাদের কাজটা হচ্ছে, আইনের পরিপন্থী হয়, গভর্ণমেণ্ট থেকে এইরকম একটা সার্কুলার যদি দেওয়া হয়, তাহলে আইনের দিক থেকে অসুবিধা হবে। অন্যভাবে সেটাকে এডজাষ্ট করা যায় কি না, সেটা দেখতে পারি। এতে মানসিক প্রস্তুতি দরকার। প্যানেল কোড এ্যাপ্‌লায়েড হয়, এইসব ক্ষেত্রে, সাধারণ মানুষের হয়তো সেটা জানা নেই যে এটা দিতে হবে, এটা কম্‌পালসারী। কাজেই সেটা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা আছে।

Mr. Speaker :— The question hour is over. The Ministers may lay on the Table of the House the replies to the Unstasred Questions and also to the starred Questions which were not answered orally.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা অ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোশনের নোটিশ দিয়েছিলাম। আমার অ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোশানটা ছিল গত ২৪শে সেপ্টেম্বর ত্রিপুরার মহকুমা শহরগুলি এবং আগরতলা শহরে-সত্যাগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশের বেপরোয়া লাঠি চার্জ এবং নির্যাতন সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমি আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি যে এটা আমি ডিস-এলাও করেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার মহাশয় আমাকে জানিয়েছেন যে লাঠি চার্জ আইন সঙ্গত—

Mr. Speaker ;— No, No, Hon'ble Member, accordindg to Rule I have dis-allowed your Adjournment Motion. I have only dis-allowed your adjournment Motion and informed you that the "action taken by the authority in due discharge of law cannot be the subject matter of an Adjournment Motion." I would request the Hon'ble Member to take his seat,

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা অ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোশান ছিল। কিন্তু আমাকে জানানো হয়েছে যে আমার অ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোশান অ্যাডমিট করা হয় নি। এর প্রতিবাদে আমি ওয়াক আউট করছি

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— * * *

Mr. Speaker :— I connot permit you to speak on tne adjournmeat Motion which has not been allowed by me.

(Noise)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— * * *

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble Member not to create chaes in the House. I would request the Hon'ble Members not to disturb the proceedings of the House.

শ্রীঅনিল সরকার : — * * *

Mr. Speaker :— Hon'ble Member, I would request you to kindly take your seat. You don't have any permission from me to speak on any adjournment Motion.

শ্রীঅনিল সরকার :— * * *

Mr. Speaker :— The speech given by the Hon'ble Members on the Adjournment Motion is expunged from the proceedings. This will not form part of the proceedings of the House,

Mr. Speaker :— Now I am going to the next item cf Business.

Mr. Speaker :— Hon'ble Members,

Shri Kalipada Banerjee, M. L. A. raised a question of breach of privi. lege against the Editor "Kailashahar Barta, for his publication in its issue dated 15th April, '74. Shri Banerjee's contention was that the news so published lowered down the prestige and dignity of the Chair and the Publisher has committee a gross broach of privilege and contempt of the House and of Chair. I, under Rule 191 of the Rules of Procodures and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, referred the question to the Committee of Privileges for examination and investigation and acquaint the House thereof.

* * * **Expunged as ordered by the Chair.**

* * * **Expunged as ordered by the Chair.**

(Privilege case raised by Shri K. P. Banerjee)

Privilege case raised by Shri Ajoy Biswas, M. L. A.

Mr Speaker :— Hon'ble Members,

Shri Ajoy Biswas, M. L. A. gave a notice of Motion of breach ot privilege and contempt of the House against Smt. Aparajita Mukherjee, Head Mistress, Dharmanagar Girls High School, Dharmanagar in which he contended that Smt. Mukherjee delivered her speech before girls students on 13-5-74 and she used defamatory words against Shri Nipendra Chakraborty, Leader of the Opposition of this Legislature. Shri Biswas contended that by using such defamatory words against Shri Chakraborty, Smt. Mukherjee has committen clear breach of privilege of the House.

I examined the case. Shri Biswas raised the question of breach of privilege on the ground that—"Shri Nripendra Chakraborty visited Dharmanagar during that period, as a Member of the Assembly for transation of his duties as such a Member. Therefore, by making such defamatory and deregatory reflection on him, Smt. Mukharjee commmited clear breach of privilege and contempt of the House."

I have examined the case am of opinion that Shri Chakraborty might have gone to Dharmanagar at his own accord but not in matters of Transaction of any business and duties as member of the House or of any Committee. Therefore, I have found no primafacie in the case.

Of course, if Shri Chakraborty was there in connection with the performance some services to the House or a Committee, I would have note of this, but if he was just addressing meeting and then something happened, he would be treated like any other citizen. Personally, I would be the last man to approve any assult or defamator language even otherwise in a public meeting which may not hove anything to do wite the performance of the duties of the House or Committees because that is not in consence with the democratic spirit in the country. But to make it a question of privilege it has to be proved that he was there in performance of this duties in eonnection with the House or its Committees. Members of this House may have to address many public mectings in many places and sometimes they may be facing such unpleasant situation, but these cannot be treated as his duties as a Member of this House or any of its Committees. They should not be brought in the form of privileges because they are dealt within the ordinary administration of law.

Mr. Speaker :— Now, the House stands adjourned for 5 minutes.

(After 5 minutes recess)

Mr. Speaker :— Now, I shall announce the Report of the Business Advisory Committee setting the business of the House from the 4th October to 11th October, 1974.

I call on Shri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker, designated by me to move the Motion. "That this House agrees with the Allocation of Time proposed by the Committee."

Shri Usha Ranjan Sen :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move "that this House agrees with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the motion moved by Shri Usha Ranjan Sen, Dy. Speaker "that this House agrees with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee" It was put to voice vote and carried)

Mr. Speaker :— Hon'ble members, the following bills received the assent of the President on the dates mentioned against each :

1. The Tripura Land Revenue & Land Reforms (Second Amendment) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 4 of 1974) on 30-4-74
2. The Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) Amendment Bill, 1974 Tripura Bill No. 2 of 1974) on 21-4-74
3. The Tripura Co-operative Societies Bill, 1974 (Tripura Bill No. 3 of 1973) on 9-8-74

The Tripura Appropriation Bill, 1974 (Tripur Bill No. 7 of 1974) also received the assent of the Governor on the 28th April, 1974.

Next, report and laying of the comminication received from the Rajya Sabha Secretariat regarding notification of amendments to the Constitution of India (Thirty-sixth Amendment) as passed by the Houses of Parliament.

Now, I call on the Secretary to report & lay the message received from the Rajya Sabha Secretariat regarding ratification of "The Constitution (Thirty Sixth Amendment) Bill, 1974.

Mr. Secretary ;— Mr. Speaker Sir, in pursuance of Rule 86 (2) of the Rules of Procedure & conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I beg to report to the House that I have received a message from the Rajya Sabha Secretariat regarding ratification of amendments to the Constitution of India relating to Sikkim duly passed by both the Houses of Parliament together with a copy of the Constitution (Thirty Sixth Amendment) Bill, 1974 as passed by the Houses of Parliament.

I beg to lay a copy of these documents on the Table of the House.

Mr. Speaker :— Next business before the House is laying of "the Advance Report of the Comptroller & Auditor General of India for the year 1971-72, Government of Tripura.

I would request the Finance Minister to lay before the House the Advance Report of the Comptroller & Auditor General of India.

Shri D. K. Choudhury :— Mr. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table the House, the advance report of the Comptroller & Auditor General of India for the year 1971-72. Government of Tripura, as required under section 46 (1) of the North-Eastern Areas (Re-Organisation) Act, 1971.

Mr. Speaker :— Hon'ble members are requested to collect the copy of the Report from the Notice Office.

Next business before the House is Private Members' Resolutions. It the House agrees, I can take this business now.

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— এটা লাঞ্চ আওয়ারের পরে হলে ভাল হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, মাননীয় সদস্য কালিপদ ব্যানার্জী মহাশয় লাঞ্চ আওয়ারের পরে করার যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 2-30 P. M.

Mr. **Deputy Speaker** :—Next business of the House is Private Members' Resolution. There are three Resolutions in the List of Business. First I would call on Shri Anil Sarkar to move his Resolution.

Shri Anil Sarkar :— আমার রিজলিউশান হল "That this Assembly requests the Government of Tripura to adopt a scheme for giving monthly a subsistance allowance to the un-employed of both rural & urban areas". মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গ্রামাঞ্চলে এবং সহরাঞ্চলের যারা বেকার তাদের বাঁচার মত ভাতা সরকারকে দেবার জন্য আমি অনুরোধ করি। ত্রিপুরার রেজিষ্ট্রিকৃত বেকার এর সংখ্যা ৫০ হাজারেরও বেশী। তাছাড়া যারা এই রেজেস্ট্রী অফিসে নাম লেখান নাই বা যারা কোন দিন আশাও করেন নি যে এই সরকার বা এই শাসক গোষ্ঠী তাদের চাকরির বা জীবনের সংস্থানের কোন ব্যবস্থা করে দেওয়ার মত অবস্থা এই সরকার আছে। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষিত, শিক্ষিত এবং খেটে খাওয়া মানুষ তাদের সংখ্যা কম করেও লক্ষাধিক হবে। ওরা দিন মজুরী বা বিভিন্ন ট্রেডের কাজকর্ম করে। ওদের বাঁচার মত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব এই সরকারের। কিন্তু এই ২৭ বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখছি গোটা ভারতবর্ষে একটা বিরাট বেকার বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে—যাদের দেশের মজুর হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং ত্রিপুরাতে আমরা লক্ষ্য করেছি একজন গ্রেজুয়েটকে—যাদের হাফ-এ-মিলিয়ন এর প্রহসন করে ১৫০ টাকা করে মাসিক বেতন দিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং যারা গ্রেজুয়েট নয় তাদের ১০০ টাকা করে মাসিক বেতন দিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যেটা আজকের দিনে বাঁচার পক্ষে কিছুই নয়। তাও তাদের নিয়ে একটা প্রহসন—অস্থায়ীভাবে কনটিনজেন্ট হিসাবে

নিয়ে কিছুদিন পর তাদের ছাটাই করে দেওয়া হয়। আজকে ২৭ বছর রাজত্বের পর গোটা ভারতবর্ষের দিকে যদি তাকাই তাহলে রীতিমত বেকারের সংখ্যা ৫ কোটি এবং অর্দ্ধ বেকারের সংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি ৫৫ কোটি লোকের দেশে ২২ কোটি লোক হল বেকার এবং অর্দ্ধ বেকার। শ্রীমতি গান্ধী কিছুদিন আগে বলে ফেলেছেন এই যে ঘটনাটা ঘটল—আমরা বুঝতে পারি নাই যে আমাদের দেশে এত বেকার। এত লোককে শিক্ষিত করেছি অথচ তাদের জন্য এম্প্লয়মেন্টের জন্য কোন ব্যবস্থা পাশাপাশি করতে পারি নাই। যে শিক্ষিত হয়েছে যেটি তারা বলেছেন সেটি শতকরা ৩০ জন শিক্ষিত হচ্ছে। তাতের দেখা যায় শিক্ষিত অর্দ্ধ-শিক্ষিত কম করেও আড়াই কোটি বেকার এই দেশে আছে। এবং শতকরা ৩০ জন নামে মাত্র শিক্ষিত হয়ে এত বড় বেকার বাহিনী গোটা দেশে তৈরী হল কেন? অথচ স্বাধীনতার প্রথম থেকেই আমরা একটার পর একটা পরিকল্পনা করে চলে আসছি। আমাদের সবুর করতে বলা হয়েছে—প্রচুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে—পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজ। কিন্তু তার ফল দেখা যাচ্ছে গোটা ভারতবর্ষে প্রায় ২২ কোটি লোক বেকার এবং অর্দ্ধ-বেকার। এবং গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি এই দেশে বেকাররা চাকরী না পেয়ে—চাকরী থেকে ছাটাই হয়ে পিতা সন্তানকে হত্যা করছে কন্যাকে হত্যা করছে এবং নিজে আত্মহত্যা করছে। এই ত্রিপুরাতেও আমরা দেখেছি বেকার যুবককে কিছুদিন আছে আগরতলার উপকণ্ঠে এই যুবকটি কণ্টিনজেন্ট হিসাবে চাকরী পেয়েছিল তারপর ছাটাই হবার পর তার ভবিষ্যত অন্ধকার দেখে সে আত্মহত্যা করেছে। কাজেই এটা সরকারের পক্ষে যে সরকার চলেন আমাদের সমাজবাদী সরকার—আমরা গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাস করি—অথচ ১৯৭১ সালে যিনি আমাদের বলেছিলেন যে তোমরা আমাকে ভোট দাও আমি এই দেশের প্রত্যেকটি পরিবারের একজনকে চাকরীর ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু ১৯৭৪ সালে আমরা দেখেছি এটা একটা প্রহসন গোটা দেশে তার জন্য কোন পরিকল্পনা নাই। এই সব পরিকল্পনা থেকে যাদের আয় হচ্ছে কলেবর বৃদ্ধি হচ্ছে তারা হলেন জমিদার মহাজন এবং বড় বড় ব্যবসায়ী এবং ভূস্বামীরা। এ দেশের কোটি কোটি মানুষ একটা অসহায় অবস্থার ভিতর আছে। এর মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত তারা হলেন তরুন সমাজ। আজকে যারা যুবক তারা সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত। একজন যুবকের পিতা তিনি তার ছেলেকে গ্র্যাজুয়েট করার পর তিনি বলতে পারছেন না যে তার ছেলেকে চাকরীর ব্যবস্থা করে তিনি যেতে পারবেন। তার এমন কোন আয় নাই এমন কোন ব্যাংক ব্যালেন্স নেই যার উপর নির্ভর করে তার পরবর্তি বংশধরেরা বাঁচতে পারে। কিন্তু একজন কর্ম্মচারী যার ২/৩টি ছেলে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বসে আছে বা শিক্ষিত হয়েছে—যার একমাত্র পুজি তার কটি সার্টিফিকেট অথচ তার কোন গ্যারান্টি নাই। আজ যে যুবক যে তরুন তার ভবিষ্যত অন্ধকার। আজ একজন কৃষক তার ঘরের সন্তান সন্ততি আছে—দেখা যায় যে তার জায়গা জমি বন্টন হয়ে যাচ্ছে। এবং ১০ কাণি জমির যে মালিক সে ক্রমশ ভূমিহীন হয়ে যাচ্ছে। সেই কৃষক গ্যারান্টি দিতে পারছে না তার ছেলেকে যে সে কৃষক হবে। হয়তো দিন মজুর হবে নইলে বর্গাদার হবে। ক্রমশ তার অবস্থার অবনতি হচ্ছে। আর যে মজুর কারখানায় কাজ করছে সে ছাটাই হচ্ছে লে অফ হচ্ছে তার মজুরীর কোন ভবিষ্যত নাই। কাজেই আজকে যারা জন্ম গ্রহণ করছে যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩০ মধ্যে আজকে যারা তরুন

তাদের ভবিষ্যত সব চেয়ে বেশী আক্রান্ত এবং এই অবস্থা ২১ বছরের কংগ্রেস রাজত্বের ফলে তারা করেছে। অথচ আমরা পাশাপাশি দেখি এর চাইতে বেশী জনসংখ্যা এর চাইতে বেশী শিক্ষিত যে সব দেশ উদের দেশে কিন্তু বেকার নাই। আজকে গোটা ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে বেকার এবং তাদের কোন ভবিষ্যত নাই অথচ তাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে তোমরা নিজেরা কিছু করে খাও। অথচ সেই অর্থনৈতিক যোগ্যতা উদের নাই এবং সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা তাদের জন্য করে দেবার ব্যবস্থাও নাই। কাজেই আমরা পাশাপাশি যদি লক্ষ্য করি এর চাইতে বেশী লোক সংখ্যা চীন দেশে—যারা দুই বছর পর স্বাধীন হয়েছে। ১৯৪৯ সালে যেখানে শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ৫ জন আজকে সেখানে শতকরা ১০০ জন অথচ দেখা যায় যে সেই চীন দেশে একটি লোকও বেকার নাই। এটা আমার কথা নয় ডা: কুটনীশ-এর স্মৃতি কমিটির কাছ থেকে যেতি কিছুদিন আগে চীন দেশ দেখে এলেন তারা ভারতবর্ষে বিবৃতি দিয়েছেন এবং লোক সভা থেকে দাবি উঠেছে কুটনীশ স্মৃতি কমিটিতে যারা গিয়েছিলেন তাদের পার্লামেন্টে নিয়ে আসা হউক নিমন্ত্রন করে বিবৃতি দেওয়ার জন্য। চীন দেশ কি করে তার সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তার দেশকে এত সমৃদ্ধিশালী করে তুললেন তারা এই অবস্থার সৃষ্টি করলেন সেই বিবরণ দেওয়া হউক। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকে জাপানী আক্রমণ এবং তারপর গৃহ যুদ্ধ যার ফলে ভারতবর্ষের জনগণের চাইতে অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অথচ সেখানে দেখা যায় সমাজতন্ত্র কায়েম করে তারা তাদের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তাদের দেশকে সমৃদ্ধ-শালী করেছেন। সাংহাই সহরে দেখা যায় ৬০ লক্ষ লোক তার মধ্যে ৩৩ লক্ষ লোক বিভিন্ন কাজকর্মে নিযুক্ত। এর মধ্যে যারা ছাত্র ছাত্রী, যারা রুগ্ন, যারা শিশু তারা কাজ পায় না। চীন দেশে দেখা যায় হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করার পর উরা কৃষিতে চলে যায়, বিভিন্ন শিল্পের কাজে চলে যায় ৮০ ভাগ আর বাকীরা অন্যান্য কাজকর্মে চলে যায়। সেখানে একজনও বেকার থাকে না। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে, আমাদের দেশে গরীব হটানোর গল্প ছড়ানো হচ্ছে, আমাদের দেশে বলা হচ্ছে যে আমাকে ভোট দাও আমি তোমাদেরকে চাকুরী দেবো, আমার দেশে এই রকম একটা বিপন্ন অবস্থা। এই অবস্থার সৃষ্টি হলো কেন? সেখানে সম্পত্তি থেকে, কলকারখানা থেকে লুণ্ঠন থেকে সেই ব্যক্তিগত মালিকানা সেখানকার যে আমলাতন্ত্র, পুঁজিবাদ তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। সেখানে তাই দেখা যায় ৩০ কোটি মানুষকে, ভূমিহীনকে সেই বিপ্লবের পর জমি দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে দেখা যায় কয়েক বছরে ৯০ লক্ষ শিক্ষিত যুবককে তারা কর্মের দিকে নিয়ে গেছে, সেখানে তাদেরকে সেই খামার করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে উৎপাদনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে চাকুরীর ব্যবস্থা সেখানে করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই সেখানে একটা পরিকল্পিত অর্থনীতি আছে সেখানে আজকে যে মানুষ ১৮ বছর পার হয়ে গেছে তাদেরকে চাকুরী দিতে হবে সেই লক্ষ্য সামনে রেখে একটা পরিকল্পনাকে সেখানে সামনে রেখে চলতে হয়। কিন্তু আমার দেশের পরিকল্পনা হলো সেই সমস্ত মুনাফা, কত বেশী মুনাফা করা যায়, এখানকার কলকারখানা এবং শিল্পে বসে আছে ব্যক্তিগত মালিকানা আর সেই ব্যক্তিগত মালিকানার উপর বসে আছে সরকারের সেই পৃষ্টপোষক টাটা বিড়লা। কাজেই দেখা যায় আজকে দেখা যায় ওদের কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যায় মজুরীর দাবী করলে দেখা যায় ওরা লে অফ করে লক আউট করে

এবং এরা তাদের ব্যক্তিগত হোমকির উপরে, ব্যক্তিগত মুনাফার উপরে মরজির উপরে এই দেশের কলকারখানা নির্ভর করছে এবং সরকার যে সমস্ত শিল্প কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ব করেছে সেইগুলিতে বসে আছে সরকারের বুর্জুয়া পেটুয়া লোক, জমিদার যাদের ভেসটেড ইন্টারেষ্ট রয়েছে সেখানে তারাই সেখানে ম্যানেজার, তারাই চেয়ারম্যান তারাই সেখানে বসে আছে। কাজেই ব্যক্তিগত মালিকানা হচ্ছে ভেসটেড ইন্টারেষ্ট। তার সংগে সেই রাষ্ট্রায়ত্ব যে সমস্ত কলকারখানা যে সমস্ত ইনষ্টিটিউট সেখানে যাতে ব্যাঘাত না ঘটতে পারে মুনাফায় সেইজন্য এই সমস্ত লোককে সেখানে বসিয়ে রাখা হয়েছে। আর তাদের সংগে যুক্ত আছে এই ভারত সকরার গণতান্ত্রিক সরকার যে সরকার নিজেকে সমাজতন্ত্র কায়েম করছে বলে জাহির করে। কাজেই একটা ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলছে কি কলকারখানায় সর্বত্র। এবং সেই ষড়যন্ত্রের ফলে দেখা যায় ১৯৪৭ থেকে আমরা সুরু করেছিলাম ৩০ লক্ষ বেকার দিয়ে। ইংরাজের কাছ থেকে আমরা যে বেকার সংখ্যা পেলাম সেইটা ৩০ লক্ষ। আর চীনে ৫০ লক্ষ। কিন্তু চীন দেশে দেখা যায় আজকে ২৫ বছর পরে সেখানে একটা বেকার নাই। আর আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হচ্ছে ঘরে ঘরে বেকার সৃষ্টি করে।

কাজেই বুঝতে হবে দুইটা দেশের অর্থনীতিটা কি। এইখানে সমাজবাদ, এইখানে গণতন্ত্র, এইখানে গরীবা হটানোর শ্লোগান দিয়ে এইখানে ধনতন্ত্রকে কায়েম করার চেষ্টা চলছে এবং সেই ষড়যন্ত্রই আজকে দেখতে পাচ্ছি সর্বত্র। অথচ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর আজকে পৃথিবীর যে কোন অনুন্নত দেশগুলিতে ধনতন্ত্র কায়েম করার চেষ্টা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই সেখানে দেখা যাচ্ছে যতগুলি, যত ডামাডুলি বাজানো হচ্ছে তার সংগে সংগে দেখা যাচ্ছে সংকট বেড়ে যাচ্ছে এবং ভারতবর্ষের শাসক গোষ্ঠি এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে তাকে ফিরে যাওয়ার কোন রাস্তা নাই। কাজেই আজকে আমরা লক্ষ্য করছি দেশে যে এত বেকার বাহিনী তাদেরকে সুষ্ট পরিকল্পনা দিয়ে সুষ্ট সমাধানের মধ্যে দিয়ে তাদেরকে প্রতিষ্ঠা করা সেই দিকে সরকারের কোন দৃষ্টি নেই বরং সেই এমন একটা জায়গায় এসে এমন একটা ধনতান্ত্রিক কবরের মুখোমুখি এসে আর্তনাদ করছে কোন কিছুর সমাধান করতে পারছে না। কিছু সংখ্যক বিপদগামী যুবককে নিয়ে সংগঠন করছে এবং যারা সংগ্রামী মানুষ তাদের বিরুদ্ধে এদেরকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই প্রসংগে আমি ত্রিপুরার কথা বলতে চাই ত্রিপুরাতে গত ২৭ বছরের কথা যদি বাদ দেই আলাদের যে বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় এসে যিনি বলেছিলেন যে আমি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতির মধ্যে, আমি একজন কংগ্রেস সেবক আমি একটা নূতন পরিকল্পনা করতে চাই আমি ত্রিপুরা বানিয়ে দেবো এবং সেই দিন ট্রেজারী ব্যঞ্চের বন্ধুরা যথেষ্ট বাগাড়ম্বর করেছিলেন এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে আমি কলকারখানা করবো, আমি চটকল করবো, আমি কাগজের কল করবো, আমি চিনির কল করবো এবং আজকে দেখা যায় সেই আড়াই বছরের বেশী হলো। সেই ভাঁওতা। যেখানে পাটকল করার কথা ছিল সেখানে দেখা যায় জল নাই, যেখানে কাগজকল হবার কথা ছিল সেখানে দেখা যায় রেল. নাই। এবং যখন কোন প্রপোজেল নিয়ে তিনি দিল্লীতে গিয়েছেন এবং দিল্লী যদি সেটা রিসিভ করে থাকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এসে বলেছেন যে আমরা নোটিশ পেয়ে গেছি আমি চিঠি পেয়ে গেছি যে আমার কলকারখানা চলে

আসছে। কিন্তু দেখা যায় যে সমস্ত ছোট ছোট কলকারখানা আমাদের এখানে ছিল সেইগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। আজকে অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা আজকে চোখের সামনে সে অফ চলছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারীগুলি ময়দার অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ফলের যে ইণ্ডাষ্ট্রি সেখানে কাঁচামালের অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কাঁচামাল দিতে পারছে না। কুমারঘাটে যে কাঁচের কারখানা ছিল সেইটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের যে ছোট ছোট শিল্প কারখানা সেইগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এবং এই সরকার জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন যে আমি এই করবো সেই করবো। ত্রিপুরার যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করছেন। কারণ তারা বলছেন যে তোমরা কংগ্রেসে নাম লিখাও এম, এলেদের পেছনে ঘুর এম, এলেদের কাছে লিষ্ট দাও এবং তারা এম, এলেদেরকে বলেছেন যে তোমাদের নির্বাচনী এলাকায় যারা চাকুরীর প্রার্থী তাদের নাম দাও। কিন্তু আজকে দেখা যায় সেই নামের তালিকা তারা দিয়েছেন এই নামের তালিকার জন্য আজকে কংগ্রেস এম, এলেরাও বিক্ষুব্ধ কারণ তারা যে জবান দিয়েছিলেন সেই জবান তারা রাখতে পারেন নাই। এবং যাদেরকে চাকুরী দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে দেখা যায় আবার ছাঁটাই করা হচ্ছে। এই হলো অবস্থা। দ্বিতীয়তঃ গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আমরা কি দেখতে পাই? আজকে চাউলের মণ ত্রিপুরার বহু জায়গায় ১২৫ টাকা পর্য্যন্ত আছে। সেই রকম জিনিষপত্রের দাম যেমন শস্যের তেল যেখানে ৫ টাকা সাড়ে পাঁচ টাকায় পাওয়া যেতো সেখানে সেইটা আজকে সাড়ে এগার টাকা। দূরবর্ত্তী এলাকাতে ১৪/১৫ টাকা পর্য্যন্ত উঠেছে। যে গামছার দাম তিন টাকা ছিল সেইটা আজকে ৭/৮ টাকা হয়েছে। পাঁচ টাকায় যে শাড়ী কিনা যেতো সেইটা আজকে ২৫ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে না সেই রকম সবরকম নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছে। এই অবস্থায় আজকে ত্রিপুরার মানুষ অর্ধভুক্ত অবস্থায় আছে। এই কথা ট্রেজারী বাঞ্চের বন্ধুরাও স্বীকার করবেন কিন্তু এই কথা তারা বলতে পারবেন না কারণ তারা যে আজকে একটা খুটিতে বাঁধা। এই অবস্থায় গ্রামের অবস্থা আরও খারাপ কাজকর্ম নেই, টেষ্ট রিলিফের কাজ নেই এবং ডেভেলাপ-মেন্ট বন্ধ হয়ে আছে সারা রাজ্যে কৃচ্ছ্রসাধন চলছে। এর মধ্যে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ আসছে। যদিও আজকে তারা এই কথা স্বীকার করেন না যে এইগুলি অনাহারে মৃত্যু ঘটেছে। উনারা বৃটিশ প্রভূদের চরিত্র ষোল আনা পেয়েছেন বরং আরও কিছু বাড়তি গুণাবলি এদের মধ্যে দিন দিন বেড়ে চলছে। এই অবস্থার মধ্যে আমরা মনে করি ত্রিপুরায় যারা বেকার যাদেরকে কাজ দিতে পারছে না সরকার, এই সরকারের দায়িত্ব তাদেরকে কাজ দেওয়া তাদেরকে চাকুরী দেওয়া। কাজেই আমি হাউসের সামনে এই রিজিউশিন রাখছি যে এই বেকারদেরকে বেকার ভাতা এই সরকারকে দিতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বেকার গ্রাম সহরে ছড়িয়ে আছেন তাদেরকে বাঁচার মত একটা ব্যবস্থা করবেন এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য এই রিজিউলিশনের পক্ষে রেখে এইখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত।

শ্রী তড়িতমোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মাননীয় বন্ধুবর যে প্রস্তাবটি রেখেছেন আমি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করেছি। তিনি অনেক দিকের

অনেক কথা বলেছেন। তিনি যা বলেছেন সেগুলিকে অস্বীকার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তিনি যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেই প্রস্তাবটি গ্রহণ করা যায় কিনা সেটা আমাদের দেখতে হবে। তিনি বলেছেন যে ত্রিপুরা সরকারকে এই অ্যাসেম্বলী অনুরোধ করছে যে, যেন ত্রিপুরার সমস্ত বেকারদের গ্রামীণ এবং শহরের তাদের বেকার ভাতা দেওয়া যে দরকার। কিন্তু আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে সরকারের এই পরিমাণ অর্থ আছে কিনা, এবং অর্থ যদি সংগ্রহ করতে হয় ত্রিপুরায়, তাহলে ত্রিপুরার জনসাধারণকেই তার জন্য ট্যাক্স বা করভার বহন করতে হবে। তাহলে ত্রিপুরার জনসাধারণ বেকারদের পরিমাণ উল্লিখিত হয় নাই। নিশ্চয়ই সেটা বিরাট সংখ্যক। এই বিরাট সংখ্যক বেকারের অর্থ বহন করার জন্য নিশ্চয়ই ত্রিপুরার জনসাধারণ সেচ্ছায় রাজী হবেন না। এবং এটাকে রূপদান করার জন্য যদি সরকার চেষ্টা করেন তাহলে বহু অর্থের দরকার এটাকে রূপ দেবার জন্য। এবং এটাকে রূপদান করার জন্য একটা ট্যাক্সের প্রস্তাব যদি ত্রিপুরা সরকার আনেন তাহলে আমার ধারণা যে আমার মাননীয় বন্ধুবর তিনি সর্বাগ্রে বলবেন যে এই ট্যাক্স নিস্প্রয়োজন। এটা হতে পারে না। তাহলে এই অর্থ সেটা কোথা থেকে আসবে কাজেই একটা প্রস্তাব গ্রহণ করার আগে নিশ্চয়ই এটার সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই যে আজকে দেশের মধ্যে বেকারী আছে। বহু যুবক, শিক্ষিত অশিক্ষিত তাদের কর্ম সংস্থানের প্রয়োজন রয়েছে। আগে যে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তার চেয়ে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ছে। ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং কংগ্রেস সরকারই এইটুকু করেছেন। কাজেই এর মধ্যে যেটা করার প্রয়োজন সরকার সেটা করবেই। কাজেই সরকারের আজকে যে পরিস্থিতি সেটাকে আমাদের অবলোকন করতে হবে। গভীর ভাবে ভাবতে হবে। এটা অবলোকন করা উচিত তার সরকারের কাছে। আমরা যখন কোন একটা অভিমত রাখব তখন আমাদের দেখতে হবে সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে কিনা। কিন্তু ত্রিপুরা সরকারের দিক থেকে যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের এখানেও ত্রিপুরাতে কোন নূতন ট্যাক্সেসন করা হয়নি। যদিও কেন্দ্র থেকে বহু বার অভ্যন্তরীণ ট্যাক্স বসানোর কথা বলা হয়েছে। কাজেই এটার অর্থ কি উনারা বলেছেন যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সেই পরিমাণ অর্থ ত্রিপুরা থেকে পাওয়া যাবে এবং তার জন্য তাঁরা বিরোধীরা সর্ব্ব প্রকার সহযোগিতা করবেন। কাজেই এই প্রস্তাবকে রূপদান করার জন্য অর্থএর সংগতি সে দেশের থাকতে হবে। অন্য দেশের অর্থনীতি কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দিয়ে আর এক দেশের অর্থনীতি চলতে পারে না। সেটাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা চলে, সেটাকে শুনতে পারা যায়, কিংবা সেটার থেকে শিক্ষা দেওয়া চলে কিন্তু সেটাকে গ্রহণ করা চলে না। আমার মাননীয় বন্ধুবর বলতে গিয়ে চীনের কথা বার বার বলেছেন। আমি তা নিন্দা করছি না। তার দেশ তার মত চলবে। কিন্তু তাঁদের দেশে যে পার্টি সিষ্টেম আছে তাকি আমার মাননীয় বন্ধুবর স্বীকার করবেন।

তিনি বলেছেন যে কমিউনিষ্ট জায়গায় রেড করার জন্য। আজকে আমরা আমাদের পার্টিকে রিজলিউশান করাতে দিচ্ছি। যে দেশে একটি মাত্র পার্টি আছে। আমরা আমাদের দেশে যে দেশ তার ইচ্ছামত দেশের অর্থনীতি গঠন করতে চায় সে সুযোগ কি আমরা দিচ্ছি? তা আমরা দেব না। কারণ আমরা যে দেশে আছি সে দেশ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তার বহু পার্টি, বহুলোক। তার ব্যক্তিসত্ত্বা বা অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সে তৎ তার মতকে ব্যক্ত করবে। সে তার নিজস্ব চিন্তা-

ধারা ব্যক্ত করবে। এবং সে যা ভাল বুঝবে সেটা সে গ্রহণ করতে পারবে। যদি সে দেশের মধ্যে যেটা মঙ্গলজনক ঐতিহ্যের সঙ্গে শিক্ষার সঙ্গে যা ভাল আছে আমরা সেটাকে গ্রহন করব। কাজেই আমাদের দেশের মধ্যে আমরা আমাদের অর্থের দিক থেকে মানুষের যেটা ভাল হলেও মঙ্গলজনক হলেও যতক্ষন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের জনসাধারণ নিজের থেকে সেটা গ্রহণ করছেন ততক্ষণ পর্যান্ত তা চাপিয়ে দেওয়া আমাদের নীতি নয়। কাজেই আমাদের দেশে কি আছে না আছে, আমাদের যেমন ভাল আছে, তেমনি মন্দ আছে। ভাল কাজ হলে আমরা তাকে ভাল বলি, আবার তেমনি মন্দ কাজ হলে কঠোরভাবে তার সমালোচনা করি। কিন্তু তিনি যে দেশের উদাহরণ দিলেন, তিনি কি সে দেশের একটা সংবাদ দেখাতে পারেন যে, তার দেশ এই ধরনের কোন সমালোচনা কোন প্রচার কোন পত্র পত্রিকায় বেরিয়েছে আমরা যা দেখি, যদি রিজলিউশান হয় তা হলে তার আর অস্তিত্ব থাকে না। যদি কেউ কখনও বলেন যে আমরা কি চাই। সেটাও দেখতে হবে। আমরা কি এমন একটা সরকার চাই যে তার নীতি আমাদের উপর চাপিয়ে দেবে। আমাদের নিজস্ব কোন অভিমত থাকবে না। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে সে নীতি নেই। বহু মত, বহু দল, জনসাধারণ তার চিন্তা এবং কর্ম অনুযায়ী তার পরিকল্পনা অনুযায়ী সে চলেছে। এবং সেখানে তার ব্যক্তিসত্বা অনুযায়ী সে চলছে। তার ব্যক্তিসত্বার সঙ্গে সামাজিক সত্তার যখন, এবং সামাজিক সত্বার সঙ্গে বৃহত্তর সত্বার যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সংঘাত হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা আমাদের ব্যক্তি সত্বার মূল্য আমরা দিচ্ছি। কাজেই এই যে ব্যাক্তি স্বাধীনতা সেটাকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। তাহলে আমাকে বলতে হবে যে দেশে যে ব্যক্তিসত্বা আছে, যে স্বাধীনতা আছে তা থাকবেনা। কিন্তু যদি সেটা না থাকে তাহলে ডিকটেটরের মত একটা শক্তি গৃহীত হবে। কিন্তু আমরা বলব সে নীতি আমাদের নেই। আমাদের ভারতবর্ষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। এবং ভারতবর্ষের লোকেরা সমাজবাদে বিশ্বাসী। সমাজবাদ বিশ্বাস করে বলেই ভারতের ভাল, মন্দের প্রতিক্ষেত্রে কৃষক, যুবক, ছাত্র, অভিভাবক সরকারী কাজের সমালোচনা করতে পারে। যখন খারাপ হচ্ছে তখনও তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে পারে। তার জন্য তাদেরকে কেউ বিক্ষোভ দেখাচ্ছে না। চীন দেশে কি সে সাহস আছে ৫।৬ জন লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে সরকারের কাজের সমালোচনা করতে বা সরকারের বিরুদ্ধে একটিও কথা বলতে পারে। আপনারা চান কি সে সরকার। কাজেই সেটা দেখতে হবে যদি দেশের জনসাধারণের উপর এই রকম একটা সরকার চাপিয়ে দেওয়া যায়...

(গণ্ডগোল)

কাজেই দেখতে হবে আমাদের দেশটাকে আমরা কিভাবে গড়ে তুলতে চাই। আমাদের দেশের মধ্যে বরাবরই গণতন্ত্র আছে। সেই গণতন্ত্র হচ্ছে বহু পার্টিকে নিয়ে। মুখে আমরা গণতন্ত্র বললাম সেকথা নয় সেখানে। ওতে বহু দল, বহু মত, বহু অভিমত। সেখানে যেমন লেফটিং লেফট আছে, তেমনি রাইটিং লেফটও আছে। তার ভিতরে জনসাধারণ তার নিজস্ব চিন্তা অনুযায়ী তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য যাদের বিশ্বাস করবে তার উপর বিশ্বাস রেখেই সে তার কাজ করবে। এবং তারই জন্য কোন কিছু একটা করতে হলে আগে গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমরা যারা ত্রিপুরায় বাস করি সেই ত্রিপুরাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারিনা। এখন ত্রিপুরার অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা আছে সেই অর্থ আসছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে গ্র্যান্ট বা অনুদান হিসাবে। কাজেই দেখতে হবে সে প্রস্তাবটি ত্রিপুরা সরকারের

উপর না দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দেওয়া হলে আপনারা কি সমর্থন করতেন। তাহলেও আমরা সমর্থন করতাম। কাজেই আজকে আমাদের দেখতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারে যারা আছেন তারা সেই জিনিষটা করতে পারবেন কি? প্রয়োজন আমাদের অনেক আছে। যদি প্রয়োজনীয় অর্থ আমাদের দেশের বেকারদের দেওয়া যায় সেটা আনন্দের কথা। দেশের সেই ক্ষমতা আছে কিনা, সেটা বহন করতে পারবে কিনা, সেটা আমাদের দেখতে হবে। কিন্তু যেটা আমরা দেখি যে অর্থনীতিতে যেটা আমাদের বড় দাবী যে দেশে জিনিষপত্রের মুল্য দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। এবং এই যে অর্থনীতি একটা তৈরী হয়েছে সেটা শুধু আজকের দিনে ভারতবর্ষেই শুধু নয় সেটা আন্তর্জ্জাতিক সংঘাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের রাজনৈতিক দিক থেকে আজকের পরিস্থিতি যদি অনুধাবন করার পূর্ণ অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু কোন অনগ্রসর দেশ যাকে আমরা ডেভেলাপমেণ্ট কাণ্টি বডি তার সঙ্গে পৃথিবীর যে অর্থনৈতিক চাপ তার থেকে সে পরিমুক্ত হতে পারছে না। এদিকে নূতন মতবাদ বাড়ছে। শোসনবাদ চলবে না। এবং এটা খুবই বড় একটা লক্ষ্যণীয় বিষয়। একটা জিনিষ দেখতে হয় যদি জিনিষটা মাটির নীচে থাকে তাহলে সেটা তুলে নেওয়া যাবে। কিন্তু যদি সে জিনিষটা কৃষিজাত হয় তাহলে তার উৎপন্নের জন্য আমাদের জলবায়ুর উপর নির্ভর করতে হয়। ভারতবর্ষ কেন সমগ্র পৃথিবীতেই খরা এবং অতি বন্যাজড়িত পরিস্থিতি ক্ষতি করে। এক জায়গায় না এক জায়গাই হবেই। এটা চক্রাকারে ঘুরছে। বসন্ত কলেরা প্রভৃতি রোগ যেমন মহামারীর আকারে ৫।৬ বছর পর পর একটা এমাজের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। ভারতবর্ষের সমগ্র অঞ্চল না হলেও কোথাও না কোথাও খরা অতি বৃষ্টিতে বন্যায় ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। ১৯৬০-৬৫ সনে আমাদের প্রচুর ফসল ফলেছিল। এবং তার জন্য আমাদের বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করতে হয় নি। আমরা দেখেছি যে ১৯৭০-৭১ সনে সেই সময় বাংলাদেশ থেকে এক কোটি লোক এসেছিল। এখনও আমাদের বিদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করতে হয় নি। ভারতে আসার কারণ হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিল। যারা আত্মধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রনের জন্য সংগ্রাম করেছিল তাঁদের স্বাধীনতার সংগ্রামে আমরাও সঙ্গী হতে পেরেছি। সেখান থেকে যে সমস্ত লোক এসেছিল তাদের জন্য খাদ্যের সংস্থান করতে হয়েছে। আর পরবর্তী পর্য্যায়ে আমাদের খরা জনক এবং বন্যা জনক পরিস্থিতির ফলে আমাদের খাদ্য যে খাদ্য আমরা বিদেশ থেকে আনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তা আবার বিদেশ থেকে আনতে হবে। এটা লক্ষ্য করতে হবে ভারতবর্ষ একটা বিরাট দেশ। তাই বিচ্ছিন্নভাবে একটা অংশের মুখ আমরা বাঁচতে পারি না। এবং পথিবীর মধ্যে যে অন্যান্য দেশ আছে তাদের অর্থ নীতি এমন ভাবে হয়েছে যে একটি দেশকে বঞ্চিত করে আর একটি দেশ বাচতে পারে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—বেকারের কথা কোথায়।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—আপনারা যখন বলেছেন, তখন আমি বলছি যে আমার বক্তব্য শুনুন তাহলেই আপনারা দেখতে পারবেন বেকারের কথা আছে কি নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—হ্যাঁ, আপনি বলে যান। আমরা শুনছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—কাজেই সমস্ত দিক থেকে আমাদের জিনিষটা অবলোকন করতে হবে।

কাজেই কেউ যদি যুক্তি দেখাতে চান যে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে একজনও বেকার নেই তাহলে সেকথা ঠিক হবে না। কারণ আমাদের দেশের যে সমাজ ব্যবস্থা এবং আমাদের দেশের যে অর্থনীতি, তার ভিতর দিয়েই আমাদের দেশের সমস্যা সমাধান করতে হবে এবং আমাদের দেশের অর্থনীতিতে যে সমস্ত দোষ ত্রুটি আছে, সেটা বিদূরিত করতে হবে। এবং সেই যে সমস্যাগুলি যেগুলি আমাদের দেশে আছে, সেইগুলি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না যাবে, প্রস্তাব পাশ করলেও বাস্তবে তা রূপায়িত হবে না এবং এর সংগে আরও কারণ আছে, যেকথা মাননীয় বক্তা তাঁর বক্তব্যে বলেছেন এবং যেকথা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে আমরা দেখছি দ্রব্যমূল্য আরও বাড়ছে কিন্তু কেন সেটা বাড়ছে, সেটা দেখতে হবে। শুধু কংগ্রেসের দোষে সেটা হচ্ছে তা নয়, সেটা পৃথিবীব্যাপী। এমন কোন দেশ নেই যেখানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়নি। আমাদের সংগে গতির তারতম্য থাকতে পারে। আপনারা যারা পত্র পত্রিকা পড়েন তাঁরা দেখেছেন যে পৃথিবীর মধ্যে যে অগ্রসরমান দেশ, সেইসব দেশেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। আমরা চীন বা অন্যান্য দেশের অর্থনীতির যে ধারা, সেটা দেখেছি, সেটা আমাদের দেশ থেকে অন্যরকম, তারা অন্যভাবে হিসেব রাখে, আমাদের যে ধরণের ষ্টেটিষ্টিকস, সেইভাবে তারা হিসেব রাখে না, তাদের অর্থনীতি ফুলি ষ্টেট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সমস্ত জিনিষ সরকার থেকে সরবরাহ করা হয়, কাজেই তাদের দেশের মূল্য স্তর থেকে আমরা এই জিনিষটা পাইনা. কাজেই সেই দেশের সংগে সমতা রক্ষা করা আমাদের সম্ভব নয়। কিন্তু ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি যেগুলি আছে, প্রত্যেক জায়গায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেটা কেন হয়েছে, সেটা লক্ষ্য করতে হবে। আমরা স্বাধীন হলেও, আমাদের দৈনন্দিন যে সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন হয়, ইত্যাদি জিনিষ আমাদের দেশ থেকে উৎপাদিত দ্রব্য দিয়ে অন্যান্য দেশ'এর সংগে বিনিময় করা হয়। বিগত বৎসরে আরব-ইস্রায়েল কান্ট্রিতে যে লড়াই হয়ে গেল, তার ফলে সমস্ত পেট্রলজাত দ্রব্য, এবং তৈলজাত যে দ্রব্য তার মূল্য দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ভারতবর্ষে আমরা দেখছি অন্যান্যবার আমরা যে পরিমাণ তৈলজাত দ্রব্য আমদানি করেছি সেই হারে যদি আমাদের আমদানি রাখতে হয়, আমাদের যে পূর্বে ৪ শত কোটি টাকার প্রয়োজন হয়েছে সেই পেট্রলজাত দ্রব্য আমদানি করতে, সেই জায়গায় আজকে সেই পরিমাণ তৈল জাত দ্রব্য আমদানি করতে অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে আরব ইস্রায়েলের সংগে যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধে আমেরিকার প্রভাবকে ক্ষুন্ন করার জন্য আরব কান্ট্রিগুলি তৈলজাত দ্রব্যের মূল্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, তার জন্য আমাদের অর্থনীতির মধ্যে একটা চাপ সৃষ্টি হয়েছে এবং আমাদের নিজস্ব যে খাদ্যের অবস্থা সেটা একটা পরিস্থিতি। অন্যদিকে বিদেশে যে পরিমাণ দ্রব্য পাঠাতে হত এবং তৈলের যোগান রক্ষার জন্য টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধিহেতু কনজাম্পশান আরও বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অর্থনীতির কাঠামোর যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, এই ধরনের অবস্থায় এই প্রস্তাব আনা চলেনা। আজকে তাঁরাই চিৎকার করছেন যে ডেফিশিট ফিনান্স করা চলবেনা, কিন্তু কোথা থেকে টাকা আসবে। আজকে জন-সাধারণের ঘাড়ে ট্যাক্স-এর বোঝা চাপিয়ে টাকা আদায় করা চলবেনা। সরকার ইদানীং নোট ছাপিয়ে এই অবস্থার পরিপূরণের ব্যবস্থা যদি করেন, তাহলেই ডেফিশিট ফিনান্সের প্রশ্ন আসে, বাজারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা যাচ্ছে, সেটাকে যদি বন্ধ করতে হয়, সরকার তার জন্য কতক-

গুলি প্রক্রিয়া নিয়েছেন, চোরাকারবারী বা যারা অন্যান্যভাবে উৎপাদিত জিনিষপত্রের যে স্মাগলিং করছেন, তার প্রতি কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন। কাজেই এই ধরনের প্রস্তাব নেওয়ার আগে সব জিনিষটা চিন্তা করা দরকার। কাজেই সেইদিক থেকে এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই প্রস্তাবের সমর্থনে দুই একটি কথা বলতে চাই। বেকার ভাতার দাবী নিয়ে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন শ্রীঅনিল সরকার মহাশয়, আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। বেকার আজকে চরম অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে. শিক্ষিত যুবক, অশিক্ষিত যুবকদের মধ্যেও শুধু নয়, সমাজের সমস্ত স্তরে এই বেকারী প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি এবং খবর পেয়েছি, যারা রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন, সিমেন্টের অভাবে তাদের কাজ একরকম বন্ধ হতে চলেছে। এবং রাজ মিস্ত্রীর সংগে জোগালীর কাজ যারা করতো, তারাও ব্যাপকভাবে বেকার হয়ে পড়েছে এবং কোন কোন জায়গায় আমি তাদের সংগে আলোচনা করে দেখেছি, তারা থালা বাসন বন্ধক দিয়ে কোন রকম চালাচ্ছে কিন্তু বেশীদিন এইভাবে চলতে পারবেনা। কামলার কাজ করে যারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন, বর্ত্তমানে প্রচণ্ড অর্থ নৈতিক সংকটে গৃহস্থ ঘরবাড়ীর কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, দারুণ সংকটে না পড়লে কেউ ঘর বাড়ী মেরামতের কাজ বন্ধ রাখেনা। কাজেই মুনি দিয়ে কাজ না করানোর ফলে প্রচণ্ডভাবে তারা বেকার হয়ে পড়েছে। এইভাবে আমাদের সমাজের সকল স্তরে প্রচণ্ডভাবে বেকারী বাড়ছে। এই সম্পর্কে বাজেটে টাকা আছে কি নেই, সেই প্রশ্ন এখানে আসেনা। ভারতবর্ষের টাকা নেই, সেকথা আমি বিশ্বাস করিনা, কিন্তু ভারতবর্ষের কোথায় টাকা আছে, সেটা যদি বের করা হয়, এবং সেখানে যদি হাত দেওয়া হয়, তাহলে বেকার সমস্যার সমাধান অনিবার্য্য ভাবে হবে। লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে তাঁরা যেখানে আয় কর ফাঁকি দিতে পারে, ১০০ কোটি টাকা আয় করে, যেখানে আয় কর ফাঁকি দেয়, তাঁদের আমার সরকার গ্রেপ্তার করতে পারেন না, কিন্তু বেকার সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন যখন উঠে, আমাদের সরকার বলেন আমাদের টাকা নেই। দেশের এই পরিস্থিতিতে যদি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দল এবং বিহারে জয়প্রকাশ নারায়ণের মত দক্ষিনপন্থী দলের যদি অভ্যুত্থান হয়, দেশে ডিক্টেটরশিপ কায়েম করার জন্য, ফেসিজিম কায়েম করার জন্য, সেটা কি রোধ করা যাবে ? কাজেই সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিকে আমি এই বিধানসভায় হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলতে চাই এই অবস্থায় কংগ্রেসের বাইরে এবং ভেতরে যে সমস্ত প্রগতিশীল বামপন্থী শক্তি আছে তাকে যদি আমরা কাজে না লাগাই তাহলে আমাদের সামগ্রিকভাবে দেশের গণতন্ত্র, ধর্ম্মনিরপেক্ষতা, সমস্ত কিছু আজকে যদি আমরা রেখে এগিয়ে না আসি তবে আমাদের দেশে বিপর্য্যয় রক্ষা করা সম্ভব হবে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ১৯৪৫ সালে যে চীনের নেতৃত্ব চিয়াং কাইশেকের হাতে ছিল আজকে মাও সে তুঙের নেতৃত্ব তাকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে যখন সঙ্কটের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, আমাদের অনেক শ্রদ্ধেও বন্ধু একে ভুল ভাবে বুঝে। এক এক জায়গায় এক এক রকম নমুনা হতে পারে সরকারের। কিন্তু সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য তাদের দেশে থাকে এক। সেটা হল শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র ক্ষমতা এবং সেটা হল সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ব করা এবং

ব্যক্তিগত সম্পত্তির বাজেয়াপ্ত করা। সমাজতন্ত্রের এক পার্টি হতে পারে। কম্যুনিষ্ট পার্টি অনেক জায়গাতেই বেআইনী ছিল কিন্তু সেখানেও তারা রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পক্ষে যে সমস্ত শক্তি ছিল তাদের জন্যই গণতন্ত্র, যারা বৃটিশের পক্ষে ছিলেন তাদের জন্য গণতন্ত্র নাই। বলা হয়ে থাকে যে সমাজতন্ত্রে এক পার্টি থাকে আর গণতন্ত্রে বহু পার্টি থাকে। কিন্তু এক পার্টি থাকলেই যে সেটা দোষের হয়ে গেল সেটা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। বলা যাক কংগ্রেস পার্টির কথা। কংগ্রেস এখন শাসক দল। কিন্তু কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে তো কম্যুনিষ্ট পার্টি অংশ গ্রহণ করে না। সেটা তো এক পার্টির মধ্যেই হয়। তাহলে কি বলবেন যে কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে গণতন্ত্র নেই? এক পার্টিতেও গণতন্ত্র হতে পারে। এবং এক পার্টিতেও গণতন্ত্র সম্ভব। কাজেই এই অবস্থাতে এটা বুঝে নেওয়া দরকার। সমস্যা কোন্টা কতটুকু ব্যাপক সেটা আগে বুঝতে হবে। আমাদের দেশে একটা বিরাট সমস্যা আছে। সেটা হল বেকার সমস্যা। বেকার সমস্যাকে বা কংগ্রেস বিরোধী দলের প্রশ্ন নয়। এটা আজকে রাজ্যের সমস্যা বা দেশের সমস্যা। টাকা কোথায় আছে অনেকে বলতে চান। টাকার অভাবে বেকার নয়। এর মধ্যে আরও কিছু আছে। ইণ্টারন্যাশন্যাল স্মাগলাররা যেভাবে কাল টাকার জাল বিস্তৃত করেছে তাতে আমাদের যে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি সদিচ্ছাগুলি আছে তা সব বাতিল হয়ে যাবে। আর জয়প্রকাশের মত লোককে এরা আজকে উচ্চে তুলে ধরে দেশের মধ্যে আরও বিশৃঙ্খলা ডেকে আনবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অনিল সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি এবং সমর্থন করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য তড়িৎবাবু যে কয়েকটা দিকের উল্লেখ করেছেন আমি সেই দিকগুলি প্রথমে একটু আলোচনা করতে চাইছি। তড়িৎবাবু আলোচনা করতে গিয়ে প্রধানতঃ দেখিয়েছেন অর্থ সংস্থানের দিক। সেই অর্থসংস্থানের দিক দিয়ে বলেছেন যে আমাদের এমন কোন সংস্থান নেই যাতে আমরা বেকারদের ভাতা দিতে পারি। তিনি সেটা উল্লেখ করতে গিয়ে এই জিনিষটা বোধ হয় তাঁর চোখে পড়েনি যে ৬০০ কোটি টাকার মত ট্যাক্স বাকী আছে যে টাকাকে বের করে আনবার মত কোন সুযোগ এই সরকারের নেই। সুতরাং অর্থসংস্থানের কথাটা যখন তাঁরা দেখান তখন এই দিকটা তাঁরা ভুলে যান। তারা এই কথা বলতে চান যে বেকারদের ভাতা দিতে গেলে যে অর্থসংস্থান করতে হবে তাতে জনসাধারণের উপর ট্যাক্স বসাতে হবে এবং জনসাধারণের উপর ট্যাক্স বসাতে গেলেই তখনি আপনারা বিরোধী দল হিসেবে আপনারাই তার বিরোধীতা করবেন। আমরা তড়িৎবাবুর কাছ থেকে এই জিনিষটা পেয়েছি। কিন্তু তারা গরীবের উপর ট্যাক্স বসাবেন না এবং ধনীদের উপর যে ট্যাক্স বসানো হল সেই ট্যাক্সের টাকা যদি তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন তাহলে কোন সমস্যাই ছিল না। আজকে এই কথাটা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে আমাদের দেশটা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দেশ এবং এখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রয়েছে। যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের কথা উল্লেখ করেছেন, সেই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দেশে আমরা দেখছি যে কোটি কোটি মানুষ অনাহারে থাকছে। তারা এমন সমাজতান্ত্রিক দেশ গঠন করেছেন, যেখানে ভিক্ষুকের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, তারা এমন এক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন যে সমাজের মধ্যে সাধারণ দরিদ্র মানুষের গলা

কাটার জন্য এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি করেছেন, এখানে সাধারণ দরিদ্র মানুষের বাঁচার মত কোন সংস্থান নাই। আর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় গত ২৪ তারিখে কি হয়েছিল? সেদিন ছাত্ররা আন্দোলন করেছিল তাদের কয়েকটা দাবীর ভিত্তিতে, সেগুলি হল শিক্ষার প্রয়োজনে কাগজ, কেরোসিন তেল এই রকম কয়েকটি জিনিষ যাতে সস্তায় পাওয়া যায়, তার দাবী নিয়ে তারা যখন আন্দোলনে এগিয়ে এল, তখন সরকার তাদের পুলিশকে লেলিয়ে দিয়ে তাদের উপর অত্যাচার করালো। তাদের দাবী মানা হল না, কিন্তু তাদের উপর অত্যাচার করার জন্য পুলিশকে লেলিয়ে দিল, সেই পুলিশের জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে। এর থেকেই দেখা যাচ্ছে যে দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য বা দেশের সাধারণ গরীব মানুষের উন্নতির জন্য এই সরকারের কোন টাকা খরচ করবার ইচ্ছা নাই, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করবার জন্য এই সরকারের টাকার কোন অভাবই হয় না। কাজেই এখানে যে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে একটা কিছু আছে, তা কি করে বলতে পারি? ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আমরা এখানে আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি, সেটা হচ্ছে একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে যদি বদল করতে হয় তাহলে যারা এই রাজ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিশ্বাসী বিক্ষুব্ধ তারা যদি কেন্দ্রীয় সরকার অথবা সেই ইন্দিরাজীর আজ্ঞা না পান, তাহলে সেই মুখ্য মন্ত্রীকেও বদলানো যাবে না। এই হল তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রের মূল কথা। স্যার, আমরা এই গণতন্ত্রের স্বরূপ পশ্চিম বঙ্গেও দেখেছি বিগত নির্ব্বাচনে, যে গণতন্ত্র ভারতবর্ষে তারা চালু করেছে, তারা সমাজবাদের বড়াই করছে এবং বলছে যে তাদের সমাজবাদে সাধারণ মানুষই হচ্ছে আসল। কিন্তু আমরা দেখছি সেই সাধারণ মানুষগুলো আজকে বিচার পাচ্ছেন না, সেই বিচারের বাদী নীরবে নিভৃতে বসে কাঁদছে।

কদমতলার ব্রজেন্দ্রনগরে কয়েকজন সংখ্যালঘুকে জোর করে গুণ্ডা দিয়ে উচ্ছেদ করা হোল সেদিন, এই সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে এই বিধান সভার মাননীয় সদস্য মৌলানা আবদুল লতিফ মহাশয়ও জানেন। সেখানে বেকার সমস্যার কথা তারা জানেন, সেখানে তারা শোষণের কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু তাদের সেই বক্তব্যের মধ্যে আমরা সেই সমস্যাগুলো সমাধানের প্রকৃত কোন ভিত্তিই খুঁজে পাই না, এমন একটা অবস্থা আজকে তারা সৃষ্টি করে রেখেছেন। কাজেই তাদের এই গণতন্ত্রকে আমরা কি ভাবে আখ্যা দেব, সেটা আমি জানি না কারণ যে দেশে মন্ত্রীর গাড়ীতে স্মাগলিং হয়। আমি বুঝতে পারছি না যে তারা মুখ দিয়ে কিভাবে বলেন যে তারা একটা দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তুলছেন। কাজেই সমস্যার সমাধানের কথা তারা বলেন বটে কিন্তু তার কোন ইঙ্গিত আমরা তাদের বক্তব্য এর মধ্যে পাই না, এই জিনিষটা আমরা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য তড়িৎ বাবু একটা নীতির কথা বলেছেন, কিন্তু সেই নীতিটা কি, সেটা আমাদের জানা নাই। কারণ তিনি তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে পৃথিবীর অবস্থার কথা বলেছেন কিন্তু এর বাইরেও আর একটা পৃথিবী আছে, সেটা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক পৃথিবী। তড়িৎ বাবুর পৃথিবীতেও যেখানে আমরা দেখছি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সংগে সংগে সূচক সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, অথচ সেখানকার শ্রমিকেরা তার চেয়ে অনেক বেশী মজুরী পাচ্ছে। কাজেই মাননীয় সদস্য তড়িৎ বাবু যে পৃথিবীর কথা এখানে উল্লেখ করেছেন, সেখানেও বাঁচার মত ভাতা দেওয়া হয়। কিন্তু এত বড় যে একটা দেশ, সেই দেশে সমস্ত ধরনের দুর্নীতিকে পোষণ করে একটা আর্থিক সঙ্কটের সৃষ্টি করে রেখেছেন। কাজেই এই দেশে যে তারা বেকার সমস্যার সমাধান করবেন

এটা আমরা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি। আমরা জানি যে ইংরেজের আমলেও ঠিক এই ধরণের সংকট সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং আজকেও সেই সংকটকে আরও বড় করে সৃষ্টি করা হচ্ছে। তারপর তারা ডিফিসিট ফাইনান্‌সের কথা বলেন, ঘাটতি বাজেটের কথা বলেন, কারণ পুলিশের জন্য খরচ বাড়ছে, সামরিক বাহিনীর জন্য খরচ বাড়ছে, অথচ বেকার ভাইদের অন্য কোন রকমের আর্থিক সংস্থান এর ব্যবস্থা নাই। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে মন্ত্রীরা বড় বড় বাড়ীতে বাস করছেন, কিন্তু এটা যে গরীব দেশ, তা তাদের জানা উচিত। সুখময় বাবু তাঁর বাসা বাড়ীর জন্য ৬০ হাজার টাকা খরচ করেছেন। এই অবস্থাটা কেন হয়? এই টাকার সংস্থানই বা কোথায় থেকে করা হয়? কিন্তু বেকারদের জন্য বা গরীব মানুষদের জন্য এই ধরণের টাকা খরচ করবার কোন ইচ্ছাই আমরা তাদের মধ্যে দেখি না এবং এই ধরণের ডাকাটাও তাদের কাছে বোধ করি অসম্ভব ব্যাপার। আজকে আরও দেখছি যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ৪৫ হাজার শিক্ষিত বেকার আছে, তাছাড়া কৃষি মজুরের সংখ্যাও একেবারে কিছু কম নয় বরং এই বেকারের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলছে, অথচ তাদের জন্য টেষ্ট রিলিফের কাজ পর্য্যন্ত নাই। কাজেই সরকার এই অবস্থাটার কথা চিন্তা করুন, চিন্তা করুন মৃৎশিল্পীদের কথা, তারাও আজ বেকার হয়ে যাচ্ছে। তারা কাজ করার মত কোন সুযোগই পাচ্ছে না। তাই বলছিলাম যে তারা শুধু সংকট সৃষ্টি করেন কিন্তু সেই সংকট থেকে নিরশনের কথা তারা কোন সময়েই চিন্তা করেন না। তাদের চিন্তার মধ্যে অনেক জিনিষের অভাব আমরা লক্ষ্য করছি। আজকে বাজারে গেলে দেখা যায় যে অনেক জিনিষ কিনতে পাওয়া যায় না কিনতু বেশী দাম দিলে সব জিনিষই পাওয়া যায়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কিছুই পাওয়া যায় না!, অথচ বেশী দাম দিলে সব জিনিষই পাওয়া যায়, এই রকম কেন হবে? তাহলে দেখা যাচ্ছে যারা কোটিপতি, তারা কোটি কোটি টাকা সঞ্চয় করে রেখেছেন আর সেই টাকা দিয়ে ব্লেক মার্কেটিং করছেন বা নানাবিধ উপায়ে হোর্ডিং-এর ব্যবস্থা করছেন. আর অন্য দিকে সাধারণ মানুষ তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ন্যায্য-মূল্যে কিনতে না পেরে একটা আর্থিক সংকটের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে অর্ডিনান্‌স জারি করা হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে বাড়তি টাকা কমানোর জন্য সাধারণ দরিদ্র কর্মচারী অথবা সাধারণ দরিদ্র শ্রমিক আছে, তাদের বাড়তি বেতন আবশ্যিক জমা পরিকল্পনায় রেখে দিতে হবে। অন্যদিকে যারা কোটিপতি, যারা কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে এবং গত ২৫ বছর ধরে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা এই সরকার ভাবতে পারেন না। কিন্তু সাধারণ কর্মচারীদের কথা ভাবতে তাদের বিন্দুমাত্র কোন অসুবিধা হয় না। কাজেই যারা এই ধরণের নীতি নিয়ে সরকার চালাচ্ছেন তারা যে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান করবেন, এটা কি করে আশা করা যায়।

স্যার, আমরা দেখেছি যে সরকার সবুজ বিপ্লবের কথা বলেন সেই সবুজ বিপ্লবের ধান—তাতো বাড়েনি? যখন ধানে পোকা লাগে ধান মরে যায় তবুও গরীব কৃষক বিনা মুল্যে ঔষধ পায় না। কানির পর কানি ধান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। স্যার, এমনই একটা অবস্থা তারা সৃষ্টি করে রেখেছেন। আর কালো বিপ্লবের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি? কালো টাকা বাড়ার ব্যাপারে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু বেকার সমস্যার সমাধান করার কোন চেষ্টা দেখছি না। তাই মাননীয় সদস্য অনিল সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন আগে সেই প্রস্তাব সমর্থন করে বলতে চাই যে সরকারকে বেকারদের মাথা পিছু ভাতা দিতে হবে। আজ যে আগুনে যুব সমাজ জলছে সেই আগুনে এই শাসনের গতি থাকবেনা।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য অনিল সরকার যে প্রস্তাব এখানে উপস্থাপিত করেছেন আমি তা পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। আমরা জানি যে এই সরকারের কাছ থেকে কোন কিছু আশা করা যায় না। এবং বেকার সমস্যার সমস্থান তারা করবেন না। এই ২৭ বছরের বহু ব্যর্থতার ফল তাই শুধুমাত্র একটি কথাই এই প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সাবসিসটেন্স এলাউন্স। স্যার, আমার আগে এখানে ট্রেজারী বেঞ্চের কোন এক মাননীয় সদস্য তাঁর বক্তব্য রেখে প্রশ্ন তুলেছেন যে টাকা কোথায়? স্যার, একবার নয় বার বার বিভিন্ন বক্তা পার্লিমেণ্টে বিভিন্ন প্রগতিশীল বক্তরা বার বার বলেছেন যে যতক্ষন পর্য্যন্ত না ভূমি বণ্টন ব্যবস্থার সংস্কার না করা হবে জমিদারীর সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না করা হবে এবং সময় জমি নিয়ে যদি সমস্ত গ্রামের যারা বেকার ভূমিহীন তাদের হাতে না দেওয়া হবে ততদিন কিছু হবে না। তারপর তাদের কৃষির উন্নতির জন্য তাদের কাজ করার জন্য সরকার থেকে তাদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য—বীজ ধান সার দেওয়া জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে দেখা যাবে যে তাদের পকেটে পুঁজি আসছে। তার ফলে দেখা যাবে গ্রামে গ্রামে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে উঠেছে। এবং সেই সব শিল্প কারখানায় দেখা যাবে যে প্রচুর লোকের দরকার। তাতেই বেকার সমস্যার সমধান হবে। এই কথা বলা হয়েছে এমন কি আমি ও গত দুই বছর যাবত অনেক বার উল্লেখ করেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কিছুদিন আগে আমি নিজে একটি গ্রামের সম্পূর্ণ সেনস্যাস করেছি একটা মৌজার মাত্র। ত্রিপুরার একটি মাত্র মৌজার কি অবস্থা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় বগাবাসা একটি মৌজা সোনামুড়া মহকুমার রেভিনিউ মৌজা। সেখানকার বেকার বেকারদের সঙ্গে নিয়ে আমি ঘুরেছি। সেই মৌজায় ৩০০ পরিবারের ভিতর ২৪০টি পরিবার ভূমিহীন—ক্ষেত মজুর। অন্যের জায়গায় কাজ করে তারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাদের মজুরীর হার কত? শিশুদের একটাকা থেকে বার আনা। মেয়েদের দেড় টাকা অবাঙ্গালী হলে দুই টাকা। এই অবস্থা এই কৃষি মজুরদের। তাদের সারা বছর কাজ জুটে না। আমি তার ও হিসাব এনেছি। বছরে ৯০ থেকে ১২০ দিন এ ১৪০ পরিবারের ভিতর ২০ নারীর কাজ থাকে বছরে। পুরুষদের ১২০ থেকে ১৮০ দিন। স্যার, গত দুই বছর মাঠে মাঠে ঘুরে হিসাব আমি বের করেছি। আরও অনেক হিসাব আছে। কি সাংঘাতিক অবস্থা অসহনীয়। একটা ঘরের ভিতর রান্না থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু করতে হয়। দুটি ঘর তৈরী করার ক্ষমতা নাই। স্যার, আমি সমস্ত তথ্য আনছি না। এ, গ্রামের চিত্র কি সাংঘাতিক অবস্থা। উপজাতি গ্রামগুলিতে আরও কঠিন অবস্থা। এটা শুধু এক দিন নয় আজকে ১০ বছর ১৫ বছর এই অবস্থা চলছে। কতগুলি প্রাণ কোন রকমে বেঁচে আছে। এই হল অবস্থা। কাজেই এই প্রস্তাব সমর্থন করে আমি আবার বলতে চাই যে ভূমি সংস্কার করে সমস্ত জাম এই ভূমিহীনদের দেওয়া যেত কৃষকদের হাতে দেওয়া যেত তাহলে ভূমিহীনদের আরও তিন একর করে দিয়ে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া যেত। এটা এ কংগ্রেস সরকার চায় না। এবং গত ২৭ বছরে ওই প্রথার উচ্ছেদ করা হয়নি। তারই প্রমাণ দেখছি গত বিধান সভায় নূতন সংশোধন আনা হয়েছিল ভূমি সংস্কার আইন। স্যার, আমাকে কয়েকটা মিনিট সময় দিতে হবে। স্যার, আমি আরেকটা হিসাব দিতে চাই। আমি আরও বলছি এইটা সরকারী হিসাব নয় আমি নিজেই সেই হিসাব সংগ্রহ করছি। স্যার, সোনামুড়া মহকুমার শুভপুর তহশীল এলাকার হিসাব দেখুন ১০ এক কৃষি জমির ৬ জন মালিক

তাদের হাতে আছে ৮৩.৬৬ একর জমি ১০ একরের বেশী জমি। আমি জানিনা মন্ত্রীরা এই খবর রাখেন কি না। কতটুকু খবর রাখেন তারা নিজেদের গাড়ী কিনার খবর রাখেন, দালান তৈরী করার খবর রাখেন কোথা থেকে কিভাবে সিমেন্ট চুরি করে এনে নিজেদের ঘর তৈরী করছেন তার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এই জমির খবর তারা রাখেন না। স্যার, সেই তহশীলে ৫ একরের কম জমির মালিক ১১৩২ জন রায়ত। স্যার, আমি এই কথা বলছি না যে একজন রায়তের আরও বেশী জমি থাকে। একজন রায়ক ৩।৪ জুতের মালিক হয় সেই হিসাবে বলছি। ১১৩২ জন রায়ত ৫ একরের কম জমির মালিক। আর ৬ জন রায়ত ১৮৩.৬৫ একর জমির মালিক। দুই একরের কম জমির মালিক ৯১২ জন। আর তাদের জমির পরিমান কত? ১৩৬২ একর এই হচ্ছে অবস্থা। সেই এলাকার ভিতরে সম্পূর্ণ তহশীল এলাকতে ৩২৫৪ ঐকর ৩১ শত মোট জমি। ১৩৬১ একর জমি ৪২৫৪ একরের ভিতরে সেইটা হচ্ছে ৯১২ জন মালিক আর বাকী জমির মালিক হচ্ছে মধ্যস্তরের কৃষক। আর সমস্ত জমি ছড়িয়ে আছে কয়েক-জন জোতদার, কয়েকজন জমিদারের হাতে। শুধু এই তহশীল নয়। আরও তহশীল আছে, সোনামুড়ায় যে তহশীল সেই তহশীলের হিসাব আমার কাছে আছে সেই তহশীলের ভিতর ঠিক এই রকম যেমত প্রকৃত চাষীর সংখ্যা ১৪৪৫ জন যারা নিজেরা লাঙ্গল ধরে যারা নিজ জমিতে চাষ করে তার সংখ্যা হচ্ছে ১৪৪৫ জন। তাদের হাতে জমি রয়েছে ১১৪১,৫৭ একর। আর মোট রায়তের সংখ্যা হচ্ছে ২২৪৬ জন। ১৪৪৫ জন প্রকৃত কৃষক আর বাকী সমস্ত হচ্ছে মহাজন, জোতদার যাদের নিজেদের সংগে জমির কোনসম্পর্ক নেই অথচ জমির ফসল ভোগ করছে। এই মন্ত্রীরা বলতে পারবেন গত কয়েকমাস পার হয়ে গেল নুতন ভূমি সংস্কার আইন সংশোধিত করেছিলেন তারা সেই সংশোধিত আইন হওয়ার পরে গত বর্গাদারকে তারা জমিতে অধিকার দিয়েছে, রায়তি দিয়েছে, কয়টা বর্গাদারকে আইন অনুযায়ী এক পঞ্চমাংশ বা এক চতুর্থাংশ যেটা মালিক দেওয়া সেইটার ব্যবস্থা করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওয়েষ্টের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে তিনি বললেন যোলস নাই আমি কি করবো, কি করে বর্গাদারকে রিক্রুইট করবো বর্গাদারের নাম লিষ্ট করবো এই হচ্ছে অবস্থা এরা করবে বেকার সমস্যার সমাধান। আমি আর একটু আনতে চাই স্যার, অল্প কয়েকদিন আগে গত এক বছরে ডাক এ মিলিয়ন জব, একটা পরিহাস আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এনে-ছিলেন—সেই পরিহাস নিয়ে সুখময়বাবু লাফিয়ে লাফিয়ে গ্রামে গ্রামে বলতে সুরু করলেন সমস্ত বেকারের চাকুরী হয়ে গেছে, সমস্ত বেকারকে চাকুরী দিচ্ছি। আমি দেখছি ১৫০১ জনকে রিক্রুইট করা হয়েছিল তার মধ্যে ২১২ জনকে দেওয়া হয়েছিল এ. সি. এসের পোষ্টে তার মানে সেল্ফ এ্যামপ্লয়মেন্ট যাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আর ১০৫১ জনকে দেওয়া হয়েছিল যারা আগার ট্রেনিং এ ছিল আমি জিজ্ঞাসা করছি মন্ত্রী মহোদয়কে জবাব দেন এই বিধান সভায় কয়জনকে আপনারা চাকুরীর ব্যবস্থা করেছেন যাদের ট্রেনিং শেষ হয়ে গেছে। কয়টা বেকারকে যে ২১২ জন এ. সি. এস.তে রিক্রুইটেড হয়েছিল যাদের ট্রেনিং শেষ হয়েছে তাদের জন্য আপনারা কি ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু ব্যবস্থা কি হয় নাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ভাই কোথা থেকে এনে কি ভাবে এনে কিভাবে প্রমোশন দেওয়া হলো কত টাকা বেতন কিভাবে

ব্যবস্থা করলেন ? আমি এই হাউসে যে প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করার প্রশ্নে কংগ্রেসের যারা সদস্য যারা মন্ত্রীসভার ভিতরে নন যারা মন্ত্রীসভার পেছনে তাদের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছেন তাদেরকে আমি বলছি যে কিছু খোঁজ করে দেখুন আপানারা নিজেদের নিক্তি আবার তলিয়ে দেখুন যে আপনাদের নিজেদের কনষ্টিটিউয়েন্সিতে কত শত শত বেকার আছে, আপনাদের পেছনে কত শত শত বেকার ঘুরছে তাদের একজনেরও চাকুরীর ব্যবস্থা করতে পারলেন না কেন ? এই সুখময় বাবুর পেছনে ঘুরে ঘুরে সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। সমস্যার সমাধান করতে হলে মূল গোড়ায় হাত দিতে হবে তা না হলে যদি বেকারদের ব্যবস্থা না হয় যদি এই প্রস্তাবকে আপনারা সমর্থন না করেন এই ৪১টি সদস্যকে অথবা তার সমর্থনে যারা ভোট দেবেন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাদের জবাব দিহি করতে হবে সেই হাজার হাজার বেকারের কাছে হয়তো বা কোনদিন পিঠের চামড়া তুলে নিতে পারে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীরাধারমণ দেবনাথ।

শ্রীরাধারমণ দেব :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অনিলবাবু যে রিজিলিউশন এনেছেন এইটার সংগে অবশ্য তিনি দুঃখের সঙ্গে কথাটা এখানে সাবমিট করেছেন কিন্তু সেইটাতে আমার হাসি পাচ্ছে এই জন্য যে সব কথা অবাস্তব সেই সব অবান্তর কথা এইখানে রেখে উনি বাহাদুরী নিতে চেয়েছেন তিনি বেকারদের নিয়ে ঠাট্টা করছেন কারণ উনি কোন সাজেশন রাখতে পারেন নাই। আজকে দুই বছর ধরে একই কথা শুনে আসছি। কাজেই এর মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই। যদি উনি কোন সাজেশন রাখতেন তাহলে আমি খুশী হতাম। উনি বলেছেন ৫০ হাজার বেকারের কথা আবার সমরবাবু বলেছেন লক্ষ লক্ষ বেকার। আমি আমি বলছি ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষই বেকার। কারণ উনারা যেভাবে এখানে বেকারদের বক্তব্য রেখেছেন তাই যেন বুঝতে হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে ৫০ হাজার বেকার উনার কথাই যদি ধরি আজকে যদি শিক্ষিত ৫০ হাজার লোক কোন কাজ না করে তাহলে এই ৫০ হাজার লোককে কে খাওয়াবে ? এইটা কি শুধু সরকারের দায়িত্ব ? সরকারের কাছে তো টাকা আকাশ থেকে পড়ে না। আজকে জনসাধারণের যে সরকার সেই সরকারের যে আর্থিক অবস্থা সেইটা জনসাধারণকে চিন্তা করতে হবে। সেই চিন্তা না করে যদি শুধু সরকারকে দিতে হবে সেই চীৎকার আমরা করি তাহলে সরকারের টাকাটা আসবে কোথা থেকে। এবং যে বেকারের সংখ্যা উনারা দিন দিন বাড়াচ্ছেন আমি সেইটা বিশ্বাস করি না। আমার সম্পত্তি থাকা সত্বেও আমি যদি সেইটা সদ্ব্যবহার না করি তাহলে সেই সমস্যার সমাধান হবে কি করে সরকার কি সমস্যার সমাধান করবে ? আমি গ্রামের ছেলে, আমি একজন দরিদ্র কৃষকের ছেলে। আজকে গ্রামের যে সমস্ত বেকাররা লেখাপড়া শিখেছে বলে চীৎকার করছেন ওদের বেশীর ভাগ তাদের গ্রামের মধ্যে কর্মসংস্থান আছে আয় আছে, জমি আছে পরিশ্রম করলে ওরা বাঁচতে পারেন। কিন্তু উনারা তা করছেন না। আজকে সমাজের উপরে যে অত্যাচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, গত ২৭ বছরের কথা উল্লেখ করে বলেছেন আমি বলবো আজকে মানুষ যে অকর্মণ্য হয়েছে তার জন্য উনারাই দায়ী। কারণ

ছেলেরা স্কুলে গিয়ে পড়শুনা করতে পারছে না উনারা তাদেরকে দিয়ে রাজনীতি করছেন, রাজনীতি শিখাচ্ছেন। একটা ছাত্র স্কুলে তৈরী হয়ে স্কুলে গেছে পরীক্ষা দিতে তাকে নিয়ে নিয়ে আসছেন রাস্তায়, সিক্স/সেভেনে পড়ে যারা রাজনীতির আওতার মধ্যে পরে না তাদেরকে টেনে নিচ্ছেন রাজনীতি করতে। আজকে দেখি কিছু সংখ্যক অধ্যাপক, শিক্ষককে তাদের দলে নিয়েছেন যেটা টি. জি. ই. এ অথবা সমন্বয় কমিটি এই সমস্ত সংস্থা তারাই সৃষ্টি করেছেন। তারাই আজকে সমাজ জীবনে যে সমস্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে আজকে এইটা তাদেরই সৃষ্টি। তারা সেই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য কোন সাজেশন তারা কোনদিন দিবেন না। কাজেই এইখানে এসে গান গেয়ে উনারা যে বেকারদের মন যোগাবেন সেইটা কি করে সম্ভব হবে আমি বুঝতে পারছি না। আমি সেইটা বিশ্বাস করতে পারি না। আজকে এদেরই সংস্থাগুলি সমাজের উপর অত্যাচার এবং অসুবিধা সৃষ্টি করছে এই কথা তাঁরা কোনদিন বলবেন না। সমাজের উপর যে অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই এখানে এসে গান গেয়ে গেয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করবেন আর দেশের মর্য্যাদা পাবেন সেটা আমি আর কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। আজকে যাদের কর্মক্ষমতা আছে, যাদের কর্মস্থান আছে তাদের যদি কাজে লাগান যেত ২৭ বছর ধরে যদি স্কুলের ছেলে নিয়ে রাজনীতি না করতেন, স্কুলের ছেলেরা যদি উপযুক্ত লেখাপড়া করতে পারত তাহলে আজকে এই অবস্থার সৃষ্টি হত না। উনারা যদি নিজেরাই চিন্তা করে থাকেন তাহলে দেখতেন রাজ্যে ৫০,০০০ হাজার বেকার লোক থাকে তাহলে কে তাদের খাওয়াতে পারে। আজকে যদি অবস্থাপন্ন ঘরের কোন ছেলে কাজ না করে তাহলে তাকে কেহ দেখতে পারে না। কাজেই আজকে একটা আদর্শের মধ্যে আসতে হবে। আজকে শুধু বড় বড় বুলি বল্লে এইখানে কিছু হবে না। আজকে যারা ৫০,০০০ বেকারের কথা বলেছেন তা হতে পারে না। আমি সেটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। আজকে দেখা যায় একদিকে সরকারী চাকুরী করছে আবার এ্যামপ্লয়মেন্টে নাম লেখা আছে। বাড়ীর অবস্থা আছে, হাল-গরু, জমি আছে তারাও এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাকচেঞ্জে নাম লেখে রেখেছে। স্কুলে থ্রি ফোর পর্য্যন্ত পড়েছে আর পড়াশুনা করেনি, রাস্তায় বেরিয়ে শ্লোগান দিয়ে বেড়ায় তাদের নামও অ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাকচেঞ্জে রেজিষ্ট্রি করা আছে। কাজেই যারা এই প্রপোজাল এনেছে তাদেরও এ্যামপ্লয়মেন্টে নাম রেজিষ্ট্রি করা আছে। কাজেই বড় বড় রিজিলিউশান আনলেও সমস্যার সমাধান করা যাবে না। রিজিলিউশান না এনে সমস্যার সমাধান কি করে করা যায় সেই চিন্তা আমরা করতে পারি। গ্রামে যেসব ছেলেরা আছে তারা যদি চাষ আবাদ করতে করতে তাদের যে শিক্ষা, যে অভিজ্ঞতা তারা পেয়েছে সেই অভিজ্ঞতাটুকু যদি তারা তাদের কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করত তাহলে আমার বিশ্বাস অর্দ্ধেক বেকার.....

(অনেকের মন্তব্য......জমি নাই)

কি জমি থাকবে না। এই সব কথার কথা। কেন জমি থাকবে না। আপনারা থাকতে দিচ্ছেন না। এইসব কথার কথা. বাপের নামে জমি আছে! পরচা আছে। তোমাদের নামে তো

জমি নাই বাপু। অতএব তোমরা ভূমিহীন। ভূমিহীনের খাতায় নাম লিখাও। এই বলেই উনারা ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়াচ্ছেন। বেকারের সংখ্যা বাড়াচ্ছে। বেকারের সংখ্যা বাড়িয়ে তাঁরা সমাজের উপর অনাচারের সৃষ্টি করতে চাইছেন। সেই দিন আপনাদের ফুরিয়ে আসছে। আর বেশী দিন নেই। আজকে মাষ্টার মশাই যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের কথা বললেন তার আগে ত তাঁরা সেখানে সরকারে গিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে যে আদর্শ রেখেছেন ওটা উনাদের স্মরণে রাখা উচিত। এখানে যে কোঙার সাহেব এসেছিলেন উনার বক্তৃতা আমি শুনেছি। কিন্তু উনি নাকি কোটিপতির ছেলে। কাজেই উনারা যে সমস্ত কথা এখানে বলতে চাইছেন এবং যা নিয়ে নাম কিনতে চাইছেন তা দিয়ে নাম কেনা চলবে না। আমি অনুরোধ করব তাঁদেরকে যদি সত্যিকারের তাঁদের দরদ থাকে বেকারদের সমস্যার সমাধান চান তাহলে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য যে সমস্ত কর্মস্থল আছে তাদের যদি কাজে নিয়োগ করতে পারেন তাহলে উদ্দেশ্য সফল হতে পারে তা না হলে হবে না। আজকে স্কুলের ছেলেদেরে আপনারা দিন দিন যে ভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন স্কুল থেকে তাদের পড়াশুনার ক্ষতি করে, বাহির করে এনে, পরীক্ষা ভণ্ডুল করেও তাদের পড়াশুনার ক্ষতি করছেন। এটা যদি করতে থাকেন তাহলে বেকারদের সমস্যার সমাধান হবে না। আজকে আর একটা দেখছি আজকে যারা সমন্বয় করে তাদের দেখছি অফিসে বসে রাজনীতি আলাপ করে আর ফাইলের পর ফাইল জমে যাচ্ছে। আর যার দুঃখে তারা দুঃখিত তাদের দুঃখ ছাড়া কোন কাজ হয় না। এইত সমাজ সেবার নীতি ওঁদের। কাজেই এই সমস্ত নীতি যদি বন্ধ না হয় এবং মুখে বড় বড় বুলি যদি চালান তাহলে সমাজের কোন দিনই উন্নতি হবে না। সমাজের উন্নতি করতে হলে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে সরকারী কর্মচারীদের বেতন বাড়াতে হবে, দেশের প্রডাকশন বাড়াতে হবে। এই সমস্ত চিন্তা করে যদি আপনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন তাহলে সমস্যার সমাধান সম্ভব। মাননীয় সদস্য অনিল সরকার যে রেজলিউশান এনেছেন তা অবজ্ঞার সহিত বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ্য মহোদয়, মাননীয় সদস্য অনিল সরকার যে প্রস্তাবটি এনেছেন, প্রস্তাবটি অবশ্য শুনতে খুবই সুন্দর। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বেকার ভাতা দেওয়া। এটা আমরাও চিন্তা করেছি। বেকারদের ভাতা দেওয়ার চেয়ে বেকারদের কিভাবে সত্যিকারের বেকারত্ব দূর করা যায় সেদিকে আমরা চিন্তা করছি। আমরা বেকারদের ভাতার চিন্তা করি না। কিন্তু উনারা যে আজকে বেকারদের এই শিক্ষিত বেকারদের এই শিক্ষিত বেকারদের কে সৃষ্টি করছে তাহা উনারা বলবেন না। তাঁরা শুধু বলবেন কংগ্রেস সরকারের ২৭ বছরের শাসনের কথা উনারা বলবেন। কিন্তু কংগ্রেস সরকার সেটা কিভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তার কথা উনারা স্বীকার করবেন না। আজকে এই যে শিক্ষিত বেকারের কথা উঠেছে। তাহলে সেটা কে সৃষ্টি করল। সৃষ্টি যদি করে থাকে তাহলে কংগ্রেস সৃষ্টি করছে। কংগ্রেসীরা তার সমস্যারও সমাধান করবেন। আজকে যদি

স্কুল কলেজ সৃষ্টি না করতেন তাহলে আজকে শিক্ষিত বেকারের কথা উঠতো না। আজকে তাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হয়েছে। তাদের জন্য আজকে যে দেশে শিক্ষিতদের কথা উঠছে। বেকার সমস্যার যে কথা উঠছে সেটার সমাধান কি করে করা যায় তার জন্য কংগ্রেসীরা সর্বদাই চেষ্টা করেন। কারণ জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য, তাদের ভালোর জন্য এবং দেশের ভালোর জন্য জনসাধারণের উন্নতি হয় তার জন্য যে কংগ্রেস সরকার চেষ্টা করে সে কথাটা যেন মাননীয় সদস্যরা ভুলে না যান। যেন সব সময়ই মনে রাখেন। আমি দেখেছি যখনই দেশের কিছু করার জন্য কাজ আরম্ভ হয়েছে তখনই আমি দেখতে পাই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কি করেন। বিরোধী দলগুলি কি করেন। তাঁরা চান দেশের মধ্যে একটা অরাজকতা আসুক। দেশটা উচ্ছন্নে যাক। দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিক। সরকার একটা ভাল কাজ করুন তাঁরা তা চান না। আজকে উনারা দেশের মধ্যে আন্দোলন করেন, তার কারণ হচ্ছে যে সরকার পরিকল্পনাকে রূপদান করতে চান তা বানচাল করার জন্য মাননীয় সদস্যরা চেষ্টা করেন। মাননীয় সদস্যরা চীনের কথা বললেন। উনার লক্ষ্য যেন চীন দেশ সম্পর্কে। কিন্তু মাননীয় সদস্য কি জানেন যে চীন দেশে হাজার হাজার লোক না খেয়ে মরছে। সেটা কি উনারা জানেন না। তার সেই দেশের যদি কোন কিছু ভাল থাকে যদি তাতে দেশের উন্নতি হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমার দেশ তা গ্রহণ করবে। কিন্তু তাই বলে কি আমরা আমাদের ভারতবর্ষ চীনকে দিয়ে দেব। সেটা কি হতে পারে ? আমাদের আদর্শের প্রতি আমরা বিশ্বাসী কোন দেশের যদি ভাল আদর্শ থাকে তাহলে আমাদের দেশ সেটা গ্রহণ করবে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে আমি আমার দেশকে চীনকে দেব না। কাজেই আজকে এই যে সরকার, বেকারদের জন্য দায়ী এই সরকার কংগ্রেস সরকার বেকারদের সৃষ্টি যেমন কংগ্রেস করেছে তার সমাধানও কংগ্রেসই করবে। আমরা যে বিশ্বাসী সেটা যে আমাদের দেশ ক্ষুদ্র একটা ত্রিপুরা দেশ সেই ত্রিপুরাতে আপনারা লক্ষ্য করেছেন অনেক বেকারের চাকুরী হয়েছে। এবং আরও হবে। তার জন্য আমাদের সরকার পরিকল্পনা নিয়েছেন। বেকারদের বেকারত্ব মেটানোর জন্য জুট মিল, পেপার মিল, সুগার মিল এইগুলির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যদি এইগুলি হয়ে যায় তাহলে অনেক বেকারের বেকারত্ব দূর হবে। কবে সেটা হবে। বেকারদের শুধু চাকুরী দিয়ে দূর হবে না। সত্যি কথা। তার জন্য আজকে বিদ্যুতের পরিকল্পনা হয়েছে। ডম্বুর বাঁধের পরিকল্পনা হয়েছে। তার জন্য আজকে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলতে হবে। ডম্বুর বাঁধ যদি আমরা করতে পারি' যদি ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলতে পারি তাহলে অনেক বেকারদের আজকে বেকারত্ব দূর করা যাবে। আজকে বেকারদের ভাতা দেওয়ার প্রশ্ন নয়। কি ভাবে বেকারদের স্থায়ী বেকারত্ব দূর করা যায় তার জন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে। আজকে সেই চেষ্টা আমরা করছি। এই যে ডম্বুর বাঁধ আছে, পেপার মিল আছে, সুগার মিল আছে, এই যে জুট মিল আছে, এইগুলি যদি হয়ে যায়, তাহলে ত্রিপুরার বেকারত্ব বহুলাংশে কমবে, তাই ত্রিপুরা সরকারের এই সব প্রচেষ্টা কি করে বানচাল করা যায়, ছাত্র বন্ধুদের এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের উষ্কানি দিচ্ছেন এবং তাঁরা বলছেন যে ছাত্ররা তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করতে গিয়ে পুলিশের হাতে নির্যাতিত হয়েছে পুলিশ তাদের উপর লাঠি চার্জ করেছে। আজকে আমরা বিহারে কি দেখছি। বিহারে জয়প্রকাশ নারায়ণজী'র কথা উল্লেখ করে তাঁরা বলেছেন,

কিন্তু সেইখানে বিহারে জয়প্রকাশ নারায়ণ কি করছেন ? পুলিশ সেখানে বাধ্য হচ্ছেন লাঠি চার্জ করতে, এখানে ত্রিপুরাতেও ঠিক একই অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। উনারা ছাত্র বন্ধুদের উস্কানি দিয়ে লেলিয়ে দেন, পুলিশ তারপর বাধ্য হন তাদের উপর লাঠি চালাতে। সে কথা উনারা বলেন নি কেন এই সব যুবক শিক্ষিত যুবক—যারা দেশের ভবিষ্যৎ, তাদের কেন তারা নষ্ট করতে চান, উশৃঙ্খলতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য উস্কানি দিচ্ছেন। আজকে বেকার বেকার বলে চীৎকার করছেন, অন্যদিকে বেকারদের বিপদে ফেলার চেষ্টা করছেন, তাতে সমস্যার কোন সমাধান হয় না, হবে না। আপনারা ধৈর্য্য ধরুন, আমাদের দেশের যে সব বেকার রয়েছে, তাদের শুধু সরকারী চাকুরীর মধ্য দিয়ে সে বেকারত্ব দূর করা যাবে না। তাই ত্রিপুরা সরকার ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। যদি এইগুলি গড়ে উঠে, বেকারত্ব অনেকাংশে দুরীভূত হবে আশা করি। আজেই আজকের দিনে এই যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য এনেছেন সেই প্রস্তাব—যেহেতু এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা চলছে তাই এটা আমি সমর্থন করতে পারিনা। এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আই উড কল অন অন্যারয়াবল ডিপুটি মিনিষ্টার ইন-চার্জ টু গিভ হিজ রিপ্লাই।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য অনিল সরকার মহাশয়, বেকারদের—গ্রামাঞ্চলেরই হউক আর শহরের বেকারই হউক, বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য একটা প্রস্তাব এই হাউসের সামনে এনেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বেকারদের যে সমস্যা, সেই সমস্যা একটা অত্যন্ত সহানুভূতি উদ্রেককারী সমস্যা। যে সমস্যা আমাদের প্রতিটি নাগরিকের মনে রেখাপাত করেছে এবং প্রশাসনের প্রত্যেকটি স্তরে —রাজ্যে রাজ্যে, কেন্দ্রে এবং আমরা যারা এখানে রয়েছি, আমাদের সবার এর প্রতি সহানুভূতি রয়েছে, আমরা গভীর ভাবে এর মূল উচ্ছেদ করার জন্য সচেষ্ট। এটা একটা টাচিং প্রবলেম, এই প্রবলেম যত দ্রুত নিরাময় করা যায়, যত দ্রুত তাকে দূর করা যাবে দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে এটা সর্ব্বাংগীন কল্যাণ আনয়ন করবে। এই সমস্যা সমাধান করতে না পারলে দেশের মধ্যে এমন একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হবে, সেই অসন্তোষ প্রশাসনের স্তরে স্তরে আঘাত করবে, এজন্যই আমরা অত্যন্ত সহানুভূতির সংগে, বিবেচনার সংগে এবং অত্যন্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাকে সমাধান করার চেষ্টা করছি। এই প্রবলেমটাকে নিয়ে যেভাবে, এর সমাধানের চিন্তা না করে, মানুষের মনে অসন্তোষ যে জেগেছে, তাকে কাজে লাগানোর জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, কেউ তাঁদের ভাষায় বলছেন যে আগুন ছড়ানো হবে, কেউ বলছেন পিঠের চামড়া তুলে নেওয়া হবে, এই ধরনের কথা যারা বলেছেন তাঁরা প্রবলেমটা শুধু একটা দিকই দেখেছেন, সমস্যাটার যে আরেকটা দিকও থাকতে পারে, আগুন নিয়ে খেলানোর বিপদ যে রয়েছে, সেটা দেখতে পাননি। বাজী পোড়ানোর আনন্দ অনুভব করার জন্য একটা করুণ সমস্যাকে নিয়ে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে এই হাউসের সামনে, রঙে, রসে, ভঙ্গীতে, ঢঙে তাঁরা এটাকে উত্থাপন করার চেষ্টা চেষ্টা করছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সমস্যা আমাদের কাছে অত্যন্ত জটিল সমস্যা এবং কঠিন সমস্যা হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি, আমরা তাকে সমাধান করার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করছি এবং এই সমস্যা যাতে তাড়াতাড়ি সমাধান হতে পারে, তার জন্য আমরা বিশেষ

ভাবে আগ্রহান্বিত। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা চেষ্টা করছি শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বেকার যারা রয়েছে, তাদের সেল্‌ফ এম্‌পলয়মেন্ট প্রগ্রাম অনুযায়ী তাদের কর্ম সংস্থান করা যেতে পারে কি না? শিক্ষিত বেকারদের ক্ষেত্রে জীবিকার সংস্থান করার জন্য আমরা বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে টেকনিক্যাল যে সমস্ত বিদ্যালয় আছে, সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে আমাদের রাজ্য থেকে বেকার ছেলেদের পাঠাচ্ছি যাতে সেই বিদ্যা আয়ত্ব করে কর্মসংস্থান করতে পারে তার জন্য। আমরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এখানে করেছি, পলিটেকনিক ইন্‌স্টিটিউট করেছি, এইগুলির মধ্যে যে সমস্ত বিদ্যা নেই, তার জন্য আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে, শুধু নাই নয়, বিভিন্ন রাজ্যে আসন সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করেছি, যার মধ্য দিয়ে কৃষি, শিল্প এবং শিল্পের অন্যান্য যে সমস্ত ট্রেড আছে, সেই সমস্ত ট্রেডে শিক্ষিত হতে পারে এবং সেলফ এম্‌পলয়মেন্ট'এর মাধ্যমে জিবীকা সংস্থান করতে পারে, চাকুরীর সংস্থান করতে পারে। বিভিন্ন রাজ্যে অনেক ছেলেকে ষ্টাইপেণ্ড দিয়ে ছেলেদের পাঠাচ্ছি যাতে ত্রিপুরাতে সেল্‌ফ এম্‌পলয়মেন্ট পেতে সাহায্য পায়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার এবং সাধারণ বেকার যারা রয়েছে, ওদের মধ্যে ঠিকাদারীর কাজ দেওয়ার চেষ্টা আমরা করছি। দরপত্র আহ্বান না করে তাদের সংগে বাই নিগোসিয়েশান কাজ দেওয়ার চেষ্টা কর'ছি এবং বিভিন্ন সময়ে তারা কিছু পরিমাণ কাজ নিয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সনে এইরকম ৬৯৩ জন বেকার প্রায় ১৮ লক্ষ টাকার কাজ তারা করে নিজেদের জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছে। এর পরবর্তী সময়ে আমরা দেখি পূর্ত-বিভাগ বা অন্যান্য বিভাগে কিছু কিছু কাজ শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে দিয়েছে। প্রায় ৪০ জন বেকারকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠান হয়েছে। ১৬০ জন বেকারকে মতস্য চাষ প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, ২৫ জন বেকারকে কৃষি স্নাতকের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিছু বেকারকে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের অধীনে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এবং দুইজন বেকার ডিপলোমাধারী ইঞ্জিনীয়ারকে অন্যত্র পাঠান হয়েছে প্রশিক্ষণের জন্য যাতে ফিরে এসে সরকারের অধীনে জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে, অথবা সেল্‌ফ এম্‌পলয়মেন্ট স্কীমে নিজেদের কর্ম্মসংস্থান করতে পারে তার জন্য।

এগ্রো সার্ভিস প্রকল্পের অধীনে যে সমস্ত কৃষি প্রকল্প রয়েছে যে সমস্ত সাজ সরঞ্জাম রয়েছে গ্রামাঞ্চলের মধ্যে কিছু কিছু দেওয়া হয়েছে এবং যা দেওয়া হয়েছে এবং যা দেওয়া হবে তার সম্বন্ধে যে টেকনিক্যাল কাজগুলো অসুবিধার দরুণ অনেক সময় এইগুলি পড়ে থাকে। সেগুলো যাতে যথাযথভাবে ব্যবহার হতে পারে তার জন্য কিছু লোককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা সরকারের অধীনে কিছু কাজ করতে পারে অথবা সেলফ এমপ্লয়মেন্টের অধীনে তারা নিজেরা কাজের যোগাড় করে নিতে পারে। শিক্ষিত বেকারদের কিছু কিছু দোকান করে দেওয়া হয়েছে। আগরতলাতে দেওয়া হয়েছে, ধর্ম্মনগরে দেওয়া হয়েছে, সোনামুড়াতে সেই ধরণের প্রকল্প দেওয়া হয়েছে, কৈলাসহরে দেওয়া হয়েছে, উদয়পুরে দেওয়া হয়েছে, বিলোনীয়া, সাব্রুম, মনুবাজার এবং বাইকুরায় দেওয়া হয়েছে যাতে এই শিক্ষিত বেকারেরা সেলফ এমপ্লয়মেন্টের অধীনে ব্যবসা বাণিজ্য করে খেতে পারেন। রাজ্য সরকারের অনুরোধে ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম ত্রিপুরার শিক্ষিত বেকারদের কিছু কাজ দেওয়ার জন্য। তারা আমাদের অনুরোধ রেখেছেন।

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনে কিছু কাজ দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি একটা বিরাট সংখ্যক শিক্ষিত এবং টেকনিক্যালী ট্রেণ্ড এবং নন্-ট্রেণ্ড কিছু অশিক্ষিত বেকার, তারাও সেখানে কাজ পাবে। তার জন্য রাজ্য সরকার সর্ব্বদাই সচেষ্ট রয়েছে এবং তাদের সংগে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি যে যত বেকার রয়েছে সকলের আমরা কর্ম্মসংস্থান করতে পারি না। অনেকের ক্ষেত্রেই সরকারী কাজে বয়:সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাও আমরা জানি এবং সেই বয়:সীমা বাড়িয়ে দিয়েছি, সরকারী কাজে ঢোকার জন্য তাকে ২৫ থেকে ৩০ করেছি। গ্রামীণ জরুরী প্রকল্প সংস্থান অনুযায়ী কিছু বেকারের গ্রামীন কর্ম্মসংস্থান করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের মধ্যে এই বাবতে ১১, ২৬, ৮১৫ টি শ্রম দিবস এর পরিপ্রেক্ষিতে ৫২, ৫৩, ১১১ টাকা এই বাবতে ব্যয় করা হয়েছে। সুতরাং গ্রামীণ জনসাধাণ যারা কাজ পাচ্ছে না তাদের কাজের জন্য এই সরকার ব্যবস্থা করেছেন। শুধু তাই নয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দৈনিক ৪ টাকা হাজিরাতে আমরা দিন মজুরী করে ঐ ধরণের গ্রামাঞ্চলের লোককে প্রায় ৮,৩৮,০০০ শ্রমদিবসের কাজ দিয়েছি। সুতরাং ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের মধ্যে যারা দিন মজুরী করে তাদের পক্ষে এটা একটা কম শ্রমদিবস নয়। সর্বভারতের সংগে তুলনা করলে এটা একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এছাড়া ট্যাক্সি, অটোরিক্সা ইত্যাদির লাইসেন্স দিয়ে ব্যাংক থেকে যাতে তারা টাকা পেতে পারে সেই ধরণের ব্যবস্থা ত্রিপুরা সরকার করেছেন। অটো রিক্সার জন্য ১৯৭২ সালেই আগরতলাতে ২৫টা লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে উদয়পুরে ৪টা দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৪ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত আগরতলায় ২০৬টি, কমলপুরে ১১টি, অমরপুরে ৫টি, সাবরুমে ৫টি, কৈলাসহরে ১১টি, ধর্মনগরে ১১টি এবং খোয়াইয়ে ১২টি, উদয়পুরে ১৩টি, বিলোনীয়ায় ১১টি, সোনামুড়াতে ১২টি, মোট ৩১৫টি, অটো রিক্সার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। শিক্ষিত বেকারেরা যাতে তাদের কর্মসংস্থান করতে পারে তার জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৪ সালে আগরতলায় ৩টা, উদয়পুরে ৬টা, বিলোনীয়ায় ৩টা, খোয়াইয়ে ২টা, সোনামুড়াতে ৪টা এবং ১৯৭৪ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত আগরতলাতে ৩টা, উদয়পুরে ৩টা, খোয়াইয়ে ১টা, সোনামুড়াতে ২টা মোট ১৬টা ট্যাক্সির লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। শিক্ষিত বেকারেরা যাতে কর্ম্মসংস্থান করতে পারে তারি জন্য। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে তাদের টাকার কিছু কর্মসংস্থান করে দেওয়া হয়েছে। আগরতলা সহরে অটো রিক্সা এবং ট্যাক্সি কেনার জন্য ১০ জন বেকার ৫২,৭০৭ টাকা নিয়েছেন। ৬ জন বেকারকে ৪৫,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। আগরতলা পৌর সংস্থার ২০২ জন যুবকের মধ্যে কিছু ঘরের সংস্থান করে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা ঐ ঘরের মধ্যে ব্যবসার সংস্থান করতে পারেন এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে টেক্নিক্যাল বেকারদের মধ্যে ৩৩ জন সাধারণ স্নাতকের মধ্যে কাজ দেওয়া হয়েছে যাতে ওরা তার মধ্যে দিয়ে বেকারত্বের জ্বালা লাঘব করে তারা অন্ন সংস্থান করতে পারে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, হাফ এ মিলিয়ন জবের অধীনে কাজ দেওয়া হয়েছে। যাদের কাজের সময় পুর্ণ হয়েছে তাদের অর্দ্ধেকের মত লোককে কাজের অফার দেওয়া হয়েছে। এবং ট্রেনিং শেষে ৫১ জন লোককে এ্যাপয়েনমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

সরকারের এই সমস্ত কাজগুলোকে তারা ব্যাংগ করেছেন এবং উপহাস করেছেন। তাদের পক্ষেই এটা করা সম্ভব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা মানুষের জীবন জীবিকা নিয়ে উপহাস করতে চাই না, রাজনীতি আমরা করতে চাই না। যারা বেকারদের নিয়ে রাজনীতির ফাটকবাজী করে আমরা তাদের দলে নাই। আমরা চাই আমার দেশের মানুষ যারা আছে তাদের জন্য যাতে কর্ম্মসংস্থান হতে পারে, তার জন্য আমরা এই প্রকল্পগুলি হাতে নিয়েছি। যেগুলিকে তাঁরা উপহাস করেছেন চটকলের কথা, যেগুলোকে তাঁরা উপহাস করেছেন কাগজ-কলের কথা, চিনি-কলের কথা, সেগুলি অবিলম্বে হবেই হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা বেকারদের জন্য বেকার ভাতার প্রশ্ন এনেছেন। আমরা মানুষকে মানুষ হিসাবে দাড় করাতে চাই, তাদের আমরা সাধারণ কৃপার পাত্র করতে চাই না। আমরা প্রত্যাশা করছি যে দুই বছরের ভিতরেই তাদের সেই বেকারত্বের অবসান হয়ত ঘটাতে পারব। কাজেই এই ধরণের কোন প্রস্তাবের সার্থকতা থাকতে পারে না। এই প্রস্তাব একটা রাজনৈতিক ষ্ট্যান্ট ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রীঅনিল চন্দ্র সরকার :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি হাউসের সামনে যে প্রস্তাব রেখেছিলাম তার বিরুদ্ধে ট্রেজারী বেঞ্চের বন্ধুরা বক্তব্য রেখেছেন। মাননীয় সদস্য তড়িৎ বাবু বলতে গিয়ে তিনি খানিকটা ডিরেল্ড হয়েছেন এবং চীন-ভারত বিতর্কের কথাই তিনি বিশেষ করে বলেছেন এবং বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ডেফিসিট আছে এইসব। তবে উনার বক্তব্যে মনে হল একটা গল্প। সেটা হচ্ছে এক ভদ্রলোক বিলাতে গিয়েছিলেন। সেখানে একদিন বেড়াতে গিয়ে তার অনেক রাত্রি হয়েগিয়েছে তাই তার হোটেলে গিযে খরঘোসের মাংস খাওয়ার ইচ্ছা হল। অনেকগুলি হোটেল ঘুরলেন কিন্তু খরঘোষের মাংস পাওয়া গেল না, কোথাও ঘোড়ার মাংস আর কোথাও বা খাঁটি বিফ পাওয়া গেল তো খরঘোসের মাংস পাওয়া গেল না। হঠাৎ অন্য একটি হোটেলে গিয়ে খরগোসের মাংস চাইতে বলা হল যে খাঁটি খরগোসের মাংস নাই তবে ফিফটি ফিফটি আছে। সে বললো তাই হউক, হোটেলে ঢুকলেন, খেলেন কিন্তু খাওয়ার পাতে দেখা গেল তাকে যে মাংস পরিবেশন করা হল তাতে ১০/১৫ টুকরো ঘোড়ার মাংসের সংগে মাত্র এক টুকরো খরগোসের মাংস পাওয়া গেল। তাই সে বলে উঠলো বললে যে ফিফটি ফিফটি এখন দেখছি এক টুকরো খরগোসের মাংস। তার উত্তরে তাকে বলা হল—একটা ঘোড়ার সংগে একটা খরগোস কেটে দেওয়া হয়েছে, তাই তো ফিফটি ফিফটি বলেছিলাম। কাজেই এখানকার গণতন্ত্রের ভাল মন্দ সেই বিলাতের হোটেলে মাংস খাওয়ার মত ফিফটি ফিফটি হয়েছে। এরপর মিনিষ্টার ইন চার্জ এখানে অনেক কথাই বললেন এবং বলে বুঝাতে চেয়েছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের জন্য তাদের ভীষণ দরদ, তারা মনুষ্যত্বের অবমাননা সহ্য করতে পারেন না, সেটা একটা সাংঘাতিক দরদ। কিন্তু আমি এখানে যে কথাটা উপস্থিত করতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে ত্রিপুরাতে কত বেকার? তাদের সমস্যার কি সমাধান হয়েছে। কয়টা কলকারখানা হয়েছে, সেগুলিই বা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন? সুতার অভাবে তাঁতগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন? কাজেই বেকারের প্রসঙ্গে ত্রিপুরাতে কম করেও ৫০ হাজার বেকার আছে এবং তাদের

কতজনকে আপনারা কাজ দিতে পেরেছেন ? অবশ্য বলেছেন যে ১,৩৭০ জনকে সাময়িকভাবে অথবা হাফ এ মিলিয়ান জবের স্কীমে কাজ দিয়েছেন। তার মধ্যে শিক্ষা দপ্তর ১১৫ জনকে অফার দিয়েছেন বাকী ৩১৫ জনের কাজ নাই। তারপর ব্লকে ১১৮ জনের মধ্যে ৬৩০ জনকে ছাটাই করে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থা যেখানে চলছে, সেখানে তিনি আবার বলেছেন যে আমরা অনেক কিছু করতে চাই। কাজেই তারই কথার মধ্যে ফাকির কথা প্রমাণ হয়েছে—কারণ তিনি বলে গিয়েছেন যে আমরা ইঞ্জিনীয়ারকে কনট্রাক্টর বানাতে চাইছি—অর্থাৎ ওদের হাতে দেশের যে অবস্থা হওয়ার কথা, তাই হচ্ছে যেমন বলছেন ইঞ্জিনীয়ারকে কনট্রাক্টর বানাচ্ছেন, এই রকম অনেক কিছু করছেন, গ্রেজুয়েটকে দোকানদারী দিচ্ছেন ইত্যাদি। এখানে যার যে কাজের যোগ্যতা, সেই কাজ আপনারা দিতে পারছেন না, আবার বলছেন যে আমরা তাদেরকে ভিখারী বানাতে চাই না, এটা মানবতার অপমান। এতেও তাদের লজ্জা হয় না। ওদের যে প্রভুপাদ ব্রিটেন আছেন, তাদের চাইতে ভাল গণতন্ত্রকে এখানে কায়েম করতে চাইছেন, কারণ ভারতবর্ষ নাকি ভাল গণতন্ত্রের একটা আদর্শস্থল, তাতে দেখছি তাদেরই সংবিধানের একটা নকল করা হয়েছে। অথচ তাদের সেই প্রভুপাদের দেশেও বেকারদের বেকার ভাতা দেওয়া হচ্ছে। তারাও সেখানে স্বীকার করে যে আমরা লজ্জিত, আমাদের পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হয়েছে, অতএব বেকারদের আমরা বেকার ভাতা দেব না। কিন্তু তা সত্বেও আর একজন এখানে বলছেন যে চীনের মত আমরা নই। সেখানে ওয়ান পার্টি ডিক্টেটারসীপ, সেখানে সব কিছু উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় আর আমরা এখানে সবাইকে পারিশ করছি। কি পারিশ করছি, না, ধনতন্ত্র আর গলা ফাটিয়ে বলছি যে আমাদের পার্টি বড় হচ্ছে, চারিদিকে শত শত পুষ্প বিকশিত হচ্ছে। আর এর ফল ভারতবর্ষে ভিক্ষারী, বেকার, বেশ্যা, গুণ্ডা, বদমায়েস, জুচ্ছোর অর্থাৎ একটা পচাগলা সমাজ ব্যবস্থায় চারদিক ছেয়ে যাচ্ছে। আমরা গণতন্ত্র করছি আর গোটা ভারত গলে যাচ্ছে, আর এখানে এসে ঐ গণতন্ত্রের মন্ত্রীরা বাগাড়ম্বর করছেন, যে জুটকল, পাটকল ইত্যাদি করে ত্রিপুরার অনেক ভবিষ্যত গড়ে তুলছেন। যে কল কারখানাগুলি আছে, সেগুলি যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কারণ তোমরা তাদের কাচামাল দিতে পারছ না, তোমরা তাঁতীদের সুতা দিতে পারছ না, তাদের ইলেক্ট্রিসিটি দিতে পারছ না। তোমরাই রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুত দেবে বলে চুরি করে বসে থাকছ, যেমন তীর্থমুখে, সেটা তো একটা চোরের আড্ডা হয়েছে। ৩ কোটি টাকার পরিকল্পনা, ১৫ কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে, এখন আবার বলছ ১১ কোটি টাকাও হবে না। তাই এখানকার যারা মন্ত্রী যারা সমাজতন্ত্রের কথা বলেন, ইণ্ডাষ্ট্রীর কথা বলেন, চাকুরীর কথা বলেন, আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে একটা চাকুরী পেতে গেলে কত টাকা ঘুষ দিতে হয় ? এটা তো ত্রিপুরার একটা কাহিনী যে চাকুরী পেতে গেলে, মন্ত্রীকে টাকা দিতে হয়, তার এজেন্টকে দেড় হাজার টাকা না দিলে চাকুরী হয়না। যিনি এখানে নানা কথা বলে বক্তৃতা করছেন তার আশীর্বাদ স্ত্রীরা এবং এজেন্টরা এর সংগে জড়িত। কাজেই ডেবিলের মুখে বাইবেল শোভা পায় না। তাই আমরা অত্যন্ত লজ্জিত এবং বিক্ষুব্ধ যে যারা চাকুরী দেবে বলে টাকা খায়, খোয়াইতে এই রকম উদাহরণ আছে যে চাকুরী পাওয়ার জন্য ঘরের টিন বিক্রি করে টাকা দেওয়া হয়েছিল। এই ধরণের দুর্নীতি তারা একটার পর

একটা করে যাচ্ছেন এবং বেকারের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছেন। কল কারখানার নাম করে, পাটকল হবে কিনা, কিন্তু পাটকলের জন্য জায়গার টাকা যাতে পাইয়ে দেওয়া যায় এবং সেই টাকা কিভাবে মন্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন করা যায়, এই ধরনের অনেক চেষ্টাই তারা করে যাচ্ছেন। কাজেই তাদের কথায় আমরা বিশ্বাস করিনা। যেখানে তারা কাঁচা মাল দিতে পারছে না, ইণ্ডাষ্ট্রী বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বেকারের কাজ দিতে পারছে না, হাজার হাজার বেকার গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেরাচ্ছে, অথচ তারা বলছেন যে আমরা বয়:সীমা শিথিল করে দিয়েছি—২৫ বছর থেকে ৩০ বছর করে দিয়েছি। অর্থাৎ ৫ বছর একটা মানুষকে উপবাসে রেখে বলছি যে তোমার চাকুরীর সুবিধা করে দিলাম। কিন্তু আমি বলি এটা যদি ৫৫ বছরও করে দেওয়া যায়, তাতেই বা কি আসে যায়। ৫৫ বছর পর্য্যন্ত একটা মানুষকে উপবাস করতে হচ্ছে। সেজন্যই বলছিলাম যে গ্রহণ না করত শিক্ষা নাও। আমরা চীন দেশের এজেন্ট হয়ে যায়নি। আবার কেউ কেউ বলছেন যে মাও সেতুং এর রাজত্বে এটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি বলি চীন দেশ যেটা করেছে, ভারতবর্ষের মতোই একটা বন্ধা অর্থনীতি ওদের ছিল, সেখানেও বজুয়া জমিদারদের রাজত্ব ছিল, এখানেও ছিল এবং এখানে আজও আছে কিন্তু সেখানে নাই। এমন কি এখন তো চীনের রাস্তায় একটা ভিক্ষারীকেও দেখা যায় না, চীন নগরী দুঃস্বপ্নের নগরী হয়ে যায় নি চীনের নগরীতে একটা বেশ্যাকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমাদের দেশে ভিক্ষারী, দুর্নীতিবাজ, চোর মোট কথায় একটা দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থনীতিতে ভরে যাচ্ছে, এখানে প্রতিদিন একটা না একটা কলংক বের হয়। কাজেই তাদের কোন রকম অধিকার নাই, এই সমস্ত সমাজ-তন্ত্রের কথা বলার। তাই আমি তাদেরকে হুঁসিয়ার করে দিচ্ছি যে আজও যদি ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার বেকারের স্বার্থে তোমরা যদি এই প্রস্তাবকে সমর্থন না কর তাহলে হাটে ঘাটে এবং পথে তোমাদের সেই অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে এবং সেজন্য তোমরা প্রস্তুত থাক। তাই আমি আবারও অনুরোধ করছি যে আমার এই প্রস্তাবের পক্ষে মতামত প্রকাশ করে তাকে পাশ করুন।

Mr. Speaker :— Discussion on this resolution is over. Now, I am putting the resolution to vote.

Now, the question before the House is the motion moved by Shri Anil Sarkar that "This Assembly requests the Government of Tripura to adopt a scheme for giving monthly. a subsistance allowance to the un-employed of both rural and urban areas", (It was put to voice vote and lost.)

Now I would call on Shri Jitendra Lal Das to move his resolution :— "এই বিধান সভা এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে ত্রিপুরায় একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হউক যাহার নিকট জনসাধারণ উচ্চতর পদ থেকে সুরু করে যে কোন ব্যক্তির দুর্নীতির বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারিবে এবং উক্ত ট্রাইবুন্যাল তাহার বিচার করিতে পারিবেন... ।

শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রস্তাব এনেছি, এই বিধান সভা এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে ত্রিপুরায় একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হউক যাহার নিকট জনসাধারণ উচ্চতম পদ থেকে সুরু করে যে কোন পদের ব্যক্তির দুর্নীতির বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারিব এবং উক্ত ট্রাইবুন্যাল তাহার বিচার করিতে পারিবেন'।

কাজেই এই ট্রাইবুন্যাল গঠন করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। দুর্নীতি—দুর্নীতি ত্রিপুরা ষ্টেটে এবং ভারতবর্ষে বিভিন্ন ষ্টেটে এবং সামগ্রিকভাবে গোটা ভারতবর্ষেই দুর্নীতি আজকে সর্বস্তরে বিরাজ করছে এই সম্পর্কে প্রায় মতপার্থক্য নাই। দুর্নীতি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং সেটি যে কোন ক্ষেত্রেই হউক যার মারফত এই দুর্নীতির সংগে একচেটিয়া পুঁজি সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশে যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলেই আমাদের দৈনন্দিন সংকটের একটা অংগ। সেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে আজকে সারা বিশ্ব সংকটাপন্ন যে ধনতান্ত্রিক ঘটনার মধ্যে আজকে ওয়াটার গেইট কেলেংকারীর মত ঘটনা ঘটেছে—আজকের সেই দুর্নীতি সেই ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক সংকটের একটা অংগ। আমাদের দেশের মুদ্রস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারী এই বিভিন্ন দিকের অর্থ নৈতিক সংকটের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে দুর্নীতিও এই অর্থ নৈতিক সংকটের সঙ্গে যুক্ত। এবং আমি এই প্রস্তাব উত্থাপন করছি এবং ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পাটি বর্তমান অর্থ নৈতিক সংকট যার ফলে অস্বাভাবিকভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে বর্তমান অর্থনীতি যার ফলে ব্যাপকভাবে মূল্যবৃদ্ধি, যার ফলে ব্যাপকভাবে বেকারী বৃদ্ধি ঘটছে সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করার জন্য এই রকম বিকল্প ব্যবস্থা উত্থাপন করছি। সারা দেশে সেই মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার সম্পর্কে বেকারী দূরীকরণ সম্পর্কে দুর্নীতি নিরোধ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সমগ্রভাবে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যেমন চিনি, কাপড়, ইত্যাদি মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সামগ্রিকভাবে সরবরাহ সরকারী আওতায় নিয়ে আসার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এবং যে সমস্ত কলকারখানায় এই সমস্ত অতি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র উৎপাদন করা হয় সেই সমস্ত একচেটিয়া পুঁজি বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে। এবং সেই সংগে প্রস্তাব করা হয়েছে সমস্ত রাজ্যে এবং কেন্দ্রে ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হউক এবং তাতে মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে উচ্চতম পদের আমলার বিরুদ্ধেও সর্বস্তরের জনসাধারণ নালিশ করতে পারবে এবং সেই ট্রাইবুন্যালের সেইসব দুর্নীতির বিচার করে রায় দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকের যে সংকট যে সংকটের ফলে আমাদের দেশে প্রচণ্ডভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে যার ফলে প্রচণ্ডভাবে বেকারী বাড়ছে যার ফলে জিনিষপত্রের দাম সপ্তাহে শতকরা এক টাকা করে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিলাভ করছে। আমি এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছি আজকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত আন্তর্জাতিক স্মাগলারদের এরেষ্ট করছেন এবং যে সমস্ত আন্তর্জাতিক স্মাগলাররা ভারতবর্ষের বোম্বাই, বিহারে এবং বিভিন্ন জায়গায় এরেষ্ট হয়েছেঁ তারা প্রচণ্ডভাবে শক্তিশালী এবং তারা ভারতবর্ষের করেন অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংকটের সৃষ্টি করছে কালো টাকার মালিকানা সৃষ্টি করছে এবং এই সমস্ত স্মাগলাররা অত্যন্ত শক্তিশালী। শুধু আমি নই আমার কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে এই ঘটনা অভিনন্দনযোগ্য। যদিও এখনও ঘটনাগুলির মূলের কাছাকাছি যাওয়া যায়নি। এই অভিনন্দন (ইন্টারাপশান) আমার পার্টি অন্ধ কংগ্রেস সাপোটার নয়। কংগ্রেস যদি দুর্নীতিপরায়ন হয় বা সে যদি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি থাকে নিশ্চয়ই কমিউনিষ্ট পাটি তার বিরুদ্ধে বলবে। কিন্তু অভ্যন্তরের যে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি বর্তমান অবস্থার প্রতিরোধ করতে চায় দেশের বর্তমান সংকটের মোকাবিলা করতে চায়

সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে তিনি কংগ্রেসই হউন বা অ-কংগ্রেসই হউক আমার পার্টি সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। কারণ দেশের বর্ত্তমান সংকটের মোকাবিলা করা একক ভাবে কোন পার্টির পক্ষেই সম্ভব নয়। কংগ্রেস পার্টিও এককভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। যদি না ঐক্যবদ্ধ না হয়ে এই অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য দেশব্যাপী সংগ্রামের সৃষ্টি না করা যায় তাহলে বর্ত্তমান অবস্থার মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। জিনিষ পত্রের দর দ্রুতগতিতে বছরের পর বছর সপ্তাহের পর সপ্তাহ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাচ্ছে এবং দুর্নীতি এবং তার আনুসাঙ্গিক যে সমস্ত ঘটনা সেগুলি ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের জীবন যাত্রা দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। এবং যা এখন বাড়ছে এবং তা ক্রমেই বাড়বে। আজকে যে দক্ষিণপন্থী প্রগতিশীল শক্তি এই অবস্থার সৃষ্টি করছে এবং সেটা করছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকারের দুর্বলতার জন্য। এবং সেই কারণেই আজকে জনসাধারণের মধ্যে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই সমস্ত ঘটনা আজকে সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমি এর আগে একটি প্রস্তাবের সমর্থনে বলতে গিয়ে বলেছিলাম যে আজকে সমস্ত লোককে সামনে এনে দাঁড় করান হচ্ছে যারা তথাকথিত বামপন্থী প্রগতিশীল বলে পরিচিত। এবং এদের আড়ালে সমস্ত দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া এর পিছনে মদত দিচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার পিছনে রয়েছে আমাদের দেশের একচেটিয়া পুজিপতি তার পিছনে সরাসরি মদত দিচ্ছে। আজকে কোন বামপন্থী পার্টি কোন দক্ষিণপন্থী পার্টিকে কেউ সমর্থন করে তাহলে তারা প্রত্যক্ষই হউক আর অ-প্রত্যক্ষই হউক তারা দক্ষিণপন্থী একচেটিয়া ক্ষমতা দখল করার জন্য ষড়যন্ত্র ভারতবর্ষে চালাচ্ছে। আজ চিলিতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে—চিলির মধ্যে সেই সমস্ত ঘটনা সৃষ্টি করার জন্য ভারতবর্ষের মধ্যেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সেই সমস্ত দক্ষিনপন্থী প্রতিক্রিয়া আরেক দিক দিয়ে আনন্দমার্গ, জনসংঘ, স্বতন্ত্র এবং বিরোধ পন্থী কংগ্রেস দল এই সমস্ত দল ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। অন্য কোন বামপন্থী দলের মধ্যে বিভ্রান্তি নেই এই কথা বলা যায় না। কাজেই সমস্ত দলগুলি যদি এই অবস্থাকে মোকাবিলা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ ভাবে এগিয়ে আসে তবে বর্ত্তমান অবস্থাকে মোকাবিলা করা সম্ভব। কাজেই আজকে এই যে মুদ্রাস্ফীতি এই মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে এই মুদ্রাস্ফীতি ভারতবর্ষের গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক সংকট এই মুদ্রাস্ফীতিকে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সংকটের মূল কেন্দ্র রয়েছে, আজকে আমাদের দেশে যে জাতীয় পুঁজি নেশনেল কেপিটেল এই নেশনেল কেপিটেল শতকরা ৬০ থেকে ৬২ ভাগ পর্য্যন্ত কয়েকটা পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে যেমন বিড়লা টাটা ইত্যাদি। আর নিচের দিকে শতকরা ৭০ ভাগ লোক অভাবে না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। কাজেই ত্রিপুরা এবং ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা রাজ্যে এইভাবে অভাব দেখা দিয়েছে। কাজেই আজকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের মধ্যে যে সংকট দেখা দিয়েছে সেই সংকট একটা কৃত্রিম সংকট। কারণ যে শিল্পপতি চাদর উৎপাদন করে তার কাছে কোন মার্কেট নাই। ভারতবর্ষের আজকে একটা পরিবারের মধ্যে শীতকালে ৫টা গায়ের চাদর যদি দরকার হয় সেখানে একখানা গামছা দিয়ে সেই পরিবার সেই গায়ের চাদরের অভাব পূরণ করে। কারণ চাদর কেনার ক্ষমতা আমাদের দেশে প্রায় ৭০ জনের নাই। কাজেই এই যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে একচেটিয়া মালিকরা

এই অর্থনৈতিক সংকট এড়ানোর জন্য আজকে তারা প্রডাকশনকে ব্যাহত করছে এবং প্রতি বছর তারা ব্যাপক মুনাফা লুটছে। সেই মুনাফা আবার উৎপাদনে পুনঃ নিয়োগ না করে তারা সেই সমস্ত মুনাফার টাকা এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলি থেকেও বিরাট টাকা নিয়ে তারা দেশের মধ্যে হর্ডিং সৃষ্টি করছে, স্মাগলিং করছে, ফটকা বাজার করছে এবং ব্যাপক ভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সৃষ্টি করছে। করাপশনও এইখান থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে। করাপশনের জন্ম এইখানেই। কাজেই এই করাপশন বা অর্থনৈতিক সংকটের সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ওয়েজ স্কেলের ব্যবস্থা করেছেন—মুদ্রাস্ফীতির সমস্ত মানুষের মধ্যে সংকট আনে না। মুদ্রাস্ফীতি সংকট আনে শ্রমিকের মধ্যে। মুদ্রাস্ফীতি একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং বৃহত বৃহত ব্যবসায়ী তাদের অতি মুনাফা অর্জনের রাস্তা সৃষ্টি করে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতিকে রোধ করা হলো না তাদের উপর সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হলো যারা মুদ্রাস্ফীতির সবচেয়ে নিকৃষ্টতম শিকার সেই শ্রমিক কর্মচারী। এদের বেতন বন্ধ করে এদের স্ববেতন রোধ করে আজকে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার পরিকল্পনা নেওয়া হলো। কাজেই এই যে সামগ্রিক অর্থনৈতিক সংকট এবং আমাদের পার্টির তরফ থেকে সামগ্রিক ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের এই মুদ্রাস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে যে ওয়েজ ফ্রিচ যে পরিকল্পনা নিয়েছে তার বিরোধীতা করবে। শুধু তাই নয় সমস্ত শ্রমিক, সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে এই পরিকল্পনাকে পরাস্ত করার জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টি সংগ্রাম চালাবে। কাজেই আজকের এই সংকটের বিরুদ্ধে যদি সমস্ত দেশকে, আমি বিশেষ করে বলবো দেশ জুড়ে কংগ্রেসের মধ্যেকার যারা এই ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে চান তারা যদি মনে করেন এই বর্ত্তমান অবস্থার, বর্ত্তমান সমাজ কাঠামোর মধ্যে এই ব্যবস্থাকে রোধ করা সম্ভব তবে সেইটা নির্ঘাত ভ্রান্তিকর এবং ভুল। এই ব্যবস্থা একচেটিয়া পুঁজিপতির জন্ম দেয় যে ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে সেই ব্যবস্থার মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা সম্ভব নয়। একচেটিয়া পুঁজিপতিকে পরাস্ত করতে হলে বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক কাঠামোকে পরিবর্ত্তন করতে হবে। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের দেশে বিভ্রান্তির কোন অভাব নেই। ট্রাইবুনেল এই ব্যবস্থার একটা অংগ। সমাজতন্ত্র হবে শ্রমিকদের হাতে রাজতন্ত্রের অধিকার। শ্রমজীবি মানুষদের হাতে। সমাজতন্ত্র মানে সমস্ত উৎপাদন যন্ত্র জাতীয় পরিকল্পনাধীন থাকবে এবং মোটামুটি এরই উপর ভিত্তি করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবং তাতেই এই সমস্ত দুর্নীতিকে দ্রব্যমূল্যকে রোখা সম্ভব হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে দুর্নীতিকে রোধ করার জন্য জয়প্রকাশ নারায়ণ চীৎকার করছেন আমি জানি জয়প্রকাশ নারায়ণ করাপশনকে রোধ করার নামে করাপশনকে স্থায়ীই করছেন। তার কারণ আজকে আমাদের দেশে যে সংকটের সম্মুখীন এবং ভারতবর্ষে যদি গণতন্ত্র দ্রুত সম্প্রসারণ করা না যায় এবং সেইটা এমন গণতন্ত্র হবে যে গণতন্ত্রের মধ্যে একচেটিয়া পুঁজিপতির কোন স্থান থাকবে না সেইটা শিল্পের ক্ষেত্রেই হোক আর ভূমির ক্ষেত্রেই হোক একচেটিয়া পুঁজিপতির কোন স্থান থাকবে না। সামগ্রিক ভাবে বর্ত্তমান বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আওতায় বর্ত্তমান অবস্থাকে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। কাজেই এই অবস্থাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আজকে দেশকে প্রস্তুত হতে হবে এবং বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আজকে ট্রাইব্যুনেল আমরা প্রস্তাব করছি এই জন্য যে আজকে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে যারা আছেন তাদেরকে সংগ্রাম সুরু করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, কোর্ট ছাড়া অন্য কোন সহজ রাস্তায় এই সমস্ত দুর্নীতিকে দমন করা সম্ভব নয়। তাই আজকে জনসাধারণ এই রাস্তাকে বেঁচে নিয়েছে। ট্রাইব্যুনেল হলো এমন একটা ব্যবস্থা যে ব্যবস্থার মধ্যে সমস্ত রকমের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভবপর এবং সেই ট্রাইব্যুনেল গঠন করে সেই ট্রাইব্যুনেলের মধ্যে যাতে জনসাধারণ যে কোন অংশের তা উচ্চ পদস্থ আমলাই হোক বা যেই হোক সমস্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারে এবং ট্রাইব্যুনেল যাতে অতি দ্রুত সেই সমস্ত অবস্থার সম্বন্ধে বিচার এবং রায় দিতে পারে সেই রকম শক্তি সম্পন্ন ট্রাই-ব্যুনেলের প্রয়োজন। তা যদি না হয় আজকে করাপশন যেভাবে...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—সেই করাপ্‌শনের বিরুদ্ধে যদি সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি সংগ্রাম না করে তবে এই করাপশনের দ্বারা বিক্ষুব্ধ সমস্ত জনসাধারণকে যাদের সাপে কামড়াচ্ছে তারা আবার ওঝা হয়ে ঝেড়ে সমগ্র জনসাধারণকে তার যক্ষপুটে নিয়ে যাবে। আজকে তার প্রচেষ্টাক কর্ণধার জয়প্রকাশ নারায়ণ। এবং তিনি কোরাপসনের বিরুদ্ধে তিনি ফাইট করছেন। কিন্তু পার্লামেন্ট এবং বিধান সভায় কোরাপসনের বিরুদ্ধে ফাইট কি করে হবে আমি বুঝি না। পার্টিকুলার কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বা কোন মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে কোরাপসনের চার্জ আসতে পারে। কোন একটা বিশেষ আমলার বিরুদ্ধে কোরাপসনের চার্জ আসতে পারে। কোন একটা বিশেষ সিষ্টেমের বিরুদ্ধে কোরাপসনের চার্জ আসতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের পার্লামেন্টারী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তো কোরাপশানে জন্য দায়ী নয়। সেই পার্লামেন্টারী ভেংগে দেওয়ার মূল কারণ হল এই যার আওয়াজ তুলেছেন জয়প্রকাশনারায়ণ এবং এটাকে বিহারের ঘটনা বলে ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই। এবং তিনি সর্ব্ব প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এই হাঙ্গামা, এই অরাজকতাকে ভোগে নেবার জন্য। এবং তার জন্য উর্বর ভূমি আমাদের দেশের বিক্ষুব্দ জনসাধারণ। আমরা যদি সেই বিক্ষুব্দ জনসাধারণকে যদি প্রগতিশীল শক্তি প্রগতিশীল রাস্তায় না নিয়ে যাই তবে বিক্ষুব্দ জনসাধারণ এই প্রতিক্রিয়ার পড়ে আজকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে একচেটিয়া একনায়কতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যেখানে কোরাপসন স্থায়ীভাবে বুঝতে পারবে। এবং মূল্য বৃদ্ধি এবং মুনাফা এবং আর্থিক সংকট স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। অথচ কোন গণ-তান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা আসতে পারে না। এই কোরাপসন ব্যবস্থাকে দূর করার জন্য সংগ্রাম করার জন্য বহু দিনে সেখানে প্রচেষ্টা করা কি সম্ভব হবে। এই ধরণের একটা সমাজের এই রকম একটা প্রতি সমাজের···

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য রিপিটেশন হচ্ছে, রিপিটেশন হচ্ছে।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—কাজেই আজকে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে, এবং দুর্নীতি দমন করার জন্য আমি যে ট্রাইব্যুনেল এর ব্যবস্থার কথা বলেছি সেই ট্রাইব্যুনেল গঠন করার জন্য আমি এই প্রস্তাব উত্থাপন করছি। সেই ট্রাইব্যুনেল মিনিষ্টারের বিরুদ্ধে হোক উচ্চ পদস্থ আমলার বিরুদ্ধে হোক, যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হোক ত্রিপুরায় সেই রায় দেবার জন্যে বিচার করার জনসাধারণ যাতে সহজেই নালিশ করতে পারে এই রকম একটা ট্রাইব্যুনেল গঠন করার প্রস্তাব এই বিধান সভায় এনে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অন্যারএবল মিনিষ্টার শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাত্র ১০ মিনিট সময় আছে। এটা আরো কণ্টিনিউ করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—সেটা কিছুতেই হবে না। দিস বিজনেস উইল ফিনিস।...

(সময় বাড়াতে হবে স্যার)।

মিঃ স্পীকার :—সেটা কি করে হবে। আমাদের বিজনেস টাইম আছে। এটা কি করে হতে পারে। অন্যগুলি কি করে শেষ হবে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—হয়ে যাবে। এটা পরে কণ্টিনিউ করবে আগামী শুক্রবারে।

মিঃ স্পীকার :—আগামী শুক্রবারে হবে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—টাইমটা বাড়িয়ে দিন স্যার।

মিঃ স্পীকার :—সেটা সম্ভব নয়।

শ্রীসমীর বর্মণ :—হাউস বাড়বে স্যার। আমরাও বলব। হাউস বাড়িয়ে দেওয়া হোক স্যার।

মিঃ স্পীকার :—আচ্ছা মাননীয় সদস্যরা, আমি যদি আজকে হাউস এ্যাক্সটেনসান করি তাতে কি আপনারা রাজী আছেন।

শ্রীসমীর বর্মণ :—হাউস বাড়ানো হোক স্যার।

মিঃ স্পীকার :—আমি বলছি যে আরো ৩০ মিনিট সময় এ্যাক্সটেনসান করতে পারি। যদি আপনারা বলেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—এটা কোবাপসান নিয়ে হচ্ছে স্যার, তাতে আপনাদের ভয় পাবার কিছু নেই।

মিঃ স্পীকার :—আজকে যদি আরো ১৫ মিঃ সময় এ্যাক্সটেনসান করি……

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—না স্যার, আরো ৩০ মিঃ সময় বাড়ানো হোক স্যার,

মিঃ স্পীকার :—আচ্ছা অল রাইট। আমি আরো ৩০ মিঃ সময় বাড়াতে রাজী আছি। অর্থাৎ ৫-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত।

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত :—আজকে প্রথম দিনেই স্যার টাইম এ্যাক্সটেনসান করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—কণ্টীনিউ করতে পারব না। কারণ ন্যাক্সট বিজনেস রয়ে গেছে।

শ্রীসমীর বর্মণ :—স্যার, আমাদেরও তো ডিসকাসনের সুযোগ নিতে হবে। আমরাও স্যার ডিসকাস করব। সময় বাড়ানো হউক স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, গভর্ণমেন্ট বিজনেস নেই স্যার, দুদিন নেই স্যার, তাই আজকে আমরা নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করে কিছু কণ্টিনিউ করতে পারি। কেন কণ্টিনিউ করতে পারি না স্যার।

মিঃ স্পীকার:—ন্যাক্সট শুক্রবারে হবে।

শ্রীঅনিল সরকার :—আমি সে কথা বলছি না স্যার। আগামী দুদিন গভর্ণমেন্ট বিজনেস নেই। আজকে হাউস শেষ হলে পর আপনি স্যার, ইচ্ছা করলে আর একটা দিন এ্যালট করতে পারেন। এবং অতীতে তা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—আর এক দিন বাড়াব ?

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, অতীতে তা হয়েছে এমন নজীর রয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—আপনি ১১ তারিখের পর বলছেন ?

শ্রীঅনিল সরকার :—না আমি তা বলছিনা। আমি বলছি যে, সময়গুলি আছে অথচ গভর্ণমেন্ট বিজনেস নেই কাজেই আমরা পারিনা। অতীতে হয়েছে। গভর্ণমেন্ট বিজনেস নেই, সময় বাড়ানো হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—আচ্ছা মাননীয় সদস্য আমি ৫-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত করব। আপনারা যখন রাজী হয়েছেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—না স্যার, আমি তা বলছি না। আমি বলছি যে এটা যদি কন্টিনিউ করা হয় তাহলে তা আর আধ ঘন্টায় এটার কিছু হবে না। এটা নেক্সট ডেতে, নেক্সট শুক্রবারে রেফার্ড করে দেওয়া হোক স্যার।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—রেফার্ড হয়ে রয়েছে নেক্সট ফ্রাইডেতে।

মিঃ স্পীকার :—তাহলে নেক্সট শুক্রবারে।

শ্রীঅনিল সরকার :—নেক্সট শুক্রবার কেন, রেফার্ড হয়ে থাকলে এক মাস পরেও হতে পারে।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—আপনি যদি দেখেন যে আপনার সময় আছে, তাহলে আপনি দিতে পারেন। আপনি যদি দেখেন যে ৭ দিনের মধ্যে সময় আছে তাহলে দেবেন, না হলে দেবেন না। নেক্সট শুক্রবার দিন হবে।

শ্রীঅনিল সরকার :— স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতড়িত বাবুর এই প্রস্তাব সমর্থন করছি। নেক্সট ফ্রাইডেতে রেফার করুন, অথবা মাস খানেক সময় পরে...

মিঃ স্পীকার :—যদি আগামী শুক্রবার সম্ভব হয় তাহলে করব।

শ্রীকালীপদব্যানার্জী :—স্যার, তাহলে টাইম এ্যাক্সটেনশান করে এটা শেষ করুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : –আমি ঠিক ফলো করতে পারছি না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—আপনারা যদি সকলে এক সংগে বলতে থাকেন তাহলে আমি ফলো করতে পারছি না।

শ্রীমধুসূদন দাস :—স্যার, আমার একটা প্রশ্ন ছিল।...

মিঃ স্পীকার :—অনিল বাবু বলুন।

শ্রীঅনিল সরকার :—একটা কথা হচ্ছে যে, আজকের শুক্রবারের বিজনেসটাকে নেক্সট শুক্রবারে রেফার্ড করে দেওয়া। কিন্তু নেক্সট ফ্রাইডেতে আমার আরো ২ | ৩টা রিজলিউশন আছে। আর এটাতে যখন সবাই ইন্টারেষ্টেড হয়ে পড়েছে তখন এবং আজকে দুর্নীতি হঠাও, একটা বিরাট শ্লোগান। কাজেই সমস্ত দিক বিবেচনা করে শুক্রবারই কি এটা কাভার হয়ে যাবে ? সেদিন যখন আমার আরো ২ | ৩টি রিজলিউশন রয়েছে। আমি দেখছি যে সেভেন অক্টোবর কিছু লেয়িং আছে, এটাতে ডিসকাসন বা কন্টি-নিউয়েশন কিছু নেই। এই বিজনেসটাকে যদি সেভেন অক্টোবর পর্য্যন্ত এ্যালটেড করা হয়, যেটা সম্পর্কে সবাই ইন্টারেষ্টেড, সেই দিনটাকে কাজে লাগান যাবে। তা না করে নেক্সট ফ্রাইডেতে নিয়ে যাওয়া, এটার পক্ষে আমি নই। তাহলে আরেকটা ফ্রাইডে নিতে হবে। তা না হলে আরেকটা রিজলুশান হবে।

মিঃ স্পীকার :—লেট মি একজামিন দিস ইস্যু—আমি পরে জানাব।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—এর পরবর্তী রিজল্যুশানটা মুভ করা হয় নি। সেটাও কি ডেফার্ড হয়ে থাকবে।

মিঃ স্পীকার :—আজকে সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত হবে তো ?

(ভয়েস ফ্রম রুলিং বেঞ্চ এণ্ড অপোজিশান বেঞ্চ) :—না

মিঃ স্পীকার :—আচ্ছা আরম্ভ করুন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস মহাশয় যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন, আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে কয়েকটি প্রশ্ন এখানে তুলতে চাই। তাঁর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য হচ্ছে যে উচ্চ পদস্থ থেকে নিম্নতম কর্মচারীর মধ্যে যে দুর্নীতি আছে, একটা ট্রাইবুন্যাল গঠন করে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটা সুষ্ঠু বিচারের ব্যবস্থা করা। আমরা দেখছি যে ভারতবর্ষে যে সমাজ ব্যবস্থা চলছে, সেখানে জিতেনবাবু নৈরাশ্য দেখেছেন, সেই সমাজ ব্যবস্থায় দুর্নীতি অবশ্যাম্ভাবী এবং এই ব্যবস্থায় দুর্নীতিটা আস্তে আস্তে কোথায় যাচ্ছে সেটা আমরা গত কয়েক বছরে যা ঘটছে, তা যদি লক্ষ করি, আমরা দেখব এটা একটা প্রচণ্ড গতিতে অন্য কিছু করুন আর নাই করুন, কোন সমস্যার সমাধান করতে পারুন আর নাই পারুন, দুর্নীতির ব্যাপারে একটা রেকর্ড তাঁরা করেছেন আমরা দেখছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, প্লীজ কনফাইন ইউর স্পীচ অন দি সাবজেক্ট মেটার অব দি রিজল্যুশান।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—দুর্নীতি সম্পর্কে বলতে গেলে আজকে (গণ্ডগোল)...

মিঃ স্পীকার :—কোন ইণ্ডিভিজুয়েল এর মধ্যে আসতে পারে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :—প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী ছিলেন..

মিঃ স্পীকার :— প্রাইম মিনিষ্টার বা প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে যদি কোন বক্তব্য উনি রেখে থাকেন, সেটা প্রসিডিংস থেকে বাদ দেওয়া হবে।

---

* * * Expunged as ordered by the chair.

শ্রীসমর চৌধুরী :—এই দেশের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, তার সম্পর্কে আমরা কিছু বলতে পারবনা ?

শ্রীঅনিল সরকার :—প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে বলা হয় নি, প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী সম্পর্কে বলা হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

Mr. Speaker : —The meeting was then adjourned till 11 A. M. on Monday, the 7th October, 1974.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—"A"

STARRED QUESTION No. 690. (Postponed)

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family ann ing Deptt. be pleased to state—

Questions

1) Names of Primary Health Centres where pumping sets have been set-up for supply of drinking water.
2) Names of Primary Health Centres where they are not in operation.
3) Step taken to operate them.

Answers

1) Bishalgarh, Sonamura, Santirbazar, Teliamura, Kulai, Jolaibari, Kakraban, Jirania, Manubazar, Niharnagar, Panisagar, Kadamtala, Pecharthal, Hrishyamukh, Manu (N), Silachari, Ampi and Takarjala.
2) Kulai PHC, Jolaibari PHC, Niharnagar PHC and Silachari PHC.
3) Attempts are being made to remove the difficulties in Co-operation with the P. W. Deptt.

STARRED QUESTION NO. 782 (Postponed)

By Shri Bhadra Mani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Deptt. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) অমরপুরের কারবুক থেকে জলাইয়া বাংলাদেশ সীমান্তে যে সকল সরকারী কর্মচারী কাজ করেন তাদের সংখ্যা কত ?
২) ইহা কি সত্য যে এই এলাকা যতনবাড়ী ও শিলাছড়ি থেকেও দুর্গম ?
৩) যদি তাই হয় তবে এই এলাকার কর্মচারীদের দুর্গম ভাতা না দেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) ৪৭ জন মহাশয়।

২) কারবুকের তুলনায় যতনবাড়ী দুর্গম নয় কিন্তু শিলাছড়ি কারবুকের তুলনায় অধিকতর দুর্গম।

৩) ভারত সরকারের নির্দেশানুযায়ী এই এলাকা দুর্গম এলাকাভুক্ত নহে।

STARRED QUESTION NO. 33

By Sri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) গ্রামীন পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পে সাব্রুম মহকুমার (ক) ব্রজেন্দ্রনগর (খ) শ্রীনগর, (গ) সোনাইছড়ি, রূপাইছড়ি, ছাতকছড়ি (ঘ) দোলবাড়ী গ্রামসমূহে পানীয় জলের সরবরাহ করার ব্যবস্থা হইবে কিনা ?

উত্তর

১) গ্রামীন পানীয় জল প্রকল্পে সাব্রুম মহকুমার উল্লেখিত গ্রামগুলিতে পানীয় জলের নিম্নরূপ ব্যবস্থা আছে।

গ্রামের নাম	রিং ওয়েল	টিউবওয়েল
ব্রজেন্দ্রনগর	২	০
শ্রীনগর	২	৮
কৃষ্ণনগর	৩	৮
সোনাইছড়ি	৬	৩
রূপাইছড়ি	২	২
ছাতকছড়ি	১	২
দোলবাড়ী	১০	১৬
মোট	২৬	৪৬

STARRED QUESTION NO. 35
By Shri Anantahari Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইংরেজী কোন সন হইতে ত্রিপুরায় ফেমিলি প্লেনিং এর কাজ চালু করা হইয়াছে ?

২) এ কাজে কতজন কর্মচারী কাজে নিয়োজিত আছেন ; এবং

৩) এ পর্য্যন্ত কতজন পুরুষ ও কতজন মহিলাকে প্লেনিং এর আওতায় আনা হইয়াছে ?

উত্তর

১) ১৯৬৭ইং সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ত্রিপুরায় ফেমিলি প্লেনিং এর কাজ চালু করা হইয়াছে ।

২) মোট ১৪৮ জন ।

৩) ২৮,০৫০ জন পুরুষ ও ৮,১৩৯ জন মহিলা ।

STARRED QUESTION NO. 38
By Shri Gupinath Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত এক বছরে টি, আর, টি, সির বাস ও ট্রাক মোট কতটি দুর্ঘটনায় পড়েছে ; তন্মধ্যে আসাম আগরতলা রোডে কতটি ;

২) দুর্ঘটনা সমূহের কারণ কি ;

৩) দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে কিনা, যদি বেড়ে থাকে তার কারণ ;

৪) উক্ত দুর্ঘটনাগুলির ফলে কোন প্রাণহানী ঘটেছে কিনা ;

৫) দুর্ঘটনাজনিত কারণে বর্তমানে কতগুলি টি, আর, টি, সির, বাস অকেজো অবস্থায় পতিত আছে ।

উত্তর

১) ২১-৯-৭৩ইং হইতে ২০-৯-৭৪ইং সনের মধ্যে মোট ২৫টি বাস ও ট্রাক দুর্ঘটনা হইয়াছে ; তন্মধ্যে ২২টি আসাম আগরতলা রাস্তায় হয় ।

২) আকস্মিক পরিচালনা জনিত কারণেই দুর্ঘটনাগুলি ঘটিয়েছে ।

৩) দুর্ঘটনার সংখ্যা প্রশমিত হইয়াছে এবং বর্দ্ধিত হওয়ার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নাই ।

৪) হাঁ ।

৫) ২টি বাস মেরামত অবস্থায় আছে ।

STARRED QUESTION NO. 43

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ভেজাল ঔষধ ধরা এবং বাজারে তার বিক্রয় বন্ধ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন।

উত্তর

১) ১৯৪০ সনের ড্রাগ এবং কসমেটিক আইন ত্রিপুরাতেও চালু আছে এবং আইনের কাজগুলি চালাইবার সংস্থাকে শক্তিশালী করা হইতেছে।

STARRED QUESTION No. 51

By Sri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সাধারণ যাত্রীদের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা বাস সিণ্ডিকেটকে আগরতলা সাবরুম ও সাবরুম আগরতলা রুটে আরও একটি করিয়া বাস (মোট চারটি) চালু করার জন্য নির্দেশ দিবেন কি ?

২। '১' এবং উত্তর "হ্যাঁ" হইলে অগৌনে তাহা হইবে কিনা ; এবং

৩) '১' এর উত্তর না হইলে কারণ কি ?

উত্তর

১) যাত্রীর অভাব হেতু বর্তমানে নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) বর্তমান সময়ে আগরতলা—সাবরুম ও সাবরুম—আগরতলা রুটে প্রতিদিন ৩টী করিয়া সার্ভিস চালু আছে কিন্তু তৃতীয় (শেষ) বাস সার্ভিসটীতে যাত্রীর অভাবহেতু ৪র্থ বাস সার্ভিস খোলা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 55

By Shri Kalipada Banerjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) আগরতলার প্রিমেডিক্যাল কলেজ থেকে যে সব ছাত্র-ছাত্রী সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের এম, বি, বি, এস কোর্সে ভর্ত্তির জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) যে সমস্ত রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজ নাই সেই সমস্ত রাজ্যের জন্য ভারত সরকার প্রতি বৎসর ভারতের বিভিন্ন কলেজে সিট বরাদ্দ করেন। সিটের সংখ্যা অনুযায়ী এবং ভারত সরকারের প্রদত্ত নিয়ম অনুযায়ী প্রি-মেডিকেল অথবা সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ করা ত্রিপুরার ছাত্রদিগকে সিট দেওয়া হয়।

STARRED QUESTION NO. 78.

By Shri Sudhanwa Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :--

QUESTION

1) How the Service Condition of the Tripura Road Transport Corporation employees are regulated,

2) If any recruitment rules have been framed and whether all appointments have been made regular in conformity with those rules ?

ANSWER

1) The Service Conditions of the employees of the Corporation are regulated according to the rules applicable to the State Government employees of anologous posts.

2) No recruitment rules for appointment to various under Tripura Road Transport Corporation has yet been framed.

STARRED QUESTION NO. 79

By Shri Bulu Kuki.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ট্রাক এবং অন্যান্য ভেহিক্যাল থেকে ত্রিপুরা সরকার ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সনে মোট কত টাকা ট্যাক্স আদায় করেছেন ?

উত্তর

১) ১৯৭২-৭৩ ইং আর্থিক বৎসরে মোট ১৩,৪৬,৭৮৯ টাকা ও ১৯৭৩-৭৪ ইং আর্থিক বৎসরে মোট ১৩,৩১,২২১ টাকা ট্যাক্স আদায় হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 93

By Shri Baju Ban Riyan.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কৈলাশহর টাউনে পানীয় জল সরবরাহের জন্য মোট কয়টি টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল আছে এবং তার মধ্যে কয়টি চালু আছে ?

২) পানীয় জলের সরবরাহ বাড়াবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন ?

উত্তর

১) কৈলাশহর টাউনে পানীয় জল সরবরাহের জন্য মোট ৩৬টি টিউবওয়েল এবং ৯টী রিংওয়েল আছে। তার মধ্যে ৩৩টী টিউবওয়েল এবং ৭টি রিংওয়েল চালু আছে।

২) কৈলাশহর টাউনে পানীয় জলের সরবরাহ বাড়ানোর জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরে আরো ২টি টিউবওয়েল খনন করা হইবে। P.W.D হইতেও একটি ডিপ টিউবওয়েল বসানো হইয়াছে। তাহা চালু হইলে পানীয় জলের সরবরাহ বর্দ্ধিত হইবে।

STARRED QUESTION NO. 95

By Shri Bajn Ban Riyan.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

QUESTION

(1) What is the total amount of (a) Reserve Fund (b) Stores obsolescence fund (c) Gratuity Fund (d) Contingency Fund (e) Depreciation Fund (f) Betterment Fund of the Tripura Road Transport Corporation accumulatee upto June, 1974.

2) Total amount of money spent from each of these funds during the period.

ANSWER

1. It is not possible to indicate the amounts accumulated against different funds upto June, 1974 as the final accounts for the year 1973-74 has not yet been prepared and the records are under scrutiny of Audit.

2. Nil.

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 97
By Shri Anil Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া মতাই এ কয়টি টিউবওয়েল, রিংওয়েল এবং ডীপ টিউবওয়েল আছে, এবং তার কয়টি সচল আছে ?

২) যেগুলি অচল, তা সচল করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের অন্তর্গত মতাই এ ১৫টি টিউবওয়েল, ১৭টি রিংওয়েল এবং ১টি ডিপ টিউবওয়েল, আছে। তন্মধ্যে ১১টি টিউব-ওয়েল, ১৫টি রিংওয়েল এবং ১টি ডিপ টিউবওয়েল সচল আছে।

২) অচল ৪টি টিউবওয়েল এবং ২টি রিংওয়েল মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 120
By Shri Madhusudhan Das.

Willthe Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) পূর্ব্ব প্রতাপগড়ে কোন ডিসপেনসারী বা হেলথ সেন্টার স্থাপন করার পরি-কল্পনা আছে কি ;

২) যদি থাকে, তাহা হইলে কবে পর্য্যন্ত সেই হেলথ সেণ্টার বা ডিসপেনসারী নির্মাণের কাজ শুরু হইবে,

৩) যদি না থাকে, তার কারণ ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রতাপগড়ের অতি নিকটে যোগেন্দ্র নগরে এবং মধুবন বাধার ঘাটে ডিসপেন সারী আছে।

STARRED QUESTION NO. 135

Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Planning & Co-ordination Department be pleased to state :—

QUESTION

1. What are the proposals put before that meeting of the Eastern Region Council for their consideration by the Cheif Minister of Tripura ? and 2. What are the proposals sanctioned ?

ANSWER

Answer :— 1. The following proposals were put before the meeting of the Eastern Region Council :

(i) **Agriculture**—Proposal for setting up of a Regional Foundation Seed Farm with 70 acres of land ;

(ii) **Jhum Control/Soil Conservation**— Proposal for resettling Tribal families in Howrach catchment area by bringing 1000 hectares of land under economic forest plantation, 200 hectares under Horticulture and reclaiming 80 hectares for Agricultural purposes ;

(iii) **Animal Husbandry & Diary**— Proposal for Regional Exotic Cattle Breeding Centre and Duck Breeding Centre ;

(iv) **Fishery**— Proposal for setting up a composite seed breeding-cum-Fish Seed Farm at Kumarghat to supply 70 lakhs of fish fry annually to member States of the Council ;

(v) **Power**— a) Proposal for setting up a Thermal Power Station of 30 M. W. capacity and

b) For construction of 132 K. V. transmission line Diribam to Agartala for bringing power from Lok Tak Project, Manipur.

(vi) **Road**— Proposal for construction and improvement of (i) Dumcherra— Phuldangshi to Tuipaibari Road (upto Tripura Mizoram Border) and (ii) of Kumarghat—Kanchanpur Vangnum Aizal Road (upto Tripura Mizoram Border) ;

(vii) **Regional Institution**— Proposal for setting up Regional Canning Unit with the capacity to produce 2500 M. T. of canned pine apples in a season.

Answer :— 2. The following proposals have been approved.

(i) The scheme for Jhum control and Soil conservation ;

(ii) The scheme for Regional Exotic Cattle Breeding Farm and Regional Duck Breeding Farm ;

(iii) Scheme for construction/Developments of the following two-roads :—

(a) Dumcherra—Phuldangshi to Tuipaibari road (upto Tripura Mizoram Border) ;

(b) Kumarghat—Kanehanpur—Vangmun—Aizal road (upto Tripura Mizoram Border) ;

(iv) Scheme for preparatian of feasibility repoit for setting up a 30 M. W. Thermal Power Station ;

Other schemes are under consideration of the council

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 144

By Shri Chandra Sekhar Datta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিলনীয়ার কৃষ্ণনগর, ঋষ্যমুখ, মতাই, বাইযোরা, বেতাগা ইত্যাদি স্থানে পানীয় জল সরবরাহের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কোন বছর থেকে এই পানীয় জল সরবরাহ করা হবে ?

উত্তর

১। এইরূপ বিশেষ কোন আলাদা পরিকল্পনা নাই। গ্রামীন পানীয় জল সরবরাহ পরিকল্পনানুযায়ী পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন গ্রামে পানীয় জলের জন্য রিংওয়েল এবং টিউবওয়েল দেওয়া হইতেছে। বিলনীয়া মহকুমার উল্লেখিত গ্রামগুলিতে বর্তমানে পানীয়জলের এইরূপ ব্যবস্থা আছে :—

গ্রামের নাম	টিউবওয়েল	রিংওয়েল	ডিপ টিউবওয়েল
কৃষ্ণনগর—	১৪	২	—
ঋষ্যমুখ—	২১	—	২
মতাই—	১২	৭	১
বাইযোড়া—	২৯	১৬	১
বেতাগা—	২৪	১১	—

২। পরিকল্পনা চলিতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 147

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will h Hon'ble Minister-in-charge of Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিলনীয়া হাসপাতালে এক্সরে মেসিন দীর্ঘদিন যাবত ঘরের অভাবে বসানো যাচ্ছে না এবং মেসিনটি বিনষ্ট হইতে চলেছে ;

২। সত্য হইলে, এক্সরে মেসিন বসানোর জন্য ঘর তৈয়ার করার কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 190

By Achaichi Mog

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৪ ইং সনের মার্চ্চ মাস থেকে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত বগাফা ব্লকের ওভারটাইম কাজ করার জন্য কতজন কর্মচারীকে মোট কত টাকা দেওয়া হইয়াছে ? এবং

২। উক্ত সনে এপর্য্যন্ত কোন মাসে কত টাকা ওভারটাইম বাবত খরচ হইল হিসাব ?

উত্তর

বগাফা ব্লকে ১৯৭৪ ইং সনের মার্চ্চ মাস হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ১০ জন কর্মচারীকে ওভারটাইম বাবত মোট ৩,৩৯৩·১০ পঃ (তিন হাজার তিনশত তিরানব্বই টাকা দশ পয়সা) এ পর্য্যন্ত ওভারটাইম বাবত দেওয়া হইয়াছে।

উত্তর

২) এ পর্য্যন্ত ওভারটাইম বাবদ দেওয়া টাকার মাসওয়ারী খরচের হিসাব :—

মার্চ্চ মাসে—	৭৫৪,৪৮
এপ্রিল মাসে—	৮০১·৬৫
মে মাসে—	৮২৯·৮৪
জুন মাসে—	৮৫৫·৯৩
জুলাই মাসে—	৫৯·৩৫
আগষ্ট মাসে—	৯১·৮৫

STARRED QUESTION NO. 193.

By Shri Gunapada Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

উদয়পুর হইতে কিল্লা বাজার পর্য্যন্ত ক্র্যাশ প্রোগ্রামের রাস্তাটির উন্নতি বর্ত্তমান বৎসরে করার জন্য সরকার বিবেচনা করিবেন কি ?

উত্তর

ক্র্যাশ স্কীম ফর রুরাল এমপ্লয়মেন্ট পরিকল্পনা ১৯৭৪-৭৫ আর্থিক সন হইতে চালু নাই। তবে উল্লেখিত রাস্তাটিকে উন্নয়নের জন্য Minimum Needs Programme এড় অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা বিবেচনা করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 205

By Shri Sunil Chandra Dutta.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

QUESTIONS	ANSWERS
1. When the Stale Transport Authority was last reconstituted and whether it is still functioning ?	18th June, 1973 and still functioning,
2. Whether the State Transport Authority met during the periods from January to March and April to Jnne, 1974 which is the compulsory requirement as per Rule 43(e) of Tripura Motor Vehicles Rulcs, 1954 ?	No.
3. If not, what are the reasons thereof ;	Collection of relevant data relating to some itemes of resolutions passed in the STA meeting held on 29.12.73 which were to be discussed in the meeting of the State Transport Authority was not completed in time.
4. Whether its Chairman has had judicial experience as required under section 44(2) of the Motor Vehicles Act, 1939.	Yes.

STARRED QUESTION NO. 210
By Shri Madhu Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরাতে কতকগুলি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় আছে এবং এইগুলিতে মোট ডাক্তারের সংখ্যা কত ;

২) ইহা কি সত্য যে কুমারঘাটে একখানি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় করার জন্য ৩/৪ বৎসর আগেই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল ; এই

৩) যদি নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে ইহা না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) মোট ৭টি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় আছে এবং বর্ত্তমানে ৬ জন ডাক্তার আছেন।

২) ১৯৭১ সনে কুমার ঘাটে একটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় খোলার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল।

৩) চিকিৎসালয়ের জন্য এবং কর্মচারীদের

STARRED QUESTION NO. 228
By Shri Bidhya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-eharge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত চলতি আর্থিক বছরে আমপুরা বাজারে প্রাইমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ;

২) ইহা কি সত্য উক্ত স্থানে সরকারী কোন চিকিৎসালয় না থাকার ফলে উক্ত মৌজার জনগণ চিকিৎসা হইতে বঞ্চিত হইতেছে ?

উত্তর

১) না।

২) এই নামে কোন রিভিউ মৌজা নাই।

STARRED QUESTION NO. 232
By Shri Naresh Chandra Roy.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health & FamilyPlanning Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরা সরকার "ব্লাড ব্যাংক" এ রক্তের দুষ্প্রাপ্যতা ও অভাব হেতু পীড়িত রোগীদের রক্তাপ্রাভাব পুরণের জন্য। 'প্লাজমা' ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন ?

২) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে ১৯৭২ইং সনের জানুয়ারী থেকে ১৯৭৪ইং সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত পীড়িত কতজন রোগীর ক্ষেত্রে প্লাজমা ব্যবহার করা হয়েছে।

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 238
By Shri Baju Ban Riyan.
Shri Kalipada Banerjee
Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Planning & Co-ordination Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার অর্থ নৈতিক অগ্রগতির জন্য ইষ্টার্ণ রিজিয়ন কাউনসিল এর সামনে কোন রকম কন্‌ক্রীট প্রস্তাব রেখেছেন কি ?

২) যদি রেখে থাকেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ,

৩) এ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার জন্য কয়টি এবং কি কি প্রকল্প উক্ত কাউন্‌সিল গ্রহণ করিয়াছেন ?

৪) প্রত্যেকটি প্রকল্পের জন্য অনুমোদিত ব্যয়ের পরিমাণ কত ?

৫) উক্ত কাউন্‌সিলের অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরার প্রকল্প সমূহে কম না বেশী ?

৬) প্রকল্প সমূহের বর্ত্তমান অবস্থা।

উত্তর

১) হ্যাঁ, রাখা হইয়াছে।

২) প্রস্তাব সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কৃষি :—

ত্রিপুরায় ১০ একর জমিতে একটি আঞ্চলিক বীজ খামার স্থাপন (Regional seed Foundation Farm)

জুম নিয়ন্ত্রণ ও ভূমি সংরক্ষণ :—

সদর সংকুমায় হাওড়া নদীর জল বাহিকা অঞ্চলের ভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থাদ্বারা জুমিয়া পরিবারের পুনর্ব্বাসন প্রকল্প।

পশু পালন :—

ক) আঞ্চলিক বিদেশাগত গাভীর উৎপাদন খামার স্থাপন,

খ) আঞ্চলিক হাঁস পালন খামার স্থাপন।

মৎস্য উৎপাদন :—

উত্তর ত্রিপুরার কুমারঘাটে একটি আঞ্চলিক মৎস্য প্রজনন ও মৎস্য বীজ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন।

বিদ্যুৎ উৎপাদন :—

ক) ত্রিপুরায় একটি ৩০ মেগা ওয়াট শক্তি সম্পন্ন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন।

খ) মণিপুর রাজ্যের লোক্‌টাক্‌ প্রকল্প হইতে আগরতলায় ১০ মেগা ওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ একটি পৃথক লাইনে আনার জন্য ১৩২ কে. ভি. ট্রান্সমিশান লাইন বসানোর প্রস্তাব।

সড়ক নির্মান ও উন্নয়ন :—

ক) দামছড়া—ফুলদাংসি হইতে তুইপাইবাড়ী (ত্রিপুরা মিজোরাম সীমান্ত) পর্য্যন্ত সড়ক নির্মান ও উন্নয়ন প্রকল্প।

খ) কুমারঘাট হইতে কাঞ্চনপুর ভাংমুন (ত্রিপুরা মিজোরাম সীমান্ত) পর্য্যন্ত সড়ক নির্মান ও উন্নয়ন প্রকল্প।

আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান :—

ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র :—

কুমার ঘাটে প্রতি বছরে ২৫০০ মেট্রিক টন আনারস উৎপাদন ও সংরক্ষনের জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প।

২) নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহে কাউনসিল গ্রহণ করিয়াছেন :—

ক) জুম নিয়ন্ত্রণ ও ভূমি সংরক্ষন প্রকল্প।

খ) আঞ্চলিক বিদেশাগেত গাভীর খামার স্থাপন ও আঞ্চলিক হাঁস পালন খামার স্থাপন প্রকল্প।

গ) দুইটি সড়ক নির্মান ও উন্নয়ন প্রকল্প।

ঘ) তাপ বিদ্যুৎ স্থাপনের জন্য প্রাথমিক সমীক্ষার প্রকল্প।

অন্যান্য প্রকল্প সমূহ কাউন্সিলের বিবেচনাধীন আছে।

৪) ৫ম পরিকল্পনাকালে আঞ্চলিক বিদেশাগত গাভীর খামার ও আঞ্চলিক হাঁস পালন খামারের জন্য মোট ২৯ লাখ ৫০ হাজার টাকার বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে। অন্য অনুমোদিত প্রকল্প সমূহের জন্য ব্যয় বরাদ্দ এখনও পাওয়া যায় নাই।

৫) পুর্বোত্তর পরিষদ হইতে সদস্য রাজ্যগুলির প্রকল্প সমূহ অনুমোদনের বিস্তারিত বিবরণ এখনও পাওয়া না যাওয়ায় এই মুহূর্ত্তে তুলনামুলক তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়।

৬) টাকার বরাদ্দ পাওয়ার পর অনুমোদিত প্রকল্পসমুহের কাজ আরম্ভ করা হইবে।

পশু পালন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কাজে ব্যয় করার ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 241

By Shri Tapash Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Planning & Coordination be pleased to state :—

QUESTION

1) What was the rate of economic growth at the Tripura State during 3rd Five Year Plan, 4th Five Year Plan ; and
2) What is the expected economic growth of the State during the present 5 Year Plan ?

ANSWER

1) During 3rd Five Year Plan : 3.7%
During 4th Five Year Plan : 3.2% approximately.
2) During the present 5 Year Plan. : 4% anticipated.

PAPDRS LAID ON THE TABLE

Annexure—"B"

UNSTARRED QUESTION NO. 115 (Postpond)

By : Shri Abhiram Deb Barma
Shri Samar Choudhury
Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Relations & Tourism Department be pleased to state :— .

প্রশ্ন

১) গত ১৯৭২-৭৩ সন হইতে ১৯৭৩-৭৪ সনের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ত্রিপুরার কোন্ পত্রিকা কত টাকার সরকারী বিজ্ঞাপন পেয়েছেন ? এবং তাহা কোন্ শ্রেণীর ?

২) ত্রিপুরার বাহিরের কোন পত্রিকা এই সময়ের মধ্যে কত টাকার সরকারী বিজ্ঞাপন পেয়েছেন ?

৩) বিজ্ঞাপন বাবদ যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তা প্রচার দপ্তরের এই সময়কার মোট খরচের শতকরা কত অংশ হবে ?

উত্তর

(১ ও ২) ১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট তালিকায় দেখান হইল।

৩) ১নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তরে যে টাকা দেখান হয়েছে তাহা সম্পূর্ণ প্রচার বিভাগের নহে। এই অর্থ ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের। এই সময়ে বিভিন্ন বিভাগে বিজ্ঞাপন বাবদ যে টাকা খরচ হইয়াছে তাহা প্রচার বিভাগের এই সময়কার মোট ব্যয়ের ৩৯·৬%(approx.)। উপরোক্ত সময়ে বিজ্ঞাপন বাবদ প্রচার বিভাগের যে টাকা খরচ হইয়াছে তাহা প্রচার বিভাগের মোট খরচের ১৪·৫% (approx.)।

দেয় টাকার পরিমাণ

		১৯৭২-৭৩		১৯৭৩-৭৪ (৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত)	
ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	ক্লাসিফাইড	ডিস্‌প্লে	ক্লাসিফাইড	ডিস্‌প্লে
১	২	৩	৪	৫	৬
	ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত				
১।	দৈনিক সংবাদ	১৫,৩৬৯.৪৮	৮,৭০৪.০০	১৫,৯১৬.২৫	১,৬৭৯.৮৮
২।	জাগরণ	১৩,৪৩২.১৭	৪,১৫৬.৩০	১২,৬৫৭.০৫	১,৮৪৩.৫০
৩।	জনপদ	৩,৬৭৬.০০	১৪,৭৭৪.৫০	৯,২৩২.৩০	২,৯০৬.৭৫
৪।	গণরাজ	১০,১৩৫	২,৬৭০.১০	১৯,৭২৭.৫০	২,০০৩.০০
৫।	নাগরিক	২,৩৪৬.০০	১২,৪২৫.০০	৩,২৮১.৭৫	১,৩২৪.৫০
৬।	ভাবী ভারত	১২,১৫৬.১৩	২,৬৮৮.৪৭	৪,২৫২.০০	৭৬০.০০
৭।	বিবেক	৪,৭৫৫.২৫	৩৪,১৬৪.৯৭	৮১৬.৫০	৫,৪৮৯ ৫০
৮।	প্রমোদ বার্তা	৩,৩৮৩.০০	৭,৭৯০.৫০	২,৫৭৯.৭৪	১,৫৭১.৮৭
৯।	রুদ্রবীণা	৭৯৩.৯৫	২৭,৬৮২.৮৫	৪৬.০০	২,৬০৬.২৫
১০।	অগ্রদূত	৫,৮৩৫.২০	৪,২৬০.৩০	৪,৮০৮.৩৬	৮৫৫.৫০
১১।	ন্যায়দণ্ড	৪,৭০৬.৮০	২,৩৫৫.২০	২,৮৯৮.৫০	৬২৫.০০
১২।	সন্ধ্যানী	৩,০০০.৩০	৯৯৫.০০	২,৩৭৫.০০	২৬২.০০
১৩।	আর্যশক্তি	৪,০৫৭.০০	২,৩১২.০৭	২,১৬০.৫০	৬৯৬.২৫
১৪।	নূতন বার্তা	১,৯৪৯.৯০	১, ৩৬.১০	১,৬১৩.৩০	৭৫০.০০
১৫।	মহাব্রত	৫৬০.৫০	২,৭৮৯.৯০	—	৩৭৫.০০
১৬।	ভারত কল্যাণ	৩,৪৩৫.২৫	২,৪৯৩.১৫	২৪৮.৫০	৫৬৫.৫০
১৭।	সুকুমার	৩,৩৩০.৫০	৪,১৬০.১৫	২,৯৫৬.০০	২,২৫০.০০
১৮।	স্যান্দন	—	৩,২৭৫.৩৭	—	৬৩৩.৭৫
১৯।	জনপথ	৪১২.০০	১,২২৭.৭৫	৯৬৬.০০	৭৫০.০০
২০।	মানুষ	৭,৭৪৭.২৫	৪,০৬৫.৫০	৪,৩২৮.০০	১,১২৫.০০
২১।	স্বাধিকার দর্পণ	৪,৩৭৫.৫০	৪,০৪৮.৮৭	৪,৪৭৫.০০	১,৭১০.৭৫
২২।	স্বরূপ	৩,৮০৮.১৫	৭,৬৮৭.২৮	৩,০৬৬.৫০	১,৬১১.৭৫

১	২	৩	৪	৫	৬
২৩।	আজকের ফরিয়াদ	৫,১৪৬.৭৫	১১,৪০৭.২৪	৩,২২৩.০০	৮২১.২৫
২৪।	বিদ্রোহ (আঞ্চলিক খবর)	৪১৮.৭৫	২,৩১৫.৮৭	৭২৬.০০	১,১৩৩.৭৫
২৫।	ত্রিপুরা	৫,৫৩৯.৩৪	৩,৩৬০.৪০	৩,৪২৩.৫০	১,৫৪৭.৭৫
২৬।	বিদ্রোহী (বিবেচক)	১,৯৫৫.৭৫	২,৪৫৫.৫০	২,৫৪৪.৯২	১,১৫০.০০
২৭।	ইম্পাপ্রি	৩,৬৭৭.২০	১৬,৯২৭.৯০	৩,৭০৬.০০	৯৩৭.৫০
২৮।	নবজ্যোতি	৪,৩৬৪.২০	৩,৬৭৫.৭০	২,৭১৪.১৭	১,৩৮৩.৭৫
২৯।	ত্রিপুরা টাইমস	৫,২০৭.১৩	৩,২৪৯.৫২	৪,৯০৬.৫০	১,০০৯.০০
৩০।	দর্পণ বার্তা	৪,১৭০.৫০	৩,৭২১.১২	৩,০১৮.৫০	১,৯২১.৫০
৩১।	অগ্রগতি	৪,৩৮৪.৭৩	৩,৪৭৬.৭৯	৫,২৮৭.০০	১,০০৮.৭৫
৩২।	গণসংহতি	১,৪৮৮.৮৮	১,৯০৬.৭০	১৫০.৫০	১,৩৭৫.০০
৩৩।	সীমান্ত প্রকাশ	৪,৯৭৯.৬৩	১২.৪৪৮.১২	৩,৩০৫.৩৫	১,৩২১.৫০
৩৪।	সমাচার	৪,৮১৫.১৩	২,৬৯৬.৮৭	৩,৬২০.০০	১,৪৪৯.৭৪
৩৫।	বিস্তীর্ণ (ক্ষুধার্ত)	৪৩৭.৫০	২,১৩৭.৭০	২৬৪.০০	৫৬২.৫০
৩৬।	কাণ্ডারী	১,৯২৩.০০	১,৭২৮.৮০	৩,০৯১.৫০	৮৮৩.৭৫
৩৭।	ত্রিপুরার কথা	৩.৭৮৯.০০	৩,২৯৯.১৫	১,৮৬৮.৯৯	৫৬২.৫০
৩৮।	আমার পো (যাত্রিক)	—	২,১৮৭.৫০	—	৯৩৭.৫০
৩৯।	ত্রিপুরা ক্রনিকল	২,৩৪০.৫০	২,৫৬৭.৭৫	৩,৪৯৬.০০	৫৬২.৫০
৪০।	সমবায় বার্তা	--	১,০৭২.৯০	—	৩৭৫.৩০
৪১।	গণদূত (গণনাদ)	—	৩৭৫.০০	—	৮৪১.৭৫
৪২।	আমাদের কথা	—	৩,৮১৭.১৫	—	৮২৬,০০
৪৩।	নবরাজ	—	১,৩৭৫.৭৫	—	৩৭৫.০০
৪৪।	পূর্বাচল	—	২,২১৪.১৫	—	১,৬৩০.২৫
৪৫।	যুবস্বামী	—	১,৮৭৫.০০	—	১,৫০০.০০
৪৬।	আজকের কথা	—	২৪৭.৫০	—	—
৪৭।	দেশের কথা	—	৩৭৫.০০		—
৪৮।	ত্রিপুরা প্রকাশ	—	২,৮৮৭.৫০	—	২,১৪৫.০০
৪৯।	দেশ দরদী	—	—	—	১,২৫০.০০
৫০।	মাষ্টার	—	২,৩৭৫.০০	—	১,৫০০.০০
৫১।	ত্রিপুরার মুখ.	—	৯৩৭.০০	—	৯৩৭.০০
৫২।	হা-নি-ক্-ক	—	২,৬২৫.০০	—	২,৭৫০.০০
৫৩।	জীবন প্রদীপ	—	২,৬২৫.০০	—	৩,২৫০.০০
৫৪।	জনকল্যাণ	—	৭৫০.০০	—	১,৭৫৮.৭৫
৫৫।	কৈলাশহর বার্তা	—	১,২৮৭.৫০	—	৮৭৫.০০

১	২	৩	৪	৫	৬
৫৬।	জনতার ডাক	—	১,২৫০.০০	—	১,২৫০.০০
৫৭।	আশীর্বাদ	—	—	—	১,১২৫.০০
৫৮।	অংকুর	—	১০০.০০	—	২০৭.০০
৫৯।	আগরতলা বার্তা	—	—	—	৭৫০.০০
৬০।	জনতার রায়	—	৬২৫.০০	—	২৫০.০০
৬১।	নবদিগন্ত	—	১,৫০০.০০	—	৯৩৭.৫০
৬২।	সনসংবাদ	—	—	—	৬৩৩.৭৫
৬৩।	পাক্ষিক বার্তা	—	—	—	৬৩৩.৭৫
৬৪।	অর্জ্জুণ	—	—	—	২৬১.২৫
৬৫।	জন্মান্নুষ	—	—	—	২৫০.০০
৬৫।	কমলপুর বার্তা	—	—	—	৬৩৩.৭৫
৬৭।	প্রতিশোধ	—	—	—	৫০০.০০
৬৮।	উত্তর ত্রিপুরা	—	—	—	৪৪৬.২৫
৬৯।	রশ্মি	—	—	—	৪৪৬.২৫
৭০।	ত্রিপুরা কণ্ঠ	—	—	—	৫১৭.৫০
৭১।	উত্তরণ	—	—	—	৪৪৬.২৫
৭২।	বজ্রকণ্ঠ	—	—	—	৩৭৫.০০
৭৩।	কৃপাণ	—	—	—	২৫০.০০
৭৪।	প্রগতি	—	—	—	১৮৭.৫০
৭৫।	রূপায়ণ	—	১২০.০০	—	—
৭৬।	বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগার	—	৩৭৭.৪০	—	৪৯৬.৮০
৭৭।	কাকলী	—	৩,৬৩৬.২১	—	১,১৩৯.৯৯
৭৮।	দীগন্ত	—	২৭৭.৫০	—	৪৯৮.৭৫
৭৯।	বনমালীপুর বয়েজ ক্লাব	—	৪৫০.০০	—	৭১.২৫
৮০।	দ্যুতি	—	২,১১০.৯৭	—	১,০৬৭.৭৫
৮১।	অনিল সঙ্গীত সমাজ	—	৪০.০০	—	—
৮২।	উদিতি	—	৩,২০০.৭৪	—	১,২০১.৮৭
৮৩।	সমাজ	—	৫৩৯.৭৫	—	৩৫৬.২৫
৮৪।	মুখুস	—	২,৮১৭.৫০	—	—
৮৫।	চন্দনা	—	১,৮৬০.৩১	—	৮৭৮.৭৫
৮৬।	সমকাল	—	২,৯৫২.৪৮	—	১,৩৫৮.৭৫
৮৭।	ব্রতত্তী	—	২,৬১১.০১	—	১,৮০৯.১২
৮৮।	ত্রিপুরা সঙ্গীত চক্র	—	১,২৪১.৫০	—	১,৭০০.০০
৮৯।	প্রনমি	—	২,০৮৬.২৪	—	৮৭৩.৭৫

১	২	৩	৪	৫	৬
৯০।	নন্দিনী	—	৩,৯৯৫.৪০	—	১,০১৪.০৩
৯১।	সোভিনুর অফ্ স্টেটিষ্টিকেল রিক্রেয়েশন ক্লাব বিনোদন সংস্থা	—	৩২০.০০	—	২৫০.০০
৯২।	নান্দীমুখ	—	৮৯০.৬২	—	৯০১.৬৮
৯৩।	প্লেটফরম	—	২৮৫.০০	—	৪৩৯.৩৭
৯৪।	আহুতি	—	৬৮৮.৭৫	—	১,"৯৯.২৫
১৫।	সভিনর অফ ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ার	—	১১৮.৭৫	—	৪১৫.৬২
৯৬)	স্বকীতি	—	১১৮.৭৫	—	—
৯৭)	লাইব্রেরী রিভিও	—	৪৭৮.৭৫	—	৩০৮.৭৫
৯৮)	হেলথ সার্ভিসেস রিক্রেয়েশন ক্লাব	—	১০০.০০	—	—
৯৯)	স্বাগমত	—	১,১৪৮.২২	—	৫৪৬.২৫
১০০)	লোকশ্রী	—	১২০.০০	—	—
১০১)	ইন্দু সোভিয়েট কালচারেল সোসাইটি	—	৭০০.০০	—	৫৩৭.০০
১০২)	এইচ, সি, ক্লাব সোভিনর	—	১৭৮.১০	—	৫০.০০
১০৩)	জোনাকি	—	৪৮৩.৭৫	—	৭১,২৫
১০৪)	লাইব্রেরী	—	৯০.০০	—	—
১০৫)	অলক সংঘ	—	২৫৭.৫০	—	—
১০৬)	ইয়ুথ অরগানাইজেসন	—	২৫৭.৫০	—	৭২৪.৩৭
১০৭)	ইয়ুথ	—	১:৮.৭৫	—	—
১০৮)	বিবেক বাণী	—	১১৮.৭৫	—	—
১০৯)	এগ্রি ফরেষ্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব	—	২৫০.০০	—	—
১১০)	সভিনার অফ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েসন	—	৪৭০.০০	—	৯৮০.০০
১১১)	জাতি	—	১১৮.৭৫	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬
১১২)	দর্পণ	—	২০.০০	—	—
১১৩)	সর্বধিকার	—	১৯.০০	—	—
১১৪)	হাল	—	৫৯৩.৭৫	—	৪৩৯.৩৭
১১৫)	সেনকো	—	১১৫.০০	—	—
১১৬)	সেউলা	—	২৬০.০০	—	৩৬৮.১২
১১৭)	জ্বালা	—	২৫০.০০	—	৬৪১.২৫
১১৮)	নবাগতা	—	৪১৬.২৫	—	৮৪৩.১২
১১৯)	স্বপ্ন ও দুঃস্বপন্	—	২৩৭.৫০	—	৬১.২৫
১২০)	ত্রিপুরা ভারতী	—	১৪২.৮৫	—	—
১২১)	খেলাধুলা	—	৩৫৬.২৫	—	৪৭২.৩০
১২২)	কথা	—	১১৮.৭৫	—	—
১২৩)	আগন্তুক	—	১১৮.৭৫	—	—
১২৪)	রূপম	—	১০০.০০	—	—
১২৫)	মিসিল	—	১১৮.৭৫	—	—
১২৬)	চিলড্রেন ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েসন	—	৪৫০.০০	—	—
১২৭)	চান্দীনা	—	১৬০.০০	—	২৯৬.৪০
১২৮)	ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ	=	৫০.০০	—	১৫০.০০
১২৯)	ছাত্র সংঘ	—	১১৮.৭৫	—	—
১৩০)	শান্তি নিকেতন আশ্রমিক সংঘ	—	৫০০.০০	—	২০ .০০
১৩১)	নকুল সংসদ	—	১১৮.৭৫	—	১১৮.৭৫
১৩২)	একজিবিসন অফ পেইন্টস	—	৫৫০.০০	.	—
১৩৩)	আর্থিক বিচিন্তা	—	৫৭৪.৩৮	—	৯১৮.৭৫
১৩৪)	সংগিত বিতান	—	৪০.০০	—	৮০.০০
১৩৫)	ত্রিপুরা আনএমপ্লয়েড এসোসিয়েসন	—	১১৮.৭৫	—	৭১.২৫
১৩৬)	শিক্ষক সমাজ	—	—	—	৪১.২৫
১৩৭)	সন্দিহান	—	—	—	৫২৮.৫০
১৩৮)	প্রাচ্য ভারতী এইচ, এস, স্কুল	—	—	—	১০০.০০
১৩৯)	ইয়থ এগেনেষ্ট ফেমেন সভেনির	—	—	—	৬০.০০

১	২	৩	৪	৫	৬
১৪০)	ত্রিপুরা গভ: এমপ্লয়িজ ফেডারেশন	—	—	—	২৩৭.৫০
১৪১)	কাল	—	৩৫৬.২৫	—	২২১,১৫
১৪২)	তিয়াসা	—	৪০.০০	—	১৬২.৫০
১৪৩)	নবদোয় সংঘ	—	৪০.০০	—	৪০.০০
১৪৪)	যুবসংস্থা	—	৪০.০০	—	৯০.০০
১৪৫)	সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত	—	৩৫৬.২৫	—	৩৭৩.১২
১৪৬)	যুব সমাজ	—	১০০.০০	—	১৬ .২৫
১৪৭)	ঘরোয়া	—	১৬৮.৫০	—	৫০.০০
১৪৮)	রূপারূপ	—	১২০.০০	—	২১১.২৫
১৪৯)	শিল্পসংস্থা ড্রামা কমিটি	—	২৪৪.১৫	—	—
১৫০)	লোকশ্রী	—	১০০.০০	—	—
১৫১)	আকৃতি সাহিত্য গোষ্ঠি	—	৪০.০০	—	—
১৫২)	রামঠাকুর সংঘ	—	৪০.০০	—	—
১৫৩)	উত্তর	—	২৩৭.৫০	—	৭১.২৫
১৫৪)	সভিনোর অফ ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	—	১১৮.৭৫	—	—
১৫৫)	রূপম	—	১০০.০০	—	—
১৫৬)	সভিনার অফ ত্রিপুরা স্পেস' কালচারেল এসোসিয়েসন	—	৫০.০০	—	—
১৫৭)	সভিনার ইণ্ডাষ্ট্রিজ রিক্রিয়েসন ক্লাস	—	১১৮.৭৫	—	—
১৫৮)	ত্রিপুরা ভেটেনারী বুলেটিং	—	২৯৬.৮৭	—	—
১৫৯)	এবম	—	—	—	১১৮.৭৫
১৬০)	কালামন্দির	—	—	—	১০০.০০
১৬১)	বকলেট অফ স্বপন নন্দী	—	--	—	৪০.০০
১৭২)	বোধন	—	—	--	১৪২.৫০
১৬৩)	সোভিনর অফ দুর্গ উৎসব	—	—	—	৯৬.২৫
১৬৪)	আগন্তুক	—	—	—	৭১.২৫
১৬৫)	প্রনপায়ু	—	—	—	১১৮.৭৫
১৬৬)	সোভিনর অফ বি, কে, সাহা	—	—	—	৭২৫.০০
১৬৭)	গিতালী	—	—	—	৭১.২৫

ত্রিপুরার বাহির হইতে প্রকাশিত

১)	হিন্দুস্থান সমাচার বার্ষিকী	—	৫০০.০০	—	—
২)	আনন্দবাজার পত্রিকা	১২,৩২৩.২৩	৩৪,৯৪১.৯৮	৩০,০১৮.৬৫	৪৮১.২৫

৩)	অমৃত বাজার পত্রিকা	৪৮,২৮৩.২৫	২৫,৮৭৭.২৮	৪,১৫৮.৮২	—
৪)	শিলিংস টাইমস	—	৬০০.০০	—	—
৫)	ষ্টেস্‌-মেন্‌স	৪৫,০৯৩.৭৪	৪,১৪৫.৭০	১০,৬২২.৮২	২১৭.৩৫
৬)	হিন্দুস্থান স্টেনডার্ড	৮,২৬০.৬৫	১১,০৪৭.১২	২,৬৮৯.৪০	—
৭)	ইকনমিস ষ্টাডিজ	—	২৫০.০০	—	—
৮)	যুগান্তর	২০,৬৪৩.৪০	১,২১১.৬৬	৭,৮৪৯.০০	—
৯)	বসুমতী	৮,২৮৮.৬৬	১,৪৫২.০০	৬,৮৬২.৬০	—
১০)	যনবাণী	—	১,৫০০,০০	—	—
১১)	হিন্দুস্থান টাইমস	৩,৯৪৭.৯৪	—	—	—
১২)	পার্লিয়ামেন্টারী টাইমস	—	৫২০.০০	—	—
১৩)	টাইমস অফ ইণ্ডিয়া	৩১৩.৭৫	—	—	—
১৪)	স্পোক্‌ মেন্ট উইকলি	—	১,১০০.০০	—	—
১৫)	আসাম ট্রিবিউন	৫,৩৪৯ ১০	—	৩.০৭৮.৪০	—
১৬)	দি হিন্দু	৮৯৬.৭৮	—	—	—
১৭)	ইকনমি টাইমস অফ ইণ্ডিয়া	—	১৯,০৫৭.৫০	—	—
১৮)	সান ডে ষ্টেনডারড	১১০.২৫	—	—	—
১৯)	ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস	১,৫৪০.২৫	—	১৬৫.০০	—
২০)	ইঞ্জিনিয়ারিং টাইমস	৩৫৩.১০	—	—	—
২১)	নিউ দিল্লী দুর্গাপূজা সমিতি	—	৩৭৫.০০	—	—
২২)	আগ্রস	—	১১৮.৭৫	—	—
২৩)	উত্তর	—	১১৮.৭৫	—	—
২৪)	এক্ষন	—	৩০০.০০	—	১৫০.০০
২৫)	টেগোর রিচাস	—	১১৯.০০	—	—
২৬)	অন্যমনা	—	৫৫০.২৫	—	—
২৭)	রামগান	—	১২৫.০০	—	—
২৮)	ক্যালচারাল একসবিউসান	—	৫০০.০০	—	—
২৯)	উৎস	—	১১৮.৭৫	—	—
৩০)	উত্তরা	—	৫০.০০	—	—
৩১)	দর্শন	—	৫৫০.০০	—	৭৫০.০০
৩২)	ইয়থ এগেন্ট ফেমিন	—	২০০.০০	—	৬০.০০
৩৩)	কুয়াশা	—	৪০.০০	—	—
৩৪)	লোকশ্রী	—	১০০.০০	—	—
৩৫)	মিসিল	—	১১৮.৭৫	—	—
৩৬)	জাগৃতি	—	১১৮.৭৫	—	—
৩৭)	স্বীকৃতি	—	১১৮.৭৫	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬
৩৮)	ঘরোয়া	—	—	—	৫০.০০
৩৯)	প্রবমাসু	—	—	—	১১৮.৭৫
৪০)	কুহিনুর	—	—	—	১৫৬.৫০
৪১)	দশান্ন	—	—	—	১৩৮.০০
৪২)	দেশ	—	২৪০.০০	—	—
৪৩)	আমাদের ত্রিপুরা (ক্যাল)	—	৫৬.০০	—	২৫০.০০
৪৪)	সোসলিষ্ট ইণ্ডিয়া	—	২,২৫০.০০	—	১,৫০০.০০
৪৫)	কমার্শস	—	১১৮.৭৫	—	—
৪৬)	নেসানেল সোলিডারেটি	—	৫৬২.৫০	—	৭৭০.৪৮
৪৭)	নেপেক্স	—	২০০.০০	—	—
৪৮)	ভাই বন্ধু আশ্রম	—	১০০.০০	—	—
৪৯)	সোসাইটি অফ কন্টেম্‌রারি	—	২০০.০০	—	—
৫০)	সুব্রত মুখার্জি ক্লাব	—	৩০০.০০	—	—
৫১)	রামঠাকুর মিসন সেবা সদন	—	৮০০.০০	—	—
৫২)	সোভিনার অফ ৩৩ ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল সাইন্‌স কন্‌ফারেন্‌স	—	৫০০.০০	—	—
৫৩)	সোভিনার অফ সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে	—	২৫০.০০	—	—
৫৪)	দি টাইগার জার্ণাল অফ ডোগরা রেজিমেণ্ট	—	২০০.০০	—	—
৫৫)	ট্রাফিক আরমেচার	—	১,৩৫০.০০	—	—
৫৬)	প্রভাত	—	১৮০.০০	—	—
৫৭)	দি এড্‌ভান্ট	—	১৪৪.০০	—	—
৫৮)	২৪, পরগণা জেলা পরিষদ	—	২৫.০০	—	—
৫৯)	টুরিষ্ট অফ ট্রেনস্‌পোর্ট জার্ণল	—	৯৬৭.০০	—	—
৬০)	প্রতিশ্রুতি	—	৫০০.০০	—	—
৬১)	গ্রুপ অফ দিল্লী জার্ণালিষ্ট	—	৫০০.০০	—	—
৬২)	দক্ষিণ দিল্লী কালী এসোসিয়েশন	—	—	—	১০০.০০

১	২	৩	৪	৫	৬
৬৩)	ইউমেন অফ দি মাচ	—	—	—	৯০০.০০
৬৪)	সংগম	—	—	—	৪৪৮.৫০
৬৫)	নিবেদিতা	—	—	—	৫০০.০০
৬৬)	লিংক	—	—	—	৭৭০.০০
৬৭)	উয়েষ্ট বেংগল এসোসিয়েসন কর্নফারেন্স	—	—	—	২০০.০০
৬৮)	ফেস উইক্লি	—	৭৭০.০০	—	—
৬৯)	টুরিজম ট্রেড অফ ইণ্ডিয়া	—	২৫০.০০	—	—
৭০)	এয়াল লিংক ট্রাফিক আরমেচার	—	৫০০.০০	—	—
৭১)	বিজনেস্ এক্সজিকিউটিভ ডাঃ ভি. ভি. গিরি সম্ভিনর	—	৫০০.০০	—	—
৭২)	আলোছায়া	—	২০০.০০	—	—
৭৩)	সপ্তাহ	—	৩০০.০০	—	—
৭৪)	অল ইণ্ডিয়া পিস এণ্ড আফ্রো এশিয়া সলিডারেট কনফারেন্স	—	১,০৭০.০০	—	—
৭৫)	চতোযেকান	—	৫০০.০০	—	৬০০.০০
৭৬)	কোয়ামি একতা	—	১,২৭০.০০	—	—
৭৭)	ষ্টেণ্ডার্ড ফোট এবগিমেন্ট কোম্পানী	—	৬৪২.৪৪	—	—
৭৮)	উনোস্কা	—	২০০.০০	—	—
৭৯)	ক্যালকাটা ডজত	—	৫৫০.০০	—	—
৮০)	ইণ্ডিয়ান ন্যাসালেন কংগ্রেস	—	৪,০০০.০০	—	—
৮১)	নর্থ ইষ্টার্ণ এফেয়ার্স	—	১,১৫০.০০	—	—
৮২)	অল ইণ্ডিয়া প্রেস কাউন্সিল	—	১,০০০.০০	—	—
৮৩)	প্রেস ফটোগ্রাফি এসোসিয়েসন	—	১৫০.০০	—	—
৮৪)	পদ্ম প্রকাশনি	—	৭৭০.০০	—	—
৮৫)	সাভিনার অফ ইন্ষ্টিটিউড অফ ডেমক্রেসি এণ্ড সোসিলিজম	—	১,০০০.০০	—	—

UNSTARRED QUESTION NO. 421

(Post pound)

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ডিসপেনসারী, প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার এবং হাসপাতাল সমূহে ভেজাল খাদ্য খেয়ে অসুস্থ হয়ে কতজন গত ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ দুই বৎসরে এডমিটেড হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক);

২) কোন জাতীয় ভেজাল খাদ্য হইতে অসুস্থ হওয়ার রিপোর্ট এসেছে এবং কতজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক);

উত্তর

১) ভেজাল খাদ্যে অসুস্থ কেহ হাসপাতালে ভর্তি হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। উদয়পুর মহকুমায় ৮ জন এবং খোয়াই মহকুমায় ৬ জন খাদ্যে বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হইয়া হাসপাতালে ভর্তি হয়।

২) ভেজাল খাদ্য খাইয়া অসুস্থ হওয়ার কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই। খাদ্যে বিষক্রিয়ায় অসুস্থদের উদয়পুর মহকুমায় ৪ জন এবং খোয়াই মহকুমায় ২ জন মারা গিয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 1060 (Postponed)

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭১-৭২, ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ বর্তমান সময় পর্য্যন্ত আর্থিক বৎসরে কোন কোন ব্লকে বি, ডি. ও গণ কত টাকা রুরাল ক্রাশ এমপ্লয়মেন্ট খাতে এ, সি বিলে ড্র করেছেন ?

২। উল্লেখিত বৎসর সমূহে এই টাকার কত পরিমাণ নির্দিষ্ট আর্থিক বৎসরের সময় সীমার মধ্যে খরচ করা হয়েছে ব্লক ভিত্তিক হিসাব ?

৩। ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসর সমূহে এ টাকার কত পরিমাণ সরকারের তহবিলে ফের- জমা না হয়ে বি, ডি, ও দের হাতে জমা রেখে খরচ করা হয়েছে ?

৪। বর্তমানে কোন অর্থিক বৎসরের এ, সি, বিলে ড্র করা করা কত টাকা বি, ডি, ও দের হাতে আছে এবং তাহা নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের তহবিলে ফেরৎ জমা দেওয়া হয় নাই ?

উত্তর

১। ১৯৭১-৭২, ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ (বর্তমান সময় পর্য্যন্ত) যে যে ব্লকে B. D. O. P.E.O. গণ ক্র্যাশ স্কীম ফর রুরাল এমপ্লয়মেন্ট খাতে এ, সি, বিলে যত টাকা ড্র করিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

	ব্লকের নাম	১৯৭১-৭২	১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৪
১।	উদয়পুর	—	৪৭,৮৩২	—
২।	রাজনগর	—	২২,৫২২	—
৩।	অমরপুর	১০০০	—	—
৪।	ডম্বুরনগর	—	৩৩,৪০০	—
৫।	বগাফা	—	৪০,৩৩১	—
৬।	সাঁতচান্দ	—	১৩,৬১২	১৫,৬৬৬
৭।	পানিসাগর	—	৩৬,৫৬৭.১৩	৩০৭৬৮
৮।	কাঞ্চনপুর	—	[illegible]	—
৯।	কমলপুর	—	৩২,০০০	—
১০।	কুমারঘাট	৪৬০৮	২৮,৮৩৯.৩২	—
১১।	ছামনু	—	১১,৪৬০	—
১২।	খোয়াই	—	১,৪৬,৯৫৬	—
১৩।	মোহনপুর	—	৪৬,৭৬১	—
১৪।	জিরানীয়া	—	৬.৪৫০	২৯,৯০৮
১৫।	তেলিয়ামূড়া	—	১৮.২২১	১,৩০,০০০
১৬।	বিশালগড়	—	২,৫২,০০০	—
১৭।	মেলাঘর	—	—	—

২। উল্লিখিত বৎসর সমূহে নিম্ন ব্যতিরেকে সব টাকাই আর্থিক বৎসরের সময় সীমার মধ্যে সংশ্লিস্ট ব্লকগুলিতে খরচ হইয়াছে।

ব্লকের নাম	১৯৭১-৭২,	১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৪
(ক) কুমারঘাট	৬৯০৮	২৭,৭০৪৫	
(খ) ডম্বুরনগর		৯৪০০	
(গ) সাঁতচান্দ		৬,২০৮	
(ঘ) বগাফা		৩৯,৭৬৫	
(ঙ) তেলিয়ামুড়া		১৬,৬,৬৩৯	
(চ) বিশালগড়		২,৪২,৪৫৮	

৩ প্রশ্নই উঠে না।

৪। বিশালগড় ব্লকে ১৯৭২-৭৩ ইং সনের ড্র করা ৯৫৪২ হাতে রহিয়াছে। অন্য B.D.O. দের হাতে এরূপ কোন টাকা নাই।

Admitted UNSTARRED QUESTION NO. 4

By Shri Gopinrth Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-In-Chrge of the Community Developmetn ce pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কৈলাশহর বিভাগের কুমারঘাট এবং ছামনু ব্লকের অন্তর্গত কোন কোন গ্রামে "জয়ন্তী গ্রামের" অন্তর্ভুক্ত ?

২। উক্ত গ্রামগুলিতে উন্নয়নমূলক কি কি কাজ করার সরকারী পরিকল্পনা ছিল? এবং আজ পর্যান্ট কোন জয়ন্তী গ্রামে পরিকল্পনানুযায়ী কি কাজ হইয়াছে ?

উত্তর

১। কৈলাশহর মহকুমার কুমারঘাট ব্লকের বেতছড়া গ্রাম এবং ছামনু ব্লকের ধুমাছড়া গ্রাম জয়ন্তী গ্রামের অন্তর্ভুক্ত।

২। গ্রামীন পানীয় জল সরবরাহ, গৃহনির্মাণ. স্কুল গৃহের উন্নতিসাধন, রাস্তা নালা খনন, কৃষি, জলসেচ, পশুপালন, শিক্ষা, সমাজ শিক্ষণ, শিল্পোন্নয়ন, গ্রামীন স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রকল্প, বৈদ্যুতিকরণ এবং ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসন ইত্যাদি পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছিল।

আজ পর্য্যন্ত পরিকল্পনানুযায়ী জয়ন্তী গ্রামগুলিতে যে যে কাজ হইয়াছে তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

বেতছড়া গ্রাম, "কুমারঘাট ব্লক"

(ক) গ্রামের লোকদের পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য ১টি নতুন টিউব ওয়েল খনন ও দুইটি রিং ওয়েল মেরামত করা হইয়াছে।

(খ) অনাবাদী জমিকে আবাদের উপযোগী করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(গ) দ্রুত জল নিস্কাশনের জন্য ১০০০ Rft নালা খনন করা হয়।

(ঘ) ২ কি: রাস্তা এবং ১২০ Rft রাস্তায় পুল এবং প্রয়োজনীয় স্থানে মাটিফেলিয়া রাস্তার উন্নতি সাধন করা হইয়াছে।

(ঙ) জনসাধারণের সুবিধার্থে পাট পঁচানোর জন্য ছোট ছোট পুকুর খনন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(চ) কৃষকদের জমিতে প্রয়োজনমত জল সরবরাহের জন্য বিভিন্ন স্থানে মৌসুমী বাঁধ দেওয়া হইয়াছে।

(ছ) কৃষকদের বিনামূল্যে ধান এবং আলুর বীজ বিতরণ করা হইয়াছে।

(জ) ডেমনষ্ট্রেশন :—গম. সরিষা, বোরধান, ছোলা, আমন ধান; আখ, আলু ও মটর

(ঝ) ফলের বাগান, :—৭ একর জায়গা লইয়া ইহাতে ১৬১০০টি আনারসের চারা রোপন করিয়া ৭টি বাগান তৈরী করা হইয়াছে।

(ঞ) উপজাতি উন্নয়ন ঃ—শিশুদের মধ্যে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ।

(ট) মহিলা সমিতি গঠন ও সমিতির গৃহ নির্মাণ এবং দুইটি বালওয়ারী গৃহ নির্মাণ।

ধুমাছড়াগ্রাম, ছামনু ব্লক

(ক) ৩টি নতুন রিংওয়েল খনন ও ১টি মেরামত করিয়া স্থানীয় জনসাধারণের পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য ২টি টিউব ওয়েলও খনন করা হইয়াছে

(গ) পানীয় জল এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনার্থে ক্ষুদ্র জল সেচনের সুব্যবস্থার জন্য একটি গভীর নলকূপ খনন করা হইয়াছে।

(ঘ) গ্রামের বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের সুবিধার জন্যে ৯টি কাঁচা কূপও খনন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(ঙ) ১১৭ একর জমিকে ২/৩ ফসল ফলনের উপযোগী আবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(চ) কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনার্থে ৭টি কাঁচা বাঁধ ও ৮০০০ মিটার নালা খনন করিয়া জল সেচের সুব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ছ) স্থানীয় জনসাধারণের নিকটবর্ত্তী বাজারে যাওয়া আসার জন্যে এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিকটবর্ত্তী স্কুলে নির্বিবাদে যাওয়া আসার জন্য ৭টি কাঁচা রাস্তা তৈরী করা হইয়াছে।

(জ) দুইটি শিশু খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 5

By Sri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Development Deptt. be pleased to state—

(ক) ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ ও ১৯৭৪-৭৫ এর ২৩ শে জুন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকারের যে সব দপ্তর নূতন গাড়ী কিনিয়াছে সেই সব দপ্তরের নাম ও গাড়ীর সংখ্যা ?

(খ) এ সময় মধ্যে প্রত্যেক দপ্তরের মোট গাড়ীর সংখ্যা ?

(গ) এ সময়ের মধ্যে কত সংখ্যক গাড়ী রাস্তায় চলাচলের অযোগ্য বিবেচিত হইয়া বাতিল হইয়াছে ;

(ঘ) এ সময় প্রত্যেক দপ্তর পেট্রল ইত্যাদি খরচ ?

(ক) অদ্য পর্য্যন্ত সংগৃহীত বিবরণ অনুসার ত্রিপুরা সরকারের যে সব দপ্তরে নূতন গাড়ী ক্রয় করা হইয়াছে তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

দপ্তরের নাম	১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৪	১৯৭৪-৭৫ ২০ শে জুন পর্য্যন্ত
কারাবিভাগ	১টী (ত্রাণবিভাগ হইতে প্রাপ্ত)	—	—
অগ্নিনির্ব্বাপক অফিস	১টী	৪টি	৫টী
এ্যাসিস্টেন্ট ট্রেন্সপোর্ট কমিশনার	—	১টী	—
জরিপ বিভাগ	১টী	—	—
হাইকোর্ট	—	১টী	—
সচিবালয় বিভাগ	২২টী	৬টী	—
পূর্ত বিভাগ	—	১টি	—
ডি, এম, (দক্ষিণ)	—	১টি	—
ডি, এম, (পশ্চিম)	—	১টি	—
পঞ্চায়েত রাজ	—	১টি	—
খাদ্যদপ্তর	১টী	—	—
পশুপালন বিভাগ	২টি	১টী	—
শিক্ষা অধিকার	—	৪টী	—
বন বিভাগ	১টী	১টী	—
আই, জি, পি, অফিস	৪টী	৪টী	—
স্বাস্থ্য বিভাগ	৫টী	৫টী	—

(খ) প্রতি দপ্তরে গাড়ীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

পরিসংখ্যান বিভাগ ২টী | অগ্নিনির্ব্বাপক অফিস ২৭টী

এন্টিকরাপশান ১টী | ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২টী

কারা বিভাগ ২টি

এসিঃ ট্রেন্সপোর্ট কমিশনার	১টী	মেন পাওয়ার	২টী
জরিপ বিভাগ	৬টি	আই, জি, পি, অফিস	১০৩টী
সমবায় বিভাগ	৬টী		
হাই কোর্ট	১টী	জনসংযোগ বিভাগ	১৭টি
সচিবালয় বিভাগ	২৯টী	খাদ্য বিভাগ	২৭টী
শ্রম বিভাগ	২টী	স্বাস্থ্য বিভাগ	৫৭টী

১	২	৩	৪	৫	৬
	পুর্ত বিভাগ	৩টী		শিক্ষা অধিকার	০৮টী
	নির্ব্বাচন বিভাগ	১টী			
	ডি, এম, (পশ্চিম)	১৭টী			
	ডি, এম, (দক্ষিণ)	১১টী			
	পঞ্চায়েত রাজ	৫টী			
	পশুপালন বিভাগ	১০টী			
	কো-অপারেটিভ	১৬টি			

(গ) চলাচলের অযোগ্য বলিয়া বাতিল গাড়ীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল ;—

কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট	১টী
ডি, এম, (পশ্চিম)	১টী
আই, জি, পি, অফিস	২১টী
স্বাস্থ্য বিভাগ	১০টী
ডি, এম, (দক্ষিণ)	১টী
খাদ্য বিভাগ	১টী

(ঘ) পেট্রল ইত্যাদি খরচের মোট হিসাব :—

পরিসংখ্যান বিভাগ—	টা:	৩১,১৯০·৩০	প:
এগ্রিকালচার	,,	৯,৫১২.০০	,,
কারা বিভাগ	,,	১৫,৫০৩.৫৭	,,
অগ্নি নির্ব্বাপক বিভাগ	,,	৬১,০০৮.৪৯	,,
পাবলিক সার্ভিস কমিশন	,,	১৩,৬৪৬.৫১	,,
এসি: ট্রেন্সপোর্ট কমিশনার	,,	৪,২৫০.০৩	,,
জরিপ বিভাগ	,,	৩৬,৫৪২.১৭	,,
কোঅপারেটিভ বিভাগ	,,	৭৩,৫১১.৪৮	,,
গোহাটি হাই কোর্ট, আগরতলা	,,	৫,২৪২.২৮	,,
সচিবালয় বিভাগ	,,	২,২৭,৭৯৫.৬৮	,,
শ্রম বিভাগ	,,	২৬,২৪৫.৪৩	,,
পূর্ত্ত বিভাগ	,,	২২,৫২১.০০	,,
নির্ব্বাচন বিভাগ	,,	৭,৪৯৩.০০	,,
ডি, এম, (পশ্চিম)	,,	২,৯৭,৩০৩.৪৪	,,
পঞ্চায়েত রাজ	,,	৪১,৮৭৭.৯৬	,,
পশুপালন বিভাগ	,,	৯,০৮,৯১১.২৮	,,
বনবিভাগ	,,	১,৭২,৭৯৯.৭৫	,,

১	২	৩	৪	৫	৬
	মেন পাওয়ার		,,	২১,৩৯২.০০	,,
	আই, জি, পি,		,,	১২,৩৪,০২২.০২	,,
	জনসংযোগ বিভাগ		,,	১,৭৪,১৫৫.৯৭	,,
	খাদ্য বিভাগ		,,	২,৬০,৩৬৬.৬৭	,,
	ডি, এম, (দক্ষিণ)		,,	১,৬৭,০১৭.০০	,,
	মুখ্যমন্ত্রীর অফিস		,,	৪৬,৮৭৯.৯৩	,,
	স্বাস্থ্য বিভাগ		,,	৬,৮৫,১১১·০৬	,,
	শিক্ষা অধিকার		,,	৪,১৮,৮৫৬.০৬	,,
(ঙ)	মেরামত খরচ নিম্নে দেওয়া গেল :—				
	জনসংযোগ বিভাগ		টা:	৮১,০৩১.০০	প:
	আই, জি, পি,		,,	১,২৪,৫৫৯.৬২	,,
	মেন পাপয়ার		,,	৪,৮০০.০০	,,
	বন বিভাগ		,,	১,০৭,৪৬৭.৭৪	,,
	পশুপালন বিভাগ		,,	৫,৮৭০৯·৪৭	,,
	পঞ্চায়েত রাজ		,,	১৩,৫৩৯.৪৫	,,
	ডি, এম, (পশ্চিম)		,,	১,৩২,০৬০.২০	,,
	নির্বাচন বিভাগ		,,	১,৪৪৬.৩৫	,,
	পূর্ত্ত বিভাগ		,,	৭,৩৩৩.১৭	,,
	শ্রম বিভাগ		,,	৪'১১৮.২২	,,
	সচিবালয় বিভাগ		,,	৮৫,৪৬৪.৮৯	,,
	হাই কোর্ট		,,	১,৫০০.০০	,,
	সমবায় বিভাগ		,,	২৪,০১৬.৮৭	,,
	জরিপ বিভাগ		,,	১৩,১৫৫.৩৫	,,
	এসি: ট্রেন্সপোর্ট কমিশনার		,,	১,২৭.০০	,,
	পাবলিক সার্ভিস কমিশন		,,	২,০১৭.৯৫	,,
	অগ্নি নির্ব্বাপক সংস্থা		,,	১৬,০২৭.৬৩	,,
	কারা বিভাগ		,,	৭,৮৯৭.৯৭	,,
	এন্টিকরাপশান		,,	৩,৩৪৫.৫০	,,
	পরিসংখ্যান বিভাগ		,,	৩,৯৪২.৯৩	,,
	মুখ্যমন্ত্রীর অফিস		,,	১৬,৫৪৯.৬৯	,,
	খাদ্য বিভাগ		,,	১,৪৬,৬৩৩.৯৭	,,
	ডি, এম, (দক্ষিণ)		,,	৭৫,২২৭.০০	,,
	স্বাস্থ্য বিভাগ		,,	১,২৬,৩৭১.১২	,,
	শিক্ষা অধিকার		,,	১,৭৫,২১৬.১৩	,,

UNSTARRED QUESTION NO. 17

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Dspartment be pleased to state :—

Question

1. Whether any drive is on, for saving money from non-plan Budget of 1974-75 and ;

2. If so, What amount has been suggested by each Department.

Answer

1. Yeas Sir,

2. It is not possible to Indieate the quantum of sevings with any responsible degree of accuracy at this stage on account of various factors.

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 27

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। খাদ্যে ভেজাল পরীক্ষার জন্য ১৯৭৪-এ এ পর্যন্ত কোন মহকুমায় কত সেম্পল সংগৃহীত হয়েছে, কত সেম্পল পাবলিক এনালিষ্ট কর্তৃক পরীক্ষিত হয়েছে এবং কত সেম্পলএ ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে—তার হিসেব ;

২। যে সকল ক্ষেত্রে ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে, সরকার কোন ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ;

৩। যাদের ভেজালের জন্য এই সময়ে সাস্তি হয়েছে তাদের নাম (মহকুমা ভিত্তিক) ?

উত্তর

১।	সংগৃহীত সেম্পলের সংখ্যা	পাবলিক এনালিষ্ট কর্তৃক পরীক্ষিত সেম্পলের সংখ্যা	ভেজাল প্রমানিত সেম্পলের সংখ্যা
সদর	৬৩	৪৪	১৪
সোনামুড়া	১৭	১৫	৮
খোয়াই	৩০	৩০	১৪
ধর্মনগর	৪৭	৪০	১৯
কৈলাসহর	৭৫	৬১	২৪
কমলপুর	৪০	৩৫	১৯
উদয়পুর	১০২	৭৮	২৬
অমরপুর	৪১	৩৩	১১
বিলনীয়া	৩৯	৩৯	২৩
সাবরুম	৩৮	২৮	১৪

২। ভেজাল প্রমাণিত প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আদালতে মামলা দায়ের করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

৩।

১)	শ্রী চিন্তাহরণ সাহা	অমরপুর	১৬)	শ্রী সত্যেন্দ্র ঘোষ	কৈলাসহর
২)	,, ননীগোপাল ঘোষ	ঐ	১৭)	ঐ সারদা মোহন গোপ	ঐ
৩)	,, বীরেন্দ্র কুমার ঘোষ	,,	১৮)	,, রাখাল চন্দ্র সাহা	,,
৪)	,, প্রসন্ন কুমার দাস	,,	১৯)	,, ক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরী	,,
৫)	,, কুমুদ বন্ধু সাহা	,,	২০)	,, গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস	,,
৬)	,, নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ	,,	২১)	,, নৃপেন্দ্র কুমার দাস	,,
৭)	,, শ্রীকান্ত দাস	,,	২২)	,, গোপেশ চন্দ্র দে	,,
৮)	,, গণেশ চন্দ্র মজুমদার	সাবরুম	২৩)	,, অমর প্রসাদ রায়	,,
৯)	,, নৃপেন্দ্র চন্দ্র পাল	সদর	২৪)	,, আভাষ চন্দ্র রায়	,,
১০)	,, কানাই প্রসাদ সাহা	কৈলাসহর	২৫)	,, দুর্গাপদ সোম	,,
১১)	,, নরেশ চন্দ্র পাল	ঐ	২৬)	,, সুকুমার সাহা	,,
১২)	,, পুষ্প রঞ্জন সেন	,,	২৭)	,, মুক্তিপদ সাহা	,,
১৩)	,, সুধীর চন্দ্র পাল	,,	২৮)	,, দ্বিগেন্দ্র কুমার রায়	,,
১৪)	,, সুধাংশু রঞ্জন পাল	,,	২৯)	,, দুলাল কান্তি সাহা	,,
১৫)	,, গিরেন্দ্র কুমার দাস	,,	৩০)	,, বিমান বিহারী সাহা	,,

অন্যান্য সাবডিভিশনে নাই।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 35
By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Relations and Tourism Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ এর জুলাই পর্য্যন্ত ত্রিপুরার কোন পত্র পত্রিকা মোট কত টাকার বিজ্ঞাপন পেয়েছেন তার হিসেব ?

২) এই বিজ্ঞাপন ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ অপেক্ষা বেশী, না কম ?

৩) যদি বেশী হয়ে থাকে তার কারণ ?

উত্তর

১) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

২ ও ৩) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO 39
By Shri Manindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Deptt. to be pleased to state—

প্রশ্ন

১) খোয়াই বিভাগ অন্তর্গত চেবরী বাজারে একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার সরকারের পরিকল্পনা আছে কি না ?

২) থাকিলে কবে পর্য্যন্ত আরম্ভ করা হইবে ?

৩) না থাকিলে তাহার কারণ ;

উত্তর

১) এক্ষণে নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) খোয়াই বিভাগে তেলিয়ামুড়াতে ও কল্যাণপুরে ২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 44

By Shri Radha Raman Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ সালের ২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত মোহনপুর ব্লকের ক্র্যাশ প্রোগ্রামের কাজের জন্য কি পরিমাণ অর্থ খরচ করা হইয়াছে ?

২) তাহার গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব ?

৩। মোহনপুর ব্লকের ক্র্যাশ প্রোগ্রামের বাশের জন্য ১৯৭৩-৭৩ সালে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৫৯,০০৭ টাকা এবং ১৯৭৩-৭৪ সালের ২০শে আগষ্ট পর্যন্ত মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৯৩,১৪৫ টাকা।

উত্তর

২) গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

ক্রমিক	গাঁও সভার নাম	অর্থ ব্যয়ের হিসাব	
		১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৪
১)	গান্ধীগ্রাম	—	১,১৪৪ টাকা
২)	বড়জলা	৪,৬৬০ টাকা	—
৩)	বিজয়নগর	৮,৯৮৪ ,,	৩,২৪৮ ,,
৪)	কলাছড়া	৫,০৫৫ ,,	৪,৬১৮ ,,
৫)	বালুরবন	৬,৯৯৭ ,,	৪,৬৮০ ,,
৬)	দেবেন্দ্র নগর	৮,৯৭৬ ,,	—
৭)	উত্তর দেবেন্দ্র নগর	১,৮৮৫ ৫০ ,,	৪,৭৪৮ ,,
৮)	বড় কাঠাল	৩,১১৬ ,,	৪,৪৬৬ ,,
৯)	মোহনপুর	৫,৬৫৬·৫০	৯,০৩৩ ,,
১০)	মেগলীবন	২,৮৬২ ,,	৫,০০০ ,,
১১)	নোয়াগাও	৩,১৪২·৫০	৭,৭৪৮ ,,
১২)	তারানগর	—	৪,৭৯৬ ,,

১	২	৩
১৩) ইন্দ্রনগর	৪,৯৭৬ ,,	৪,৯৫৮ ,,
১৪) কামুক ছড়া	৪,৬৯৬ ,,	—
১৫) ঈশানপুর	—	৪,৮৬০ ,,
১৬) কলকলিয়া	—	৪.৭৪৮ ,,
১৭) সানথলা	—	৪,৪৪৮ ,,
১৮) সুরেন্দ্র নগর	—	৪,৬৮০ ,,
১৯) সিঙ্গারবিল	—	৪,৯৫৮ ,,
২০) তমাকারী	—	৩,৫৮৯ ,,
২১) ডোমবাকারীডাক	—	৩,৬৮৪ ,,
২২) উত্তর দশাঘাড়িয়া	—	২,৯৪৮ ,,
২৩) কুঞ্জবন	—	৪,৮২৮ ,,
২৪) তুইছামুংকুরাই	—	২,৮৮০ ,,
	মোট :—৫৯,০০৭ টাকা	৯১,১৪৫ টাকা

প্রভাত ১৯।৬

UNSTARRED QUESTIONNO. 46

By Shri Radharaman Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৪-৭৫ সালে ২৫শে আগষ্ট পর্য্যন্ত মোহনপুর ব্লকের কোন্ গাঁওসভাতে কত রিংওয়েল এবং টিউবওয়েল দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১। ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৪-৭৫ সালে ২৫শে আগষ্ট পর্যান্ত মোহনপুর ব্লকের গাঁওসভা ভিত্তিক. রিংওয়েল এবং টিউবওয়েলের বিবরণ এতৎসহ দেওয়া গেল।

ক্রমিক নং	গাঁওসভার নাম	১৯৭২-৭৩	
		টিউবওয়েল	রিংওয়েল
১।	মোহনপুর	২	—
২।	তুইগয়ংকরুই	—	—
৩।	ইন্দ্রনগর	৯	—

	১	২	৩
৪।	বড়জলা	৪	৪
৫।	বৈকুণ্ঠপুর	—	—
৬।	লক্ষীলু্ংগা	২	—
৭।	সুরেন্দ্রনগর	১	—
৮।	কৃষ্ণবন	১	—
৯।	লংকামুড়া	৮	—
১০।	সিঙ্গারবিল	২	—
১১।	সনতলা	৩	২
১২।	কলকলিয়া	৭	১
১৩।	বামুটিয়া	১	১
১৪।	তারাগ্রাম	১০	৩
১৫।	গান্ধীগ্রাম	৩	—
১৬।	মেঘলীবন	২	—
১৭।	কালাছড়া	২	—
১৮।	নরসিংগড়	২	—
১৯।	পশ্চিম সিমনা	১	—
২০।	বুধজংনগর	১	—
২১।	বিজয়নগর	—	১
২২।	নোয়াগাও	—	১
২৩	দেবেন্দ্রনগব	—	১
২৪।	পূব্ব সিমনা	—	১
		৬১	১৫

১৯৭৪-৭৫ সনের কাজ কোন গাওসভায় সুরু হয় নাই।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 97

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ভি, এম, হসপিটাল এবং জি, বি, হসপিটালের জন্য কি একটি রিভিউ কমিটি গঠিত হয়েছিল ;

২) যদি গঠিত হয়ে থাকে, ঐ কমিটি তার রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করেছেন কি ; এবং

৩) যদি পেশ করে থাকেন, কমিটির বক্তব্যের সারমর্ম কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) হ্যাঁ।

৩) সারমর্ম সঙ্গে দেওয়া হইল।

Government of Tripura vide order No.F.2(53)-Med/73 dated 7.2.1973, notified the formation of Hospital Review Committee to devise ways and means for the improvement and development of the management and working of G. B. & V. M. Hospital, Agartala.

The Committee had 18 meetings from 24.2.73 to 27.9.73 and devided its work into following categories :

(a) Discussion with the different categories of staff about their problems and suggestion, if any for improvement of working of the Hospitals.

b) Collecting written suggestions from the Medical Officers of the Hospitals.

c) Collecting suggestions from public.

d) Inspections of the various units of the two hospitals to examine on the spot the working condition and the facilities available.

During the meeting the Committee interviewed the following categories of staff :

i) Senior Medical Officers.

ii) Nursing personnel.

iii) Lab. Technicians.

iv) Office staff.

v) Radiographers.

vi) Ambulance drivers.

vii) Class-IV staff.

viii) Sweepers.

In addition to the above, the following important officers and staff working in the hospitals were also interviewed by the Committee :—

i) Medical Superintendent, VM/GB Hospital.

ii) Dy. Superintendent.

iii) Matron.

vi) Resident Physician and Resident Surgeon.

v) Senior Ward Master.

In the final meeting, the President of the I. M. A., Tripura Branch was also interviewed and the suggestions received from the doctors and public have been yeviewed.

The summary of the recommendation made by the Committee includes as follows :—

1. V. M/G. B. Hospital which was started in 1907 with 45 beds has repidly expanded since 1963 with the present strength of nearly 520 beds. They have been treating on average over 750 indoor patients and over 2,000

O. P. D. patients daily. The work of these two hospitals has increased enormously during the last one decade. The present staffing Pattern need considerable increase, based on the actual number of patients has been listed.

2. Administration and Supervision :— For better supervision and proper control, the Committee has recommended that these two hospitals should function separately with supervisory and administrative staff of their own.

3. Out Patient Department :— Having reviewed the difficulties and shortage, the Committee has recommended :

A) Increasing of different categories of staff based on the actual number of OPD patiens to be attended.

B) Providing all the necessary equipments for diagnostic purpose in each of the O.P.D.

C) Improving and expanding the existing Laboratory and X-Ray services.

D) Providing some of the special medicines to avoid admission.

E) Improvement of specialists services in O.P.D. including V. D. and Dental Clinics.

F) Extending the O.P.D. services and starting satellite extended O.P.D. wings in different parts of Agartala.

4. Casualty and Emergency Services :— To provide round the clock emergency services with qualified and adequate staff and equipments supported by round the clock Laboratory and X-Ray Services.

5. INDOOR :—Having observed chronic over-crowing almost all the wards, the Committee has recommended the following :—

A) To provide staff based on the actual number of indoor patients treated in each of the wards as against the authorised strength. This should include the doctors, nurses and other para medical services.

B) The quality of nursing staff to be improved by arranging qualified nurses.

C) Proper stocking of medicines, linen and other nursing appliences so that the patients are well cared and kept tidy.

D) To provide recreation facilities, particularly in T. B. and Children Wards.

E) To provide proper space for waiting, examination and washing rooms

F) Improved diagnostic facilities inside the wards.

G) Timely repair of hospital furniture, regular washing and replacement of patients linen, routine cleaning of the wards and proper maintenance of the wards.

H) Proper record keeping in respect of patients treatment, stock of various articles including medicines.

I) Supervision at different levels to be improved and strengthened.

J) Timely supply of diet, proper watch on the receipt of diet articles till these are distributed to the patients.

K) Systematic arrangements for treatment of patients at time of emergency by speciolists at different levels.

L) Improvement of water supply and electric supply.

6. Operation Theatre :— While being satisfied with the existing arrangements, the Committee has suggested further improvement with trained staff and arrangements for keeping O. T. opened for 24 hours with provision for minor operation.

7. Labour Room : — Immediate arrangement for increasing the Labour room capacity and also start a Neo-natal wing with proper care for the new born child.

8. Pathology Department :— The Committee has suggested further Development and improvement by opening :

A) Bio-Chemistry, Histology, Micro-biology wings.

B) Proper arrangements of the training of existing staff, filling up of the vacant posts, provision of technicians according to the number of examination to be made.

C) Separate arrangement for O.P.D., 24 hours service for emergency investigation and also providing clinical side-room in the major wards.

D. Timely repair of the laboratory instruments, proper stocking of chomicals, etc.

9. Blood Bank :— The Committee suggested :—

A) Considerable improvement of the Blood Bank service with proper arrangements for Collection. storing and distribution round the clock.

B) Separate arrangement for two hospitals.

C) Increasing the existing staff and encourage voluntary doners by increasing the amount paid to the blood doners.

10. Radiological Department :—

A) The Committee was satisfied with a number of X-Ray units at present working and recommended additional imputs like accessaries, further specialisations.

B) Arrangement to be made for special training, refresher training for existing staff.

C) To improve the safety measures both for the patients and staff.

D) To maintain proper reserve stock of films and chemicals etc. and to arrange timely repair and maintenance of the equipments.

E) To provide 24 hours X-Ray Service and also to improve X-Ray diagnostic facilities in the Sub-Divisional hospitals.

11. Kitchen and supply of Diet to the patients :—Though the Committee was satisfied with the scale of diet and the amount provided for the diet, suggested following further improvement :—

A) To improve supervision at all levels from the time of receipt of dietary articles till the distribution of diet to the patients.

B) To increase the existing staff with proper supervisory guidance and to provide additional facilities to serve warm food in trays to the patients and to introduce better and clean distribution. To improve and increase the accomodation, storage facilities and cooking arrangements with fly-proof windows, clean water supply, smokeless of chullas, etc.

C) To appoint whole time dietiacian.

12. Laundry :—

A) Though there are 14 dhobis at present, work performance is not satisfactory. The cost per piece is considerably high and suggest introduction of mechanical laundry and till that time to get wash by contract basis.

B) Though there are adequate number of linen more regular periodical changes of patients linen, encourage the use by hospital patients, appoint separate Laundry Officer to arrange for timely washing, maintenance of records and proper distribution and timely repair of damaged cloths.

13. Medical Records :— The Committee recommends immediate improvement of record keeping of both indoor and out-door and also proper maintainance of case history, giving treatment given diagnostic records, etc.

14. Cabins :— Further addition of cabins with proper facilities with separate staff, duty room and recommended.

15. Stores :—

A) The Committee recommends for appointment of senior officer and supervisory staff along with requisite store keepers, attendants.

B) Introduction of proper recording and bincard system to improve indenting and supply procedures and maintaince of proper records, periodical stock varification and cross checking.

C) Separate store for the two hospitals.

D) To reduce the number of item particularly on the medicines side on the line of C.G.H.S. in Delhi.

16. Work-Shop :—

A) The Committee recommends starting of a workshop to take care of timely repair of hospital furniture, equipments, electrical and other gadgets.

B) Arrangement for proper care and maintainance of E. C. G. machines, X-Ray machines and diagnostic set, refregerators etc.

17. Medical Library :—

A) To establish a good medical library for the benifit of all categories of staff to keep them informed about the latest development.

B) A separate library for the patients particularly in the chronic ward is recommended.

18. Canteen Service :— For the benifit of staff and patients relatives and friends, establishment of a canteen is recommended.

19. Mortuaries :— To improve the existing mortuaries so that the dead bodies can be kept in proper cold storage. To improve arrangement for post mortum with separate equipment and trained staff.

20. Ambulance and Transport Service :— Though ambulance and other transports are adequate, the maintainance service, utilisation and cost running is far from satisfactory and the Committee has recommended appointing of a Transport Officer with a small workshop for proper maintainance and timely repair.

A) Replacement of out-dated ambulance, separate bus service with the help of T. R. T. C. to be introduced.

21. Watch and Ward :—For the safety of the hospital patients and staff, a separate watch and ward unit preferably ex-army personnal is recommonded.

22. General Remarks :—Under general remarks the Committee recommends to make two hospitals independent in all respect as early as possible, increasing the number of staff according to the needs, provide essential service round the clock, adequate medical stores and surgical equipments to keep efficient service.

B) Arrangement for training of staff inservice special training in specialised branches, proper leave, training reserve, scope for departmental promotion to be made available.

C) To make supervisory staff like Medical Superintendent, Deputy Medical Superintendent and other supervisory staff as a whole time officers, a regular meeting to be held between different categories of staff to understand the difficulties to improve the treatment, diagnostic and other facilities.

D) To provide accomodation for all categories of staff as near the place of posting as possilbe so that they are available for any emergency duty at any time.

E) To provide risk allowance wherever health hazards.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Monday, the 7th October, 1974 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker was in the Chair, the Chief Minister, 4 Ministers, 2 Deputy Ministers, the Deputy Speaker, and 48 Members.

STARRED QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. Shri Samar Choudhury.

Shri Samar Choudhury :—Question No. 110.

Shri Kshitish Ch. Das :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরায় ১৯৭৩-এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত অ্যামপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড অ্যাক্ট মোট কতটি ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়েছে ;	(১, ২, ৩) এই প্রশ্নে সম্বলিত তথ্যাদি ত্রিপুরা সরকারের শ্রম দপ্তরে রাখা হয় না যেহেতু এই বিষয়টি কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তরের।
২) এই ফাণ্ডে এই সময়ের মধ্যে শ্রমিক কর্মচারীদের মোট কত টাকা পাওনা হয়েছে তার হিসেবে ;	
৩) ইহা কি সত্য যে অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারীরা তাদের জমা দেওয়া টাকার হিসেবও পাচ্ছেন না ;	
৪) যদি সত্য হয় ত্রিপুরায় রিজিওনেল অফিস স্থাপনের জন্য সরকার চেষ্টা করছেন কি ?	(৪) আঞ্চলিক অফিস খোলার জন্য পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু উহা কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যাখ্যান করেন। তবে পশ্চিম বংগ আঞ্চলিক অফিস হইতে ত্রিপুরার কার্য দেখার জন্য আসাম আঞ্চলিক অফিসের উপর ভার অর্পণ করা হয়। অত:পর আঞ্চলিক কমিটি খোলার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পত্রালাপ চলিতেছে। বিগত ৯.৭।৭৩ইং তারিখে চিঠি লিখা হইয়াছে। ইহার পর ৩টি তাগিদ দেওয়া হইয়াছে উত্তর পাওয়া যায় নাই। আবার একটি টেলিগ্রাম সম্প্রতি করা হইয়াছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কতগুলি দরখাস্ত এখন পর্যন্ত এই প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এ্যাক্ট প্রয়োগ করে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য পওয়া গেছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—এইগুলি রিজিওন্যাল অফিসে রাখা হয়, সেজন্য আমি আগেই বলেছি আমাদের শ্রম দপ্তরে রাখা হয় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যদি কোন শ্রমিক বা কর্মচারী ত্রিপুরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে তার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা জমা হয় নি বা প্রত্যেক বছরে সেই টাকার যে রসিদ পাওয়ার কথা সেই রসিদ তারা পাচ্ছেন না তাহলে ত্রিপুরা সরকার তার উপর কি ব্যবস্থা নেন ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—স্পেসিফিক কমপ্লেন এলে আমরা তদন্ত করে রিজিওন্যাল প্রভিডেন্ট ফাণ্ড অফিসে যোগাযোগ করি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অস্বীকার করবেন যে চা বাগানের অধিকাংশ বাগানেই এই ধরণের টাকা জমা দিয়ে তারা রসিদ পাচ্ছেন না, এটা ত্রিপুরা সরকারের দৃষ্টিতে আনা হয়েছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—এইরকম কেস আমাদের কাছে স্পেসিফিকলী আসে নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, কি জানেন যে এই রিজিওন্যাল অফিসটা এর আগে কোথায় ছিল এবং কেন শিলঙে ট্র্যান্সফারড হয়েছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—চার নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছি যে এটা পশ্চিম বংগে ছিল এবং পরে আসামে ত্রিপুরার কার্য দেখার জন্য শিলঙে ট্রান্সফার করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে পশ্চিমবংগ থেকে কাগজপত্র শিলঙে না যাওয়ার দরুণ ত্রিপুরার হরেন্দ্রনগর চা বাগানের শ্রমিকরা যে সমস্ত দরখাস্ত করেছিল যে আমাদের রসিদ দেওয়া হোক, একখানা রসিদও তাদের দেওয়া হয় নি এবং তারা জানিয়েছে যে তাদের কাছে কাগজপত্র পৌছে নি ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—পশচিমবংগ থেকে কাগজপত্র এলেও কমিশনারের অফিস থেকে আমাদের কাছে কোন কাগজ আসে নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমার প্রশ্নের জবাব হল না। শিলং থেকে তারা বলেন যে কাগজপত্র আমাদের কাছে নেই। পশচিম বঙ্গে রয়েছে এবং শ্রমিকেরা এখানকার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাদের কোন দায়িত্ব নেই ? তাঁরা চেষ্ট করবেন না ? তাঁরা খবর নেন কিনা যে কাগজপত্র সেখানে গিয়েছে কিনা ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—কোন স্পেসিফিক কেস আমাদের কাছে আসে নি। যদি এই রকম কোন কেস থাকে তাহলে আমরা খোঁজ খবর নেব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা নিয়ে তারা ব্যাঙ্কে জমা দেয় নি এবং এই ধরনের কতগুলি কেস আছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা জমা দেওয়ার জন্য মালিকদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে রায় হয়েছে এই খবর মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—কেস চলছে এবং স্পেসিফিকেলী কোন কেস আমাদের শ্রম দপ্তরে নেই।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—রাজ্যের যে শ্রমিক, তাদের কাছ থেকে যে টাকা আদায় করা হয় তাদের জন্য কি শ্রম দপ্তরের কি কোন দায়িত্ব নেই ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে সেই উত্তরে আমি বলছি যে আমাদের এখানে রেকর্ড রাখা হয় না। কিন্তু যে অসুবিধার কথা মাননীয় সদস্য বলছেন সেই অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখেই আমরা রিজিওন্যাল অফিস এখানে করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেটা পশ্চিম বংগে করেছেন এবং পরে পশ্চিম বঙ্গ থেকে আসামে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা এখনও চেষ্টা করছি এবং রিমাইণ্ডার পাঠিয়েছি এবং টেলিগ্রামও পাঠিয়েছি।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—যে সমস্ত প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা ডিফলট হচ্ছে এবং যে কেসগুলি ইনষ্টিটিউট হচ্ছে এই ইনষ্টিটিউট করার দায়িত্বটা কার মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—কেস ইনষ্টিটিউট করার দায়িত্ব ষ্টেট গভর্ণমেন্টের।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—তাহলে উনি যে বলেছেন ওদের কোন দায়িত্ব নাই যে কে টাকা নিচ্ছে না নিচ্ছে, তা জমা দেওয়া হচ্ছে না, তাহলে কি করে ওরা কেস করেন ? তাহলে দেখা যায় যে হাউসকে মিসলীড করা হচ্ছে। ওদের সমস্ত তথ্য উপস্থাপিত করছেন না।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা হচ্ছে যদি ষ্টেটের কাছ থাকে, তাহলে এই সমস্ত কেসে কত টাকা ডিফল্‌ট হয়েছে বা কত টাকা দেওয়া হয়েছে, তার কি কোন হিসাব শ্রম দপ্তরের কাছে নেই ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সব কেসে রিজওন্যাল প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কমিশনার যখন আমাদের কাজে মজুরী চান, তখন আমরা সেটা দিয়ে দেই। কিন্তু অরিজিন্যাল টাকার হিসাবটা আমাদের কাছে থাকে না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে সমস্ত চা বাগানের শ্রমিকেরা তাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা জমা দিয়ে দেয়, অথচ চা বাগানের মালিকেরা তাদের দেয় টাকা জমা দেয় না সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ডিফল্টার্স মালিকদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কেস হয় বা তাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত রায় দেওয়া হয়, সেই মত তাদেরকে কোন শাস্তি দেওয়া হয় কি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এই প্রশ্নটা এখানে আসতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকার হিসাব সম্পর্কে আপনার দপ্তরের কোন দায়িত্ব আছে কিনা বলতে পারেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— অনারেব্যল মেম্বার, দীস ইজ নট এ সাপ্লিমেন্টারী। ইউ সুড পুট ইউর সাপ্লিমেন্টারী অন দি মেইন কোয়েশ্চান অনলী।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সম্পর্কে কোন শ্রমিকের যদি কোন অভিযোগ থাকে এবং সে যদি এটা ত্রিপুরা সরকারকে জানায়, তাহলে ত্রিপুরা সরকার তাকে কি রিলিফ দিতে পারেন ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— আমরা সেটা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কমিশনার যিনি আছেন, তার কাছে রেফার করতে পারি এবং কমিশনার যখন সেই কেসের জন্য মজুরী চাইবেন তখন আমরা সেটা দিয়ে দেব তারপর মামলা হতে পারে। এই ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৭।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৭, স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত কাঞ্চনপুর মৌজায় মোঃ নং ৫৮ এস, এল, ১ ১৯৬৭ মূলে শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যের নামে মোট ৫ কাণি ভূমি মোট ১৮০ টাকা নজর ধার্য্যে এবং বাৎসরিক মং ১২ টাকা কিস্তিতে সরকার ১৯৬৮ইং সনে বন্দোবস্ত করেন ? এবং

২) উক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য তদাবধি বাৎসরিক মং ১২ টাকা হিসাবে নজর প্রদান করিতেছেন ?

৩) উক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য ১৯৬৮ইং সনে প্রথম কিস্তির টাকা দাখিল করার পর হইতে অদ্যাবধি প্রায় শতাধিক আবেদন নিবেদন করা সত্বেও সরকার হইতে এ পর্য্যন্ত জমির দখল পান নাই ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) হ্যাঁ।

৩) প্রিমিয়াম প্রথম কিস্তি দেওয়ার পর এলটি শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যকে ১১-৬-৬৮ইং তারিখে জমির দখল বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— স্যার, আমার প্রশ্নটা ছিল সেই জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যের নামে জমির বন্দোবস্ত হওয়ার পর এই পর্য্যন্ত তিনি তার দখল পান নাই। আর শেষ প্রশ্নটা ছিল তিনি এই পর্য্যন্ত শতাধিক আবেদন করেও জমির দখল পান নাই। কিন্তু এখানে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে তিনি দখল পেয়েছেন। আজকে অবশ্য এটার ফয়সলা করা বড় কঠিন কারণ সেই জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য শ্রীহীন হইয়াছেন, অর্থাৎ এখন আর তিনি নাই। কিন্তু তিনি জীবিত থাকার দুইমাস পুর্ব্বেও আমাকে তাঁর এই দুঃখের কথা বলে গিয়েছেন যে তিনি সেই জায়গার দখল পান নাই। এখন কোনটা সত্যি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে তাঁকে দখল বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে আজকে হাউসের মধ্যে যে ষ্টেটমেন্ট করলেন, এই ষ্টেটমেন্টের মূলে কি তিনি দখল পেয়েছেন, এটা আইনের কাছে স্বীকৃত হবে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্যান্য দিক থেকে যদি কোন অবজেক্শান না থাকে, তাহলে সেটা স্বীকৃত হবে।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, তাহলে তো বুঝা যাচ্ছে যে জমির মালিকানা তাকে দেওয়া হয় নি। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী যে ষ্টেটমেন্ট দিলেন, তার ভিত্তিতে জমির মালিকানা উনি অথবা উনার ওয়ারিশের কাছে পৌঁছবে কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সম্পর্কে এটুকু বলা যেতে পারে যে এটার যখন দখল বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারপরই একটা আপত্তি উঠেছিল ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে, তারা বলছে যে ওটা তাদের জায়গা। কাজেই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের সংগে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের যে ডিসপুট, সেটার মিটমাট করতে হলে একটা প্রসেসের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এবং সেজন্য একটা কমিটি করা হয়েছিল তার রিকমেণ্ডেশানও এসে গেছে, আশা করা যায় ভদ্রলোকের নামে জমি বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে দখল দেওয়া হয়েছে, আবার এখন বলছেন যে এতে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের আপত্তি ছিল। অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য জমির দখল পান নাই। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে ডিসপুট এরাইজ করেছে, সেটার প্রসেস হয়ে গেছে। কাজেই সেই জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এর ওয়ারিশেরা যাতে জমির সর্ত্ত পায়, সেই সম্পর্কে এই হাউসকে তিনি কোন এ্যাসুরেন্স দিতে পারেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যের নামে যে জমির দখল দেওয়া হয়েছিল, সেটার ডিসপুটটা চলে গেলে তার ওয়ারিশেরাও পেতে পারে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— পেতে পারেন আবার নাও পেতে পারেন। সমস্ত কিছু ঠিক না করে সরকার তার কাছ থেকে প্রিমিয়ামের টাকা নিলেন কি করে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঘটনাটা ১৯৬৮ সনের। তখন ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের সংগে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের এই রকম অবস্থা ছিল না বলে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট মনে করল যে দখল দেওয়া যেতে পারে কারণ তার মধ্যে কোন ডিসপুট নাই, সেজন্যই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সাবসিকুয়েন্টলী ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট একটা অবজেকশান তুলেছে জমিটা তাদের বলে। কাজেই সেটার স্ক্রুটিন করে দেখা হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে জায়গাটা ওর নামেই হয়ে যাবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে সেটেলমেন্ট অপারেশনের পর যে সমস্ত জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়া হয় সেগুলি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ক্লিয়ারেন্স নিয়ে দেওয়া হয় এবং এই ক্ষেত্রেও ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের ক্লিয়ারেন্স নেওয়া হয়েছিল, এটা সত্য কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১৯৬৮ সনের ঘটনাকে এখানে যেভাবে তোলা হয়েছে, তাতে আমি এটুকু বলতে পারি যে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট এর প্রস্তাবটা যখন রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টে গেল, তখন রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট থেকে বলা হয়েছিল যে হ্যাঁ, দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সাবসিকুয়েণ্টলী ফিল্ড থেকে যখন রিপোর্ট এলো যে এটা ফরেষ্টের জায়গা। তাই এটা তদন্ত করে দেখা হয়েছে এবং তদন্তের জন্য যে কমিটি হয়েছে তার উপর দায়িত্ব ছিল যে তোমরা রেভিনিউ এবং ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট মিলে তোমাদের রিকমেণ্ডেশান দিয়ে দাও। তাই বলতে পারি যে আজকে সেটা ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅনন্ত হরি জমাতিয়া।

শ্রীঅনন্ত হরি জমাতিয়া :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫।

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমান বন বিভাগে সর্ব্বমোট কর্মচারীর সংখ্যা কতজন?

২) এবং কর্ম্মচারীদের বেতন সহ অন্যান্য খরচ বাবত বাৎসরিক কত টাকা ব্যয় হয়?

৩) গত ১৯৭২ইং সন হইতে ১৯৭৪ইং সন পর্য্যন্ত বন বিভাগের সমস্ত আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ কত?

উত্তর

১৯৭৪-৭৫ সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত বন বিভাগে নিয়োজিত সর্ব্বমোট কর্মচারীর সংখ্যা ১,২১১।

১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরে পরিকল্পনা খাতে এবং পরিকল্পনা বর্হিভূত খাতে বন দপ্তরের কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য ভাতা বাবত টাকা ৪১,৩৬,৩১৪.৩৩ পয়সা খরচ হয়েছে।

১৯৭২-৭৩ আর্থিক বছর হইতে ১৯৭৪-৭৫ আর্থিক বছরের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত বন বিভাগের সমস্ত আয় ও ব্যয়ের পৃথক পৃথক হিসাব নিম্নরূপ—

বছর	আয়ের পরিমাণ	ব্যয়ের পরিমান
১৯৭২-৭৩	৩১,৭৯,৪৬২·৩৭	৮৫ ৮৫,৫৭১,৫৫
১৯৭৩-৭৪	৩৯,৪৮,,৪১৭·৩২	৯৬,৭৪,৪০৩·২৪
১৯৭৪-৭৫	১১,১৮,১৪৮·০০	২৯,৮১,১০৬·৭০

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে এই যে ব্যয় ধরা হয়েছে এর মধ্যে ১৯৭২-৭৩ বা যে কোন বছরের মাষ্টার রোলের শ্রমিকদের জন্য কত ব্যয় হয়েছে?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কোয়েশ্চানটা হয়েছিল মোট আয় এবং ব্যয়ের ব্যাপারে। কাজেই মাষ্টার রোলের ব্যাপারে পৃথকভাবে দেওয়া হয় নাই। তবে ১৯৭২-৭৩ সালে পরিকল্পনা খাতে উন্নয়মূলক কাজের জন্য ৪৯,৫৫,২৬৩ টাকা এবং কর্ম্মচারীদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য বাবদ..

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমি এটা চাই নাই---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে ১,১১১ জন কর্মচারীর কথা বলা হয়েছে এর মধ্যে ক্লাশ ফোর এম্‌প্লয়ীজ কত ?

শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সর্ব্বমোট ক্লাশ ফোরের সংখ্যা ১২৬ জন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে ত্রিপুরায় মোট প্ল্যান্টেশান ক'টী ?

শ্রী**ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার মোট প্ল্যানটেশান ক'টি এই তথ্য আমার কাছে নাই

শ্রী**নৃপেন্দ্র** চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে এই যে খরচ আর প্ল্যান্টেশানের জন্য আলাদা খরচ আছে, সেই খরচ কতটা হয়েছে প্ল্যান্টেশানের জন্য।

শ্রী**ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু প্ল্যান্টেশানের জন্য যে খরচ হয়েছে সেটা আমাদের ডেভেলপমেন্টের যে খরচ পড়ে সেটিই প্ল্যান্টেশানের খরচ হবে—১৯৭২-৭৩ সালে ৪৯,৫৫,২৬৩ টাকা।

শ্রী**নৃপেন্দ্র** ক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি বলতে চান যে ডেভেপলমেন্ট করতে একমাত্র প্ল্যান্‌টেশানই আর কোন কাজ হচ্ছে না—যেমন ফরেষ্ট রোড বা ফায়ার লাইন ইত্যাদি ডেভেলপমেন্টের কোন কাজের মধ্যে পরে না ? শুধু প্ল্যান্‌টেশান ?

শ্রী**ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডেভেলপমেন্টের মধ্যে রাস্তাটাও পরে শুধু ডেভেলপমেন্টের যেটি সেটিই এখানে বলা হয়েছে।

শ্রীসময় চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে এই খরচের ভিতর বিট অফিস ইত্যাদি করার জন্য কত খরচ হয়েছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আলাদা ভাবে এখন নাই।

শ্রী**বাজুবন রিয়াং** :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরে ফরেষ্ট প্ল্যান্টেশান থেকে মোট আয় কত ?

শ্রীক্ষিতীশ দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত মোট আয় টাকা ৫৫,৩৮,০৬১.০০।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ১৯৭২-৭৪ সালে কুমীড়া পাতার জন্য কত আয় হয়েছে—রকোটি।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আলাদা ভাবে দেওয়া নাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা।

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১।

শ্রীশ্রী**ক্ষিতীশ** চন্দ্র **দাস** :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১।

প্রশ্ন

১) **বর্ত্তমান বছরে লংথরাই রিজার্ভ এলাকার জুমিয়াদের বিরুদ্ধে বন বিভাগ হইতে কোন মামলা দায়ের করা হইয়াছে কি ?**

২) **করা হলে কতজনের বিরুদ্ধে ?**

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) ১৯৭৪-৭৫ সনে ১৫-৯-৭৫ইং তারিখ পর্য্যন্ত লংথরাই রিজার্ভ অঞ্চলের মোট ১৯ জনের বিরুদ্ধে মোট্ ১১টি মোকদ্দমা আদালতে দায়ের করা হইয়াছে যাহাদের মধ্যে ১৬ জন জুমিয়া এবং ৩ জন জুমিয়া ব্যতীত অন্যান্য লোক।

শ্রীসুশীল চন্দ্র সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে ১১টি মামলার মধ্যে চুড়ান্ত মিস্পত্তি হয়েছে কতটি ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৪টির নিষ্পত্তি হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, মামলা দায়ের হল ১১টি আর নিস্প্রত্তি হল ১৪টি।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—১৯৭৪-৭৫ সালে যে মামলা দায়ের করা হয়েছে সেগুলি এখনও আদালতে বিচারাধীন আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আপনি বলছেন যে মামলা দায়ের করা হয়েছে ১১টি আর নিস্পত্তি হয়েছে ১৪টী—তাহলে এই বছরেরগুলি নিস্পনি হয় নাই।

মি: স্পীকার :—আগে ভাল করে শুনে নিন তিনি কি বলছেন......

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তিনি আগে বলছেন যে ১১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ১৪টি নিস্পত্তি হয়েছে। আবার এখনও বলছেন এই বছরের ১১টি মামলা—সেগুলি কোর্টে বিচারাধীন আছে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৪-৭৫ সনের যে মামলা দায়ের করা হয়েছে সেগুলি এখনও কোর্টে আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, বর্ত্তমান বছরের লংথরাই রিজার্ভ এলাকার কেসের নিস্পত্তি হয়েছে কি না এই কথাই জিজ্ঞাস করা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে এই যে ১১টা মামলা দায়ের করা হয়েছে এদের বিরুদ্ধে কি ধরণের অভিযোগ আছে কি অপরাধ আছে এবং করেই ক্রাইম কি কি করেছেন ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বে আইনি জুম কাটার জন্য এবং বে আইনি বৃক্ষাদি কর্ত্তনের জন্য।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে আইনি জুম কাটা এবং বে-আইনি জুম কাটা এই দুই রকমের জুম কাঁটা আছে কি না ? মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলেছেন স্যার, এইটা তো বিশ্বাস করা যায় না কারণ লংথরাইতে মাত্র ১১ জন জুম কেটেছেন, নিশ্চয়ই বেশী লোক জুম কেটেছে কাজেই আইনি জুম কাটা এবং বে আইনি জুম কাটার মধ্যে পার্থক্যটা কি মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :—এইখানে বনবিভাগের নিয়ম মত জুম কাটলে গভর্ণমেণ্ট কোন কেজ দেয়না কিন্তু রিজার্ভ ফরেষ্ট যেগুলি আছে বনবিভাগের অধিকারে এই জায়গাতে জুম কাটার জন্য কেজ দায়ের করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে রিজার্ভ ফরেষ্টের জুম কাটার জন্য কোন পার্মিশন দেওয়া হয় কি না কারণ এনটায়ার লংথরাই রিজার্ভ ফরেষ্টর আওতায়। কাজেই রিজার্ভ ফরেষ্টে মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলেছেন যে পার্মিশন নিলে এইটা আইনি হয় আর পার্মিশন না নিলে বে আইনি হয় আমি জানতে চাচ্ছি মাননীয় মন্ত্রীমশায়ের কাছে যে রিজার্ভ ফরেষ্টের জুম কাটার জন্য পার্মিশন দেওয়া হয় কি না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—যেখানে প্লেনটেশান হয় নাই সেখানে জুম কাটার পার্মিশন দেওয়া হয়।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছেন যে নিয়ম মেনে নিলে জুম চাষ করতে দেওয়া হয়। এই জুম চাষ করার জন্য সরকার জুমিয়াদের কাছ থেকে খাজনা গ্রহণ করেছেন। কাজেই জুম চাষ করার জন্য যদি খাজনা গ্রহন করেন তাহলে তাদের জন্য কোন নীতি কোন মহকুমায় পৃথক করে রাখা হয়েছে কি না অর্থাৎ জুমিয়াদের জুম চাষের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে কোন মহকুমায় কোন স্থান পৃথক করে রাখা হয়েছে কি না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—পৃথক করে রাখা হয় নাই তবে টাংগিয়া প্রথাতে জুম চাষ করবার সুযোগ আছে।

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে যাদের বিরুদ্ধে কেজ দেওয়া হলো সেই কেজ দেওয়ার আগে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে কোন নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কি না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোর্টে যেখানে কেজ দেওয়া হয়েছে কোর্ট কেজের ব্যাপারে কোন নোটিশ চলে না।

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাসে জুম কাটা হয় এবং এখানে দেখা যায় কেজ দেওয়া হলো সেপটেম্বর মাসে এইটা কি করে হয় ? মাননীয় মন্ত্রীমশায় এইটা স্বীকার করবেন কি যে ফরেষ্টাররা ঐ জুমিয়াদের কাছ থেকে ঘুষের টাকা না পাওয়ার জন্যই তাদের বিরুদ্ধে কেজ দেওয়া হয় ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম কোন খবর কাছে আসে নাই। যদি স্পেসিফিক এইরকম কোন কেজ দেওয়া হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমি তদন্ত করে দেখবো।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এইখানে দেখা যায় জুমিয়াদের বিরুদ্ধে কেজ এবং জুম কাটা হয়-ফেব্রুয়ারী ইত্যাদি মাসে তাহলে মাননীয় মন্ত্রীমশায় এই যে অভিযোগ-গুলি এসেছে এইগুলি তদন্ত করে দেখবেন কি না এতো পরে ; সেই কেজগুলি কেন হলো এবং মাননীয় সদস্য যে ইংগিত করেছেন সেই ইঙ্গিতের যুক্তিকতা আছে কি না এইগুলি মাননীয় মন্ত্রী-মশায় তার নিজের তরফ থেকে তিনি তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—হঁ্যা, আমি এইটা তদন্ত করে দেখবো।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১০৪।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চন নং ১০৪

প্রশ্ন

১) আগরতলা হাওড়া নদী সংস্কারের জন্য যে জমি এ্যাকোয়ার করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দানে বিলম্বের কারণ কি ?

২) জমির ক্ষতিপূরণের জন্য বরাদ্দ অর্থ কত ?

৩) ক্ষতিপূরণ দানের কাজ ত্বরান্বিত করার কি ব্যবস্থা ?

উত্তর

১) বরাদ্দকৃত অর্থের সহিত সংগতি রাখিয়া কোন এলাকা প্রথমে দখল নেওয়া হইবে তাহা পূর্ত্ত বিভাগের বিবেচনাধীন থাকায় একুয়্জিশনের কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত আছে।

২) প্রায় ২০,৯০,০০০ টাকা।

৩) ১ নং আইটেমের উত্তরে উল্লিখিত পূর্ত্ত বিভাগের সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর ক্ষতিপূরণ দানের কার্য্য ত্বরান্বিত করা হইবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কত পরিবারকে এই ব্যাপারে নোটিফাইড করা হয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রতাপগড় সীট নং ওয়ান ১৯৮ জন প্রতাপগড় ৯৫ জন এবং বাধার ঘাটে ২৫ জন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলবেন কি যে এই অঞ্চলে যারা জমি দখল করে ছিল, খাস জমি দখল করেছিল তাদের সংখ্যা কত যারা এই ক্ষতিপূরণ পাবেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে খোজখবর নিয়ে বলা যেতে পারে কারণ এইখানে টোটাল হিসাবটা দেওয়া হয়েছে কতজন খাস জমিতে পরেছে এবং তাদেরকে কমপেনছেসন দেওয়া যাবে কি যাবে না পরে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে প্রথমে নোটিফিকেশনটা কোন বছর কোন মাসে এই যে ১৯৮ টি পরিবার, ৯৫ এবং ২৫টি পরিবার এইগুলিকে কোন বছর কোন মাসে প্রথম নোটিফিকেশানটা করা হয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রতাপগড় শীট ন ওয়ানে ১-১২-৭৩, প্রতাপগড় ১-২-৭৪ ইং এবং বাধারঘাট ৪ ১-৭৪ ইং।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী সার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে এই নোটিফিকেশন পাওয়ার পর এই যে অধিকাংশ যারা গরীব যারা নাকিএখন আছেন তারা তাদের ঘরবাড়ী পুনঃনির্ম্মাণ মেরামত ইত্যাদি করতে না পারায় অত্যন্ত দুর্ভোগে কাটাচ্ছেন এবং সরকারের দৃষ্টি এই সম্পর্কে আকর্ষণ করেছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এর মধ্যে যারা করেছে যাদের কোন বন্দোবস্ত নেই তাদের সম্পর্কে আপাততঃ কোন ব্যবস্থা করা হয়নি আর ওটা প্রসেস করতে যে সময়টুকু লাগবে তাতে হয়তো অসুবিধা হয়ে যেতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :-মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি এই যে পরিকল্পনা, যে পরিকল্পনায় জমি নেওয়া হচ্ছে সেই পরিকল্পনাটা এখনও অনিশ্চিত এবং এই সমস্ত জমি নেওয়া হবে কিনা সেটাও অনিশ্চিত। সেটা তিনি স্বীকার করবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—যার ভিত্তিতে এই পরিকল্পনাটা নেওয়া হয়েছিল তার যদি কোন ইউটিলিটি না থাকে তাহলে পরিকল্পনাটা সাস্পেণ্ডেও হতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, এই পরিকল্পনাটা এখনও অনিশ্চিত। এই পরিকল্পনাটা যখন অনিশ্চিত তখন এই পরিবারগুলিকে যে এই ভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এবং তাদের যে দুর্গতি হচ্ছে তার জন্য তাদের অন্তবর্তীকালীন কোন রিলিফ দিচ্ছেন সেটা জানতে পারি কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এইটুকু বলতে পারি যে তাদের ডিশচার্জ করা হচ্ছে না। পরিকল্পনার জন্য যে টাকা, যেহেতু এ টাকাটা না পাওয়া পর্যন্ত আমারা পরিকল্পনা এখন পর্যান্ত শ্লেষ করতে পারি নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিশচার্জের প্রশ্ন উঠছে না। তারা তাদের ঘর বাড়ী মেরামত করতে পারছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আমি এই ব্যাপারে দিকে দৃষ্টি দিতে বলছি। এবং এই জায়গাটা অনিশ্চিত থাকার ফলে তারা কোন কন্স্ট্রাকসান সেখানে করতে পারছে না। এবং তার ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কাজেই এই যে অনিশ্চিত অবস্থা থেকে তাদের কি করে রেহাই দেওয়া যায়। এবং এই অনিশ্চিত অবস্থায় যতদিন রাখা হবে তার জন্য তাদের কি রিলিফ দেওয়া হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা যত তাড়াতাড়ি করা যায় সে চেষ্টা করা হবে।

মিঃ স্পীকার :– শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

STARRED QUESTION NO. 63

By Shree Nripendra Chakraborty

QUESTIOS

1. Name of the Tea Gardens in respect of which orders u/s 136 (b) of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 have been passed.

(ভয়েস—বাংলায় বলুন।)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—প্রশ্নটা ইংরাজীতে এসেছে। তাই উত্তর দিচ্ছি ইংরাজীতে।

2. If some Tea Gardens remain outside this list, the reasons therefor ?

ANSWER

No order required u/s 136 (1) (b) of the Tripura Land Revenue & Land Revenue & Land Refoims Act, 1960 in respect of Tea Gardens.

Does not arise inview of reply given against item 1 of the question.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কোনটি এষ্টেটের মধ্যে ব্যক্তি-গত মালিকানার কোন জমি আছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি গারডেন বললে তার মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে চান, যে কোন টি গারডেনের মধ্যে কোন ব্যক্তিগত মালিকানার কোন জমি নেই। যে জমি টি গার্ডেনের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সম্পর্কে আগেই বলেছি যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত টি ষ্টেট আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত মালিকানার প্রশ্ন হয় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নটা হল এই যে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে চান কোন চা বাগানের মধ্যে কারো জোত ল্যাণ্ড অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নটা হল একটা টি গারডেনে যদি টি গারডেন না থাকে তার মধ্যে যদি জোত ল্যাণ্ড অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে কি জোত ল্যাণ্ড বলে গ্রহণ করা হবে না। চা বাগানের যে আইন কানুন সেটাই প্রযুক্ত হবে ? আমি আমার প্রশ্নটা আবার ডাইরেক্ট বলছি। গভর্ণমেন্ট অব ত্রিপুরা ডাইরেক্ট রায়ত যাকে বলা হয় সেই রকম রায়ত হিসাবে কোন জমি টি গারডেনের মালিক টি গারডেনে মধ্যে রাখছেন কিনা। ডাইরেকট রায়ত হিসাবে কোন টি গারডেনের মালিক কোন জমি রাখছেন কিনা। এইটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে, ওই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে না। কারণ টি ষ্টেটের মধ্যে কোন জোত থাকার কথা নয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :— কোয়েশ্চান নং ৪৫।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—সময় তো চলে যাচ্ছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মন্ত্রীদের সময় নষ্ট হলে কিছু হয় না।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—মন্ত্রীদের কিছু না হলেও আমাদের হয়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা শুনতে আমার একটু ভুল হয়েছিল। ৪৫ এর জায়গায় আমি শুনেছিলাম ৪৫৭।

মিঃ স্পীকার :—না, ৪৫।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চান ৪৫।

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে দঃ ত্রিপুরা জেলার বিলনীয়া মহকুমায় ভূমিহীন পুনর্বাসনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। থাকলে মোট কতজন ভূমিহীনকে বর্তমান আর্থিক বৎসরে পুনর্বাসন দেওয়া হবে এবং কোন তহশীলের কতজনকে দেওয়া হবে, এবং

৩। না থাকলে, তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, মহাশয়।

২। ৫০ জনকে দেওয়া হয়েছে। তহশীল ভিত্তিক হিসাব হচ্ছে' বড়পাথারী ৫, রাজনগর ৬, বীরেন্দ্রনগর ৮, জলাইবাড়ী ৩, শান্তির বাজার ৪, রাজারপুর ৬, বাইখোরা ৭, মাইছড়া ১, ঋষ্যমুখ ১, এবং মোতাই ৯, মোট ৫০ জন।

৩। ২নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, বিলোনীয়া মহকুমায় মোট ভূমিহীনের সংখ্যা কত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সেপারেট কোয়েশ্চান বোধহয়।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানাবেন কি, বিলোনীয়া মহকুমায় মোট কতজন ভূমিহীন দরখাস্ত করেছিল। এবং যে ৫০জনকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তাদের কিসের বেসিসে দেওয়া হয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার ফিগারটা আমার জানা নেই।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ৫০ জন বললেন সেটা কি বেসিসে বললেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রকৃত ভূমিহীন স্ক্রুটিনী করে দেখার পর সেটা স্থির করা হয়।

শ্রীতাপস দে :—স্ক্রুটিনী করার জন্য কোন কমিটি আছে কি না, বা কে করেছে, মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর জন্য সরকারী ব্যবস্থা রয়েছে এবং সেইভাবে এনকোয়েরী করা হয়।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, যে ৫০ জনের কথা বলেছেন, ঐ পরিকল্পনা কি ধরণের অর্থাৎ কত টাকা পাবে মাথা পিছু ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভূমিহীনদের জন্য এটা, ১১১০ টাকার স্কীম।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কিভাবে জমি দেওয়া হয় ? স্কীমটা কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভূমিহীনদের জন্য যে স্কীম করা হয়েছে, ১৯১০ টাকার স্কীম সেটা যাদের রিয়েলী কোন ভূমি নেই—কারণ এমন আছে যে এক কাণি, দুই কাণি, জমি আছে, সেগুলি বাদ দিয়ে ডিজার্ভিং কেসগুলি বিচার করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ভূমিহীনদের মধ্যে তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতি অন্তর্ভুক্ত না বহির্ভূত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সিডুল্ল কাষ্ট এবং সিডুল্ল ট্রাইবস বাদে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—তাদের কত করে জমি দেওয়া হয়, মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—দুই ষ্ট্যাণ্ডার্ড একরস।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬।

প্রশ্ন

চলতি বৎসরে আগরতলা শহরে সিনেমা কর্মীদের ধর্মঘটের দরুন সিনেমাগৃহ বন্ধ থাকায় রাজস্ব খাতে ক্ষতির পরিমাণ কত ?

উত্তর

গড়ে আনুমানিক ১,২৩,৪৭৪ টাকা।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই ধর্মঘট কতদিন যাবত ছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক এক সময়ে সিনেমা হলগুলি বন্ধ ছিল। রূপছায়া, সূর্য্যঘর, চিত্রকথা ওয়ের ক্লোজড ফর ৬১ ডেইজ, ফ্রম ৫-৪-৭৪ টু ৪-৬-৭৪ এণ্ড রূপসী ফর ফাইভ ডেইজ ফ্রম ১-৫-৭৪ টু ৫-৫-৭৪।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, এই ধর্মঘটের কারণ কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধর্মঘটের কারণ সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি, এটা যেহেতু ট্রাইবুনালের বিচার বিবেচনার মধ্যে রয়েছে এই সম্পর্কে বলা মুস্কিল।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—কি কি কারণে শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছেন এটা কি বলা যায় না তার ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—ডিম্যাণ্ড যেখানে প্রেস করেছে শ্রমিকরা, সেটা কি বলা যায় না যে এই ডিম্যাণ্ড তারা প্রেস করেছিল ?

মিঃ স্পীকার :—ইয়েস, ডিম্যাণ্ড সম্বন্ধে বলতে পারেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে—যেহেতু এটা ট্রাইব্যুনালে আছে, এই সম্পর্কে আমরা বলতে চাইনি, তার কারণ হল ট্রাইব্যুনাল-এর বিচারে যদি এটা বে-আইনী বলা হয়, যে সব ইস্যুর উপর হয়েছে, সেটা যদি বে-আইনী হয় ?

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কতকগুলি দাবী পেশ করা হল, কি কি কারণে শ্রমিকদের, মালিকদের সংগে বিরোধ হয়েছে, তারা ধর্মঘট করেছে, সেই বিরোধগুলি কি সেটা কি বলা যায় না ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—পয়েন্ট অব অর্ডার। আপনি রুলিং দিয়েছেন এটা দেওয়া যায়, তারপর অনারাবল চীফ মিনিষ্টার কি কোয়েশ্চান করতে পারেন স্যার ?

মিঃ স্পীকার: — প্রবেবলী, অন্যারেবল চীফ মিনিষ্টার হ্যাজ নট হার্ড মি।

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে বলতে গেলে অসুবিধা হচ্ছে এই যে এর আগে শ্রমিক এবং মালিকদের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তি অনুযায়ী পাঁচ বছর চলার কথা, এর মধ্যে সেই ডিমাণ্ডগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কাজেই এই ডিম্যাণ্ডগুলি চুক্তি ভঙ্গের মধ্যে পড়ে কি না সেই ডিম্যাণ্ডগুলি এর মধ্যে আসতে পারে কি না, সেই জন্যই এই সম্পর্কে আলোচনা আপাততঃ করতে চাইনি।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কি কি বিষয় ট্রাইব্যুনালের কাছে রেফার করা হয়েছে, ট্রাইব্যুনাল কি কি বিষয় বিচার করবেন, মন্ত্রী মহাশয় সেটা বলবেন কি ?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ট্রাইব্যুনালে গেছে, ধর্মঘট যেভাবে হয়েছে, ধর্মঘটের বিষয় বস্তু আইন সংগত কি না কিংবা আইন সংগত নয়, সেটা বিচার বিবেচনা করার জন্য।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে যে ডিম্যাণ্ডের উপর শ্রমিকেরা ধর্মঘট করলেন, ডিম্যাণ্ডগুলি ফুলফিল করার জন্য কি সেটা পাঠান হয়নি। শুধু ধর্মঘট আইন সংগত হয়েছে কি বে-আইনি হয়েছে সেটা দেখার জন্য ? কি বলছেন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যা বলেছি, সেই কথাটার অর্থ হল এই, ট্রাইব্যুনালের বিচার্য্য বিষয় হচ্ছে যেসব দাবীর উপর এটা হয়েছে সেটা আইন স্বাগত হয়েছে না বে আইনী হয়েছে সেটা দেখার জন্য ট্রাইবুনালে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনার উত্তরে বলেছেন পাঁচ বছরের কন্ট্রাক্ট ছিল। মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কতকগুলি ডিম্যাণ্ড করা হয়েছিল তার মধ্যে কতকগুলি পাঁচ বছরের চুক্তিতে পড়েছে, এবং কতকগুলি তার বাহিরে ছিল।

শ্রী এস. এস. সেনগুপ্ত :— এই সম্পর্কে ডিটেলস দিতে হলে আরেকটু দেখতে হবে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক মাত্র এই কারণে আমাদের এক লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে। তাই মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব তিনি একটু সিরিয়াসলী আমাদের বক্তব্যটা শুনে উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। কারণ ১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা আজকের দিনে কম নয়। হাউস থেকে জানতে চাইছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যেটা, সেটার মূল বক্তব্য হচ্ছে চার্টার অব ডিম্যাণ্ড কি দেওয়া হয়েছিল এবং তার মধ্যে চুক্তির

বহির্ভূত বলে যেগুলি বলেছেন, সেইগুলি কি এটা কি হাউসের সামনে দেওয়া যায় না? চার্টার অব ডিম্যাণ্ড যে দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে এই চুক্তির বাইরে ট্রাইবুনালের কাছে কি কি জিনিষ রেফার করা হয়েছে? শুধু কি একটাই রেফার করা হয়েছে যে এটা আইন সংগত হয়েছে না বে-আইনি হয়েছে সেটা দেখার জন্য না চার্টার অব ডিম্যাণ্ড'এর উপর তাঁরা কোন ভার্ডিক্ট দেবেন?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আগেই বলেছি যে এটা বিচারের জন্য ট্রাইবুনালে দেওয়া হয়েছে। এক নং হচ্ছে যে সব দাবীগুলি আইন সংগতভাবে আসতে পারে কি না, চুক্তি থাকার জন্য অথবা অন্যভাবে কোন বে-আইনি হয়েছে কি না?

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সাজেশানের উপর যে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে তিনি প্রস্তুত হয়ে এইগুলির জবাব দেবেন, সেইজন্য আমরা হাফ এন আওয়ার ডিস্কাশানের একটা নোটিশ দিতে চাই। তিনি এই বিষয়ে তৈরী হয়ে উত্তর দিন, আমরা চাই এ ব্যাপারে হাফ-এন আওয়ার ডিস্কাশান হউক।

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু এটা ট্রাইবুনালের বিচারের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, সেইজন্য এই সম্পর্কে হাউসে ডিস্কাশানের জন্য আনাটা ঠিক হবে না বলেই আমি মনে করি।

শ্রী তড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—ট্রাইবুনালে যখন গেছে, তার পেছনে আলোচনা করবনা, ট্রাইবুনালে কিকি কারণে গেল এবং আমাদের কি কারণে ক্ষতি হল, সেই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য তড়িত দাশগুপ্ত যে কথা বলেছেন, তার সমর্থনে আমি বলছি যে আমরা কি এই যে দীর্ঘ ষ্ট্রাইক হল, এটাকে ছোট করতে পারতাম না, কি এফোর্টস সরকারের রয়েছে এবং তার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে, তার সংগে ট্রাইবুনালের সম্পর্ক আছে কি না, আমরা এটাকে কেন ৬১ দিন চলতে দিলাম, একদিনে কেন শেষ করতে পারলাম না গভর্ণমেন্ট তার দায়িত্ব পালন করেছেন কি না, সেই সম্পর্কে দাশগুপ্ত যে দাবী করেছেন, এটা সামগ্রিকভাবে হাউসের দাবী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আশা করি এটা মেনে নেবেন।

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আইনগত কোন প্রশ্ন আছে কিনা সেটা না দেখে আমি এই প্রশ্নের ব্যাপারে কিছু বলতে পারছি না।

Mr. Speaker :— Question hour is over. The Ministers may lay on the Table of the House the answers to the Unstarred Questions and the answers to the Starred Questions also were not replied orally.

OBITUARY ON THE PASSING AWAY OF SHRI V. K. KRISHNA-MENON, EX-DEFENCE MINISTER.

Mr. Speaker :— Hon'ble Members,

Born on 3rd May, 1897. V. K. Krishna Menon had his education in Tellichrai and Kozhiked, Kerala then.in Madras and London National University. He started his carrier as a Lecturer in 1919, Boys Scout Commissioner,

Madras and Cochin 1918-24., Secretary, India League 1929-47, Counciller St. Pancras, London, 1934-37, Labour Parliamentary Candidate, Bundee Scotland, 1937-42, Special Representative, Government of India 1946-47, alternative delegate at the U. N. General Assembly meetings at Lake success 1946-47, represented India at various International Congress on behalf of Indian National Congress for Jahar Lal Nehru from 1936, visited various European capitals as Pandit Nehru's personal representative and made preliminary arrangement for establishing diplomatic relation, High Commissioner for India in London, 1947-52, Indian Ambassador to Eirland from 1949-52, Chairman of the Indian Delegation to General Assembly of the UNO from 1953 to 1962, Minister without portfolio, Government of India 1956-57 and Ex-Defence Minister from 1957-62.

He was the editor of Pelican books, Editor, 20th Century Library Pampletes and article such as India, Britain and Freedom, Why must India fight, Britain's prisoner, Nehru, Unity with India against Fascism and others.

V. K. Krishna Menon breathed his last in the early morning of 6th October, 1974. This House keeps on record its profound sense of sorrow and grief on the sad demise of V. K. Krishnamenon, Death of V. K. Krishna Menon is a great loss to India.

I would request the Hon'ble Members to stand on their legs for two minutes to show respect to the departed soul.

(The Members stood on their legs and observed two minutes silence).

MOTION OF NO CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS.

Mr. Speaker :— I like to inform the House that I have received a motion of no confidence in the Council of Ministers from Shri Nripendra Chakraborty, Leader of the Opposition to-day.

A Motion to be moved in Tripura Legislative Assembly expresses want of confidence in the Council of Ministers led by Shri Sukhamoy Sengupta. Now, I would request those Members who are in favour of the leave being granted to rise in ther legs.

(Members rose on their legs).

Mr. Speaker :— 18 Members.

Shri Nripendra Chakraborty :— It should be 19.

Mr. Speaker :— No. 18. Leave is granted. I will fix up the date and time of the discussion and announce the same in the House later on.

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই নো কনফিডেন্স মোশন যেহেতু খুব জরুরী ব্যাপার, আর এটা আর্জেন্সী বেশী সেজন্যই আমি মাননীয় স্পীকারকে অনুরোধ করবো যে আজকার মধ্যে এই নো কনফিডেন্স মোশনটা মুভড হোক।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, এটা অত্যন্ত পার্লামেন্টারী পদ্ধতি বিরোধী নীতি বলে আমি মনে করি। নো কনফিডেন্স এলে অনারেবল স্পীকার লীডার অব দি হাউ[illegible] ডাকবেন, টাইম অ্যাণ্ড ডেট ফিক্স আপ করবেন উইদিন টেন ডেজ এটা করা যায়। কাজেই সেই দিক থেকে আমি রিকোয়েষ্ট করব যে অনারেবল স্পীকার যা ঠিক করেছেন যে তিনি পরে সিদ্ধান্ত নিবেন, আমি মনে করি সেটা ঠিক।

Mr. Speaker :— Now, I will request both Hon'ble Chief Minister and the Leader of the Opposition to meet me in my Chamber in the recess. Then I will discuss with them about the no confidence Motion and fix up the date and time.

Mr. Speaker :— Now, question of alleged breach of privilege raised by Shri Abdul Wazid, M. L. A. I have received a notice from Shri Abdul Wazid M. L. A. involving a question of alleged breach of privilege of the Chair and the House. It has been contended by Shri Abdul Waizd that the Editor, Dainik Sambad in its issue dated 5.10.74 has stated that the Speaker in dis-allowing the adjournment Motion of Shri Chakraborty on 4. 10. 74 stated that "অধ্যক্ষ বলেন বিক্ষোভকারীদের দমাতে পুলিশের লাঠি চার্জ আইনসঙ্গত কারণে হয়েছে। অতএব এই নিয়ে সভা মুলতুবী হতে পারে না।" It has been contended by Shri Abdul Wazid Ali that in the way in which the editor published the news is quite contradictory to what the Hon'ble Speaker stated in his ruling while disallowing adjournment Motion which run thus "Action taken by the authority in due administration of law cannot be the subject matter of adjournment motion". According to Shri Abdul Wazid Ali the said Editor has published a distorted news intentionally and with motive and so by mis-representing the proceeding of the House he has committed a breach of privilege. I have examined the notice and contention of Shri Wazid Ali in reference to the Report of the proceedings of the House and also the publication in Dainik Sambad on this subject dated 4. 10. 74. What I actually stated in dis-allowing the adjournment Motion of Shri Nripendra Chakraborty on 4. 10. 74 in reply of allegation of Shri Nripendra Chakraborty that the Hon'ble Speaker has disallowed the adjournment motion to support the act of Lathi Charge by the Government was that action taken by the authority in due discharge of law cannot be the subject matter of Adjournment Motion. It is clear from the above that the Editor has mis-represented the proceedings of the House which may amount to a breach of privilege of the House and the Chair. The manner in which he has reported the news with motive that—"অধ্যক্ষ বলেন বিক্ষোভকারীদের দমাতে পুলিশের লাঠি চার্জ আইনসঙ্গত কারণে হয়েছে, অতএব এই নিয়ে সভা মুলতুবী হতে পারে না"।

is a direct trend to bring the Speaker as a party with the Government action. Speaker is no party with the Govt. action nor here to charge the correctness of the Govt. action. His jurisdiction is only to admit the business of the House according to Rules of Procedures. In the present case also I disallowed the Adjournment Motion which was in conformity with the Rules and which was as per prevalent practice of Indian Legislature. There are innumerable instances in Indian Legislatures that wilful mis-representation of the proceedings of the House and speeches of the Members have been considered as breach of privileges and the offenders have been punished. So far as the present case is concerned clear prima facie has been established so far as incorrect publication of the proceedings of the House is concerned. However, I would request the House not to proceed further with the case so far as the breach of privilege of the House is concerned. As privilege of the Chair is concerned I would expect that the House will also show generosity and pardon the editor of the said paper and drop the case.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে প্রাইমা ফ্যাসি কেস এস্টাব্লিশ হয়েছে। কিন্তু যেখানে স্পীকারকে ইনভল্‌ভ করা হয়েছে হাউসের প্রসিডিংসের ব্যাপারে তখন সেটা হাউসের প্রোপারটি এবং হাউস স্পীকারের সম্মান রক্ষার্থে যেটুকু করা দরকার সেটা করবেন। যদি স্পীকার নিজে মনে করেন এবং যেভাবে উনি তাঁর বক্তব্য রেখেছেন সেইভাবে আমিও এই বক্তব্য রাখছি যে স্পীকারের এই যে ম্যাগনিনিমিটি এটাকে যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়া হোক।

Mr. Speaker :— The case is dropped.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, একটা কথা বলছি এইজন্য যে আমার সম্পর্কেই আলোচনাটা এসেছে। যদি ব্রিচ অব প্রিভিলেজ কেউ করে থাকে তাহলে আমিই করেছি। কাজেই যদি মোশন আনতে হয় সেটা আমার বিরুদ্ধে। কারণ আমি এই কথা বলেছি এই হাউসে যে—

মিঃ স্পীকার :— আপনি যেটা বলেছেন সেটা একস্‌পাঞ্জড হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— না, এটা পরে এ্যাকস্‌পাঞ্জড করা হয়েছে। আমি আমার বক্তব্য রাখার পরবর্তী সব কথা এ্যাকস্‌পাঞ্জড করা হয়েছে। কাজেই আমি মনে করি না যে পত্রিকা কোন অন্যায় করেছে। কারণ তারা শুধু আমার বক্তব্য রিপোর্ট করেছেন এবং আপনি একস্‌পাঞ্জড করেছেন অনেক পরে। কাজেই এই বক্তব্য আমি প্রথমে রাখছি যেটা আপনি জাষ্টিফাইড করেছেন যে বাইরে যে ঘটনা ঘটেছে, আইন অনুসারে ঘটেছে। বাইরে কি ঘটনা ঘটেছে তা আগরতলার লোক জানেন! কাজেই ব্রিচ অব প্রিভিলেজ যদি কেউ করে থাকে, আমার বিরুদ্ধে যদি আনেন, আমি নিশ্চয় তা ফেস করব। কিন্তু আমি মনে করি না যে দৈনিক সংবাদের বিরুদ্ধে কোন ব্রীচ অব প্রিভিলেজ কেস হতে পারে। কারণ তারা খুব অনেষ্টলি আমার বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা যদি মাননীয় সদস্যের নামে পত্রিকাতে বেরুতো তাহলে হাউসের কোন বক্তব্য থাকতো না। কিন্তু এখানে স্পীকারকে ইনভল্ভ করা করা হয়েছে যেখানে স্পীকারের এই ধরণের কোন রুলিংই ছিল না।

Mr. Speaker :— Hon'ble member, there cannot be any discussion on my ruling.

Shri Tarit Mohan Das Gupta :— Sir, I have got some observations in this respect. You yourself have stated that this is my observation and will the House accept that observation ? If that be so, the House has every right to discuss the matter.

Shri Nripendra Chakraborty : – Sir, once you have bring the matter in in the House, then it is become the right of the House to discuss the matter. আপনি যদি এটা হাউসে না আনতেন, তাহলে ডিসকাশনের কোন স্কোপ থাকত না। কাজেই আপনি যখন এই জিনিসটা হাউসের মধ্যে এনেছেন, তখন হাউস ইচ্ছা করলে সমস্ত জিনিষটাই ডিসকাস করতে পারে।

Mr. Speaker :— Hon'ble member, publication in the news-paper clearly expressed that the statement is made by the Speaker not by the any member.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তাহলে আপনি এটাকে হাউসে আনলেন কেন ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, আপনি বলেছেন, হাউস আমায় সঙ্গে একমত কিনা। এমন কেউ যদি একমত না হয়, তাহলে তার বলার অধিকার আছে। আপনি অবশ্য ভোটে দিয়ে সেটাকে বাতিল করে দিতে পারতেন। কিন্তু আপনি এই কথা বলতে পারেন না যে এই সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারবে না। ইউ ইউরসেল্ফ হেভ গিভেন দি স্কোপ টু দি হাউস ফর ডিসকাশন।

মিঃ স্পীকার :— আই হ্যাভ গিভেন মাই রুলিং অন দীস ইস্যু।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমি একটা ক্লেরিফিকেশান সিক করছি। আমি ক্লেরিফিকেশান সিক করছি এইজন্য যে লোকসভার রুল্সেও স্পীকারকে রুলিং দেওয়ার কোন ক্ষমতা দেয় নি। লোকসভা রুল হচ্ছে— "Mode of raising question of privilege, Rule 225(1) The Speaker, if he gives consent under rule 222 and holds that the matter proposed to be discussed is in order......" আপনি রুলিং দিয়ে দিয়ে একটা প্রিভিলেজ মোশানকে বাতিল করে দিবেন ? প্রাইমা-ফেসি মানে কি ? এখানে কোন প্রাইমা-ফেসি কোয়েশ্চান নাই। তারপর ওয়েষ্ট বেঙ্গল রুল আপনি দেখুন, সেখানে কোথাও বলা হয়নি যে স্পীকার ইচ্ছা করলে কোন জিনিস হাউসে আনবে কি আনবে না, নিজের খেয়াল খুশীর উপর নির্ভর করে না। ওয়েষ্ট বেঙ্গল রুলে বলা হয়েছে—"consideration of matters of privilege, Rule 228. On a motion being made for the

purpose, the House may consider the matter and come to a decision or may refer it to the Committee of Privileges." কাজেই কোথায় আছে যে স্পীকার ইচ্ছা করলে একটা মোশানকে এনে রুলিং দিয়ে সেটাকে বাতিল করে দিতে পারেন? এটা কোন জায়গায়, কোন রুলে আছে, সেটা আমি দেখতে চাই।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য, আমি বলেছিলাম যে হাউস মেগ্‌নিচিয়ুড দেখিয়েও পার্ডন করতে পারেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— হ্যাঁ, দীস ইজ ফর দি হাউস টু ডিসাইড। এখন হাউস মেগ্‌-নিচুয়েড দেখাবে কিনা হ্বাট উইল বি ডিসাইডেড বাই দি হাউস এ্যাণ্ড অনারেবল স্পীকার ইজ নট টু ডিসাইড।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, আমার অবজার্ভেশান হচ্ছে যদি কোন মেম্বার কগনিজেন্স চান, এবং স্পীকার যদি মনে করেন তাঁর নিজের দ্বারা এটা কনটেম্পট অব দি হাউস হয়েছে তাহলে তিনি নিজে ইচ্ছা করলে সেটা দিতে পারেন। আর যদি মনে করেন যে এটা প্রাইমা-ফেসি হয়েছে কিনা, তাহলে হাউসের অপিনিয়ন নেওয়ার জন্য সেটা করতে পারেন। কিন্তু একটা জিনিসের কগনিজেন্স নেওয়া হয় এবং স্পীকার যদি মনে করেন যে এটা কগনিজেন্স নেওয়ার মত উপযুক্ত জিনিষ, তাহলে সেমিলটেনাসলী তাকে কনডেম করার মত কোন ক্ষমতা স্পীকারের পার্লামেন্টারী প্রসিডিউরে আছে বলে আমার জানা নাই। যদি তিনি মনে করেন যে এটা দেওয়ার মত তাহলেও তাঁর ক্ষমা করার মত অধিকার নাই এবং সেটাকে কমিটিতে রেফার করতে হবে এবং কমিটি এ্যাকজামিন করে দেখবে যে সেটাকে ক্ষমা করা যায় কি না। অন্তত: আমি তাই মনে করি। এমন কি যদি এটা বে-আইনীও হয়ে থাকে তাহলেও তার সেটা রিকমেণ্ড করার অধিকার নাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমি এটাকে হাউসের সামনে প্লেস করেছি এবং হাউসের সেন্স বুঝে আমি বলেছি যে দি কেস ইজ ড্রপট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— হাউ ডু ইউ ডু ইট ?

মিঃ স্পীকার :— লীডার অব দি হাউস......

Shri Nripendra Chakraborty :— Leader of the House is not the House. interruption) Leader of the House is not the House. Whole House is the House,

Shri Sukhamoy Sen Gupta :— মাননীয় স্পীকার স্যার, (ইন্টারাপশান)

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— তিনি বলতে পারেন না। পার্লামেন্টারী প্রসিডিওর এটা চট করে ভাংগা যায় না। যদি ভাংগতে হয় তাহলে আলোচনা করে নিতে হবে। যেটি কগ-নিজেন্স-এর বিষয় বস্তু আপনি যদি মনে করেন ছেড়ে দেওয়া দরকার তাহলে আপনি ছেড়ে দিন আমরা কিছু বলব না। যেহেতু কগনিজেন্স আছে তাহলে এটাকে দেখতে হবে, এটা ক্ষমা করা যায় কিনা। It must go to the Previlige Committee. The Previlige Gommittee will look into the matter (interruption)

Shri Nripendra Chakraboarty :— আপনি বলেছেন যে দৈনিক সংবাদ দোষ করেছে। যদি দৈনিক সংবাদ দোষ করে তাহলে প্রাইমাফেসী এটার কেস করে সেটা প্রিভিলেজ কমিটিতে দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— আমি ভেবে নিয়েছিলাম যে চীফ মিনিষ্টার যা বলেছেন স্থাট ইজ দি সেন্স অব দি হাউস (ইন্টারাপ্শান) মাননীয় সদস্য আপনি যেটি বলেছেন (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— He cannot express the sense of the House. He can express at best the senes (interruption)

Mr. Speaker :— আপনারা যদি সকলে এক সংগে বলেন (ইন্টারাপশান)

Shri Nripendra Chakraborty :— Sir, he cannot express the sense of the House. He can express at best the sense of his party.

Mr. Speaker :— Is the House desirous to send it to the Previlige Committee ? (voice—yes, yes).

Shri Sukhamoy Sen Gupta :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যেরা হয়তো জিনিষটা বুঝতে ভুল করেছেন (ইন্টারাপশান) মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্যটুকু হয়তো ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে। আমি সেই কথাই বলতে চাইছি যে মাননীয় স্পীকার প্রাইমাফেসী দেখে এটা হাউসের সামনে এনেছেন এবং মাননীয় স্পীকারের ওপিনিয়ন বলে সেটাকে হাউস ক্ষমা করতে পারেন। এবং তার উপর আমার বক্তব্য যা ছিল সেটা হল যে হাউসের ক্ষমা করা যায় কিনা বা ক্ষমা করবেন কিনা। আমি আমার দিক থেকে আমি বলতে চাই মাননীয় স্পীকার যদি মনে করেন যে এটা ড্রপ্ড করা দরকার তাহলে সেটি ড্রপ্ড হতে পারে। এবং সেজন্যই প্রশ্ন তুলা হয়েছে (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, এটা ঠিক নয়। আপনি বলেছেন যে দিস ইজ মাই রুলিং—আপনি প্রসিডিংস কনসালট করুন—আপনি বলেছেন দিস্ ইজ মাই রুলিং। আর উনি যা বলছেন সেটি হচ্ছে হাউস (ইন্টারাপশান) আমি যখন আলোচনা (ইন্টারাপশান) আমি যখন আলোচনা ওপেন করি তখন আপনি বলেছেন দিস্ ইজ মাই রুলিং। দিস ক্যানট বি ডিসকাস্ড।

মিঃ স্পীকার :— শুনুন...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমি যখন আলোচনা ওপেন করি তখন আপনি বলেছেন দিস ইজ মাই রুলিং, দিস ক্যানট বি ডিসকাস্ড।

মিঃ স্পীকার :— শুনুন মাননীয় সদস্য, আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি। আমি বলেছি যে হাউস যে ডিসাইড...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী: — ক্যারেক্ট...

মিঃ স্পীকার :— সেই কথাই আমি বলেছি...

Shri Nripendra Chakraborty :— But you do not cut any opportunity of the Hou to discuss it ?

Mr. Speaker :— But I thought for some time—I waited for some time......

Shri Nripendra Chakraborty :— As soon as I started you said that this is my ruling, this cannot be discussed (interruption)

Shri Radhika Ranjan Gupta :— একটা প্রীভিলেজ মোশান যখন আসবে স্মাট ইজ টু বি গাইডেড বাই দি রুলস অব প্রসিডিউর অব দি হাউস। স্পীকার সেটাকে একসেপ্ট করতে পারেন। ইফ দেয়ার ইজ প্রাইমাফেসী স্মাট যে গো টু দি প্রীভিলেজ কমিটি। এখানে স্পীকার জাজমেন্ট দিতে পারেন না যে সে দোষী এবং তাকে ক্ষমা করা হউক। ক্ষমা তখনই করতে হবে যখন এক জনের বিরুদ্ধে দোষ সাব্যস্ত হয়। কাজেই বিচারের আগে কোন অপরাধ সাব্যস্ত হতে পারে না। This is against the fundamental principle of Law. সুতরাং আমার মনে হয় হোল হাউস ইজ এগেনষ্ট রুলিং অব দি স্পীকার।

মিঃ স্পীকার :— কি বললেন ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আপনি বিচার না করে শাস্তি দিয়েছেন। মাননীয় মেম্বার বলেছেন যে আপনি বিচার না করে শাস্তি দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— প্রাইমাফেসী এস্টাব্লিসড হয়েছে এই কথা বলেছি (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— প্রাইমাফেসী এষ্টাব্লিসড হলেতো বিচার হয় (ইন্টারাপশান) প্রাইমাফেসী এষ্টাবলিস্ড হলেতো বিচার হয়। বিচার না করে আপনি ক্ষমা করবেন কি করে। স্যার, ক্ষমা করাত একটা শাস্তি (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— হাউস ক্ষমা করতে পারে (ইন্টারাপশান)

শ্রীঅনিল সরকার :— প্রাইমা ফেসী এষ্টাব্লীস্ড হলে হাউস বিচার করতে পারে (ইন্টারাপশান)

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা যখন একটু কম্‌পলিকেশানের সৃষ্টি হয়েছে তখন এই ব্যাপারটা আর একটু চিন্তা করে মাননীয় স্পীকার ঠিক করুন কি করা যায় (ইন্টারাপশান)

Shri Tarit Mohan Das Gupta :— Sir, I have got more observations (interruption). হাউসে এটা ডিসকাশানের পর রাধিকা বাবু যে পয়েন্ট তুলেছেন– ইট ইজ এ ভেরী পার্টিনেন্ট পয়েন্ট। একজন লোকের প্রাইমাফেসীতে কনডিক্টেড হলেই সংগে সংগে তাকে ক্ষমা করা যায় না। যদি কনভিক্টেড হয় তাহলে তার একটা রাইট অব রিপ্লাই থাকতে হবে এটা হচ্ছে ল্য ফাণ্ডামেন্টাল নিয়ম। প্রাইমাফেসী এষ্টাব্লীস্ড হলে তার কেসটাকে প্রীভিলেজ কমিটিতে পাঠানো হবে। তাকে বলতে হবে তোমার বিরুদ্ধে এই এই চার্জ আছে তারপর দেখতে হবে চার্জটা টেকে কিনা। কমনওয়েলথেও যা হয়েছে। পুলিশ একটা কেসের ইনভেষ্টিগেশান করে যদি তখন দেখা যায় যে তার বিরুদ্ধে প্রাইমাফেসী এষ্টাব্লীস্ড হয়েছে তখন পুলিশ চার্জ ফ্রেম করে এবং সেই চার্জ ফ্রেম করার পর সেটি লীগেল প্রসেসে যায় তার

কোর্টে বিচার হয়। দোষী হলে শাস্তি হয় আর নির্দ্দোষী হলে খালাস পায়। এখানেও প্রাইমাফেসীর সংগে সংগে তাকে বলা যায় না যে তুমি দোষী। ইট ইজ ব্যাড ইন ল। কাজেই এখানের যে ব্রীচ হয়েছে it must be immediately referred to the Committee and the Committee will decide what is to be done in this respect.

Shri Nripendra Chakraborty :— মাননীয় সদস্য দাস গুপ্ত যা প্রপোজ করেছেন যে দিস প্রিভিলেজ মোশান যে প্লীজ বি রেফার্ড টু দি প্রিভিলেজ কমিটি এটা আমি সমর্থন করছি।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার যে ভাবে হাউসে ম্যাটারটাকে এনেছেন (ইন্টারাপশান)

Mr. Speaker :— Is this the sense of the House (vice—yes, yes).

Shri Radhika Ranjan Gupta :— মাননীয় স্পীকার, ম্যাটারটা যে ভাবে হাউসে এনেছেন (ইন্টারাপশান)

Mr. Speaker :— I do not like to discuss the matter any (interruption) matter is referred to the Privilege Committee (interruption)

Shri Amarendra Sharma :—স্যার, আমার একটা প্রীভিলেজ মোশান ছিল সেটার কি হল—আমি যেটি সাবমিড করেছিলাম ? (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— There is another motion for breach of privilege raised by Shri Amarendra Sarma against Shri D. K. Menon, Revenue Commissioner, Government of Tripura is stlll under my consideration.

Shri Sushil Ranjan Saha :— স্যার, আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল— বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী আগমণ সম্পর্কে (ইন্টারাপশান)

শ্রীসমর চৌধুরী :— অনাহার মৃত্যু সম্পর্কে—জয়নব বিবি, স্বামী সমসের আলী, সে গত ২রা অক্টোবর না খেয়ে মারা গিয়েছে...

Mr. Speaker :— I have received Calling Attention Notices from Sarbasree Jitendralal Das, Chandra Sekhar Dutta, Kalipada Banerjee & Achaichi Mog to which I have given my consent on the subject "গত ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ ইং উদয়পুর রামনারায়ণ ঘোসে'র দোকান কর্মচারী, বিজয় দাসের হত্যা সম্পর্কে"

"I would request the Hon'ble Minister-in-Charge of the Department to make a statement to-day, if he is not in a position to make statement to-day, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমি বলতে চাই—উদয়পুরের যে ঘটনার উপর আপনি কলিং এটেনশান নোটিশ একসেপট করলেন তার উপর আমরাও কলিং এটেনশান দিলাম। নিয়ম আছে যদি দু'টো থাকে তাহলে ব্র্যাকেটেড করা হয়। আপনি কি কিছুই মানবেন না ?

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার ব্র্যাকেটেড করা হয়েছিল কিন্তু এটা লেটে এসেছিল সেজন্য আমার ফাইলে দেওয়া হয় নাই। সরি, ইউর নেম হ্যাজ বিন ব্র্যাকেটেড।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল অনাহার মৃত্যু সম্পর্কে। সেটার কি হল জানতে চাই ... ...

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার এটা শেষ হউক না। আপনারা যদি এত ইম্পেশান্ট হয়ে যান—এটা শেষ হউক।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১২-৯-৭৪ ইং তারিখে উদয়পুরের শ্রীনক্ষত্র সাহার দোকানের কর্মচারী বিজয় কৃষ্ণ দাসের মৃত্যু সম্পর্কে কলিং এটেনশান নোটিশ, আমি আজকে এইটার উত্তর দিচ্ছি।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে উদয়পুরের রামনারায়ণ ষ্টোর্সে'র মালিক শ্রীনক্ষত্র কুমার সাহা, উদয়পুর থানায় ১২-৯-৭৪ ইং তারিখে সকাল সোয়া ৮টায় এই মর্মে লিখিত নালিশ দায়ের করে যে পূর্ব রাত্রিতে ১১-৯-৭৪ ইং তারিখে কে বা কাহারা তাহার দোকান হইতে নগদ অলংকারসহ মোট ৯/১০ হাজার টাকার মূল্যের জিনিস চুরি করে এবং তাহার কর্মচারী বিজয় কুমার দাসই করিয়াছে বলিয়া তিনি সন্দেহ করেন। উক্ত নালিশ মূলে উদয়পুর থানায় ৩৮০ ধারা ভারতীয় দণ্ডবিধি মূলে ৬-৯-৭৪ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত হয়। নালিশের ১৫ মিনিট পরেই সাড়ে ৮টায় তদন্তকারী দারোগা উক্ত দোকানে উপস্থিত হন এবং বিজয় কুমার দাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তখন অভিযোগকারী নক্ষত্র কুমার সাহা জানায় যে বিজয় কুমার দাস, বাদল রায়ের দোকানে আছে এবং এইখানে তাকে মারপিট করা হইয়াছে। বাদল রায়ের দোকানে পুলিশ পাঠানো হলে পুলিশ তাকে রিক্সায় করিয়া তথায় নক্ষত্র সাহার দোকানে লইয়া আসে। বিজয় দাসকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখা যায় এবং তাঁহার সর্বশরীরে ক্ষত চিহ্ন ছিল। এই অবস্থায় বিজয় দাসকে দেখিয়া তদন্তকারী দারোগা নিজেই তৎক্ষণাত হাসপাতালে বিজয় দাসকে রিক্সা করে নিয়ে যান এবং মুমূর্ষুর উক্তি ডেড ডিক্লারেশন লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। জুডিসিয়েল ম্যাজিষ্ট্রেট বিজয় দাসের মুমূর্ষু উক্তি, ডেড ডিক্লারেশন লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত জবানবন্দীতে নক্ষত্র সাহা মারিয়াছে এবং অন্যান্য লোক দ্বারা মারাইয়াছে বলিয়া বলে এবং জীবনের মার মারিয়াছে বলিয়া বলে এবং সে চুরি করে নাই বলিয়া বলে। মুমূর্ষু উক্তি শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বিজয় দাস হাসপাতালে মারা যায়। তদন্তকারী দারোগা মুমূর্ষুর জবানবন্দী শোনা মাত্র থানায় ফোন যোগে নক্ষত্র সাহাকে গ্রেপ্তার করার জন্য বলেন এবং শ্রীনক্ষত্র সাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন সময় প্রায় ১০টা ৪৫ মিনিট এইদিকে বিজয় দাসের মাসী শ্রীমতি পারুবালা দাস পতি মৃত সুরেশ চন্দ্র দাস ফুল কুমারী, ঐদিন বেলা ১০টা ৪৫ মিনিটের সময় থানায় উপস্থিত হইয়া এই মর্মে নালিশ দায়ের করে যে তাহার বোনপুত্র বিজয় দাসকে রামনারায়ণ ষ্টোর্সে'র মালিক গুরুতর প্রহার

করায় ফলেই সে হাসপাতালে মারা যায়। উক্ত নালিশ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ৩৪নং ধারা মূলে ৭-৯-৭৪ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত হয়। তদন্তকারী দারোগার তদন্তের ফলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গ্রেপ্তার হন।

১) নক্ষত্র সাহা ১২-৯-৭৪ ইং, ১০টা ৪৫ মিনিট
২) দুর্লভ সাহা ১৩-৯-৭৪ ইং, ৩টা ৩০ মিনিট
৩) সমীরণ রায় ২৫-৯-৭৪ ইং, ১২টা ৩০ মিনিট

আসামী সমীরণ রায় পঙ্গু বিধায় ২৭-৯-৭৪ ইং তারিখে কোর্ট হইতে জামিনে মুক্তি পায়। বাকী দুইজন এখনও জেল হাজতে আছে। তদন্তে প্রকাশ পায় যে মোট ৮ জন আসামী এই হত্যায় জড়িত। তবে বাকী ৫ জন এখনও পলাতক আছে। জোর তদন্ত চলিতেছে এবং বাকী আসামীদেরকে গ্রেপ্তার করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চলিতেছে। মৃত্যুর পর ময়না তদন্ত হইয়াছে। এখনও ফাইনেল পোসমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই। কাজেই মোকদ্দমার স্বার্থে অধিকতর বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইল না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে যার ঘরে ওকে মারা হয় সেই বাদল রায়, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না? যে মূল আসামী?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ৫ জন পলাতক আছে এদের মধ্যে বাদল রায়ের নামও আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় অবগত আছেন কি যে এর আগেও এলাকাতে স্কুলের হেড মাষ্টারকে মারা হলো সেইটার কোন কুল কিনারা পুলিশ করতে পারল না এবং এই ক্ষেত্রেও পুলিশ প্রধান যে আসামী তাকে গ্রেপ্তার করছে না এইজন্য সমগ্র সহরের জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ প্রচণ্ড হয়েছে, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানেন কি যে পুলিশের নিক্রীয়তার জন্যই প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয়েছে সেখানে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গ্রেপ্তার যেভাবে করা হয়েছে এবং তদন্ত কার্য্য যেভাবে চালানো হয়েছে এবং তারপরে যেভাবে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় তাতে পুলিশের একটিভিটিস সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় এই যে ৩০শে সেপ্টেম্বর উদয়পুর সংগ্রাম কমিটির একটা আবেদন পেয়েছেন এইখানে লিখা আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে তাতে কি তিনি লক্ষ্য করছেন যে এই কথা বলা হয়েছে যে উই আর নেচারেলি ডিসএ্যাপয়েন্টেড অ্যাণ্ড অ্যাগ্রিভড টু নোট্ দ্যাট ডিলেটারী ফারফরমেন্স অব দি পুলিশ ইভেন উই কেন নট বাট দি কোয়েশ্চান অব ইন্টেনশান অব দি পুলিশ, এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে সংগ্রাম কমিটিতে কোন দল সমস্ত উদয়পুরের সমস্ত মানুষ যেখানে নাকি যোগদান করেছেন এই পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পুলিশের উপর নির্ভর না করে এইটা অন্যভাবে চেষ্টা করে আসামীদেরকে বের করবার চেষ্টা করা হবে কি না। যেহেতু পুলিশ সেখানে নিক্রীয় তাদের সম্পর্কে জনসাধারণের সন্দেহ আছে যে তারা কিছু করবে না। সেইজন্য আমি বলছি এই সম্পর্কে বিশেষ পুলিশের কোন ব্যবস্থা করা হবে কি না যাতে আসামীরা ধরা পড়ে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশের যেটুকু কাজ যত তাড়াতাড়ি করা যায় সেই চেষ্টা করা হয়েছে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অন্য ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, যে সংগ্রাম কমিটি রয়েছে সেই সংগ্রাম কমিটির সাথে কি পুলিশ যোগাযোগ করেছে যে এই সমস্ত আসামী এখনও পর্য্যন্ত ধরা পড়ে নি তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তারা কি উদয়পুর আছে না উদয়পুরের বাইরে চলে গেছে এই সম্পর্কে কোন আলোচনা কি পুলিশ সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে করেছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ তদন্তকালীন অবস্থায় কার সাহায্য নেবে সেইটা তদন্তকারী অফিসারের উপর নির্ভর করে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, আমাদের খবর হচ্ছে যে উদয়-পুরে আসামীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ ধরা পড়ছে না এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরনের কোন ইনফরমেশান আমাদের কাছে নেই।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সংগ্রামী কমিটির খবর জানা আছে। তাদের ধারণা যে উদয়পুরেই আসামীরা আছে। তাদের সম্পর্কে বিশেষ ধরনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না। কারণ সমগ্র উদয়পুরে এবং সারা ত্রিপুরা ষ্টেটে এইসমস্ত দোকান কর্মচারী বা এই ধরনের ঘটনায় সমস্ত মানুষ অত্যন্ত উদগ্রীব। কারণ একটা লোককে আমরা যতটুকু খবর পেয়েছি পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। কাজেই এই সম্পর্কে সরকার কি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, তাহা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা একটু জানতে চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যা ষ্টেটমেন্ট করছি তার উপর আমার কাছে বলার নেই। কারণ কেসটা তদন্তকারী অফিসার যিনি তিনিই করবে, কোথায়, কখন কিভাবে তদন্ত করবেন, কার সাহায্য নেবেন না নেবে সবই করবেন। আমার বক্তব্য হল যে, যত তাড়াতাড়ি হতে পারে সেটাই দেখা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে তদন্তকারী-অফিসার যিনি আছেন তাকে বদলী করা, যেহেতু তিনি সেটা ঠিক মত করছেন না। অন্য অফিসার দিয়ে সেটা করানো হোক। এখানে সেটাই হাউস থেকে আমরা নেই এ্যাসুরেনস চাচ্ছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— অফিসার চেঞ্জ করার প্রশ্ন এখানে উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— আই সি, এ্যানেদার কলিং এটেনশান টু মুভ শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত, শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী, শ্রীআচাইচি মগ ত্যাট :—

সাম্প্রতিক প্রবল বৃষ্টিপাত ও প্রবল বন্যায় সাবরুম মহকুমার বিভিন্ন স্থানে, বিলনীয়া মহকুমার জোলাইবাড়ী, মুহুরীপর বেতাগা ও অন্যান্য অঞ্চলে ফসলের ক্ষয় ক্ষতি, জলসেচের বাঁধ নষ্ট এবং মানুষের প্রাণহানি সম্পর্কে

আই হেভ গিভেন মাই কনসেন্ট টু দি মোসন চীফ মিনিষ্টার উইল প্লীজ ম্যাক এ ষ্টেটমেন্ট টু ডে, রুফ পজিবল।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলিং এটেনসান নোটিশ সম্পর্কে। সাম্প্রতিক প্রবল বৃষ্টিপাত ও প্রবল বন্যায় সাবরুম মহকুমায় বিভিন্ন স্থানে, বিলোনীয়া মহকুমায় জোলাইবাড়ী, মহুরীপুর বেতাগা ও অন্যান্য অঞ্চলে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি, জলসেচের বাঁধ নষ্ট এবং মানুষের প্রাণহানী সম্পর্কে। বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে বিলোনীয়াতেও প্রবল বৃষ্টিপাতে মোট ২১২.৮ মি: মি: এবং পুর্ব্বে এত অধিক বৃষ্টিপাতের কোন রেকর্ড পাওয়া যায় নি। মহুরী নদীর জল বিপদ সীমা ১৫.৮০কে অতিক্রম করিয়া ১৬.৮০ পর্যান্ত উঠে। দুই তারিখ বিকেল বেলা জল সীমা বিপদ সীমার নীচে ১২.৫০ পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। দুই তারিখ সকাল বেলা বিলনীয়া সাব ট্রেজারীর অপর দিকের কতক অংশ ৬০ ফুট বাঁধ এবং তার এক তৃতীয়াংশ তাহাতে ভাঙ্গিয়া যায়। যাহাতে খুব কম ভাঙ্গে তাহার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হইয়াছে। বাঁধ এবং নদীর মধ্যবর্ত্তী নীচু স্থানে অবস্থিত ১৪ জন লোকের বাড়ীতে গিয়ে জল প্রবেশ করে এবং নিম্নলিখিত স্থানগুলি জলমগ্ন হয়— যথা আমজাদনগর, দেবীপুর, চম্পকনগর, বাঁশপারুয়ার, এক অংশ, নলুয়া, হরিপুর, রাঙ্গামুড়া, জয়পুর, বড়চেপা, লক্ষীপুর, শ্রীপুর, ছারাসীমা, পশ্চিম পিলাক ইত্যাদি। আমজাদনগর ৫/৬টি মাটির ঘর ভাঙ্গিয়া পড়ে। এবং তাহাদের সকলকেই জনপ্রতি ৫০ টাকা হিসাবে দেওয়া হয়। এই এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সর্বমোট ১২০০ টাকা দেওয়া হয়। আমজাদ নগরের এই নীচু এলাকায় পার্শ্ববর্তী স্থানে সমতল টিলায় প্রচুর খাস টিলা আছে। তথায় তাহারা বাস করতে পারিত। ১৯৭৩ইং সনে ২৮টি পরিবারকে বাসযোগ্য ভূমি এ্যালট করা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা সেখানে যায় নাই। উপযুক্ত ক্ষেত্রে সাহায্য দেওয়ার জন্য বি, ডি, ও,দের প্রত্যেককে ১,০০০ টাকা এ্যাডভান্স দেওয়া হয়। রিপোর্টে প্রকাশ যে সামান্য কয়েকটা নীচু এলাকায় জল জমিয়া ছিল। সেই সমস্ত এলাকায় এবং অন্যান্য স্থানে জলের এই বৃষ্টিপাতের ফসলের সহায়ক হবে। এই সমস্ত স্থান হইতে তাড়াতাড়ি জল নামিয়া গিয়াছে। ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করা হইতেছে। নিম্নলিখিত স্থানে জলসেচের বাঁধের খুব ক্ষতি হইয়াছে। মাহুরা নলুয়া (১) আনুমানিক মুল্য ১০,০০০ টাকা, মহামায়া (১) ৫,০০০ টাকা, গুরিয়াছড়া (১) ১,০০০ টাকা, জয়পুর (২) ১০০ টাকা, শুধু জয়পুর ৫০০ টাকা, হরিপুর (১১) ৩,০০০ টাকা, গজারিয়া (২) ১,০০০ টাকা, রাজনগর মতাই (২) ৬০০ টাকা, হরিপুর (১) ৫,০০০ টাকা মতাই (৪) ১,০০০ টাকা, চম্পকনগর (২) ১,০০০ টাকা বেতাগাবাড়ী (১) ৪,০০০ টাকা, মুনারিয়া (৪) ৩,০০০ টাকা, সোনাইছড়ি (৩) ১৪০০ টাকা। খয্যমুখে একটি ছাগল মারা গিয়াছে, আনুমানিক মূল্য ৭০ টাকা। বিলনীয়া-গজারিয়া ও খয্যমুখের মধ্যবর্ত্তী স্থানে খয্যমুখ রাস্তার ক্ষতি হইয়াছে। গজারিয়ার একস্থানে কাঠের পুল রাস্তার লেভেল হইতে নামিয়া গিয়াছে। আর একস্থানে প্রায় ৫০ ফুট পীচের রাস্তা ভাঙিয়া যায় এবং প্রায় ৭০ ফুট পীচের রাস্তার আংশিক ক্ষতি হয়। রাত্রিতেই কন্ট্রাকদের নিকট হইতে

কোটেশান আহ্বান করা হয় এবং ওয়ার্কারদের কাজ দেওয়া হয়। বিলনীয়া বাঁধের কাজ চলছে। এবং প্রায় মেরামত হয়ে গিয়েছে। এবং সম্পূর্ণ মেরামত না হওয়া পর্য্যন্ত বিলোনীয়া-ঋষ্যমুখ গাড়ী চলাচল স্বভাবতই কয়েকদিন বন্ধ থাকবে। ১/১০/৭৪ তারিখে রাত্রি সাড়ে নয়টায় মধ্য পিলাকে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের ছেলে সুখেন চন্দ্র মজুমদার মারা যায়। তার ছেলে দুলাল চন্দ্র মজুমদার নদী হইতে কাঠ উঠাইতেছিল। হঠাৎ সে পড়িয়া যায়। এবং তাহাকে বাচাই-বার জন্য তাহার পিতা জলে ঝাঁপ দেন এবং জলমগ্ন হন। নারায়ণ চন্দ্র সাহা নামে একব্যক্তি তাহার ছেলের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায়। মৃতের স্ত্রী ও তিনটি নাবালক ছেলে বর্ত্ত-মান আছে। এবং তাহার সংসারে কোন উপার্জনক্ষম কোন ব্যক্তি নাই। ১/১০/৭৪ইং তারিখে বিকেল বেলা বেলা ৩টার সময় বিলনীয়ায় মৃত রামজয়ী ত্রিপুরার পুত্র শ্রীকুমার চন্দ্র ত্রিপুরা বোলাইবাড়ীর ভিতরে মোজারাম ছড়ায় নেমে ছড়া অতিক্রম করার সময় বাঁধ হইতে পড়িয়া গিয়া জলমগ্ন হয়। কিছুক্ষণ পরে দুইটি ছেলে তাহাকে জল হইতে উঠায়। কিন্তু তাহাকে মৃত দেখে। তাহার স্ত্রী কোণ্টি ত্রিপুরা কেবল বর্ত্তমান রাখিয়া গিয়াছে। উভয়ের পরিবারকে জি, আর দেওয়া হয় ৫০ টাকা হিসাবে। ২/১০/৭৪ইং তারিখের মধ্য রাত্রিতে ভূমি ধ্বস নামিয়া গৃহে চাপা পড়ে ফলে জওহরলাল ত্রিপুরার পুত্র হারাধন ত্রিপুরা ১১ বৎসর বয়স্ক ঘটনা স্থলে মারা যায়। এবং অন্যান্যরা সামান্য আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করা হয়। এবং ঋষ্যমুখ হসপিট্যালে ভর্তি করা হয়। তথায় তাহারা সর্ব্বপ্রকারের চিকিৎসার সুযোগ পায়। তাহার মধ্যে জওহরলাল ত্রিপুরার স্ত্রী, তার একজন আত্মীয় এবং দুটি শিশু সন্তান আছে। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিগণকে ১৫০ টাকা হিসাবে জি. আর. দেওয়া হয়। জওহরলাল ত্রিপুরাকে ৫/৬ বৎসর পুর্ব্বে ৬ কাণি জমি এ্যালট করা হয়। এবং সরকার হইতে ৫০০ টাকা পায়। তাহাকে আর কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় নাই। বগাফা ব্লকের বি, ডি, ও ইতিমধ্যে ৯টি টি, আর, টি, ডি স্কীম এর কাজ আরম্ভ করেছেন। আর রাজনগর এর বি, ডি, ও, ১০টী টি, আর, টী, ডি. স্কীমের কাজ আরম্ভ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্ডার ইস্যু করিয়েছেন। বিস্তৃত তথ্যাদি দেওয়া হইল। রাজনগর গাঁওসভায় রাজনগর, প্রকাশনগর বড়মুখ প্রভৃতি গাঁও সভার করার জন্য ৪,১২০ টাকা, আটখোলা হইতে ভারতচন্দ্র নগর রাস্তা নির্মাণ করার জন্য ৪,৯২০ টাকা, বিদ্যা-পীঠ হইয়া রাজকুমার হইয়া মাফি পর্য্যন্ত ৪,৯৬০ টাকা। তাছাড়া বাজার উন্নয়ন ১৫০০ টাকা, চম্পকনগর—সোনাইছড়ি রাস্তা উন্নয়ন, ৩৩০০ টাকা। সোশ্যাল এডুকেশান সেন্ট্রার ৪৮২৫ টাকা। জয়ন্তিপুর স্কুলের খেলার মাঠ প্রস্তুত—৩১০০ টাকা। আমজাদনগর খাল খনন, ১০০০ টাকা, রাজনগর—গিমাতলি রাস্তা উন্নয়ন—৪৯৬০ টাকা, একিনপুর বাজার উন্নয়ন ২৪২০ টাকা, ইত্যামারা বাজার উন্নয়ন—২৫০০ টাকা এইগুলি ব্যতীত বগাফা ব্লক এলাকায় ৯টী টী, আর প্রজেক্ট চালু আছে এবং এই কাজে ৯৫০ জন লোক নিযুক্ত আছে। সাবরুমে বিগত ২২শে আগষ্ট প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার চালতাছড়া ও কালিয়াছড়া, চেকোয়াপাথর ইত্যাদি জায়গায় এবং ছোটখিল এলাকা জলমগ্ন হয়, তার ফলে ৪০০ একর জমির ধান আংশিকভাবে ক্ষতি হয়। এলাকাগুলি রাজস্ব বিভাগের অফিসার এবং উন্নয়ন বিভাগের পি, ই, ও পরিদর্শন করছেন। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকগণকে বি, ডি, ও যোগে ব্যাংক থেকে স্বল্প মেয়াদি ঋণ পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করতে বলা হয়েছে এবং তার মধ্যে অনেকেই উপস্থিত হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় চীফ মিনিষ্টার বলেছেন প্রায় ৫০টি বাঁধ ভেঙে গেছে কিন্তু টি, আর, বাঁধ হচ্ছে সোশ্যাল সেন্টারে। এটাতো স্যার আমার কৃষির ক্ষতি হয়েছে, সেটা পতিপূরণ হবে কি না, সেটার কোন সাহায্য হবে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাঁধ দিতে হলে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করার পর বাঁধ দেওয়া সম্ভব হবে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, রাস্তাগুলি যে টেষ্ট রিলিফের কাজে ধরা হয়েছে, তাতে জুলাইবাড়ীর দিকটার জন্য কিছু ধরা হয়নি, সেইসব অঞ্চলে কি কোন ক্ষতি হয়নি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জুলাইবাড়ী অঞ্চলের দিকে যে ক্ষতি হয়েছে, সেইজন্য টাকা ধরা হয়েছে। যদি না ধরা হয়ে থাকে, তাহলে সেই সম্পর্কে বি, ডি, ও'র হাতে টাকা দেওয়া হয়েছে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে সেই টাকা খরচ করতে পারবেন।

শ্রীকালাপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে তালিকা দিলেন, তাতে মনে হয় না, জলাইবাড়ী অঞ্চলের জন্য কিছু ধরা হয়েছে। সেখানে মোহনপুর, বেতাগা অঞ্চলে বিশেষ কিছু পাবে বলে আমার মনে হয় না। আমার যা ইনফরমেশান, সেইসব অঞ্চলে প্রচুর ধানের ক্ষতি হয়েছে বেতাগা এবং জলাইবাড়ী এলাকার মধ্যে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে প্রিলিমিনারী যে রিপোর্ট তার ভিত্তিতে এটা করা হয়েছে। যদি কোথাও বাদ গিয়ে থাকে তাহলে সেটা দেখা হবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জলাইবাড়ী, পিলাকছড়ার এমবেংকমেন্ট যেটা ছিল, সেটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাইছি কি ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরণের ফ্লাড হওয়া যেটা বৃষ্টি-পাতের জন্য হয়েছে, অতিরিক্ত বৃষ্টি হতে হতে কোন কোন জায়গায় যে বাঁধ করা হয়েছিল, ফসল করার জন্য, যার ফলে জল জমে ইনানডেশান হয়ে থাকতে পারে, সেই বাঁধগুলি এখনই পুনর্নির্মানের রিক্স নেওয়া যায় না কিছুদিন পড়ে দেখা যাবে।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পোকার উপদ্রবে ব্যপকভাবে ফসল মারা যাচ্ছে, কৃষি বিভাগ থেকে শস্তায় ফসল রক্ষা করার জন্য সরকার থেকে ঔষধ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেছেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইরকম কোন রিপোর্ট এসে থাকলে নিশ্চয়ই দেওয়া হবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— পূব পিলাকে বিস্তীর্ণ জমি, লাউগাঙের একটা অংশ গার্দা, ঋষ্যমুখ, দেবীপুর, এই যে মৌজাগুলির বিস্তীর্ণ অংশের জমি এখনও জলমগ্ন হয়ে আছে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি না ?

এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার স্টেটমেন্টে আমি বলেছি যে জল যেভাবে এসেছিল সেই জল এখনও থাকতে পারে তবে পরিমাণটা অল্প, এত মারাত্মক কিছু নয়, এটাকে ফ্লাড বলে বলা যায় না। যেখানে জল জমে ছিল, সেখানে ক্ষতি হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের ষ্টেটমেন্ট দেখলাম দুই তিন জন লোক মারা গেছেন। ওদের দাম ৫০ টাকা করে কবে ঠিক হল যে একজন মারা গেলে তার পরিবার ৫০ টাকা পাবে ? কবে থেকে মানুষের জীবনের দামটা পড়ে গেল ? আগে এর থেকে বেশী দেওয়া হত, এখন দেখা যাচ্ছে ৫০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। কবে, কিভাবে, কি ভিত্তিতে একজনের জীবনের মূল্য ৫০ টাকা নির্দ্ধারিত হল, এটা জানতে পারলে হাউসের সুবিধা হত স্যার।

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মানুষের জীবনের মূল্য টাকার অংকে মাপা যায় না। প্রাথমিক অবস্থায় খরচ করার জন্য যে টাকা দরকার, তার জন্য ৫০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— কি কি প্রাথমিক খরচের জন্য ? শ্মশানের লাকড়ি কেনার জন্য ? তাও ৫০ টাকায় হয় না। একজন মানুষকে পুড়াবার জন্য ৫০ টাকার বেশী লাকড়ি লাগে।

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ্যাকসিডেন্টাল বাবদ যে সাহায্য, সেই সাহায্যটা গরীব বিধায় দেওয়া হয়ে থাকে। তারপর প্রশ্ন হল প্রাথমিক পর্যায়ে যে অসুবিধাটা, সেটা দূর করার জন্য এই টাকাটা দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই যে বাঁধগুলি করা হয়েছিল, এইগুলি কি উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, কিসের প্রয়োজনে করা হয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাঁধগুলি সীজন্যাল বাঁধ, যেটা বিরোধী পক্ষের নেতা বলেছেন এবং সেটা ড্রাউট কণ্ডিশান যখন ছিল, তখন এই বাঁধগুলির প্রয়োজন হয়েছিল, এর পার্মানেন্সী কিছু নেই।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সীজন্যাল বাঁধগুলি দেওয়া হয়েছিল জল সঞ্চয় করে রাখার জন্য। বিরাট বর্ষার সময় বাঁধ রাখলে জল জমে বিরাট ক্ষতি হতে পারে, সেই ভাবে চিন্তা করে বাঁধগুলি করা হয়েছিল কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমার ষ্টেটমেন্টে আগেই আমি বলেছি যে এই পরিমাণ বৃষ্টিপাত আগে কখনও হয়নি, সেই জন্য আন্দাজ করা যায় নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মেম্বার জানতে চাইছেন, বাঁধ তৈরী করার জন্য টেষ্ট রিলিফের কাজ দেওয়া হয়েছে, ভাঙবার জন্য টেষ্ট রিলিফের কাজ দেওয়া হল না কেন ?

শ্রী আচাইছি মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পূর্ব্ব পিলাক, জলাইবাড়ী, মোহনপুর, বেতাগ এই সব জায়গায় বৃষ্টির ফলে যে ক্ষতি হল, সেটা তদন্ত করে দেখা হবে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—যেসব জায়গাতে ক্ষতি হয়েছে, সেই জন্য বি, ডি, ও'র হাতে পি, ই, ও. সাক্রম আছে, তাঁদের হাতে টাকা দেওয়া হয়েছে এবং এনকোয়েরী করে তাঁরা টাকা দিচ্ছেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—আমার প্রশ্ন ছিল, ফসলের যে ক্ষতি হয়েছে, কি পরিমাণ ফসল ক্ষতি হয়েছে সেই সম্পর্কে, আমি তার কোন উত্তর পাই নি তার। আমি সেই সম্পর্কে জানতে চাইছি।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 2 P. M. today.

Mr. Dy. Speaker :— Next Business of the House is Introduction of the Tripura Buildings (Lease and Rent Control) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 8 of 1974). No, I would call on Hon'ble Chief Minister to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri S. Sengupta :—Mr, Dy. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Buildings (Lease and Rent Control) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 8 of 1974).

(The motion of the Hon'ble Chief Minister was then put and carried by voice vote).

Mr. Dy. Speaker :—The leave to introduce the Bill is granted.

Now, I would call on the Hon'ble Chief Minister to move his Motion to Introduce 'The Tripura Buildings (Lease and Rent Control Bill, 1974 (Tripura Bill No. 8 of 1974).

Shri S. Sengupta :—Mr. Dy. Speaker, Sir; I beg to move that the Tripura uildings (Lease and Rent Control) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 8 of 1974) be introduced.

The question that the Motion moved by the Hon'ble Chief Minister 'That the Tripura Buildings (Lease and Rent Contral) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 8 of 1974 be introduced., was then put and carried by voice vote.)

Mr. Dy. Speaker :—The Bill is introduced. Copy of the Bill has been circulated to the Membe.is on 4. 10. 74.

Shr Nripendra Chakraborty :—When the Bill is published in the gazette ?

Mr. Dy. Speaker :—It is already circulated to the Members on 4. 10. 74. Afterwards it is published in the gazette.

GOVERNMENT RESOLUTION REGARDING RATIFICATION OF AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF INDIA AS PASSED BY THE HOUSE OF PARLIAMENT.

—— · —

Mr. Dy. Speaker : --Next item in the List of Business is Government Resoiution. I would call on Shri Monoranjan Nath, Minister, to move his Resolution—

"That this House ratifies the amendments to the constituiion of India falling within the purview of the provise to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the constitution (Thirty sixth amendment) Bill, 1974 as passed by the two Honses of Parliament, which seeks to give effect to the wishes of the people of Sikkim for strengthening Indo-Sikkim Co-operation and inter-relationship and the short title of which has been changed into the Constitution (Thirty fifth amendment) act, 1974".

Shri Monoranjan Naih : —Mr. Speaker, Sir. I beg to move for leave that this House ratifies the amendments to the constitution of India fallihg within purview of the previse to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Thirty sixth amendment) Bill, 1974 as passed by the two Houses of Parliament, which seeks to give effort to the wishes of the people of Sikkim for strengthening Indo-Sikkim Co-operation and Inter relationship and the short title of which has been changed into 'the Constitution (Thirty fifth amendment) act. 1974 ",

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই রিজলিউশনটা ইণ্ডো-সিকিম রিলেশান স্ট্রেনদেন করার জন্য এবং কো-অপারেশন স্ট্রেনদেন করার জন্য সিকিমবাসীদের ইচ্ছায়ই ইহা করা হচ্ছে। ইহা হাউস অব পিপলে ফোর্থ সেপটেম্বর ১৯৭৪ ইং এবং কাউন্সিল অব ষ্টেটে সেভেন্থ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ ইং ভারিশে পাশ হয়ে গেছে। কিন্তু আণ্ডার আর্টিকল ৩৬৮ রিপ্রেজেনটেশান ইন পার্লামেন্ট থাকার দরুন ইহা রেটিফিকেশানের প্রশ্ন আসছে। সুতরাং এই ৩৬৮ আর্টিকল এ আছে যে সিকষ্টি পার্সেন্ট অব দি ষ্টেট এটা রিজলিউশনে পাশ করিয়ে নিতে হবে প্রেসিডেন্ট অ্যাসেন্ট পাওয়ার পূর্ব্বে। সেই উদ্দেশ্যে এই হাউসে এটা এসেছে। এখানে এ্যামেণ্ডমেন্ট হচ্ছে আর্টিক্যাল ৩৬৮ এর ক্লজ ২-তে provides for association of Sikim with the Union Territory of India. আর আর্টিক্যাল ৮০, ৮১ হল কম্পোজিশান অব লোকসভা এ্যাণ্ড কাউন্সিল অব ষ্টেট। এবং কনষ্টিটিউশানে টেন্থ সিডিউলা বলে আর একটা এড করা হচ্ছে। এই সিডিউল্ড হচ্ছে— পার্ট ওয়ান, পেরা ওয়ান রিলেট্স টু টেরিটরী অব সিকিম পার্ট বিতে আছে টার্মস এ্যাণ্ড কণ্ডিশানস অব সিকিম পার্ট, টুর বি-তে আছে রেস্পনসিবিলিটিজ অব ইণ্ডিয়া টুওয়ার্ডস সিকিম আর পার্ট থ্রি রিলেট্স টু সার্টেইন পাওয়ার্স টু দি প্রেসিডেন্ট, আর পার্ট ফোর রিলেট্স টু দি রিপ্রেজেন্টেশান অব কাউন্সিল অব ষ্টেট এ্যাণ্ড হাউস অব দি পিপল।

মোটামোটি এই এ্যামেণ্ডমেন্টগুলি কনষ্টিটিউশানে হচ্ছে। এখানে আমাদের ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স এ্যাণ্ড টেরীটরীয়েল ইন্টিগ্রিটি অব সিকিম সম্বন্ধে আমাদের রেস্পন্সিবিলিটি আছে, আর রেস্পনসিবিলিট আছে রেলওয়ে লাইন, এরোড্রোম, ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডস, পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ এ্যাণ্ড টেলিফোন ইত্যাদির বিষয়ের ডেভেলাপমেন্টের জন্য। ইকোনমিক এবং সোস্যাল ডেভেলাপমেন্ট অব সিকিম করার জন্যও একটা রেস্পন্সিবিলিটি আছে। এডুকেশান্যাল ফেসিলিটিজ—যেমন হায়ার লার্নিং এবং এ্যাম্প্লয়মেন্টের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্যও একটা রেস্পন্সিবিলিটি আছে। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট একটা স্পেশাল অর্ডার দিয়ে সিকিমের প্লেনিং এর ব্যাপারে আমাদের প্লেনিং কমিশনের আওতার মধ্যে এনে তাদের প্লেনিং করার বিষয়ে সাহায্য করা যেতে পারে। তারপর রিপ্রেজেন্টেশান ইন দি লোকসভা সম্পর্কে একজন মেম্বার আসবে সিকিম থেকে আর কাউন্সিল অব ষ্টেট থেকে একজন মেম্বার আসবে রাজ্য সভায়। মোটামোটি এই এ্যামেণ্ডমেন্টগুলি আমাদের কনষ্টিটিউশানের করতে হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :-- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কনষ্টিটিউশান এ্যামেণ্ডমেন্ট করা হচ্ছে পার্লামেন্টে এবং সেটাকে রেটিফাই করার জন্য এখানে যে প্রস্তাব এসেছে, আমি সেই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করছি এই জন্য যে এই প্রস্তাব সিকিমের জনসাধারণের জন্য কল্যাণদায়ক নয়, আমাদের ভারতবর্ষের জন্যও কল্যানদায়ক নয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিশের করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সংগে সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারেও এটা কল্যাণদায়ক নয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সিকিম আমাদের একটি সীমান্তবর্ত্তী রাজ্য এবং এটা সকলেই জানেন যে সীমান্তবর্ত্তী রাজ্যগুলি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একটা বিশেষ সুযোগ সুবিধা এবং স্বতন্ত্র তারা ভোগ করে এবং সে দিক থেকে বৃটিশ রাজত্বের সময় থেকেও সিকিম সেই স্বাতন্ত্র ভোগ করে আসছিলেন। ভারতবর্ষের যখন সংবিধান রচিত হয়, তখনও তাদের জন্য সেখানে কোন স্থান ছিল না। এবং আজকে ২৮ বছর পর ভারতবর্ষের সংবিধানকে সংশোধন করা হচ্ছে এই কারণে নয় যে সিকিমের জনসাধারণ এর স্বার্থ তার দ্বারা খুব বেশী রক্ষিত হবে। এই জন্য নয় যে সিকিমের জনসাধারণ তার দ্বারা ফুললেষ্ট অটোনমি সেখানে ভোগ করতে পারবেন। কারণ আমরা দেখছি ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হয়েছে এবং ১৯৫৩ সালে প্রথম আমরা সিকিমের সংগে সম্পর্ক নির্ধারণ করবার জন্য একটা ট্রিটি বা চুক্তি সেই সিকিমের সংগে করলাম। সিকিমের একজন চীফ চোগিয়াল সামন্ততান্ত্রিক চীফ, যিনি আমেরিকান সাম্রাজ্য বাদের দালাল, যিনি সেখানকায় জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের শত্রু, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম রাখার প্রতিভূ, সেই দালালের সংগে চুক্তি করা হল এবং সেই চুক্তিতে সিকিমকে অনেক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হল যে ক্ষমতা বৃটিশ আমল থেকে তারা ভোগ করে আসছিলেন। ইট ওয়াজ এন আন ইকুয়েল ট্রিটি। সিকিম কোন স্বাধীন দেশ নয়, তার দেশ রক্ষা, তার বৈদেশিক নীতি ভারতবর্ষের সংগে জড়িত এবং আমরা এটা মানি এবং এটা মেনেও দাবী রাখি যে তাদের বৈদেশিক নীতি এবং দেশ রক্ষা ছাড়া বাকী সমস্ত বিষয়ে সিকিমের জনসাধারণ তারা নিজেদের শাসন ব্যবস্থার মালিক হবে এবং এই গণতন্ত্রের চেতনার দিক দিয়ে সিকিমের জনসাধারণ সাময়িককালে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৭৩ সালে সেই বিক্ষোভ আমরা দেখেছি, আর সেই বিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে ভারতবর্ষ থেকে ভারত সরকার সি, আর,পি

পাঠালেন এবং সেখানকার বিক্ষোভের মুখে চোগিয়ালকে অপসারণ করার জন্য নয়, বা আমেরিকান দালালকে সেখান থেকে হটাবার জন্য নয়, সেখানে আগে যে চুক্তি হয়েছিল, তার জায়গায় আর একজন ডিক্টেটারকে বসিয়ে দেওয়ার জন্য। সেখানে নূতন সংবিধানের নাম করে, সেখানকার আভ্যন্তরীণ যে গণতান্ত্র. তাকে আরও সংকুচিত করবার জন্য ভারত সরকার এই সুযোগ গ্রহণ করলেন। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমরা আরও কি দেখলাম? আমরা দেখলাম যে ১৯৭৩ সালের মে মাসে সিমিকের সংগে একটা এগ্রিমেণ্ট করা হল, একটা চুক্তি করা হল এবং তারপর ১৯৭৪ সালে সিকিম এ্যাক্ট পাশ হয় এবং সেই সিকিম এ্যাক্ট যদি আমরা দেখি, তাহলে আশ্চর্য্য হয়ে যাব। সেই এ্যাক্টে চীফ এ্যাক্সিকিউটিভ অফিসার যাকে ভারত সরকার মনোনিত করবেন, তিনিই হচ্ছেন হেড অব দি এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অব সিকিম এবং তিনিই হচ্ছেন সিকিম এ্যাসেম্বলার স্পীকার। তার অনুমোদন ছাড়া স্বরাষ্ট্র, পুলিশ, জেনারেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এবং ফিনান্স কোন কিছুই আলোচিত হতে পারবে না ঐ সিকিম এ্যাসেম্বলীতে। এক কথায় বলা যেতে পারে টোট্যালে ডিনায়েল অব ডেমোক্রেসী আমরা সেই সিকিম এ্যাক্টের মধ্যে দেখতে পাই। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, লক্ষ্য করলে দেখবেন যে কনষ্টিটিউশান তাদের করে দেওয়া হল সেখানে সিকিমের যে বিধান সভা, তাকে পার্লামেণ্ট বলা হল না, তাকে বিধান সভা বলা হল, আর সিকিমের যিনি প্রধান মন্ত্রী তাকে বলা হল মুখ্যমন্ত্রী। অর্থাৎ কনষ্টিটিউশান এমনভাবে তৈরী করা হল যাতে সিকিমকে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করা যায়। কাজেই যে কথা বলা হচ্ছে যে সিকিমের ইচ্ছা অনুসারে এখানকার পার্লামেণ্ট তাদের প্রতিনিধি নেওয়া হবে, এটা ঠিক কথা নয়, এটা সত্য কথা নয়। আসলে ভারত সরকার সিকিমকে সম্পূর্ণরূপে ভারতের অন্তর্ভূক্তি করবার জন্য যে চুক্তি আগে করেছিল যার ফলে সেখানকার জন্য সংবিধান রচনা করেছেন, তার কনষ্টিটিউশানই হচ্ছে আজকে ভারতের পার্লামেন্টের মধ্যে তাদের প্রতিনিধিরা। ষ্টেটমেণ্ট কাগজে রিপোর্ট বেরিয়েছে, সিকিমের জনসাধারণের পক্ষে যে প্রস্তাব হয়েছিল সেটা ইংরেজীতে, সিকিমের প্রতিনিধিরা কেউ তা বুঝেন না বা তাদের বুঝবার সুযোগ দেওয়া হয় নি। এবং সেই প্রস্তাব অবলম্বন করে আজকে বলা হচ্ছে যে তাদের ইচ্ছাই প্রতিফলিত হচ্ছে। সেজন্য ভারতবর্ষের সংবিধানকে সংশোধন করে তাদের উখান থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সিকিমের আভ্যন্তরীন ক্ষমতা যতই থাকুক তা হল এই আমাদের ত্রিপুরাতে যে ট্যারিটোরিয়েল কাউন্সিল ছিল যাকে খোয়ারের অধিকার দেওয়া হয়েছিল প্রাইমারী স্কুলের অধিকার দেওয়া হয়েছিল সেই অধিকার সিকিমের গভর্ণরের আছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। যারা সিকিম এ্যাক্ট অব ১৯৭৪ দেখেছেন—আমি নিজে পড়েছি এবং কল্পনাতীত ক্ষমতা এই চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছে দেওয়া হয়েছে। অথচ পাশাপাশি রেখে দেওয়া হয়েছে চোগিয়ালকে যে আমেরিকার দালাল যে আমেরিকার সংগে সম্পর্ক রেখে ভারতবর্ষের সীমান্তে একটা সাম্রাজ্যবাদী চক্র গড়ে তুলবার চেষ্টা করলেন তাকে জামাই আদর দেওয়া হচ্ছে ভারতবর্ষে আসলে। তাকে সরিয়ে আনার জন্য সিকিমের জনসাধারণকে সাহায্য করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছিলাম যে এর প্রতিক্রিয়া ভাল হবে না। আমরা কি দেখলাম, আমরা কি দেখলাম, আমরা দেখলাম নেপাল—যাদের সংগে আমাদের সম্পর্ক ভাল সেই নেপাল

ভারত সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে। তাদের আতংকের কারণ কি ? তাদের আতংকের কারণ হচ্ছে যে আজকে সিকিমের স্বাতন্ত্র যদি ভারত সরকার গায়ের জোরে নষ্ট করে দেয় বড় দেশ হিসাবে ছোট্ট দেশকে গ্রাস করার যে ঝোঁক তা'তে যে কোন ছোট দেশই দেখলে আতংকিত হবে। আজকে ভারত সরকার চিন্তিত হচ্ছেন যে নেপালের সংগে সম্পর্ক সম্পর্কে। তেমনই আমরা দেখছি বাংলাদেশে। শুধু বিরোধী দলগুলিই নয় এমন কি বাংলাদেশের যারা শাসক দল শেখ মুজিবের দল এবং তার যে পত্র পত্রিকা তারা পর্য্যন্ত আতংকিত তারা পর্য্যন্ত আজকে চিন্তিত হচ্ছেন। যদি এই রকম ভারত সরকারের চেহারা হয় তাহলে বাংলাদেশকেও তারা গ্রাস করবে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সেই প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে। অবশ্য একমাত্র ব্যতিক্রম সম্ভবত সোভিয়েট ইউনিয়ন। কারণ ভারত সরকারের সংগে তাদের সম্পর্ক এমনই চমৎকার যে ভারত সরকার যে কোন কাজই তারা চোখ বুঝে সমর্থন করেন। এবং তাদের যারা নাকি এজেন্ট তারাও হাত তুলে সমর্থন তারা জানায়। আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে সিকিম তার নিজের ব্যবস্থা সে নিজে চালাবে এই ফুলেষ্ট অটোনোমি সিকিমের রাখতে হবে। এবং মাত্র আড়াই লাখ লোকের একটি দেশ ছোট একটি জায়গা—তাদের জনসাধারণের অধিকাংশ হচ্ছে নেপালী, অল্প সংখ্যক লেপচা এবং ভুটানী এবং অন্যান্য পাহাড়ী জাতি। কাজেই এই যে একটা পাহাড়ী এলাকা বলা যেতে পারে এই পাহাড়ী লোকদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে সাহায্য সেই সাহায্য ভারত সরকারকে দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ভারতের পত্র পত্রিকাতে লিখা হয়েছিল যে 'ষ্ট্রেঞ্জার ইন দি পার্লামেণ্ট'—পার্লামেন্টে একজন বাইরের লোককে জায়গা দেওয়া হচ্ছে। ষ্ট্রেঞ্জারকে আসছে না যারা কোন দিনই ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে ছিলেন না সেই রকম লোককে আজকে পার্লামেন্টে ডেকে আনা হচ্ছে। এবং অন্যান্য দেশে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে বিশেষ করে শাসক কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে সেটি হচ্ছে আগ্রাসী নীতি। যে নীতির প্রতিক্রিয়া কাশ্মীর থেকে স্বরু করে নাগাল্যাণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত জায়গায় প্রতিফলিত হচ্ছে। যে সমস্ত জায়গায় পূর্ণ গণতন্ত্রের জন্য সেখানকার লোকেরা লড়াই করছে। ফুলেষ্ট অটোনোমি—আজকে আমরা কাশ্মীরের মধ্যে কি দেখছি। কাশ্মীরের মধ্যে দেখছি যে শেখ আবদুল্লার সংগে আলোচনা করা হচ্ছে। কেন ? ভারতবর্ষের সংবিধানের মধ্যে কাশমীর যদি একটা রাজ্য হিসাবে থাকে তাহলে তাদের সংগে আবার কিসের আলোচনা ? কেন শ্রীমতি গান্ধী তার সঙ্গে আলোচনা বসছেন। বসছেন এই জন্য যে সীমান্ত রাজ্যের একটি বিশেষ অবস্থান আছে। এবং সেখানেও আজ ভারতবর্ষের সংবিধানে যে কোন রাজ্য হউক—কাশমীরের জন্য কতকগুলি সুযোগ সুবিধা ছিল। আমাদের এখানকার ইলেকশান কমিশন কাশমীরের ইলেকশান কমিশান হিসাবে কাজ করবেন। আমাদের সুপ্রীম কোর্ট কাশ্মীরের সুপ্রীম কোর্ট হিসাবে কাজ করবে। কাশ্মীরের যিনি প্রধান মন্ত্রী তাকে চীফ মিনিষ্টার বলা হবে না। এমন করে কাশ্মীরের বৈদেশিক দপ্তরের হাতে কাশ্মীরকে রেখে কাশমীরের ফুলেস্ট অটোনোমির সিদ্ধান্ত—কনষ্টিটুয়েন্ট এসেম্বল করেছিল এবং তারপর কিছুদিন পর্য্যন্ত যা ছিল সেটাকেও ভারত সরকার কার্টেল করেছে।

বছরের পর বছর সেটাকে করা হয়েছে আজকে সেখানকার মানুষ বলছে যে আমাকে ফুলেষ্ট অটোনোমি দিতে হবে। ভারত সরকারের টনক নড়ল। তারা বলছেন যে আমরা আপোষ করতে চাই—ভাল কথা, আমরা সমর্থন করি। তেমনি নাগাল্যাণ্ডের তারা স্বাধীনতা যদি পায় আমরা সমর্থন করি। কিন্তু তারা যদি বলে যে বৃটিশ আমল থেকে আমাদের একটি বিশেষ সত্ত্বা ছিল এবং সেই সত্ত্বাকে আমরা ফিরে পেতে চাই—আমরা আমাদের নিজেদের ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করতে চাই তাহলে সেই ফুলেষ্ট অটোনোমি দেওয়ার যে দাবী সেই দাবীও আমরা সমর্থন করব। আমরা চাই তাদের সংগে পলিটিক্যালী একটা সেটেলমেন্ট আসুক। আজকে সেখানে যুদ্ধ চলছে—আমাদের দেশের বিরুদ্ধে মানুষের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের সরকার অস্ত্র ধারণ করবে—আমি মনে করিনা কোন ভারতবাসীই এটা চায়। ১৩ বছর যাবত সেই নাগাল্যাণ্ডের মানুষ লড়ছেন। আমি তাদের সংগে জেলখানায় ছিলাম। আমি তাদের বুঝাবার চেষ্টা করেছি যে তোমরা কি চাও? তারা বলেছেন যে ভারত সরকার আমাদের সঙ্গে চুক্তি করুক আমরা ভারতবর্ষের সঙ্গে থাকতে চাই। আমরা ভারতবর্ষের সঙ্গে চুক্তি করে আমাদের ব্যবস্থা যাকে বলে ম্যানেজিং আওয়ার ওন এ্যাফেয়াস —আমাদের এ্যাফেয়াস আমরা নিজেরাই মেনেজ করতে চাই। এইটুকু স্বাধীনতার অধিকার আমাদের দিতে ভারত সরকারকে দিতে বল তাহলেই আমাদের ভারত সরকারের সংগে কোন ঝগড়া হবে না। ছোট ছোট দেশ আমাদের সীমান্তে রয়েছে এবং তাদের মধ্যে কোন আতংকের সৃষ্টি হতে পারে এই রকম কাজ যদি আমরা করি তাহলে সেটি সাম্রাজ্যবাদকে খুশী করবে। এবং সেই কাজ আমরা করতে পারব না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কথা কোন কোন সদস্য বলবেন বিপদের কি হবে? তোমরা এখানে সিকিম সম্পর্কে বলছ কিন্তু চীনতো তিব্বতকে গ্রাস করে ফেলেছে? মাননীয় স্পীকার স্যার, তিব্বতের প্রশ্ন আমি এখানে তুললাম যে পণ্ডিত নেহেরু যখন জীবিত ছিলেন পণ্ডিত নেহেরু যখন চীনের সরকারের সংগে আপোষ আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন তখন পণ্ডিত নেহেরু স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে তিব্বত হচ্ছে চীনের একটি অংশ কাজেই তার কোন আলাদা অস্তিত্ব সেখানে ছিল না। এমন কি এইটুকু ফুলেষ্ট অটোনোমি যে তার নিজের ব্যবস্থা নিজে করা একটি তিব্বতী এলাকা হিসাবে—সেটা সেখানে আছে বলেই এতদিন পর্য্যন্ত কমিউনিষ্ট রাজত্বে দালাইলামা ছিলেন এবং পাঞ্চেনলামা ছিলেন। আজকে যে অটোনোমি আমার পার্ট অব দি কান্ট্রি আমার দেশের একটা অটোনোমি সেই দেশের অংশ হিসাবে ফুলেষ্ট অটোনোমি কাজেই আমি মনে করিনা সিকিমের যে স্ট্যাটাসকো ছিল বৃটিশের আমলে সেই ষ্টেটাসকো রক্ষিত হয়নি। তাদের সংগে আমাদের চুক্তি ছিল যে বৈদেশিক ব্যাপারে এবং দেশ রক্ষার ব্যাপারে আমরা একত্রে কাজ করব। অন্যান্য ক্ষেত্রে তোমাদের নিজেদের কাজ নিজেরা চালাবার পূর্ণ সুযোগ সুবিধা ছেড়ে দেওয়া হবে। সেই অধিকার তাদের দেওয়া ঠিক হবে। এবং চোগিয়ালকে সরাবার জন্য সিকিমের জনসাধারণকে সর্ব্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করতে হবে। আজকে চীফ একজিকিউটিভ অফিসারকে সেখানে ডিকটেটরশীপ করে দেওয়া হয়েছে, সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার জন্য রাখা হয়েছে সিকিমের জনসাধারণ তার বিরুদ্ধে লড়বে এবং সেই ব্যবস্থাকে চুরমার করে দিয়ে সেখানে ডিকটেটরকে থেকে সরিয়ে আনার প্রয়োজন আছে এই কথা বলে আমি মনে করি এই যে রেকটিফিকেশনটা এইখানে চাওয়া হয়েছে

সেইটা ঠিক হবে না পার্লিয়ামেন্ট এবং এই যে অ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে এই অ্যামেণ্ডমেন্ট এনে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষতি করেছেন এবং সিকিমের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষতি করেছেন এবং আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংগে আমাদের বন্ধুত্বের ক্ষতি করেছেন এইজন্যই আমি এই প্রস্তাবটার বিরোধিতা করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ভারতবর্ষের সংবিধানে এই ৩৬তম সংশোধনকে আমি সমর্থন করছি। এই সংশোধনের দ্বারা সিকিমবাসী জনসাধারণের পূর্ণ মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং সিকিমের সাতে ভারতবর্ষের সম্পর্কের অত্যন্ত ঘনিষ্টতর এবং উন্নয়ণ করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালে সিকিমের জনসাধারণের প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে যে বিধানসভা নির্ব্বাচিত হয়েছে সেই বিধানসভা তার শ্রেষ্ঠতম কর্ম ভারতবর্ষের সাথে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্টতর করার জন্য এবং ভারতবর্ষের অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করার জন্য যে সব প্রস্তাব করা হয়েছে সেই প্রস্তাবের যথোপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে ভারতবর্ষের সংবিধানের এই ৩৬ম সংশোধন করা গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৫০ সালে সিকিমের সাথে বা সিকিমের বর্ত্তমান মহারাজা চুগিয়েলের সাথে ভারতবর্ষের যে চুক্তি হয়েছিল সেইটা প্রটেকটেড বা রক্ষিত করার জন্য। বৃটিশ আমলেও সিকিমের সাথে একটা প্রটেকটেড রাজ্য হিসাবে সিকিম ছিল। আজকে এই ১৯৭৩ সালে চুগিয়েল এবং ভারতসরকার সিকিমের রাজনৈতিক নেতৃত্বের যে চুক্তি সেই চুক্তি সেই বৃটিশ আমলের ধারাবাহিকতা একটা অত্যন্ত পরিবর্ত্তন গণতান্ত্রিক এবং সেই দিক থেকে সেই চুক্তির এই সম্প্রসারণ এবং ১৯৭৪ সালে যে নির্ব্বাচনের মারফতে সিকিমের প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে যে বিধানসভা নির্ব্বাচিত হয়েছে সেই বিধানসভার প্রস্তাবের মর্য্যাদা এবং ভারতবর্ষের এই সংবিধানের সংশোধন সিকিম এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার এবং সিকিমের জনসাধারণের ইচ্ছার মর্য্যাদা দেওয়ার জন্য আমি এই সংশোধনকে সমর্থন করি। সিকিমের ইতিহাস সম্পর্কে যারা জানেন তারা জানেন যে সিকিম বৃটিশ সরকার যখন এই দেশে ছিল ভারতবর্ষের যে রাজন্যবর্গের কাউন্সিল সেই রাজন্যবর্গের কাউনসিল একটা স্থুল মেম্বার হিসাবে সিকিমের মহারাজা বসতেন। আজকে যারা নুতন একটা কিছু করা হয়েছে বলে আওয়াজ তুলেছেন তারা যমগ্র সিকিম এবং ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসে এবং তার ক্রম-বিবর্তন ইতিহাসে ভুলভাবে ব্যাখা করেছেন এবং আমাদের দেশের কাছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এবং সিকিমের সম্পর্কেযে উন্নতি হচ্ছে সেই পরিবর্ত্তন সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি করার জন্য। অবশ্য সহযোগী রাষ্ট্র হিসাবে গ্রহণ করার বক্তব্য ভারতের সংবিধানে নুতন কিন্তু এই নুতনত্বের মধ্যে দোষের কিছু নেই। এই নুতনত্বের মধ্যে সিকিমের কোন বিশেষ অস্তিত্বের কোন অমার্য্যাদা দেওয়ার কোন বক্তব্য এর মধ্যে নেই। আমাদের সংবিধান ভারতের সংবিধান। এইটা পরিবর্ত্তনশীল এবং একটা পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। এই রকম চীৎকার সংবিধান সংশোধনের উপর আমরা বহুবার শুনেছি। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয় তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গকে স্বাধীন রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করেছিল। তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কোথায় ভোট দেবে না দেবে সেই ব্যবস্থা তাদের হাতে দেওয়া হয়েছিল

এবং তথাকথিত রাজাদের যখন ভারতবর্ষের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত বা সংবিধান সংশোধন করে তখন আমরা চীৎকার শুনেছি যে ভারতবর্ষের সংবিধান এবং ভারতবর্ষের মহারাজাদের সাথে বৃটিশের যে চুক্তি সেই চুক্তিকে অবমাননা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের অস্তিত্ব যখন ভারতের সংবিধানে অস্বীকার করে নুতন সংশোধন করে তখনও আবার এই সংবিধান সম্পর্কে আমরা চীৎকার শুনেছি, সংশোধন সম্পর্কে। নুতন কিছু সৃষ্টি করা হচ্ছে ভারতবর্ষের সংগে অন্যদের সম্পর্ক এই রকম কথা শুনেছি। আবার যখন রাজন্যবর্গের ভাতা বিলোপের জন্য ভারতবর্ষের সংবিধান সংশোধন হয় তখনও আমরা চীৎকার শুনেছি যে মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা এই চীৎকার দিচ্ছেন জাতীয় ক্ষেত্রেই হোক আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই হোক আমি মনে করবো তারা আরও বেশী দিন বাচুন তারা দেখুক ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের পটেনশিয়েলিটি এই সংবিধানের পরিবর্ত্তন যে সংবিধান ভারতবর্ষের ধনতন্ত্রকে খতম করবে ভারতবর্ষকে সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কাহাকেও দালাল বলতে চাই না, কোথায় কি আমাদের জানা আছে কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যারা আজকে বলছেন আমি দুর্ভাগ্যের সাথে মাননীয় সি, পি, এম এই দলনেতা শ্রীচক্রবর্ত্তী, উনার সমর্থনে ষ্ট্যাটমেণ্টে পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, মাননীয় স্পীকার স্যার টাটা কোম্পানী পরিচালিত এই ষ্ট্যাটসমেন্ট আর বিড়লা কোম্পানী পরিচালিত হিন্দুস্থান টাইমস এর চুগিয়েলের মার্কিনী পত্নী যার উপরে নির্ভর করে আমেরিকার সি, আই, এ বাহিনী সেই বাহিনীকে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের একটা ঘাঁটি হিসাবে ধারা রাখার জন্য এই মহাবাজার আমেরিকার পত্নীর উপরে নির্ভরশীল এবং সহযোগে এই ষ্ট্যাটসমেন্ট এবং হিন্দুস্থান পত্রিকা ভারতবর্ষের এই পত্রিকাগুলি ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের কবর দিতে চায়। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে আহত করতে চায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, সিকিমের এই পরিবর্ত্তন, মাননীয় সি, পি, এম দলনেতা বলেছেন যে ট্রাইবেল এলাকে ভারতবর্ষে জোর করে ঢুকিয়ে হচ্ছে এবং ভারতবর্ষে ট্রাইবেল সম্পর্কে একটা নীতি নেওয়া হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সিকিম বাসীরা প্রধানত নেপালী এবং এই নেপালী সিকিম বাসীদের প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত বিধান সভা সব সম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতবর্ষের সাথে এবং এই প্রস্তাবের বিরোধী চুগিয়েল, এই প্রস্তাবে বিরোধী মাওসেতুং যিনি ভারতবর্ষের সাথে বাংলাদের সম্পর্ক আহত করার জন্য চেষ্টা করেছেন। যিনি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সময় ভারতবর্ষ এবং সোভিয়েট রাশিয়াকে বা সমস্ত পৃথিবীর গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমর্থন না করে ইয়-ইয়াখীকে সমর্থন করেছেন সেই মাওসেতুং গোষ্টি সেই মার্কিনী সাম্রজ্যবাদেয় গোষ্ঠি সেই মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের দালাল চুগিয়েল, চুগিয়েল অলটানেটিভ। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে এই কথা বলতে চাই।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— বিধান সভার মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ষ্টেটম্যান পত্রিকার উল্লেখ করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, টাটা কোম্পানী পরিচালিত এই ষ্ট্যাটম্যান-কাগজ। বিড়লা কোম্পানী পরিচালিত হিন্দুস্থান টাইমস। আজকে সিকিমের যে গণতান্ত্রিক বিবর্ত্তন সেই বিবর্ত্তনের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত অনেক সম্প্রসারণ আমরা দাবী করি সব সময়ই। এই যে চীপ এ্যাকজিকিউটিভ ভারত সরকার দ্বারা মনোনীত হবেন এবং সিকিম সরকার দ্বারা এ্যাপয়েন্টেড হবেন এ রকমের কোন মানে হয় না। এই অবস্থাকে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক শক্তি সেই গণতান্ত্রিক ক্ষেত্রে এনমলি রয়েছে সিকিমে।

সেগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম হবে এগুলির পরিবর্ত্তন করা। কিন্তু বর্ত্তমানে সিকিম এবং ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সিকিমের দুইজন প্রতিনিধি ভারত পার্লামেন্টে বা পরিষদে সদস্য হিসাবে নেওয়া হয়েছে। এই সংবিধানের সংশোধনের বিরোধীতা করছেন বিরোধী দলনেতা শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এই যে সংবিধানের সংশোধন করা হল এই সংশোধনের বিরোধীতা করা মানেই চোগিয়ালকে সমর্থন করা কারণ চোগিয়াল এই সংশোধনের বিরোধী। আমি মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করি তাঁরা এই যে বিরোধীতা করছেন আপনারা পরোক্ষে চোগিয়ালকে সমর্থন করছেন না? পরোক্ষে এমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীকে সমর্থন করছেন না? যারা এই সংবিধানের বিরোধী মাননীয়, আমি বহু শুনেছি মেনসেভিক বলসেভিকের কথা। মেনসেভিক বলসেভিককে আমি চিনি। মেনসেভিক বলসেভিককে আমার চেনা আছে মাননীয় স্পীকার স্যার। মাননীয় স্পীকার স্যার, ইতিহাসে সিরাজউদ্দৌল্লাকে সমর্থন করে। কারণ সিরাজউদ্দল্লা ডেমোক্রাট নয়, সিরাজউদ্দল্লা কমিউনিষ্ট নন, সিরাজউদ্দল্লা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট নন, সিরাজউদ্দল্লা ছিলেন নবাব সামন্ততান্ত্রিক নবাব। সিরাজউদ্দল্লাকে সমর্থন করে এই জন্য যে তার অলটারনেটিভ রবার্ট ক্লাইভস।

কাজেই এই যে ইতিহাসের বিচার মার্কসবাদী, যারা মার্কস বাদ লেনিন বাদে বিশ্বাস করে আমি জানি সিকিমের গণতন্ত্রে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। এই ত্রুটি বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এক কথা আর সিকিমের সংবিধানের বিরোধীতা করা আর চোগিয়ালকে সমর্থন করা এক কথা। চোগিয়ালকে সমর্থন? আমি চোগিয়ালকে কেন সমর্থন করব? ভারতবর্ষের ষ্টেটম্যান ছাড়া ভারতবর্ষের চতুর্দিকে যে বন্ধু রাষ্ট্র এবং মিত্র রাষ্ট্রগুলি আছে তারা এর বিরোধীতা করছেন না। করছে কিছু এমেরিকা ঘেষা লোক তাদের ফান্সনের রিপোর্ট দিচ্ছে ষ্টেটম্যান এবং হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা এই সমস্ত ঘটনার কথা ভারতবর্ষের মানুষ জানে। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক জনমতকে জানে। কাজেই এই যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থার দিকে সিকিমীরা সিকিম বাসীরা ভারতবর্ষ আজকে যে সংবিধানের সংশোধনের ৩৬ তম সংশোধন সেই সংশোধনকে সিকিমের সাথে ভারতবর্ষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা নুতন যুগের সৃষ্টি করলো। নুতন অবস্থার সৃষ্টি করল। এই সংবিধানের সাথে যে বিশেষ অস্তিত্ব সেই বিশেষ অস্তিত্বকে এবং গণতন্ত্রের অপমর্য্যাদা ঘটানো সিকিমের যে চোগিয়াল তিনি এখন কনষ্টিটিউসানের লোকে পরিণত হয়েছেন। এবং আমরা বিশ্বাস করি সিকিমের মানুষ যেমন সিকিমের সংবিধানের পরিবর্ত্তন করেছে ঠিক তেমনি সিকিমের চোগিয়ালকেও তারা পরিবর্ত্তন করতে পারবে আমরা দেখেছি ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয় সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসে চোগিয়ালকে ঘেরাও করেছিল। দুর্ভাগ্য বশত তখন ভারতবর্ষের সাথে যে সব চুক্তি ছিল সেই চুক্তিতে ভারতবর্ষের সৈন্যরা তাঁকে রক্ষা করে। ১৯৫০ সালে সিকিবের জনসাধারণ যখন আবার চোগিয়ালকে ঘেরাও করে তখনও তাঁকে ভারতবর্ষের সৈন্যরা চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী রক্ষা করেছিল। কিন্তু আজকে সেই ব্যবস্থার সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটে। আজকে চোগিয়াল ভারতবর্ষ এবং সিকিমের গণতান্ত্রিক জনমতকে মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে। আমি বিশ্বাস করব সিকিমবাসী এবং ভারত-বাসীর সহযোগিতায় সিকিম এ্যাক্টের মধ্যে যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি এনমলি রয়েছে মানে গণতান্ত্রিক ক্ষেত্রে রয়েছে সেই সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি যিনি চীপ একজিকিউটিভ নির্ব্বাচিত হবেন

সেই সমস্ত পরিবর্তন ঘটাবেন বলে আশা করি। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় চোগিয়ালের বিরুদ্ধে এই সিকিমের সাথে ভারতবর্ষের সম্পর্ক সম্পর্কিত ৩৯নং সংবিধানের সংশোধনীকে আমি সমর্থন করি এবং সমর্থন করি এই জন্য যে ভারতবর্ষ এবং সিকিমের সাথে যে মিত্রতার ইতিহাস সেই ইতিহাস অত্যন্ত দৃঢ় এবং অগ্রগতি হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ইন্দিরা গান্ধী বলুক আর যাই বলুক, ইয়াহিয়া বিরোধীতা করুক আর যেই করুক কংগ্রেস পার্টি আর কমিউনিষ্ট পার্টির কর্তব্য যা আছে তাই আমি বলব।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাব এসেছে সেই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পূর্ব হিমালয়ে তিব্বত, নেপাল এবং একদিকে পশ্চিম বঙ্গ বেষ্টিত ছোট পাহাড় সঙ্কুল রাজ্য সিকিম। তাকে ভারতবর্ষ সংবিধান সংশোধন করে সহযোগী রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতেছে। ব্যাপারটা শোনায় বেশ ভাল। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করে দেখার বোধ হয় প্রয়োজন রয়েছে। যে কি ভাবে ব্যাপারটা ঘটছে। এবং এবং এখানেই বা কি ঘটছে স্যার। স্যার, সিকিম হচ্ছে প্রটেকটরেট। এই হিসাবে ১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বার যে চুক্তি করা হয়েছিল সেই চুক্তিতে পররাষ্ট্র, বৈদেশিক সম্পর্ক, যোগা-যোগ ব্যবস্থা এই সব ক্ষেত্রে ভারতীয় পূর্ণনিয়ন্ত্রন সত্ত্বেও বলা হয়েছে Internal affairs-এর ক্ষেত্রে অটনমি থাকবে। এটা লক্ষ্য করা হয়েছে। সেই চুক্তিটা যদি আমরা একটু বিশ্লেষণ করতে যাই তাহলে আমরা কি দেখব। সত্য কথাটা যদি বলতে চাই তাহলে বলব যে এই সিকিমের অধিকার এই চুক্তিতেই খর্ব ও খণ্ডিত করা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কয়েকটি আরটিক্যালের উল্লেখ করব। আরটিক্যাল নাম্বার থ্রি, যেখানে বলা হয়েছে :—

The Government of India will be responsible for the difence and terretorial intrigraty of Sikim. It shall have the right to take such measures as it consider necessary for the difence of Sikim. Or the seeurity of India, whether the preparatory or other-wise and within or outside Sikim. In particular, the Government of India shall have the right to station troops anywhere within Sikim :— আমরা সিকিম সৈন্য পাঠাতে পারব যেখানে খুশী ষ্টেশান করাতে পারব, অবস্থাটা লক্ষ্য করুন স্যার। তারপর আরেকটা ধারা রয়েছে ৩নং এ— The Government of Sikim shall not import any arms and amunition, military stores or other war like materials of any description for any purpose whatsoever without previous cansent of the Government of India—গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কনসেন্ট প্রথমে প্রয়োজন, তারপর সিকিম এইসব আনতে পারে। তাহলে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার পূর্ণ নিয়ন্ত্রন এই সব ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই জন্য আর্টিকেল ৬, আর্টিক্যাল ৮, যেখানে আমার দেখছি যে ইণ্ডিয়ার ন্যাশান্যাল সম্পর্কে—সিকিমে ইণ্ডিয়ান ন্যাশান্যাল সম্পর্কে এই চুক্তিটা, যেটাতে বলা হয়েছে আর্টিক্যাল ৮—Indian National within Sikim shall be subject to the laws of Sikim and subject of Sikim within India shall be the subject to the laws of India. কিন্তু এর পরবর্তী স্টেজে বলা হচ্ছে কি— 'Any criminal proceedings are initiated in Sikim against any Indian

National or any person in the service of the Government of India or any foreignor, the Government of Sikim shall furnish the Representative of Govt. of India in Sikim (here in after referred to as the Indian Representative) with particulars of charges against such person. কিন্তু সিকিমের যারা এখানে থাকবে, ভারত গভর্ণমেন্ট থেকে রেফার করার কোন ব্যবস্থা নাই। আমরা ইণ্ডিয়ান নেশান্যাল যারা সিকিমে আছে তাঁরা যদি কোন অপরাধ করে থাকে চার্জ সহ তাহলে রেফার করতে হবে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের কাছে, তারপর তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে, কিন্তু সিকিমের যারা ইণ্ডিয়াতে আছে, তাদের ক্ষেত্রে কোন কথা বলা হল না—যে সিকিম গভর্ণমেন্টের কাছে রেফার করা হবে। আমি কি বলতে পারি স্যার যে পাশাপাশি দুইটি রাষ্ট্রের এই ভাবে চলতে পারে না। দুইটি রাষ্ট্র স্বাধীন সত্বা নিয়ে চলার কি উপায় আছে ? স্যার অন্যান্য আর্টিকলসও আমি এই সঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। আরেকটা দেখুন আর্টিক্যাল ৯ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে সেখানেও সিকিমের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। আর্টিক্যাল-১১ সেখানে ডিসপিউট সম্পর্কে বলা হয়েছে—ডিসপিউট ইন ইন্টারপ্রেটেশান সেখানে কি বলা হয়েছে, সেই জিনিষটা আমি তুলে ধরছি স্যার। 'If any dispute arises in the interpretation of the provisions of this treaty which can not be resolved by mutual consultation, the dispute shall be referred to the Chief Justice of India whose decision thereon shall be final.

আমার ভারতবর্ষের চীফ জাষ্টিস ডিসিশান দিবেন এবং সিকিমকে তা মানতে হবে। অবস্থাটা দেখুন। সিকিম এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে দুইটি দেশ, কিন্তু এই চুক্তির মধ্য দিয়ে দেখছি যে সিকিমের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। আরেকটা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি দেখলাম যেটা ১৯৭৩ সালের ৮ই মে তারিখে হল, ভারত সরকার, চোগিয়াল এবং সিকিমের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে, সেই চুক্তি এবং তার পরবর্তী সময়ে ১৯৭৪ ইং সনে গভর্ণমেন্ট অব সিকিম এ্যাক্ট যেটা পাশ হল, তার মধ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, আমরা দেখছি যে সিকিমের উপর এমন একটা কন্‌ষ্টীটিউশান চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেটা ডিক্টেটরিয়েল এণ্ড এণ্টি ডেমক্রেটিক।

মিঃ স্পীকার :— অনারেব্যল মেম্বার, আই উড রিকোয়েষ্ট ইউ টু সাম আপ ইউর স্পীচ।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— স্যার, আমরা যে জিনিষটা দেখছি, সিকিমে যখন গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়, তখন ভারত থেকে সি. আর. পি. গিয়েছিল। আর চুক্তি এবং সংবিধান যেটা তৈরী হল, তার মধ্যে যে জিনিষগুলি ফুটে উঠেছে, সেইগুলি আমি তুলে ধরছি। যেখানে চীফ একজিকিউটিভ সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমাদের সি. পি, আই. বন্ধু জিতেন্দ্র লাল দাস অনেক কথা উল্লেখ করেছেন এবং ঐ সংগে সংগে তিনি কেন এটাকে সমর্থন করলেন, সেই সম্পর্কেও তিনি বলেছেন। চীফ একজিকিউটিভ সম্পর্কে একটু নমুনা আমরা দেখতে পাই। আর্টিকেল ২৮, সেখানে আমরা যে উনি হেড অব দি এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অব সিকিম। এরপর সেকশান ১৩(২)এ আমরা দেখছি তিনি স্পীকার থাকছেন। ঐ সংগে সংগে আরেকটা জিনিষ দেখছি আর্টিক্যাল ২৫-এ যে চীফ মিনিষ্টার এণ্ড আদার মিনিষ্টারস এ্যাপয়েন্টমেন্ট

করবেন চোগিয়াল, কিন্তু কি করে করবেন? ঐ চীফ একজিকিউটিভ অফিসার যিনি আছেন তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী, তাঁর মত অনুযায়ী চোগিয়াল চীফ মিনিষ্টারকে এ্যাপয়েন্ট করবেন। আমরা বুঝতে পারছি না ওটা কোন ধরণের? (রেড লাইট) আমি আরও একটু সময় চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :— দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— এখানে আমরা একটা জিনিষ দেখছি, চীফ মিনিষ্টার এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং আদার মিনিষ্টারকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে চীফ একজিকিউটিভ অফিসারের পাওয়ার বেশী করে দেখানো হয়েছে, সেখানে জনগণ যাঁদের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছে বিধান সভায়, তাঁদের ক্ষমতাকে কতটুকু খর্ব করা হল, সেই সম্পর্কে নিশ্চয়ই আমরা ভেবে দেখতে পারি। ঐ সংগে সংগে আমরা দেখছি বিধান সভার যে নিয়ম প্রচলিত, সেখানে যাঁরা প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন, যাঁরা ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, তাদের মধ্যে কেউ স্পীকার হচ্ছেন না। আমরা দেখছি ভারতের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার তিনি বিধান সভার স্পীকার হচ্ছেন। এবং ঐ সংগে সংগে কনষ্টিটিউশান এ্যামেণ্ডমেন্ট করে করা হল ঐ বিধানসভায় একজন করে রিপ্রেজেনটেটিভ ভারতবর্ষের রাজ্যসভায় নির্বাচিত করবে এবং লোকসভায় একজন যাবে এবং সেটা ঠিক হবে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ সেটা ঠিক করে দেবে। কিন্তু ভারতবর্ষে কি অবস্থা আমরা দেখছি? ত্রিপুরা থেকে দুইজন মেম্বার লোকসভায় পাঠাচ্ছি এবং সেই অবস্থাটার সঙ্গে সিকিমের অবস্থাটা তুলনা করে দেখুন। আমার এক বন্ধু বলেছেন যে এটা প্রো-আমেরিকান হয়ে গেছে। চোগিয়ালকে সমর্থন করা হচ্ছে না, আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করা হচ্ছে এবং তা করতে গিয়ে ভারত সরকার যে আগ্রাসী মনোভাব নিয়েছেন তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে সিকিমের ক্ষেত্রে। কিন্তু আজকে সিকিমে যেটা হচ্ছে, সেটা যে অন্য রাষ্ট্রের উপর হবে না, ভবিষ্যতে সেটার গ্যারান্টি কে দেবে? সংবিধান চেঞ্জ করে সিকিমকে নেওয়া হয়েছে, অন্য রাষ্ট্রকে যে নেবে না তার গ্যারান্টি কোথায়? কাজেই এই জিনিষটা সমর্থন করা যায় না। তাই র‍্যাকটিফিকেশান অব এ্যামেণ্ডমেন্টস টু দি কনষ্টিটিউশান অব ইণ্ডিয়া যেটা এসেছে, সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা তিনজন মাননীয় সদস্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে চান। আপনাদের একটু সাম আপ করতে হবে, তা না হলে আমাদের অন্যান্য যে বিজনেস আছে ওটা সাফার করবে। শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এখানে যে প্রস্তাবটা এসেছে, আমি তাকে সমর্থন করছি। এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করতে গিয়ে বিরোধী দলের সদস্যরা যে বক্তব্য রেখেছেন, আমি অনেকটা বিস্মিত হয়েছি। বিস্মিত হয়েছি এই জন্য যে ভারতের অংশবর্তী যে রাজ্য, যার সংগে আমাদের সম্পর্কে শুধু ইংরেজ আমলে নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসের সংগে অনাদিকাল থেকে সেই সম্বন্ধ চলছে। যেমন ইতিহাসে দেখি ভুটানকে ভুজরাজ বলা হত। বাঙলা দেশ, আসাম সেইসব অঞ্চল নিয়ে,

তাদের সংগে সম্পর্ক ছিল, সেই যে অঞ্চল, তার সংগে তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার, যেহেতু চীনের সংগে তাদের বাফার ষ্টেট তৈরী করে রাখতে হবে, সেই জন্য তখনকার ব্রিটিশ নীতির জন্য তখনকার দিনে কিছু কিছু রাজাকে বাফার ষ্টেট করে রাখা, সেই নীতিতে ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে এই রাজ্যগুলি তৈরী হয়, তা না হলে কালচারেলী, রিলিজিয়াসলী এবং বিজনেস, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারে, ভারতবর্ষের কৃষ্টি এবং সভ্যতার সঙ্গে তাঁরা অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত ছিল। কাজেই সেইসব রাজ্য, সেইহেতু ব্রিটিশ আমলে চুক্তি হয়েছিল ভারত সরকার স্বাধীনতা পাওয়ার পরও সেই চুক্তির মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু আমরা যদি সিকিমের আন্দোলনের ধারাটাকে দেখি, আমরা কি দেখি? এই যে সিকিম সেই সিকিমের লোক, সিকি-মের জনসাধারণ, ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশের অধীনে ছিল, তখন সিকিমের জনসাধারণ তাদের রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠানকে তাঁদের দেশের মধ্যে নিয়ে গেছে। সিকিমের যে জনসাধারণ, ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সংযুক্তি রাখতে চেয়েছে। সেটা ভারতবর্ষ চায়নি। সিকিমের জনগণ চেয়েছে। ভারতবর্ষে দেশীয় রাজ্যের যে প্রতিষ্ঠান হয়েছিল তাতে সিকিম প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। তাহলে আমাদের দেখতে হবে সেই যে পার্শ্ববর্তী রাজ্য, তাদের কি ইচ্ছা, তারা কি চায়। আমার আগে দাশ মহাশয় বলেছেন। আমার সময় কম, কাজেই আমি সংক্ষেপে বলছি। তাদের ইচ্ছা বৃহত্তর ভারতবর্ষের সঙ্গে তারা একত্রিভূত হউক এবং সেই জিনিষটা বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারত সরকার তা করেছে। ভারতের পার্লামেন্টে আসার দাবী ভারতবর্ষের নয়, সিকিমের জনগণের দাবী। কারণ তারা চোগিয়ালকে ডেকেছে। ভারত সরকার একটা রাষ্ট্রের সঙ্গে যে চুক্তি করেছে, তার মর্যাদা দিয়েছে। কারণ আমরা গণতন্ত্র বিশ্বাসী। মানুষ যেটা করবে সেটা তার ইচ্ছার সঙ্গে এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেই জিনিষটাকে দেখতে হবে এবং তারই জন্য আজকে সিকিমে এটা করা হয়েছে। কাজেই সেখানে যে কথা বলা হচ্ছে যে ভারতবর্ষ তাদের উপর জোর জবরদস্তি করেছে তা নয়, বরঞ্চ সিকিমের জনসাধারণ বলতে পারে যে আমরা যতখানি চেয়েছিলাম ভারতবর্ষ ততখানি দিয়েছে। কারণ দেখতে হবে গতবার সিকিমে নির্বাচন হয়েছে এবং তারা ৩০টা সীটের মধ্যে সিকিম ২৯টা কংগ্রেস পেয়েছে। কাজেই তার মধ্য দিয়ে সিকিমের জনসাধারণের যে ইচ্ছা ফুটে উঠেছে সেটাই আমাদের কনষ্টিটিউশনে রূপ দিয়েছি। আজকে কেউ যদি আমাদের ভারতবর্ষের যে ফেডারেশন, যে ইউনিটারী ফেডারেশান আছে সেটাতে তারাও যদি মিশতে চায় তাহলে কি আমরা আমাদের সংবিধান সংশোধন করে তাদের আমাদের সঙ্গে নেব না?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—নেপালকে নেবেন?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—যদি নেপাল চায় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তাদের নেব।

(এ ভয়েজ—বাংলাদেশকে নেবেন?)

হ্যাঁ, বাংলাদেশ যদি চায় আমরা এখানে না থেকে আমরা ভারতবর্ষের সঙ্গে মিলে গিয়ে থাকব তাহলে কেন আমরা তাদের নিরাশ করব, তার মধ্যে আপত্তির কি থাকতে পারে?

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—হিটলারও এইভাবে মিলিয়েছিল।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—হ্যাঁ, সেই দৃষ্টান্ত আপনারা দিতে পারেন। কারণ দৃষ্টিভঙ্গি তো আপনাদের সেইরকম। কারণ আমাদের যে গণতন্ত্র সেটা জনসাধারণের, ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। ত্রিপুরা রাজ্যে কথাই ধরা যাক—। আমরা চেয়েছিলাম যে আমাদের পূর্ণ রাজ্যের

মর্য্যাদা দেওয়া হোক, আমরা সেটা পেয়েছি একটা সময়ের ব্যবধানে। যেহেতু সমগ্র দেশটা গণতান্ত্রিক সেইহেতু আমরা গণতন্ত্র পেয়েছি। কাজেই আমাদের দেখতে হবে যে আজকে পূর্ব্বাঞ্চলে যে ট্রাইবেল অঞ্চলগুলি আছে তাদের যে দাবী সেই দাবীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারত সরকার আসামকে ভেঙ্গে মেঘালয় করেছেন। যেগুলি এখন ইউনিয়ন টেরাটরি আছে সেগুলিও হয়ত ভবিষ্যতে পূর্ণরাজ্য হতে পারে। কারণ ভারতবর্ষের যে গণতন্ত্র সেটা হচ্ছে লিভিং, সেটা হচ্ছে জীবিত গণতন্ত্র। আজকে প্রয়োজনের সংঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাকে বাতিল করতে হবে। কোন জিনিষ আজকে জগতে ষ্ট্যাটিকস নয়। আজকে গনতন্ত্রের ধারণা বা তার প্রয়োজন সেটা সময়ের সঙ্গে বদল হয়ে যায়। যখন সময় বদল হবে তখন তার মধ্যে পরিবর্ত্তন আনতে হবে এবং সেই পরিবর্ত্তনের কথা বলতে গিয়ে মাননীয় বন্ধু বলেছেন যে আজকে কাশ্মীরে কি হচ্ছে? হ্যাঁ, কাশ্মীরে সমস্যাটা কি বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে দেখা হবে না? আমরা সেখানে দিনের পর দিন ভুল করে যাব? সেই ভুল ভারতবর্ষের গণতন্ত্র করতে চায় না। তারা জনসাধারণের ইচ্ছার সঙ্গে গণতন্ত্রকে মিলিয়ে নেয় এবং নেয় বলেই আমাদের এই গণতন্ত্রের শক্তি বাড়ছে এবং সকলের সংগে সামঞ্জস্য বিধান করে চলে। মাননীয় সদস্যরা যেমন তুলনা করেছেন যে কি পজিশন? পজিশানটা কি? আজকে তিব্বতে কি হয়েছে? আমরা দেখি আজকে তিব্বত চীনের একটা অঙ্গীভূত অঞ্চল হয়েছে। আমরা আজকে সেইগুলি স্পষ্ট করে দেখতে পাই না। সেখানে কি হচ্ছে সেটা আজকে সভ্য জগতে জানার কোন উপায় নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের যে কোন অঞ্চলে যে কোন অবস্থা পৃথিবীর সবাই দেখতে পারে। কাজেই এই যে তুলনা সেটা একটার সঙ্গে আর একটার তুলনা হয় না আসলে যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। কিন্তু যেহেতু আমার সময় কম আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে শেষ করছি।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসের সামনে সিকিম সম্পর্কিত যে প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা জানি যে ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে একটা ছোট্ট পাহাড়ী রাজ্য। এইখানে ত্রিপুরাতেও পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ জুড়ে যে পাহাড়ী ভায়েরা আছে, যে সময়ে ত্রিপুরার কম্যুনিষ্ট ভায়েরা আমাদের ত্রিপুরার পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী ভাইদের ধোঁকা দিয়ে পৃথক একটা রাজ্য করে দিয়ে তাদের সুখ শান্তিতে রাখবে বলে যেদিন ত্রিপুরাতে তারা আলোড়ণ সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছেন ঠিক সেই মুহূর্তে সিকিম ভারতের অন্তর্ভূক্ত হওয়াতে তাদের গাত্রদাহ হবে এটা জানা কথা। কারণ তারা জানত যে সিকিমকে ভয় করে, তিব্বতকে ভয় করে, নেপালকে ভয় করে চীনের সঙ্গে একটা যোগসূত্র স্থাপন করা যায়, ব্ল্যাক মার্কেটিং যাকে বলে সেই পলিটিক্যাল ব্ল্যাক মার্কেটিং এর ব্যবস্থা চীনের থেকে ভারতের করবার ব্যবস্থা বা যে পথ সেই পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ভারতের রাজনীতির সংগে তারা পরিচিত হয়েছে এবং সেজন্যই সিকিমের অন্তর্ভূক্তি তাদের গাত্রদাহ। এছাড়া অন্য কোন কারণ থাকতে পারে না। যেখানে সিকিমের মানুষ স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছে, ভারতের বৃহত্তম গণতন্ত্রকে পৃথিবীর মধ্যে যে বৃহত্তম গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা ভারতভূক্তি করতে চায় সেটা সিকিমের জনসাধারণের নিজস্ব ব্যাপার এবং সেটা তাদের নিজস্ব আন্দোলন। সেই আন্দোলন একদিনের নয়, অনেক দিন আগে থেকেই প্রাচীন ভারত যাকে বৃহত্তম ভারতবর্ষ বলা হত, যে বৃহত্তর ভারতবর্ষ

আমরা দেখতে পেতাম সেই ভারতের সঙ্গে সিকিমের ঘনিষ্ট যোগসূত্র ছিল। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করল সেই যন্ত্রণা কোন দিন যায় নি। তারা সেই ভারতবর্ষকে কোন দিন বলতে পারি নি। সেজন্য ভারতবর্ষের আদর্শকে তারা সব সময়েই তাদের সামনে রাখতে চেয়েছে। আমরা শুধু সিকিমের কথাই বলব না এই বৃহত্তম যে গণতন্ত্র সেই গনতন্ত্র আজকে যদি আমার শুধু পূর্ববর্তী বক্তা তড়িত বাবু বলেছেন যে যদি নেপাল ভূটান নয়, যদি চীনও আসতে চায়, ভারতের বৃহত্তম গণতন্ত্রের সঙ্গে মিশতে চায় আমরা সাদরে তাদের স্থান দেব। আমরা এক্সপানশান চাই না আমরা আমাদের নীতিকে জোর করে চালাতে চাই না। যদি ভারতের নীতিতে কেউ বিশ্বাস করেন; যদি কেহ তাকে তার নিজের মনে করে তাহলে আমরা সেই আদর্শকে দান করব। ভারতবর্ষ তার আদর্শকে যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছে, আজও আদর্শ হিসাবে ভারতের স্থান উচ্চে। ভারতবর্ষের আদর্শ পৃথিবীর দিকে দিকে আছে। সেই ভারতের গণতন্ত্রকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে পৃথিবীর যে কোন স্থানে আমরা সেই আদর্শকে দেব। সেটা ভারতের রাজনৈতিক কথা নয়, সেটা ভারতের আদর্শ। সুতরাং সেই আদর্শকে গ্রহণ করে আজ সিকিম ভারতের ভারত ভুক্ত হয়েছে এবং যেখানে সিকিমের মানুষ ভারতের কনষ্টিটিউশনকে সংশোধন করে ভারতভূক্ত হয়েছে সেখানে আমাদের উচিত ভারত সরকারের নয় শুধু, ভারতের প্রতিটি মানুষের উচিত, যে কোন সুস্থ মানুষের উচিত যারা হাহাকার করছে তারা যাতে সুখে শান্তিতে বস বাস করতে পারে, তাদের যাতে উন্নতি অগ্রগতি হতে পারে সেজন্য ভারতের মত আদর্শ স্থানীয় দেশের যদি সাহায্য চায় তাহলে ভারত তাকে স্থান না দিয়ে পারে না। মানুষের হাহাকার, মানুষের জীবনের দুঃখকে লাঘব করার জন্যই ভারতের গণতন্ত্র। সেজন্য ভারতের মানুষ চিন্তা করেছে যে আমার পার্শ্ববর্ত্তী একটা বুভুক্ষ দেশ, একটা অবহেলিত দেশ, ভবিষ্যতে হয়ত চীনের দ্বারা আরও নাস্তানাবুধ হতে পারে এবং ভবিষ্যতে হয়ত ষড়যন্ত্রের খেলা হয়ে দাঁড়াবে। এই চিন্তা ধারায় তারা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।

সেই কারণে ভারত এগিয়ে এসেছে এবং তাদেরকে ভাই বলে গ্রহণ করেছে। এবং বলছে যে তোমরা এগিয়ে এস, প্রয়োজন হলে আমরা আমাদের কনষ্টিউশান, আমাদের শাসনতন্ত্র বা আমাদের যত রকমের ব্যবস্থা আছে, সেই সবের সুযোগ দিয়ে আমরা তোমাদেরকে গ্রহণ করব। তাই ভারত আজ তার কনষ্টিউশান চেঞ্জ করছে এবং সিকিমকে আপন ভাই বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। কাজেই ভারতের কোন মানুষ তার বিরোধীতা করতে পারে না, পারে শুধু তারাই যারা নাকি বৈদেশিক চক্রান্তে আকৃষ্ট রয়েছেন, সেই সি, পি, এম পার্টি। তারা শুধু এই সিকিমের বেলায় বিরোধীতা করছে না, চীন যখন ভারত আক্রমণ করেছিল, তখন এই পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যের মাটিতে থেকে সেই চীনা আক্রমণের বিষয়ে টু শব্দটি পর্য্যন্ত করে নি। কাজেই যারা নিজের দেশকে অপর দেশের হাতে বিলিয়ে দিতে পারে, তারা এই সিকিমের ভারত ভূক্তিকে কোন মতেই সহ্য করতে পারবে না। সুতরাং তাদের গাত্রদাহ শুধু এই জন্যই নয়, তারা ভিন্ন একটা রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত এবং তাদের পার্টি তাদের অর্থেই বেঁচে আছে, কাজেই তাদের স্বার্থের সংগে তাদেরও স্বার্থ জড়িত রয়েছে। তাই তারা এই ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহন করে এবং ভারতের জলবায়ু পান করে সব সময়ে ঐ চীনের জয়গান করে আসছেন, তাদের পক্ষে সিকিমের ভারতভূক্তির প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য নয়, এতে আমাদের আশ্চর্য্য হওয়ার

মত কিছু নাই। কিন্তু একটা কথা ঠিক যে পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রের কোন মানুষ আজ পর্য্যন্ত এই সিকিমের ভারতভুক্তির বিরোধীতা করে নাই, অথচ এই সি, পি, এম পার্টির কয়েকজন মানুষ ছাড়া। আর সি, পি, এমের আশ্রিত যে সব লোক আছে, তারা হয়তো আর কয়েকদিন পরে সেদিকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, কাজেই তারাও হয়তো মধ্যে মধ্যে এটার বিরোধীতা করে কিছু বলতে পারেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলব যে আমাদের ভারতবর্ষ অত্যন্ত চিন্তা-শীল এবং সেই চিন্তাভাবনা করে ভারত আজ সিকিমকে তার অন্তর্ভূক্তি করেছে। তাছাড়া এটা সিকিমের জনসাধারণের বহু দিনের দাবী, সেই দাবীকেই ভারত আজ গ্রহণ করেছে, সিকিমের মানুষের সুষ্ঠু এবং সুন্দর পরিচালনার জন্য। কাজেই এর দ্বারা সিকিমের জনসাধারণ তাদের ভবিষ্যত উন্নতির পথ সুগম করে নিয়েছে বলে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি এবং এখানে মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র বাবু যে কথা বলেছেন, তিনি আমাকে ভুল বুঝিয়েছেন, কারণ তিনি বলতে চেয়েছেন যে ২ জন লোক সিকিম থেকে আনবে, তারা ঠিক জনগণের প্রতিনিধি হয়ে আসবেন না। কিন্তু আসলে তা নয়। কারণ এখানে বলা হয়েছে রিপ্রেজেন্টে-টিভ সব সিকিম এ্যাণ্ড দি কাউন্সিল অব ষ্টেট সেল বি ইলেক্টেড বাই দি মেম্বার্স অব দি সিকিম এ্যাসেম্বলী। এটা আমরাও করি আমরা এভাবে নির্বাচন করে রাজ্য সভায় আমাদের মেম্বার পাঠাই। তারপরে দুই নম্বর তিনি যেটা বলেছেন, সেটা হচ্ছে দি রিপ্রেজেন্টেটিভ অব সিকিম ইন দি হাউস অব পিপল সেল বি চুজেন বাই দি ডাইরেক্ট ইলেকশান এ্যাণ্ড নট বাই দি এ্যাসেম্বলী এ্যাণ্ড ফর দীস পার্পাস দি হোল অব সিকিম। সুতরাং তাঁর এই কথাও ঠিক নয় যে সিকিমের জনগণ তাদেরকে পাঠাবেন না। আমার বক্তব্য টেনথ সিডিউলের এইট (বি) তে আছে টার্মস এ্যাণ্ড কণ্ডিশানস অব এ্যাসোসিয়েশন অব সিকিম উইথ দি টেরিটরী অব ইণ্ডিয়া। সুতরাং এটা বিলের মধ্যে পরিষ্কার করে বলা আছে। কাজেই উনি যে ভাবে বলেছেন যে ভারতবর্ষ সিকিমকে ক্রমশঃ গ্রাস করে ফেলছে অর্থাৎ সিকিমের দুইজন ট্রেজারার মেম্বার হয়ে বসে থাকবে বলে যে কথা উনি বলছেন, তা মোটেই সত্য নয়। এখানে প্রকৃতপক্ষে সিকিমের জনগণের যে দাবী, সেটাই এই বিলের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে এবং তা খুব ভাল হয়েছে বলে আমি মনে করি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি রিজলিউশানটা মুভ করতে গিয়ে তার যে যে এ্যামেণ্ডমেন্ট হবে, সেটা আমি এই হাউসের সামনে উপস্থাপিত করেছি। কিন্তু আমাদের বিরোধী দলের নেতা নৃপেন্দ্রবাবু বলেছেন যে সিকিমের জনসাধারণের কল্যাণের জন্য এই কন্‌ষ্টিটিউশান এ্যামেণ্ডমেন্ট হচ্ছে না। তাই আমি প্রথমতঃ এই হাউসের কাছে উপস্থিত করছি যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এসেছে, তাতে পরিষ্কার লেখা আছে যে সিকিমের উন্নতি করে, সিকিমের রেলওয়ে, এয়ারড্রোম, ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড, পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন ইত্যাদির কাজে ভারত যাতে তাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং তাদের ডিফেন্সের ব্যাপারে তাদের ইনটিগ্রিটি রক্ষার জন্য, বহির আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থাই ভারত সরকার করতে পারবেন। কিন্তু তারা যে এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করবেন, সেটা আমরা অনেক আগে থেকেই জানি। কারণ এই সম্পর্কে তাদের প্রতি চীনের নির্দ্দেশ এসে গেছে এবং সেই চীনের নির্দ্দেশ অনুসারেই তারা এখানেও সেই কাজ করছেন। তারা আবার বলছেন সিকিমে কোন গণতন্ত্র নাই। আমি বলতে পারি যে জায়গাতে গত বছরে নির্ব্বাচন হয়েছে এবং সেই নির্ব্বাচনের মাধ্যমে সিকিমের জনগণ রায় দিয়েছেন, তাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে এবং সেটা সিকিমের উন্নতির জন্য নিরলস ভাবে

কাজ করে যাচ্ছেন। কাজেই আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই যদি গনতন্ত্র না হয়ে থাকে তো, গণতন্ত্র আছে কোথায়? আসল কথা তারা বলবে না। আজকে যদি সিকিমের পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতকে সাহায্য করতে হয়, তাহলে এই সংবিধানের সংশোধন না করলে সেটা কি করে সম্ভব, আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তাছাড়া তারা সিকিমের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে নানা কথার উল্লেখ করেছেন তাদের সেই সব কথার মধ্যে কোন যুক্তি নাই। কারণ মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র লাল দাস মহাশয় তাদের সেই সব কথার জবাব দিয়েগেছেন। তিনি বলেছেন যে সিকিম হচ্ছে ভারতের একটি সহযোগী রাষ্ট্র এবং সেই সহযোগী রাষ্ট্র হতে কারো কোন আপত্তি নাই। অন্তত: সিকিমের কোন লোক এই ধরনের আপত্তি করেন নাই। অথচ আমাদের এই হাউসের সি, পি, এম, পার্টি তার বিরোধীতা করছেন এতে কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। কাজেই আমি আশা করি হাউস এই রিজলিউশানটাকে সর্বসম্মতভাবে পাশ করিয়ে দেবে।

Mr. Speaker : — Now the discussion is over. Now the question before the House is the Resolution moved by Shri Monaranjan Nath, Minister— "That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the perview of the provise to the clause (2) of the article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Bill. 1974 as passed by the two Houses of Parliament, which seeks to give effect to the wishes of the people of Sikkim for strengrhening Indo-Sikkim co-operation and inter-relationship and the short title of which has been enanged into "the Constitution (Thirty-fifth Amendment) Act 1974".

(It was put to voice vote and passed.)

DISCUSSION ON THE MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE FOR SHORT DURATION

Time—1 (one) hour.

Next business of the House is discussion on matters of urgent Public Importance for short duration. I call on Shri Nripendra Chakraborty to raise discussion on the following matter :— "বাংলাদেশে বে-আইনী ভাবে চাল ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র চালানসম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার ত্রিপুরায় এক ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতি। আমার রাজ্যের নিত্যকার জীবন যাত্রা প্রায় অচল হয়ে উঠেছে। যখন আমাদের সীমান্ত পাকিস্তান ছিল তখন আমাদের সীমান্ত এলাকায় মানুষেরা ঘুমাতে পারত না। তাদের গরু বাছুর চুরি হত ডাকাতি হত বিভিন্ন ধরণের সমাজবিরোধী কার্যকলাপ সীমান্ত এলাকায় ব্যাপ্ত ছিল। এবং সীমান্ত ত্রিপুরার প্রায় চারদিকে বেষ্টিত। যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হল তখন ত্রিপুরার মানুষ ভেবেছিল যে হয়ত এখন সীমান্ত এলাকায় আমরা ঘুমাতে পারব। হয়ত সীমান্তের শান্তি ফিরে আসবে হয়ত সীমান্তের গরু চুরি ডাকাতি রাহাজানি চোরাকারবার বন্ধ হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকে তার বিপরীত চিত্র আমরা দেখছি। একদিকে দেখেছি বাংলাদেশের যে শাসন চলছে ধনিক

জমিদারদের শাসন। সেখানে শাসন এবং শোষনে নিরন্ন মানুষ প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। অব্যবস্থার খাদ্যের দর, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দর এবং তার যে ফল সেই ফল আজকে আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে। আমি গত কিছু দিন ত্রিপুরার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা ঘুরে দেখেছি। সীমান্ত এলাকার ক'দিন আগে বাংলাদেশের সরকারও এই কথা ঘোষণা করেছিল এবং আমার যতটুকু মনে পড়ে ত্রিপুরার পত্রপত্রিকায়ও এই কথা লিখা হয়েছিল—এদিকে বাংলাদেশ সীমান্ত সিলড আপ করে দিয়েছে আর এইদিকে ত্রিপুরা সরকারও সীমান্ত সিলড করে দিয়েছেন। কিন্তু আজি কি দেখলাম আমি দেখলাম যে চাল পাচার হচ্ছে এবং চাল পাচার হওয়ার ফলে অন্যান্য এলাকা থেকে সীমান্ত এলাকায় চাল অবাধে চলে যাচ্ছে। এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ বিশেষ করে লবণ, সর্ষের তেল কাপড, সুতা স্পাইসেস, চিনি, বিড়ি, বিড়ির পাতা এবং বিভিন্ন মেসিন পার্টস ইত্যাদি—এইগুলি বেপরোয়া ভাবে সীমান্ত দিয়ে বাংলা দেশে চলে যাচ্ছে। আর বাংলা দেশ থেকে যা আসছে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে চা, তামাক, মাছ, ডিম, দুধ ইত্যাদি আছে। এবং বাংলা দেশের মুদ্রার যে দর বাজারে—তার দর হচ্ছে টাকা প্রতি ৩০ পয়সা ৪০ পয়সা দাম। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে যে আমাদের জিনিষ বেশী যাচ্ছে এবং ওখানকার জিনিষ কম আসছে। এবং সেজন্যই এই দর ক্রমশঃ নীচে নামছে। প্রথমে শতকরা ৬০ টাকা ছিল এবং এখন ৩০ টাকায় নেমেছে। যার অর্থ হল আমাদের এখান থেকে পয়সা যায় না মাল যাচ্ছে এবং সেই মাল বেপরোয়াভাবে ওখানে চলে যাচ্ছে। শুধু জিনিষপত্রই নয় ক্ষুধার্ত মানুষ বাংলা দেশ থেকে ত্রিপুরার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ঢুকছে। আগরতলা শহরের দুর্গাবাড়ীতে গেলে দেখতে পারেন যে সেখানে নুতন করে শরণার্থীর ভীড়। মধুপুর থেকে রিপোর্ট এসেছে সেখান থেকে ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে চোরে এবং তার অধিকাংশ চোরই হচ্ছে বাংলা দেশ থেকে আগত। সীমান্তে সীমান্তে শ্রমিকেরা ঢুকছে, কমলপুরে দেখলাম অন্তত ২০০ জন বাগানের লেবার তারা ঢুকেছে। এবং তাদের প্রায় অবাধ যাতায়াত—সেখানে সীমান্তে কেউ প্রহরা দেবার জন্য নাই। এই সমস্ত শ্রমিকেরা তারা এক টাকা দেড় টাকা করে আমাদের এখানকার কাজ কেড়ে নিচ্ছে। যার ফলে এখানকার গ্রামের মানুষ যারা নিজেরা বেকার তারা কাজ পাচ্ছে না। তারা তাদের মজুরীর হার কমিয়ে দিচ্ছে। এই হচ্ছে চিত্র—এই চিত্রে প্রমাণ করে যে আমাদের সীমান্তে প্রহরা বলতে কিছুই নাই। অথচ আমরা জানি বি, এস, এফ, বি, এম, পি, সি, আর, পি, এবং ইদানিং রাজস্থান থেকে অনেক কনষ্টেবল আনা হয়েছে। তারা কেউ সীমান্ত পাহাড়া দেয় না। তাদের কাজ হচ্ছে কোথায় শ্রমিকেরা ধর্মঘট করছে কোথায় ছাত্ররা সত্যাগ্রহ করছে এবং নারীরা ক্ষুধার্ত হয়ে খাদ্য দাবী করে তাদের পিটান হচ্ছে। এই হচ্ছে সি, আর, পি, বি, এস, এফ, এবং বি. এম, পি,র কাজ। সীমান্ত পাহাড়া তারা দেয় না। এমন কি সেই বি, এস, এফ,কে এত খাতির করা হয়—গত ২৯ ৪,৭৪ তারিখে হরিহর দোলা—সদরের একটি জায়গা সেখানে এই বি, এস, এফ, তারা দু'টো মেয়েকে ধর্ষণ করল—এর প্রতিবাদে খবরের কাগজে দেওয়া হয়েছে আমি নিজে লিখেছি একটা তদন্ত পর্য্যন্ত করা হয় নি। কারণ এটা ধর্ষনকারীর রাজত্ব। সারা ভারতবর্ষে ধর্ষণ চালাচ্ছে। বি, এস, এফ, সীমান্তে আমাদের বোনদের ধর্ষণ করবে এইটা কোন আশ্চর্য্যের কথা নয় এবং এইটার কোন তদন্ত হয় না। আমি সেইদিন আসারাম বাড়ীতে গিয়েছি। আমি সেখানে দেখলাম কুমড়াপাতা আটকে রেখেছে, চাউল যেতে

দিচ্ছে না. এখান থেকে তেল, লবণ যেতে দিচ্ছে না এবং কুমড়া পাতাও আটকে রেখেছে। আমি বি, এস, এফের কমাণ্ডেন্টকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কুমড়া পাতা আমাদের কি কাজে লাগে এবং কুমড়া পাতা যারা সংগ্রহ করছে তাদের বিকল্প কোন কাজ নেই। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা, বেকার ছেলেমেয়েরা সারাদিন ধরে কুমড়া পাতা সংগ্রহ করে। তারপরে ফরেষ্টের গুণ্ডারা তাদেরকে জোর করে ধরে পয়সা আদায় করে এবং তারপরে বি, এস, এফকে পয়সা দেওয়ার পরও আরও বেশী পয়সার লোভে বি, এস, এফ তাদের কুমড়া পাত আটকে দিল। আজকে সীমান্তে কেন এই সমস্ত বন্ধ হয় না? শুধু তাই নয় নড়সিংগড়, নতুননগর এই যে আমাদের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্ত্তীর কনষ্টিটিউয়েন্সীতে আছেন যারা তার সমর্থক যারা সেখানে ডিলার, যারা সেখানকার মাতব্বর লোক তাদের বাড়ীতে যদি এখনও যান তাহলে দেখতে পাবেন লবণের বস্তা স্তূপীকৃত আছে। পুলিশ অফিসাররা বলছেন আমাদের ক্ষমতা নেই তাদের লবণে হাত দিতে পারি। এই ফুড ডিপার্টমেন্ট বলছেন এই ডিলারদেরকে ধরবার ক্ষমতা নাই, কারণ পঞ্চায়েতে রিকুইজিশন করেছে গ্রামের লোকেরা ধরেছে, এস, ডি, ও, রিকমেণ্ডেশন করেছে যে তার ডিলারশীপ কেটে দেওয়া উচিত ফুড দপ্তরের ডিরেক্টার বলছেন তার ডিলারশীপ কেটে দেওয়া উচিত কিন্তু যেহেতু তিনি শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্ত্তীর সমর্থক কাজেই তাকে সেখান থেকে সরানো হবে না এবং তাদের বাড়ীতে লবণের বস্তা থাকলেও পুলিশ সেইটাকে কগনাইজেন্সে নিতে পারে না। এইটা কি শুধু এই এলাকার কথা? সেইদিন মাণিকভাণ্ডারে কেরোসিনের ডিলার তাকে সমস্ত যুবকেরা গিয়ে ধরেছেন সেখানে মিথ্যা কার্ড পাওয়া গেছে, জাল কার্ড যাকে বলে তারা ধরেছেন কিন্তু পুলিশ বলছেন যে মন্ত্রীর ডিলার তিনি মাননীয় মন্ত্রী ক্ষিতীশ দাসের ডিলার তাকে এরেষ্ট করার ক্ষমতা আমাদের নেই। চাউল পাচার হচ্ছে আসামে ট্রাক ধরা হলো কিন্তু কোন কেস তো করা হবে না। কারণ তারা হচ্ছেন মন্ত্রীর লোক। কাজেই সেই সমস্ত ডিলারকে ধরা হবে না। এইটা একটা দুইটা এলাকার কথা নয় সেই ঋষ্যমুখ থেকে সুরু করে কুল্টি পর্য্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় এই ডিলাররা হচ্ছে সমস্ত কংগ্রেসের খুঁটি মন্ত্রীদের খুটি, কংগ্রেসী এম, এল, এ'দের খুটি, আমি সবাইকে বলছি না যাদেরকে ধরা হয়েছে তাদেরকে।

রাণীর বাজার থেকে চাউল চলে যাচ্ছে বর্ডারে। এক সপ্তাকের মধ্যে ২/৩ টাকা দর বেড়ে গেল। রাণীর বাজারের লোক এসে চিৎকার করে বললো আমরা চাউল পাই না আমাদের বুকের উপর দিয়ে চাউল চলে যাচ্ছে এবং তারপরে দেখা গেল সেই মিল মালিকরা তারা একটা চুক্তিতে এলেন সেখানে মন্ত্রীদের সংগে সেইটা মিটমাট হয়ে গেল। তারা না কি একশো টন চাউল গভার্ণমেন্টকে মেরে দিয়েছেন। আজকে পর্যন্ত গভার্ণমেন্ট সেই চাউল পাচ্ছে না তাদেরকে কোন শাস্তি দিচ্ছে না। সেই একশো টন নিশ্চয়ই বাংলাদেশে গিয়েছে এবং নিশ্চয়ই যদি চাউল দেন তাহলে পরে যখন চাউল সস্তা হবে তখন গভার্ণমেন্টকে দেবেন। এখন হয়তো সেই চাউল বাংলাদেশে ৪/৫ টাকা কে, জি, বাংলাদেশে আদায় করে তারপরে যখন আমন ফসল উঠবে তখন গভার্ণমেন্টকে দেবেন এই চুক্তি। সেখানে মন্ত্রীদের সংগে এই চুক্তি করা হয়েছে। আনন্দনগরে একটা রেশন সোপ থেকে চাউল চলে যাচ্ছে, একজন চায়ের দোকানে দোকানদার বললেন যে আমাদের বুকের উপর দিয়ে চাউল চলে যাচ্ছে আমরা পাই না।

আগরতলা শহর থেকে গুণ্ডাদল গিয়ে তাকে পিটিয়ে দিল। আমি জানি সেই ডিলারের পরিবর্ত্তন হয়েছে কিনা কারণ তিনি অত্যন্ত পপুলার লোক। তিনি কংগ্রেসের মন্ত্রীদের পোষা লোক এবং তারা প্রাইভেট আরমি রাখে এই সমস্ত ডিলার যারা কেরোসিন পাচার করছেন, যারা চাউল পাচার করছেন, যারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পাচার করছেন তাদের প্রত্যেকের প্রাইভেট আরমি আছে গুণ্ডাদল তারা পোষছেন এবং যদি কোন গণতান্ত্রিক শক্তি তাদের সেই সমস্ত ধরতে যায় তাহলে কি দেখা যায় না তাদেরকে আগে সেখানে জেলে দেওয়া হয়। ঐ মাণিক ভাণ্ডারে চাউল পাচার হচ্ছিল সেখানকার লোকরা এসে চাউল ধরলো ১৮ দিন সেই যুবকদেরকে এবং মাকর্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রবীণ নেতাকে ১৮ দিন পর্য্যন্ত বিনা জামিনে আটকে রাখা হয়েছিল তার অপরাধ হলো তিনি সেই চাউল ধরেছিলেন যে ব্ল্যাকে চালান করা হচ্ছিল। কাজেই এই যে বাংলা দেশে পাচার এই বাংলাদেশের পাচারের সংগে যুক্ত আছেন মন্ত্রীরা এখনেকার সরকার এবং তার জন্য এই বাংলাদেশের পাচার বন্ধ করা যায় না। আমরা সেইদিন গভার্ণরকে বলে এসেছি এবং আজকে এই হাউসের সামনে আমরা বলছি যে আমরা এই ত্রিপুরায় আর আমরা বাংলাদের লোক রাখতে পারবো না। এই কথা ঐ শেখমুজিবের গভার্ণমেন্টকে পরিস্কার জানিয়ে দিতে হবে যে তোমাদের লোকদেরকে তোমরা আটকাও। যদি তারা এখানে আসে তাহলে আমরা তাদের ফেরত পাঠিয়ে দেবো এবং তাদের জন্য তোমাদেরকেই ক্যাম্প খুলতে হবে এবং তাদেরকে আমরা রিলিফ দিতে পারি এই ক্ষমতা আমাদের নাই। মানবতার দিক আছে আমি জানি কিন্তু আমার এখানে ত্রিপুরাতে যেখানে মানুষ অনাহারে মরছে যেখানে সাধারণ একটা জি, আর দিতে পারে না এক দুই টাকায় চাউল দিতে পারে না, যেখানে রেশনে আমার লোককে চাউল দিতে পারে না সেখানে আমার ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচানো একটা সব প্রধান দায়িত্ব বলে আমি মনে করি। কাজেই আমি তারপর আর একজন লোককেও এখানে রাখতে পারবো না। এই ভারত সরকারকে জানিয়ে দেওয়া দরকার এই কথা ঐ শেখমুজিবের গভার্ণমেন্টকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। তেমনি এই যে সমস্ত বি, এস, এফের উপর দায়িত্ব রাখা হয়েছে বর্ডার সিল আপ করার জন্য যারা টাকা খেয়ে সমস্ত মাল পাচার করছে এবং যে সমস্ত দালালরা সমস্ত বর্ডারে বর্ডারে এই সমস্ত কাজকরবার করছে এদের জন্য আমরা জনসাধারণকে বলবো কঠোর হস্তে দমন করার জন্য। সরকারের উপর ছেড়ে দিলে হবে না। সরকার, আজকে আমরা দেখছি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একটা লোক দেখানো প্রহসন করছেন তারা ওখানে দুই একটা লোককে ধরে তারা দেখাবার চেষ্টা করছেন এই দেখ আমরা স্মাগলিংদেরকে ধরছি এইটা আসলে হচ্ছে একটা সটানট্। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা জানি কারা স্মাগলার এবং সরকারও জানেন কাস্টমস দপ্তর জানেন, বি, এস, এফের লোকেরা জানেন তাদের উপর কোন চার্জ করা হচ্ছে না। এক দুইজন ধরে রেডিওতে সেইটাকে তিন চারবার অ্যানাউনস করলেই এই ব্ল্যাক বন্ধ হবে না, জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই ব্ল্যাক বন্ধ করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে এই কথা বলে আমি এই আলোচনায় সুত্রপাত করলাম।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে আলোচনা আমাদের মাননীয় নেতা শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী এইখানে উত্থাপন করেছেন আমি সেই প্রসংগে আরো তথ্য আনতে চাই।

সোনামুড়া মহকুমা আমার যে মহকুমা ইতিমধ্যে সেখানে ১১ জনের অনাহারে মারা গিয়েছে। ৪২টি রেশনের দোকান আছে সেখানে। সেই ৪২টি রেশনের দোকানে ১,০০০। ১৪০০ মেট্রিক টন চালের দরকার। কিন্তু সেখানে বেশী চাল সেখানে দেওয়া হয় না। যেখানে প্রতি সপ্তাহে দরকার ৯৫ মে: টন সেখানে মাত্র ২৪ মে: টন চাল সেখানে গিয়েছে। পাঠিয়েছেন এই সরকার। রেশনের বরাদ্দ করেছেন সোনামুড়া মহকুমায়। প্রতিটি রেশনের দোকানে সরবরাহ করার জন্য। আর তার পাশাপাশি আমরা কি দেখি। দেখি যে চালের দাম বাড়তে আরম্ভ করেছে ৭০, ৮০, ৯০, ১১৬ টাকা। হ্যাঁ, ১১৬ টাকায় উঠে চালের দর। চারিদিকে হাহাকার অবস্থা, কি নিদারুণ অবস্থা। সাড়ে তিন টাকায় দাড়িয়েছে সোয়া সের চাল। আমি চলতি নিয়ম অনুযায়ী বলছি। সেখানকার মানুষ যে নিয়মে এখনও চলে। ১১৬ টাকায় চালের মন উঠার পরও এই সরকারের টনক নড়ে নি। এখনও বস্তা বস্তা চাল পাচার হয়ে যাচ্ছে সোনামুড়া বর্ডার দিয়ে। সোনামুড়া, বক্সনগর, ধনপুর, নিঁদয়া এই সমস্ত জায়গা দিয়ে। আর ঠিক তার পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি বি, এস, এফ, আমরা দেখতে পাচ্ছি পুলিশকে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই হারুণ মিয়া নামে বাংলাদেশের বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন প্রাক্তন সেপাহী। তিনি নাকি গণমুক্তি ফৌজে একজন কেডার ছিলেন। কমিশন হয়েছেন কিনা আমি জানি না। সেই হারুণ মিয়া তার সশস্ত্র তার সঙ্গে সমস্ত এল, এম, জি, এবং অন্যান্য যে সমস্ত সঙ্গী সাথীকে নিয়ে এসে রাতের পর রাত ধনপুরে কাটালেন শুধু কুমড়ি পাতা নয় কুমাড়া পাতার ব্যবসা খুলে বসলেন সোনামুড়া ভিতর দিয়ে ঐ বর্ডার লাইন দিয়ে সমস্ত চাল কাপড় আমাদের সমস্ত জিনিষ এখনও পাচার করছেন। তাকে ধরার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। আমি নিজে সমস্ত ঘটনার কথা পদ্মশ্রী এস, ডি. ও, কে জানিয়েছি। পদ্মশ্রী এস, ডি, ও, সেখানে যান নি। তিনি দৌড়েছিলেন মেলাঘরের ছাত্ররা ধর্মঘট করছে, সোনামুড়া ছাত্ররা যে আইন অমান্য আন্দোলন করার সময় সেখানে দৌড়ে গিয়েছিলেন পুলিশ, সি, আর পি, এবং বি, এস, এফ কে নিয়ে। যেখানে ধাওয়া করেছিলেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, উল্লেখ করছি আরো আমি বি, এস, এফ, পুলিশ রাস্তায় থানায় কি করছে তার একটা উজ্জল দৃষ্টান্ত আমি ধরছি। এক একটা কলঙ্কজনক অধ্যায়ের একটা উজ্জল দৃষ্টান্ত আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি। একজন সর্পঞ্চ। মহেশপুর গাঁও সভার, নিদয়া, বীরেন্দ্র গাঁও সভার, মহেশ্বরপুর গাঁও সভার মিলিয়ে একজন সর্পঞ্চ। সেই সর্পঞ্চ লিখেছিলেন সুপারেন্টেনডেন্ট অব পুলিশ, ওয়েষ্ট ত্রিপুরার কাছে। তার একটা কপি আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল। আমি পড়ে দিচ্ছি।

Thus your goodself is not aware of the fact that the tribal personal of the village Raghunath Defa, Micrusha Para under Jatrapur P. S. in Wast Tripura are able get hold of 13 decoits of Bangladesh under the leadership of one Shri Basundar Deb Barma of village Raghunath Defa, Micrusha Para few months age. The same of the leader of the gang af dicoits is Kalu Miah who was also got hold of by the tribal personnel along with 12 associatates sew in the jail custody of Udaipur jail in South Tripura.

আরো কিছু তথ্য আছে। আমি বলে যাচ্ছি।

The activities of Shri Dhanesh Ch. Laskar, A. S I. of Jatrapur P. S. has been followed by them suspiciously.

For along time Sree Lasker was seen to make a secret relation wlth the said decoits of Banglanesh nationality for the relief of dicoits who were in Udaipur jail hajot. It is also learnt from various saurces that Sree Laskor has get an amount of money from the relatives of the dicoits of Bangladesh or the purpose of release of decoits from the case in question dated 8. 8. 74. Sri Lasker left for Udaipur along with (1) Shri Ruston Halderm (2) Abdul Sattar, (3) Shri Abdul Saiod, all of Bangladesh and also the relative of those decoits in view of meeting with decoits in the Udaipur Court. Accordingly Sree Lasker along with the said Bangladesh national visited Udaipur and met with them in the court Sree Lasker was not ably to think for prior permission from the authority for such a visit along with Bangladesh Nationalty.

এই ভাবে স্যার, এই যে সর্পক্ক একটা চিঠি লিখল, এবং সে আরো জানাল যে কোন বাড়ীতে উঠেছিল, উদয়পুরে কার বাড়ীতে খানা পিনা করেছে কার কোর্টে কেস মুভ করছে। এই দারোগা থানা থেকে উদাউট অথরিটি কোন পারমিশন না নিয়ে। দরখাস্তের তারিখ হচ্ছে ১২ই আগষ্ট ১৯৭৪। আমরা জিজ্ঞেস করি সেই সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ঐ ধনেশ লস্কর যাত্রাপুর থানার এস, আই,। তিনি এখনও সমগ্র অঞ্চলে শুধু ডাকাতি পরিচালনা করবেন। এখনও সেখানে চালের চোরাকারবার চলছে। শুধু চাল নয়, আমাদের ভারতবর্ষ থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র চলে যাচ্ছে এই ধনেশ লস্করের লীডারসীপে। ঠিক একই ভাবে বক্স নগরে আসুন, সোনামুড়ায় আসুন একই ভাবে সারা ত্রিপুরার বর্ডারগুলিতে, প্রত্যেক জায়গায় এই একই ব্যবস্থা চলছে। স্যার, সোনামুড়ার এ্যান্টিকোরাপসনের হঠাও, দুর্নীতি হঠাও ইন্দিরাজীর দুর্নীতি হঠাও নীতি নাকি রূপদান করছেন। ত্রিপুরাতে ইদানিং রেডিওতে ঘন ঘন ব্রড কাষ্টিং হচ্ছে, আমি জিজ্ঞেস করি পাকিস্তান হিন্দুস্তান ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান দুটোর জন্মের তারিখ থেকে সোনামুড়ার বুকে যাদের হাজার হাজার মানুষ চিনত জানত তারা আজকে কাপড়ের বিরাট ব্যবসারী। মন্ত্রীদের সঙ্গে শুধু রিলেশন নয় বা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক নয়, এমন কি কেউ কেউ ত্রিপুরার মন্ত্রীদের বেতন করা কর্মচারী পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছেন। এক একজনের ২/৩টি করে গাড়ী হয়েছে। সেই গাড়ী করে রাত্রে আগরতলা থেকে পাচার করা হয়। আগরতলা থেকে বস্তা বস্তা নিয়ে যাওয়া হয়। মিসা এদের জন্য নয়। মিসা তাদের জন্য নেই। তাদের জন্য ডি, আই, আর নেই। বাংলাদেশে চালের বস্তা আগরতলা থেকে পাচার হচ্ছিল মাত্র তিন দিন আগে। মাত্র ৬ বস্তা চাল আটক করতে পেরেছিল কিছু যুবক। সেই ৬ বস্তা চাল আটক করে যখন বিক্রি করছিল আমাদের যুবকেরা তখন তাদেরকে আটকাতে গিয়েছিল পুলিশ। চালের দাম অত্যন্ত বেশী। মানুষ মারা যাচ্ছে অনাহারে। রেশনের দোকানে চাল নেই। অবস্থা যখন খারাপ তখন তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গিয়েছিল পুলিশ বাহিনী। আর বাকী চাল গেল কোথায়? ত্রিপুরার মানুষের খাদ্যের ব্যবস্থা কি করেছে এই সরকার? বিশ্বাসঘাতক এই সরকার যখন নাকি প্রকিউরমেন্টের নামে লেভি করে দুই একর এক একর এমন কি ৫ গণ্ডার ১০ গণ্ডার যে কৃষক তাদের কাছ থেকে সমস্ত ধান আদায় করা হয়েছিল,

চাল আদায় করা হয়েছিল জোর করে পঞ্চায়েত লাগিয়ে দিয়ে বেনামীতে লেভি আদায় করা হয়েছে মাত্র ১৬ হাজার মেট্রিক টন। আর তারপর সমস্ত মজুতদারদের হাতে দশ একরের উর্ধ্বে আমি একটা একটা করে গত শুক্রবারের মিটিংএ হিসাব করে দেখিয়েছি যে আমার মহকুমাতে তিনটা তহশীলে আমি দেখেয়ে দিয়েছি যে ৭/৮ করে করে ১০ একরের উর্দ্ধে সমস্ত মালিক হয়ে বসে আছে। তাদের এক ছটাক চাল দেওয়া হয় নি। তারা কংগ্রেসের মন্ত্রীদের প্রচারক, তারা কংগ্রেসের মন্ত্রীদের বাহন, তারা জানে মানুষকে শান্ত করে রাখার জন্য মানুষকে ভুলিয়ে রাখার জন্য, মানুষকে মন্ত্রীর পক্ষে আনার জন্য তারা নিয়োজিত। ওদের চাল আটক করা হয় নি, ওদের চাল নেওয়া হয় নি। আজকে মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। ওদের বাংলাদেশে চাল বিক্রি করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে এই সরকার। স্যার, আমি আর খুব বেশী সময় বলতে চাই না। আমি চাই এই হাউসে মন্ত্রীদের তরফ থেকে তাদের নীতি তারা পরিবর্তন করবেন কিনা তা জানতে আর তা না হলে জনগণকে বলতে হবে যে এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য জনগণকে দায়িত্ব নিতে হবে।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী যে আলোচনার জন্য যে ডিস্কাশনটি উত্থাপন করেছেন আমি এই ডিস্কাশনে অংশ গ্রহণ করছি। বাংলাদেশ আমাদের মিত্র রাষ্ট্র। বাংলাদেশ সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত সৌহৃদ্যপূর্ণ কিন্তু প্রশ্নটা রাষ্ট্রটা মিত্র কি শত্রু তার নয়। এটা হচ্ছে অর্থনীতির প্রশ্ন। আমরা জানি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়েও, বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনী এবং ইয়াহিয়া খাঁর বর্ডার বাহিনীর সংগে যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল তখনও সেই গুলির আওয়াজের মধ্যে ব্ল্যাক মার্কেটিং চলছিল। কাজেই এই পরিস্থিতিতেও যখন আমাদের এই রাজ্যে, বিশেষ করে আমি বলি বিলোনীয়ায় ঐ সময়ে চালের দর দেড় টাকার উপরে কোন সময়ই উঠেনি। আজকে পর্যন্ত তিন টাকার উপর উঠে গেছে। বিলোনীয়াতে সব সময়েই চালের দর পাচ্ছি না। কিন্তু এখন ভিতরের দিকে কোন কোন অঞ্চলে যেখানে খুব কম দর থাকে সেখানে আড়াই টাকা এবং এখন মাননীয় স্পীকার বেশ ব্যাপকভাবে রুর‍্যাল কিচেন খোলার জন্য দাবী উঠছে আমি এইসব অঞ্চলে দেখেছি। কারণ মানুষের আগকে কাজ নাই, প্রচণ্ড ফ্লাডে সব শেষ করে দিয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশ বর্ডার থেকে নেমে যাচ্ছে, ভিতরের চাল চোরাবাজারে চলে যাচ্ছে। সরকারী কোন খাদ্য নীতি নেই। জানি না ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার খাদ্য নীতিকে কোথায় ঠেলে দিচ্ছেন। আমরা চীৎকার করেছি খাদ্য শস্যের পাইকারী বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ব করা হোক, ক্রমোন্নত হারে লেভি বসিয়ে বড় বড় জোতদারদের ধানচাল যদি আজকে সরকারের গোলাতে নিয়ে আসা হত তাহলে আজকে বাংলাদেশে পাচারের প্রশ্ন উঠত না। কারণ বি, এস, এফ, বি, এম, পি, বর্ডার পুলিশ, সি, আর, পি, এই সব দিয়ে অর্থনীতি কন্ট্রোল করা যায় না। যদি বর্তমান অবস্থায় চিনি, কেরোসিন, তেল বা অন্যান্য ঔষধপত্র, কাপড়, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ, আমি শুনেছি বাংদেশের মিলের নামে সীল করে কাপড় কলকাতা থেকে ত্রিপুরায় আসে। এই ধরণের ঘটনাগুলিকে যদি রোধ করতে হয় তাহলে অবিলম্বে এই সমস্ত জিনিষপত্র এবং যে সমস্ত খাদ্য, যদি সরকার খাদ্যের পাইকারী বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ব না করে তাহলে, যদি এসেনসিয়াল কমডিটিজ, ঔষধপত্র, কাপড়চোপর ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ব না করেন তাহলে ত্রিপুরা

সরকার ত্রিপুরা রাজ্যেকে অনবরতভাবে বিপর্যয়ের মুখে তুলে দিবেন। তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি শুনেছি যে এক দিকে ভিতরের চাল চলে যাচ্ছে চোরাই গোদামে আর বর্ডারের চাল বর্ডারে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত অবস্থাতে অবিলম্বে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এটা সাধারণ বাস্তব নয়। অবিলম্বে যদি সরকার এটা না করেন তাহলে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে রুর‍্যাল কিচেন খুললেও হবে না। এবং যেভাবে বাংলাদেশের মানুষ ত্রিপুরাতে উঠে আসবার চেষ্টা করছে এই সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকারের বলতে হবে যে তার কোন শক্তি নাই এদের নেবার বা তার কোন ব্যবস্থা নাই, সুতরাং যারা আসবেন বাংলাদেশ থেকে তাদের সম্পর্কে ভারত সরকার ব্যবস্থা করুন এবং এই সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকারের সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করতে হবে এবং আজকে যদি পাচার বন্ধ করতে হয় তবে অবিলম্বে খাদ্য এবং এসেনসিয়াল কমডিটিজ রাষ্ট্রায়ত্ব করার ব্যবস্থা সরকার চেষ্টা করুন। না হলে এই সরকার ব্যর্থ হবে এবং ত্রিপুরাকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দেবেন। শুধু বাংলাদেশ বর্ডার দিয়ে পার হয়ে যাচেছ না বিলোনীয়ার মত এলাকায় আড়াই টাকা তিন টাকাতে উঠেছে, সেখানেও গ্রামে গ্রামে রুর‍্যাল কিচেন খোলার দাবী উঠছে এবং কাজও নেই খাদ্যও নেই। মাননীয় স্পীকার, স্যার ঘটনাকে রোধ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি এবং ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করছি এই অবস্থাকে রোধ করার জন্য।

শ্রীদ্রমনি দেববর্মা :— (ককবরক ভাষা)

শ্রীদ্রমণি দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি প্রথম যে বিরোধী দলনী নেতা বক্তব্য নারিখ মানি আ সম্বন্ধে আঙ আনি বক্তব্য নরিখনা নাইঅ। আঙ ছানা নাইঅ যে চিনি এলকা, মানে সিমনা এলাকা দীর্ঘদিন আপনিছঙ তিনি ছাঅই মান যে বর্ডার এলাকা। সে-খানে এমন অবস্থা, এই সিমনা এলাকা—উত্তর অঞ্চল যে নাকি একটা সুন্দর টীলা, অফিস টীলা ছিনুই যে একটা তঙমানি, সেখানে বি, এস, এফ বা আজকে প্রত্যেকটি জাগাঅ বি, এস, এফ, পুলিশনি থানা বিভিন্ন এলাকা তঙগ থিক, কিন্তু আজকে সুন্দর টীলা, অফিস টীলা ইয়াঙ হাজার হাজার তিনি রল কাস্তক রেলাই থাঙগ, কিন্তু আবনি লগি তিনি নুকখা, আঙ তিনি বর্তমান পর্য্যন্ত মন নুকখা—লবন, থক, গিরা, মস, বিড়ি ইত্যাদি তিনি থাঙবাই মানি। ই যে বর্তমান পরিস্থিতি অ এই যে মাইরুঙরগ থাঙমানি, এই অবস্থায় তিনি আব বাচিনানি পথ য়া। সিমনা এলাকানি ২১৩ জনা মাইরুঙ ডিলারন তিনি আঙ নুকখা। সাধারন তিনি ডিলার থাইঅই ৭০৮ জনা পরিবার পোষন খাইনানি তিনি মায়া। সেখানে দেড় বছর ডিলার থাই অই, ১৪ হাজার, ৮ হাজার রিঅই তিনি গাড়ী কামাই খাইঅ। কোথায় বর ব তিনি অ রাঙ মানথ? সাধারণ ডিলার ঘ তিনি। এই যে ১বছর ২ বছর ১৪ হাজার ৮ হাজার থাই অই বরগ তিনি গাড়ী পাই মানি, আ রাঙ সাধারন বরকরগন ঠকি অই অ থাইমানি। তিনি সাধারন বরক আবন ছিত। আজকে তিনি আ সিমনা এলাকা অ তথ্য নাই নাইদি মন্ত্রীমণ্ডলী রগ, বুছুক মাইকাঙ চিনি আর ভালাঙ কাঙকা। জন সাধারন আর যে নাকি তিনি মাইরুঙ মায়া ৬ কেজি নি জাগা আড়াই কেজি, কেরোসিন ৫ শনি জাগা একশ। বাজার মা পাইঅ। আছাই অবস্থা তিনি আর। তিনি কুরুই আর। চিনি বুছুক নাঙ? তিনি ট্রাইবেল এলাকা, চিনি বরগ কাই বুছুক চা?

আবনি কাঙ্গালী সমাজছে তিনি চিনি কিছা চা-অ। কোন মাইছে কুরুই বহুগ, আর তিনি ছাব চিনি চানাই? কিন্তু আজকে তিনি সরকারনি পার্মিশান বাই আর চিনি তালাঙগ বস্তা বস্তা, এই রকম ডিলার তিনি আজ এই অবস্থা খাইঅ। তিনি পুলিশ আবনি ল্যাইন বরগ থাইয়া, কোন শাস্তি রিয়া। বরগ মুকয়াদা আবন? অই বস্তা বস্তা মাইরুঙ, চিনি, ডাল পাচার অঙ তঙমানি। সার্ভিস তিনি জীপ থাঙগ সিমনা। সেখানে তিনি থাঙকাখাই আচুকনা জীগা মায়া। তিনি কুয়াই বস্তা বস্তা, ডাল বস্তা বস্তা, মাইরুঙ বস্তা বস্তা জীপ বাই কিন্তু বরগ তিনি আবন রম-য়া। কিন্তু সাধারন দোকাদারগ যারা ৪০ কেজি, ২০ কেজি, ২৫ কেজি, মানুই তালা-ঙখাই, বরগ তিনি বন রমই ছুঙগ নিনিরুঙ তাম। এরপরেথে বন থানা তালাঙ থাঙকা; কিন্তু জীপ বস্তা বস্তা মাইরুঙ, কুয়াই, ডাল তালাঙ থাঙকাই বরগ তাম খাই? ৫ টাকা দশ টাকা রাঙ নাঅই বরগন কিয়ক রহুর। এইভাবে তিনি সি, আর, পি: পর্য্যন্ত সুয চাঅনই তঙগ। কিন্তু যেখানে তিনি গত ৩০শে সেপটেম্বর, ৮ টা পরিবর তিনি ৬টা মুছুক তালাঙখা, বুঅই তঙই, রি চুম সর্ব হারাথে তালাঙখা। যেজমারা গত ৩০ শে সেপটেম্বরনি এই ঘটনা। আর তিনি দারোগা পুলিশ তাম থাইকা? তদন্ত তিনি খা খালইকা? ৬টা মুছুক তিনি তালাঙখা। তিনি আজকে অনাহার, তিনি, ছাগ রি চুম রুকুই, সর্বহারা.—আছুক তিনি অঙ তঙখা। কিন্তু আজকে এই সরকার, এই যে মন্ত্রী মণ্ডলী শুধু রাজনীতি, শুধু রাজনীতি। কিন্তু কৃষক, জনসাধা-রন, আনি গ্রামনি অবস্থা কি, তাম অঙখা? বাজেত খাইঅ বছর ২।৩ বার বছর ২।৩ বার বাজেত থাইঅ বিভিন্ন খাতে, কিন্তু খাইয়া কুছুব। আহাইন অবস্থা তিনি ইন্দিরা গান্ধীনি গরিবী হঠাও নীতি। কক ছিমি কাচাম, কাচাম, কাজের বেলায় কুছুয়া। আঙ তিনি বিছি ছায়া।

পুলিশ, সি, আর, পি. বি, এস, এফ, যে দুর্নীতি, আ দুর্নীতি ন আঙ কিছা ছানা নাইঅ। বরগ তাম থালাই? বাজার বরকরগ কাচিম, তুবুথাই, তক তাখুম কুবুখাই, বরগ ২০ টাকা যে আদায় খাইঅ। আবনি ফলে ২।৩ টাকানি তক তাখুম ৫।৬ টাকাথে বিক্রী অঙগ। এইভাবে, পুলিশ, বি. এস, এফ ঘুষ নামানি ফলে জনসাধারন আবনি ফল মা ভোগ খাইঅ। কাজেই এই সরকার, সাধারন মানুষ'ন বাগুইয়া, অম চুজিপতি, কালোবাজারী মুষ্টিমেয় ধনিক বরকানি সরকার। আঙ তিনি আছুক ছাঅই আনি বক্তব্য শেষ খাইকা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীভদ্রমণি দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজ এখানে বিরোধী দলের নেতা যে বিষয়ের উপর বক্তব্য রেখেছেন, সে সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখতে চাই। আপনারা জানেন আমার এলাকা অর্থাৎ সিমনা এলাকা সেটা বর্ডার এলাকা এবং সেই এলাকা সম্পর্কেই আমি বলতে চাই। এই সিমনা এলাকার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত সুন্দরটীলা, যেটা অফিস টিলা বলে পরিচিত সেখানে একটা বি, এস, এফ, ক্যাম্প আছে, অথচ এই এলাকায় এমন অবস্থা চলছে সেই সম্পর্কেই আমি বলছি। একথা ঠিক, আজকে প্রত্যেকটি জায়গায়, বিভিন্ন এলাকাতেই বি, এস, এফ, ক্যাম্প, পুলিশ থানা ইত্যাদি আছে। কিন্তু আজ এই সুন্দর টিলা, অফিস টিলার উপর দিয়েই কুমরি পাতা পাচার হচ্ছে এবং এর সঙ্গে লবন, তৈল, জিরা, মরিচ, বিড়ি ইত্যাদিও পাচার হয়ে যাচ্ছে — সেই সব আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এর পরও বর্তমান পরিস্থিতিতে যেরকম ভাবে চাউল পাচার হচ্ছে, তাতে বাঁচবার উপায় নাই। ২/৩ জন চাউলের ডিলারকে আমি

দেখেছি। সাধারণত: আজকের দিনে চাউলের ডিলার করে ৭।৮ জনের পরিবারকে ভরণ পোষণ সম্ভব নয়। সেই জায়গায়, আমি জানি দেড় বছর চাউলের ডিলার করে ১৪ হাজার ৮ হাজার, টাকা দিয়ে গাড়ী কিনেছে। সে কোথায় পেল এই এত টাকা? এই যে একবছর, দুই বছরে ১৪ হাজার, ৮ হাজার টাকা দিয়ে যে গাড়ী কেনা হলো, সেই টাকা সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে অর্জন করা হয়েছে। আজ জনসাধারণও সে কথা জানে। মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করছি সিমনা এলাকার খবর নিয়ে দেখুন সেখানে আজ পর্য্যন্ত কত চাল চিনি গিয়েছে। সেখানকার জনসাধারণ ঠিকমত চাল পায় না, ৫ কেজির জায়গায় আড়াই কেজি, কেরোশিন ৫ শ-র জায়গায় একশ দেওয়া হয়। খোলা বাজার থেকে সব কিনতে হয়। এই অবস্থা চলছে সেখানে। সেখানে চিনি পাওয়া যায়না। সেখানে চিনি কতটুকু লাগে? সেটা ট্রাইবেল এলাকা, তারা কতজন চিনি খায়? সেখানকার বাঙ্গালী জনসাধারণই কিছুটা চিনি ব্যবহার করে। পেটে ভাতই নেই আবার চিনি খাবে কে? কিন্তু আজকে সরকারের পার্মিশন নিয়ে সেখানে বস্তা বস্তা নেওয়া হয়। অথচ ডিলাররা এই অবস্থা চালাচ্ছে। পুলিশ এর কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেনা, কোন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না তারা কি এসব ঘটনা দেখছে না যে ঐ বস্তা বস্তা চাল চিনি, ডাল পাচার হয়ে যাচ্ছে? সিমনাতে জীপ সার্ভিস দেয়। সেখানে যেতে গাড়ীতে বসার জায়গা পাওয়া যায় না। জীপ দিয়ে বস্তা বস্তা চাল, ডাল সুপারী নেওয়া হয়, কিন্তু তারা সেগুলি ধরেনা। অথচ সাধারন দোকানদার যারা ৪০ কেজি, ৩০ কেজি, ২৫ কেজি মালপত্র নিয়ে যায় তাদেরকে ধরে ধরে জেরা করা হয়। এরপরে তাদেরকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু যখন জীপে করে বস্তা বস্তা চাল, সুপারী, ডাল নেওয়া হয়, তখন তারা কি করে? ৫ টাকা, দশ টাকা নিয়ে সেগুলি ছেড়ে দেয়। এইভাবে আজ সি, আর, পি,ও ঘুষ নিয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে গত ৩০শে সেপটেম্বর তারিখে হেজামারাতে আটটি পরিবারের লোকজনকে মারধোর করে কাপড় চোপড় সব কিছু নিয়ে যায় এবং এর সঙ্গে ৬টি গরুও নিয়ে যায়। সেখানে দারোগা পুলিশ কি করেছে? তদন্ত হয়েছে কি? ৬টি গরু নিয়ে গেছে। আজ তাদের পড়ার কাপড় চোপড় পর্য্যন্ত নেই, সর্ব্বহারা, অনাহারে এইরকম অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু আজ এই সরকার এই মন্ত্রীমণ্ডলী কি করছেন? শুধু রাজনীতি, রাজনীতি। কিন্তু কৃষক, সাধারণ মানুষ এবং আমার গ্রামাঞ্চলের অবস্থা কি? কি অবস্থায় চলছে? বাজেত করা হয় বছরে ২।৩ বার। বছরে ২।৩ বার বাজেত তৈরী হয় বিভিন্ন খাতে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। এই হলো ইন্দিরা গান্ধীর 'গরীবি হঠাও" নীতি। শুধু সুন্দর সুন্দর কথা, কাজের বেলায় কিছুই না। আমি আর বেশী বলবনা। পুলিশ, সি, আর. পি, বি, এস, এফ তাদের যে দুর্নীতি, সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। তারা কি করে? বাজারে কাছিম, হাস মুরগী ইত্যাদি বিক্রির জন্য আনা হলে, তারা বিক্রেতাদের কাছ থেকে ২।৩ টাকা করে আদায় করে। এর ফলে ২।৩ টাকা দামের মুরগী ৫।৬ টাকা দামে বিক্রী হয়, এই ভাবে পুলিশ বি, এস, এফের ঘুষ দেওয়ার ফল জনসাধারণকে ভোগ করতে হয়। কাজেই এই সরকার সাধারণ মানুষের জন্য নয়। এট পুজিপতি, কালোবাজারী এবং মুষ্টিমেয় ধনী মানুষদের সরকার। আমি এই বলেই আজকের আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ভারতের সংগে বাংলাদের যে ভোগলিক সীমান্ত, এটার এমনই একটা অবস্থা, সেই অবস্থায় স্মাগলিং চলছে, চলতে পারে, এটা আমাদের সরকারও অস্বীকার করে না। এমন কি কোন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে যুদ্ধের সময়ে যে ভয়াবহ অবস্থা যেখানে একটা পশু পক্ষি পর্য্যন্ত সীমান্ত থাকতে পারে না, ঠিক সেই সময়েও মানুষ স্মাগলিং করেছে। সেখানে মানুষ ডাকাতের পাঠ নিয়েছে, এই রকম যে দৈত্য দানব জাতীয় মানুষ যারা যুদ্ধকে পর্য্যন্ত ভয় করে না এবং যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও স্মাগলিং চলতে পারে তাও আমরা বুঝি এবং বুঝি এজন্য যে সরকার স্মাগলিংকে দমন করবার জন্য তার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে উনারা এখানে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে সীমান্তে যে সব বি, এস, এফ, সি, আর, পি এবং পুলিশ জাগ্রত প্রহরীর মত কাজ করছে, স্মাগলিংকে দমন করবার জন্য কাজ করছে, এটাও তারা বিশ্বাস করতে চাইছেন না। তাই আমি উনাদেরকে অনুরোধ করব যে কাষ্টমে কতগুলি মাল ধরা পড়েছে, স্মাগলিং এর কত মাল দৈনিক ধরা পড়ছে তার একটা হিসাব নেওয়ার জন্য এবং তারা যদি সেই হিসাব নেন তাহলে তারা উপলব্ধি করতে পারবেন যে সীমান্তের প্রহরীরা সত্যিকারের কাজ করছেন কিনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বিরোধী পক্ষের নেতা বলেছেন যে স্মাগলিং হচ্ছে এবং কুকড়ি পাতা যখন স্মাগলিং হচ্ছে, তখনও নাকি তাদেরকে বাধা দিচ্ছে। আমার প্রশ্ন এই কুমড়ি পাতা স্মাগলিং করলে কি স্মাগলিং করা হয় না? উনি ব্যক্তিগতভাবে বি, এস, এফের কমাণ্ডারের কাছে চিঠি লিখেছেন যে কুমড়ি পাতার স্মাগলিং আপনারা ধরবেন না। তাহলে তার দল সেই কুমড়ি পাতার ভিতর দিয়ে যদি কেউ ভারত থেকে সোনা-দানা নিয়ে যায়, তাহলে তাদের কি কোন আপত্তি নাই। কাজেই একজন নেতার মুখে স্মাগলিংকে এভাবে প্রশ্রয় দেওয়ার মত উস্কানি আমার মনে হয় গণতান্ত্রিক বিধিতে সহ্য করতে পারে না এবং ত্রিপুরার জনসাধারণ এইরূপ উস্কানীকারীকে, এরূপ স্মাগলারকে কখনও স্থান দিবেন না। তাই আমি বলব যে আপনারা বর্ডারে বি, এস, এফ এবং সি, আর, পিকে সন্দেহ করেন, কারণ তিনি শেষের দিকে একটা কথা বলে গিয়েছেন যে স্মাগলারকে সি, আর, পি এবং বি, এস, এফ যখন দমন করবে অগ্রসর হবে তখন প্রত্যেক জনসাধারণ সে দিকে দৃষ্টি রাখবেন। আমি বলব এই কথা যদি মনে প্রাণে বলে থাকেন, তাহলে আপনাদের আমাদের বি, এস, এফ এবং সি, আর, পির প্রতি যে সন্দেহ জেগে থাকে তাহলে আপনারা তো লাল সেনাকে বর্ডারে পাঠিয়ে দিতে পারেন স্মাগলিং ধরার জন্য। আজ পর্য্যন্ত যে স্মাগলিং চলছে, সেটাকে দমন করবার জন্য আপনারা জনসাধারণকে আহ্বান করেছেন কিন্তু আপনাদের জনসাধারণের যে নেতা সৃষ্টি করেছেন, যে দল তৈরী করেছে সেই লাল সেনা দিয়ে ত্রিপুরার পাহাড়ের পাহাড়িয়াদের উপর নির্য্যাতন চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সেই লাল সেনা দিয়ে বিভিন্ন রকমের উংশৃঙ্খল কাজ বিভিন্ন অফিস আদালতে চালাচ্ছেন কাজেই তাদেরকে সীমান্তে দিয়ে আপনারা পিছন দিকে থেকে দেখুন স্মাগলিং বন্ধ হয় কিনা? কিন্তু আপনারা কি সেই রকম কোন প্রচেষ্টা নিয়েছেন যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে ত্রিপুরার জনসাধারণ হিসাবে, ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ হিসাবে একদিনের জন্য একটা মিটিং করে এমন কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যের একটা সেক্টের স্মাগলিং বন্ধ করবার জন্য উদ্যোগী হবেন?

সেটা করেন নাই বরং আপনারা শুধু মুখে বক্তৃতা দিয়ে চলছেন, আসল কোন কাজই আপনারা করতে পারেন নাই। আজকে বর্ডারে যেখানে স্মাগলিং হচ্ছে, সেই স্মাগলিং যেহেতু একটা গুরুতর আকার ধারণ করেছে যেহেতু সীমান্তের অপর পারে বাংলাদেশে একটা দুর্ভিক্ষজনক আবহাওয়া দেখা দিয়েছে কারণ সেখানে তাদের নূতন রাষ্ট্র গঠনের পর যে একটা বন্যার কবলে পড়েছে, সেইজন্য সেখানে একটা দুর্ভিক্ষ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই সংগে স্মাগলিংটা বেড়ে চলেছে, সত্য কথা। কিন্তু তার জন্য তো আমাদের ত্রিপুরা সরকার বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় প্রটেকশান দেওয়ার মত ব্যবস্থা করেছেন যাতে বড় বড় রাস্তায় এবং অনেক ছোট ছোট রাস্তা দিয়ে যাতে ধান চাউল এবং ডাল ও অন্যান্য জিনিষ বাংলাদেশে পাচার না হতে পারে সেজন্য গেট করে করে পুলিশ পাহারা রেখেছেন, সি, আর, পি পাহারা রেখেছেন। আপনারা আরও জানবেন যে বর্ত্তমানে সরকার মিসা আইনে বহু স্মাগলারকে আটক করছে। কিন্তু আপনার তো এই সত্যটা স্বীকার করবেন না। তাই আমি বলতে চাই যে আপনারা যদি প্রকৃতই দেশের মঙ্গল চান এবং স্মাগলিং বন্ধ করতে চান তাহলে সেই দায়িত্বের অংশীদার হয়ে এগিয়ে আসুন আমরা সহ বড়ার থেকে স্মাগলিং বন্ধ করতে সচেষ্ট হই।

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের যে সট ডিসকাশনের নোটিশ এসেছে, যার উপর ডিসকাশন চলছে, এটা সত্যিই আমাদের ত্রিপুরার পক্ষে একটা ভাইট্যাল কোয়েশ্চান। কিন্তু এখানে প্রশ্নটা যেভাবে বিচার করা হচ্ছে কিম্বা যেভাবে দেখা হচ্ছে তার মধ্যে কতগুলি গেপ পরে গেছে ফাঁক পড়ে গেছে। এক নম্বর হল অন্যান্য রাষ্ট্রে যে স্মাগলিং হয়, সেটা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার এর দায়িত্ব এবং আমরা আশা করেছিলাম যে ঐ পোরশানটা বাদ দিয়ে এই এ্যাসেম্বলীতে আলোচনাটা হবে। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বি, এস, এফ, আছে, আছে কাষ্টম। কাজেই সেই সম্পর্কে আলোচনাটা এই পর্য্যন্ত করা যেতে পারে যে আমাদের ত্রিপুরার উপর এটার এ্যাফেক্টটা কি হচ্ছে, কতটুকু হচ্ছে, সেটা আমাদের বিচার করে দেখার দরকার। সেজন্য আমরা এই প্রশ্নটাকে অত্যন্ত গুরুতর বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছি। আমরা অস্বীকার করি না যে স্মাগলিং হচ্ছে না এবং বিরোধী পক্ষের নেতা, উনি একটা সত্য কথা স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের চারদিক দিয়ে সীমান্ত এলাকা, এটা একটা বাস্তব সত্য এবং এটা তিনি স্বীকার করেছেন বলে আমি খুসী হয়েছি। এবং তার জন্য যেটা প্রয়োজন যে ব্যবস্থা, সেটা এই পর্য্যন্ত আমি জানি না কোন দেশে সম্পূর্ণভাবে স্মাগলিং বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে কিনা, এটা আমার জানা নাই।

সীমান্ত এলাকার মধ্য দিয়ে স্মাগলিং হচ্ছে হবে। কিন্তু দেশের মধ্যে যে কতটুকু হচ্ছে না হচ্ছে তার জন্য ভাবনা। আমরা ত্রিপুরার ভাগ্য নিয়ে চিন্তা করি ত্রিপুরার মানুষ নিয়ে চিন্তা করি। কাজেই ত্রিপুরার মানুষের ভাগ্য ত্রিপুরার অবস্থা সেইসব বিবেচনা করে আমাদের কিছু করণীয় রয়েছে। যদিও বি, এস, এফ কিম্বা শুধু কাষ্টমসের উপর নির্ভর করেই এই কাজে অগ্রসর হচ্ছি না। বি, এস, এফ, কে সীমান্ত প্রহরী হিসাবে রাখা হয়েছে কাষ্টমস্‌কেও সেইভাবে রাখা হয়েছে সীমান্ত দেখার জন্য—অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেগুলি দেখার জন্য। এবং তার এক্তিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের সেটা আমাদের নয়। আমরা কতটুকু করতে পারি।

আমরা করছি যারা আছে আমাদের ভিতরে যারা রয়েছে যারা এই স্মাগলিংয়ের সংগে জড়িত আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে সেইসব লোকদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু নিয়ম আছে যে আইনের কথা যদি উঠে তাহলে স্মাগলিং করাকালীন তাকে ধরতে হয় এর আগে তাকে ধরা যায় না। যখন সীমান্ত এলাকার দিকে যেতে থাকে যেটি পাহাড়ার জন্য বি, এস, এফ, রয়েছে এবং যেখানে কাষ্টমস রয়েছে সেখানে কতটুকু পার হয়ে গেল—স্মাগলিংয়ে যাচ্ছে না আমাদের সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলিতে যাচ্ছে এই প্রশ্নটাও আমাদের বিবেচনা করতে হবে। কাজেই আইনের যে ব্যবস্থা রয়েছে সেই আইনের মধ্যে কতগুলি লিমিটেশান রয়েছে। যে জন্য সবটা বন্ধ করা—এটা সম্ভব আদৌ হবে কি না আমি জানি না। কিন্তু আমাদের দিক থেকে আমি এটুকুই বলতে পারি যে আমাদের এখানে স্মাগলিং হিসাবে যে সব এসেনশিয়েল কমডিটিজ এটা স্মাগলিংয়ের জন্য যদি সীমান্ত এলাকায় যায়—আর যদি পথেও কিছুটা বাধা সৃষ্টি করতে পারি যাতে সীমান্ত এলাকা কতটুকু যাচ্ছে সেই সব হিসাব রেখে সেগুলি আমরা দেখতে পারি। এবং সেইভাবে আমরা এটা মোটামোটিভাবে বলতে পারি যে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা যা আছে তাতে একেবারে যতটুকু আতংকিত হয়ে উঠেছি আমরা ঠিক ততটা আতংকিত হওয়ার মত অবস্থা নয় আমাদের দেশে যে পরিমাণ চাল রয়েছে যে পরিমাণ নুন রয়েছে সেটি যদি সহযোগিতার ভিত্তিতে স্মাগলিংয়ের পারপাসে যারা ব্যবহার করছে তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখি এবং সেটি শুধু সরকারী যন্ত্র দিয়েই সম্ভব নয় পাবলিকের সহযোগিতারও দরকার রয়েছে। কারণ এটা নিয়ে রাজনৈতিক খেলা--আজকের দিনে আমার মনে হয় এটাকে রাজনৈতিক দৃষ্টি ভংগী নিয়ে দেখা ঠিক হবে না। আজকের একটা কথা বড় বড় যারা স্মাগলার যাদের নাম আছে বি, এস, এফ, এর খাতায় তাদের সম্পর্কে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য। আবার এও সংগে সংগে দেখছি যত হৈ চৈ হউক এই এলেম্বলীতে—কিন্তু মানুষের দিক থেকে এই স্মাগলিংয়ের জিনিষপত্র নিয়ে কতগুলি গাড়ী করে বর্ডারে যায়.।। যায় তাদের ক্যারিয়ার আছে তারা যায় এবং তারা আমাদের দেশেরই লোক। এবং সেটি যদি বলেন এটা আমাদে কংগ্রেসের লোক তাহলে আমি এখানে ডিফার করছি। ডিফার করব এইজন্য এর মধ্যে চোরাই চালান ব্যবস্থাটার কোন রাজনৈতিক প্রশ্ন নাই এর মধ্যে সব এলাকায় হয়ে গেছে। ধরা পড়লে বলবে এটা আমার দলের লোক তাকে অন্যায়ভাবে ধরা হয়েছে। এমন করে পরোক্ষভাবে এক্কারেজ করা হয়ে যাচ্ছে। কাজেই সেই দিক থেকে আমার মনে হয় বিরোধী পক্ষ থেকে যে বক্তব্য রয়েছে এই ব্যাপারে সেই বক্তব্যের মধ্যে এই কথাই পরিষ্কার বলা উচিত ছিল যে বিষয়টা কি হচ্ছে না হচ্ছে এবং সেই অবস্থার নিশ্চয়ই আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমাদের দিক থেকে আমরা চেষ্টা করছি। আমরা বি, এস, এফ. কে সতর্ক করে দিয়েছি আমরা কাষ্টমসকে সতর্ক করে দিয়েছি এবং তার ফলে আমাদের কাছে যে রিপোর্ট এসেছে এই ব্যাপারে যে বি, এস, এফ, এত বদনাম হয়—৩,৯৪,৪০৮ টাকার মাল তারা পেয়েছে। এখন তারা একেবারে এক্টিভ না এই কথা যদি বলা হয় তাহলে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। হয়ত আরও টাইটেন করা দরকার, আরও সতর্ক হওয়া দরকার, আর বেশী এক্টিভ হওয়া দরকার। সেই

সম্পর্কে যদি বলতেন কি করে মেশিনারীটা আরও একটিভ করা যায়। আমরা ডাইরেক্টলী তাদের কন্ট্রোল করতে পারি না। কিন্তু আমাদের যে ইন্সট্রাকশান দেওয়া আছে। এবং যাদের এগেনেষ্টে রিপোর্ট আছে আমরা মোটামোটি একশান নিতে আরম্ভ করেছি। আর বর্ডারের সংগে গ্রামের মানুষের বাড়ী রয়েছে সেখানে আজকে যদি এখনই আটকে দিই তাহলে লোকগুলি চাল পাবে না, খাদ্য পাবে না। কাজেই এই মুহুর্ত্তে বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে করতে হবে। কি করে গ্রামগুলি বাঁচবে। এখন সেখানে এক কেজি, ২ কেজি করে নিতে গেলেও যদি আটকান হয় তাহলে তাদের ঘরে খাওয়ার থাকবে না এবং সমস্ত এলাকার— আমাদের ত্রিপুরার কতগুলি এলাকা রয়েছে যেখানে ফসল ভাল হয় না। এই এলাকাগুলি বিশেষ করে সদরের এবং মহকুমার হেডকোয়াটারগুলি রয়েছে তাদের বাজারের উপর নির্ভর করেই ওরা চলাফেরা করে। বিশেষ করে ডে-লেবারাস যারা আছে। হয়তো ডে লেবার যারা আছে দোকান থেকে রেশান আনতে হয় সে দেখল যে মার্কেট থেকে নিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি হবে উখানে গেলে আবার তাকে ঘুরতে হবে এই অবস্থা আমরা চাই এইসব মার্কেট থেকে ওখানে নিয়ে যায়। কিন্তু এখন যদি আমরা বলি সে এইসব এলাকাগুলি আটকাতে হবে বর্ডার এলাকাগুলি আটকাতে হবে এই লোকগুলির আবার খাওয়ার থাকবে না। কাজেই আজকে আমাদের প্রথমেই চেষ্টা হচ্ছে যে চোরা চালান যেটাকে বলা হয় সেটাকে বন্ধ করতে হলে যেটা সোর্স সেই সোর্সগুলিকে বন্ধ করা যায় কি না। সেটা বন্ধ আমাদের বন্ধ করা দরকার যেখান থেকে ফিনান্স হচ্ছে এবং যারা ইনভল্ভড হচ্ছে তারা এই গ্রামের লোকই রয়েছে—এবং তাদের কোন পার্টিকালার নাই। এরা আছে কিছুদুর গেলে ২ কেজি, ৩ কেজি, ৪ কেজি, চাল বিক্রী করতে পারে। ১ কেজি, ২ কেজি, ৩ কেজি চাল নিয়ে যাচ্ছে কিম্বা তাদের খাওয়ার জন্যও নিয়ে যেতে পারে। এটার মধ্যে ডিফারেনসীয়েট করা কঠিন। একমাত্র বর্ডারের তারাই এটা ডিফারেনসীয়েট করতে পারে যে আমার এখান থেকে স্মাগলিংয়ের উদ্দেশ্যে করা কারা নিয়ে যাচ্ছে। এই সম্পর্কে কাষ্টমস এবং বি, এস, এফ, রয়েছে। আমরা আমাদের দিক থেকে যেটি রয়েছে যেটি আমাদের পক্ষে পসিবল সেটি হল সীমান্ত এলাকার দিকে কোন গাড়ী করে যাতে কোন ব্ল্যাক নিয়ে যেতে না পারে—১ কেজি, ২ কেজি, ৩ কেজি, নিয়ে গেল :— সেখানে আমরা যদি বাধা দিতে চাই তাহলে গ্রামের লোকগুলি মারা যাবে বর্ডার এলাকার দুই চার পাচ জন আছে যাদের অবস্থা খুব ভাল আর বাকী সবাই দিন মজুরী মজুরী করে খায় এই অবস্থায় তাদের চলে।

কাজেই এক দুই তিন কে, জি করে বন্ধ করতে গেলে কি অবস্থাটা দাঁড়াবে তার হিসাবটা কি হবে ? যে কথাটা মাননীয় সদস্য বলেছেন যে বিলোনীয়ার মত জায়গায় যেখানে চাউলের দর এত কম থাকে এইবার দেখা যাচ্ছে বিলোনীয়ায় দর বেড়েছে। তার কারণটা হয়তো এইটা হতে পারে যে কিছু লোক যারা বড় হয়েছে তারা হয়তো সীমান্ত এলাকায় স্মাগলিং করতে গেলে সীমান্ত এলাকায় জমা করবে, জমা করে তারপর ওপার থেকে লোক আসবে এইভাবে একটা বন্দোবস্ত করে নেয়। কাজেই আমরা এই সম্পর্কে অলরেডি ব্যবস্থা নিয়েছি। বি. এস. এফের কাজ অনেকটা টাইটন্ হয়েছে সেইটা আমি বলছি না, সব ফাকই বন্ধ করা হয়েছে সেইটা আমি বলছি না। আমি বলছি সেইটা যে টাইটন্ করার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। মাননীয় সদস্য

বি, এম, পি, এবং রাজস্থান একসাথে বলেছেন, বি, এম, পি, এখানে নেই তবে রাজস্থান আর্ম কনষ্টেবল এখানে আছে, এদেরকে আমরা বর্ডারে নিযুক্ত করতে পারি না। এবং এদেরকে ইনটেরিয়ারে রাখতে পারি এবং এইভাবে আমরা এইগুলিকে অ্যানগেজ করবার চেষ্টা করছি যাতে কোন রকমের ব লব সেইটা যাতে সীমান্তের দিকে যেতে না পারে। আরেকটা যেটা বলা হয়েছে সেইটা হলে সীমান্ত এলাকার রেশন দোকান সম্পর্কে নানারকম অভিযোগ হয়েছে, এবং হচ্ছে এই রেশন দোকানগুলির নাম করে বহু লোক চাউল নিয়ে যায় কিন্তু এখন যদি রেশন দোকানগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে আবার এই কথা আসবে যে রেশন দোকানগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে সীমান্ত এলাকায় রেশন দোকানগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে আমার দেশের লোকরা খাবার পাচ্ছে না। কাজেই এই সম্পর্কে আমরা মোটামুটি একটা অডার দিয়ে রেখেছি যে সীমান্ত এলাকায় রেশন দোকানগুলি যেগুলি আছে দুই মাইলের ভিতরে নিয়ে আসতে হবে এবং সীমান্তে যারা আছে তারা দুই মাইল ভিতরে এসে রেশন তুলে নিতে হবে এবং এইভাবে যদি করা যায় তাহলে এইটা বন্ধ হতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। তবে এইটা সত্যি যে এত বড় একটা বর্ডারকে পাহারা দিয়ে রাখা সেই ফোর্স আমাদের কাছে নেই। আমি বলছি এই কারণে যে আমাদের যে আর্থিক অবস্থা সেই আর্থিক অবস্থায় আমরা বিরাট একটা পুলিশ ফোর্সকে মেইনটেন করা সেটা সম্ভব নয়। আর এই পুলিশ ফোর্সকে আমরা সামান্ত এলাকায় দিতে পারি না কারণ সেই সীমান্ত এলাকাটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের আণ্ডারে কাজেই আমরা দিতে পারি না। কাজেই তাদেরকে সেই ইনটেরিয়রেই রাখতে হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বিভিন্ন জায়গায় সেসব জায়গা দিয়ে মাল যাচ্ছে বলে আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে আমরা সেইসব জায়গার রাস্তাগুলি সিল আপ করার জন্য, তারও চেক পোষ্ট করেছি। হয়তো নতুন পথ আবিস্কার হচ্ছে এই পথও বন্ধ করার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি যাতে মাল না যেতে পারে। এখন একটা লোক যদি খাবার না পায় তাহলে কি ব্যবস্থা করতে হবে রেশন দোকান আমি নিয়ে এলাম কিন্তু তার সংগে ব্যবস্থাটা কি করা হবে? সেখানে দুই মাইল এসে তাকে রেশনটা নিয়ে যেতে হবে। অবস্থাটা আমাদেরকে স্বীকার করে নিতে হবে। আমি জানি তাতে মানুষের একটু অসুবিধা হবে কিন্তু যেহেতু এখন চাউল আমাদের দেশে স্মাগলিং হচেছ তাছাড়া লবণ, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পাচার হয়ে যায় তাহলে আমাদের দেশে ত্রিপুরা রাজ্যের এতবড় ক্ষমতা নাই যে সমস্ত বাংলাদেশকে পাহারে পড়িয়ে রাখতে পারে। কাজেই স্মাগলিংটা যে করে হোক সকলের সহযোগিতায়, মানুষের সহযোগিতা নিয়ে আমাদেরকে এইটা করতে হবে। একটা অভিযোগ উঠেছে—

মিঃ স্পীকার :—অনারেবাল মিনিষ্টার ইওর টাইম ইজ অভার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আর একটু সময় দিতে হবে। আমি খুব বেশী সময় নিতে চাই না; আমি কেবল বাস্তব অবস্থাটা মাননীয় সদস্যদের কাছে রাখতে চাই। আমার বিরুদ্ধে যারা যত কথাই বলেছেন তাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই তবে তারা কিছু বাড়িয়ে বলছেন। স্মাগলিং হচেছ না এই কথা আমি বলি না। তবে আমরা যে ব্যবস্থা নিয়েছি তাহা সাক্সেসফুল হলে অনেকটা কমে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস এবং আজকে আমরা দেখেছি যে স্মাগলিংএর জন্য যতটুকু ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি তাতে একটা ষ্ট্যাবিলাইজেশন প্রাইসের উপরে এসেছে এবং আশা করছি আরেকটু ভাল করে যদি আমরা চেক করতে পারি তাহলে হয়তো প্রাইস লেভেলটাকে ষ্ট্যাব্যল রাখতে পারবে। একটা প্রশ্ন করা হয়েছে, একটা অভিযোগ করা হয়েছে একজন মন্ত্রী সম্পর্কে আমি জানি না এইটা আবার নো-কনফিডেন্স মোশনে আসবে কি না যেহেতু নো-কনফিডেন্স মোশন একটা আছে। শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্তীর এলাকা সম্বন্ধে কোন রেশন দোকান সম্পর্কে বলেছেন তিনি আমি জানি না তবে ওখানে একটা রেশন দোকান ছিল বর্ডারের কাছাকাছি সেইটাকে কেন্সেল করে দেওয়া হয়েছে। এখন কোন দোকানে কথা বলেছেন পার্টিকুলার না পাওয়ার জন্য

আমি কিছু বলতে পারছি না। আর বি, এস, এফ, এর দিক থেকে তারা ১৯৭৪ এর সেপ্টেম্বর পর্যান্ত ১৭ জন ইণ্ডিয়ান নেশন্যাল বর্ডার ক্রস করার সময়ে এ্যারেষ্ট করেছে। আর বাংলাদেশ ন্যাশনেলস ২১ জনকে অ্যারেষ্ট করেছে। আগষ্ট ১৯৭৪ এর তাতে দেখা যায় যে ১৬ জন ইণ্ডিয়ান নেসনেলস এবং ৬ জন বাংলাদেশ ন্যাশসেলস। মাননীয় বিরোধী দল নেতা এখানে বি, এস, এফ সম্পর্কে একটা প্রশ্ন তুলেছেন হয়তো ওর ধারণা যে বি, এস, এফ-র কাজ সম্পর্কে যে বি, এস, এফ, ঠিক ঠিক কাজ করছে না কিন্তু যেহেতু আমাদের একটা রেসপনসিবিলিটি আছে সেই জন্য মাননীয় বিরোধী দলনেতার কমপ্লেনটা আমরা নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখছি এবং হাই লেভেল বলতে যা বুঝায় সমস্ত লেভেলেই আমরা ইনকোয়ারী করে দেখেছি এইটা ঠিক নয়। কাজেই সেখানে অভিযোগ আসতে পারে অনেক জায়গায় হয়তো অভিযোগ সত্যও হতে পারে। আমি বলছি না যে সমস্ত অভিযোগগুলিই মিথ্যা। আমি বলছি যে যে পরিমাণ বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে এতটা নয় এবং এইটা সম্ভব নয়। কিন্তু এইটার বাস্তবতাব সম্পর্কে সবাই জানেন যে এতবড় বর্ডারটা পাহাড়া দিয়ে রাখাটা, মোটামুটিভাবে আমরা কতটুকু কন্ট্রোল কবতে পারি সেইটুকুর উপরে আমাদের বিচার করতে হবে। আমরা জানি যে আজকে স্মাগলিং করার জন্য বাংলাদেশের সংগে এবং যারা নাম করা লোক যাদের সম্বন্ধে রিপোর্ট আছে তাদের ধরা হচ্ছে। বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এইটা একটা স্ট্যান্ট। আজকে যদি তাদেরকে ধরা না হয় তাহলে বলা হবে যে এইটার সংগে কংগ্রেসের পাণ্ডাদের যোগাযোগ আছে। কাজেই কোনটা স্ট্র্যান্ট আর কোনটা ষ্ট্যান্ট নয় আমি সেইটা বিরোধী নেতার কাছ থেকে পাই নি। কাজেই যদি ষ্ট্যান্ট হয়ে থাকে তাহলে অ্যারেষ্ট করবো না। যারা ৫ লক্ষ, দশ লক্ষ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার লেনদেন করছে এদের সম্পর্কে রিপোর্ট এবং তাদের অ্যাগেনষ্টে যদি আমরা অ্যাকশন নেই তাকে বলা ষ্ট্যানট। আমি বলছি ঐ দুই তিন কে, জি, চাউল ধরে লাভ নেই। কারণ এই মানুষগুলিকে মেরে লাভ নেই। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বালকটা না যায়, যাতে গাড়ী ভর্তি করে না যায় তার জন্য যতটুকু চেক করার প্রয়োজন সমস্ত জায়গায় আমরা বন্ধ করার চেষ্টা করেছি এই জন্য আমরা চেকপোষ্ট করেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, সি, আর, পি, সম্পর্কে তারা অনেক অভিযোগ করেছেন কিন্তু এই পর্য্যন্ত আমরা সি, আর, পির বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট পাই নি যে তারা স্মাগলিংকে সহায়তা করছে। এইরকম কোন ইনফরমেশন আমাদের কাছে নেই বরং উলটোটাই এসেছে যে তারা বস্তা দেখলেই ধরে ফেলে। এখন বস্তা দেখলেই ধরবে। এই অবস্থায় বর্ডার এরীয়াতে যে বাজারগুলি আছে সেখানকার মার্চেন্টরা এসেছে সেখানকার লোকগুলি যা চায় তা দিতে পারবে না। তার জন্য আমরা পারমিটের ব্যবস্থা করেছি কতটুকু আনতে পারবে না পারবে। তাদের ডিমাণ্ড কতটুকু আছে সেই অনুযায়ী আমরা চাল তাদের দিতে পারি রিকগনাইজড ডিলার যারা আছে তাদের কাছে এবং প্রত্যেককে হিসাব দিতে হবে। এখন মাননীয় সদস্যরা যদি এই প্রবলেমটাকে রাজনৈতিক দিক থেকে দেখেন তাহলে এটা ফাঁফিয়ে বলা হবে। কিন্তু যদি মানুষের দিক থেকে এটা বিচার করেন, তাহলে এটা সবার মিলিতভাবে চেষ্টা করা দরকার। যদি এই ব্যবস্থাটা ত্রিপুরাতে না আসো যদি ঐ দেশ থেকে কোন জিনিষ বিশেষ করে নিত্য ব্যবহার্য্য কোন জিনিস আমাদের দেশ থেকে যাতে না যায়। এই জিনিসটা আমাদের দেখতে হবে। স্মাগলিং ? কোন স্মাগলিংই ভাল নয়। কুমিরা পাতা

নিলে সুবিধা হবে না অসুবিধা হবে এটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হল কোন স্মাগলিংই ভাল নয়। কাজেই স্মাগলিং আমাদের বন্ধ করতে হলে অনেক জিনিসই বন্ধ করতে হয়। এবং নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিস যেটার উপর মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সেই জিনিসগুলি আমাদের বন্ধ করতে হবে। এবং এর জন্য আমাদের সরকার এবং আমরা এইটুকু বলতে পারি যে আমাদের দিক থেকে আমদের কোন ত্রুটি আমরা রাখব না। ফাঁক থাকতে পারে। সে ফাঁক বন্ধ করা উচিত। আমাদের কাছে রিপোর্টেড হয় যে অমুক জায়গা দিয়ে যাচ্ছে আমরা নিশ্চয়ই সেটা তদন্ত করে দেখব এবং সেখানে ন-র রাখার জন্য চেক পোষ্ট নূতন চেকপোষ্ট করার জন্য আমরা বলছি; বিভিন্ন জায়গায় নূতন নূতন রাস্তা আবিস্কার হয়, এবং নূতন নূতন এরীয়াতে গ্রামবাসীর সহযোগীতা থাকা দরকার। আমি সি. পি, এম, এলাকার কথা বলছি না, আবার কংগ্রেস এলাকার কথাও বলছি না। আমি বলছি যে এর সঙ্গে অনেক প্রশ্ন জরিত আছে। এটা হিউম্যান কোয়েশ্চান এবং এই দিক থেকে এটাকে বিচার করে···

মিঃ স্পীকার :—অনারএ্যাবল মেম্বার সুড নট বি ডিষ্টার্ভড···

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওদের বক্তব্যের মধ্যে আমাদের দিক থেকে কোন বাধা আসে না। কারণ এটাকে আমরা অত্যন্ত মর্য্যাদা দিই। কিন্তু মাননীয় সদস্যরা তাঁরা যখন বাধা দিতে চায় তাহলে মনে হয় যে ওরাও যেন সেইম ব্যবহার পেতে চায়। কাজেই এই জিনিসটা উচিত, ঠিক নয়। আমরা যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম সেই কথাটা হল স্মাগলিং বন্ধ করার জন্য আমাদের এক্তিয়ারের মধ্যে যতটুকু আছে আমরা সেটার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নিচ্ছি কোথাও যদি ফাঁক থাকে, মাননীয় সদস্যরা যদি আমাদের দৃষ্টি গোচরে আনেন তাহলে আমরা বলব হ্যাঁ, আমরা এই জায়গার মধ্যে ব্যবস্থা নিতে পারছি। এই কাজটা শুধু সরকারের কাজ নয়, সবার মিলিত ত্রিপুরা রাজ্যের বাঁচার মরার প্রশ্ন। আজকে চাল স্মাগলিং হবে, নুন স্মাগলিং হবে এর দ্বারা চিৎকার করে পলিটিক্যাল—রাজনৈতিক ফায়দা উঠানো যেতে পারে রাজনৈতিক চিৎকার উঠাতে পারে কিন্তু মানুষের সমস্যার সমাধান হবে না। সেই দিকে রাজনীতি করা যেতে পারে এটাকে বাড়তে দিলে রাজনীতি হতে পারে, কিন্তু সার দ্বারা মানুষের সমস্যা সমাধান হবে না। কাজেই সেখানে সকলের সহযোগীতা দরকার। এবং মাননীয় সদস্যদের কাছেও আমি আবেদন করব যে যদি এই দিকটার দিকে তারা নজর রাখেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর পরিমানে বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী আসছে। এবং আমি জানি যে তারা বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করছে। সেই বিষয়ে সরকার কি করছেন তা জানাবেন কি? এবং মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি পয়েন্টগুলি তুলে ধরেনতাহলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে কোন কিছু করার আগে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে বাংলাদেশের সংগে আমাদের সম্পর্কটা কি এবং দুই দেশের গভর্ণমেন্টর সংগেই বা সম্পর্কটা কি? তবে এ ব্যাপারে কি করা যায় তার জন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে রেফার করেছি। বিনা পারমিটে যদি কেউ এসে থাকে,মাননীয় সদস্যরা যখন বললেন, তখন তাঁরা নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন আসতে। যারা এসেছে তাদের যদি প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট না থাকে তাহলে সীমান্ত এলাকা থেকে তাদের সরিয়ে দেবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটু আগে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আপনি আসলে পরে এই সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

মিঃ স্পীকার :—আপনাকে আমি পত্র দিয়েছিলাম যে আমার চেম্বারে গিয়ে আপনি এই ব্যাপারে আলোচনা করবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—আমি এইটা হাউসে উথাপন করছি। আমার একটা······

মিঃ স্পীকার :—আমি আপনাকে পত্র দিয়েছিলাম। সেই পত্র আপনি পেয়েছেন আশা করি। আমার চেম্বারে আপনি আসুন। আমি সেখানে আপনার সংগে আলোচনা করব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি বলতে শুরু করেছিলাম। এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে উচ্চ মহল থেকে সর্বস্তরে দুর্নীতি সম্পর্কে যে একটা ট্রাইবুন্যাল গঠনের যে প্রস্তাব তিনি এনেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে দুর্নীতিটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আজকে দুর্নীতি সম্পর্কে যদি আমাদের তাকে ফাইট আউট করতে হয় বা ট্রাইবুন্যাল গঠনের কোন প্রসঙ্গ হয়, তাহলে সামগ্রিক ব্যবস্থাটা আমাদের দেখতে হবে। আমরা দেখেছি যে ভারতবর্ষে যারা একটা উচ্চাসনে বসে আছেন যারা প্রশাসনিক ব্যাপারে প্রধান যিনি আছেন তার ক্ষেত্রে দুর্নীতির চেহারাটা আমাদের কাছে একেবারে পরিষ্কার। আমরা দেখেছি প্রশাসনের যিনি বসে আছেন। যারা ভারতবর্ষকে যিনি কন্‌ট্রোল করছেন, দুর্নীতি দূর করার হুংকার দেওয়া হচ্ছে, সেখানে কিন্তু তার ছেলের কারখানার ব্যাপারে সেখানে কিন্তু দুর্নীতি হতে আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি। পার্লামেন্‌টেও প্রধানমন্ত্রীর বিষয়ে আমরা দেখেছি। এবং আমরা দেখছি যে আজকে একটা মহান স্থানে তাকে আমরা বসিয়েছি। তার দুর্নীতি হটানো একটা শ্লোগান। আজ সর্বত্র লক্ষ লক্ষ টাকার সেখানে হয়েছে। আজকে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়ে গেছে। কিন্তু আজকে ব্ল্যাক মানির রাজত্ব চলছে তাদের সেই সমস্ত ঘটনা যারা ভারতবর্ষে আজকে সবচেয়ে উপরে বসে আছেন এমন সব ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমরা কাগজে দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখছি যে বিহার এসেম্বলীতে সেখানে বলছেন যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে কুশি প্রজেক্টের ব্যাপারে এক কোটি টাকা আত্মসাত করেছেন : বিহার অ্যাসেম্বলী সেখানে বক্তব্য রেখেছে। আমরা দেখেছি সর্বাংগে ঘা। কারণ সর্বাংগে যার ঘা সেখানে মলম দেওয়ার জায়গা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। সর্বাঙ্গে ঘা। এবং আমরা দেখেছি যে লাইসেন্সের পলিসি। লাইসেন্সের পলিসি ব্যাপারে আর কিছুদিন আগের ঘটনা ঘটে গেছে। ৩ জন এম, পি, সই জাল করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করেছেন। সমগ্র ক্ষেত্রে সেই সমস্ত কেলেংকারী আমরা সেখানে লক্ষ্য করেছি। যেমন আমরা ডাকবাংলার ঘটনার কথা জানি। ডাক বাংলার ঘটনা। ষ্টেট ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার ফোন করলেন একজন, ষ্টেট ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারকে ফোন করলেন। তার থেকে সাত কোটি টাকা নিয়ে আর একজনের হাতে দিয়ে দিলেন। যিনি আজকে ভারতবর্ষের সবোচ্চ আসনে বসে আছেন তার ছেলে কারখানার ব্যাপারে সেই টাকাটা কাজে লাগানো হবে। এবং সেখানে যখন এ্যানকোয়ারী করা হল......আসল ব্যাপারে যাচ্ছি। ত্রিপুরার ব্যাপারেই যাচ্ছি। এবং সেখানে আমরা দেখেছি যে একটা এ্যানকোয়ারী হল এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে চাপা দেওয়া হল। যে অফিসারের উপর দিয়েছিল তাকে খুন করা হল। এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে চাপা

দেওয়া হল। সাত কোটী টাকা ষ্টেট ব্যাঙ্ক থেকে চলে গেল। যখন এনকোয়ারী ষ্টার্ট হল, যে অফিসারের উপর দায়িত্ব ছিল, তাকে খুন করা হল এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে চাপা দেওয়া হল। সেই সমস্ত ঘটনা এবং সেই সমস্ত কেলেংকারীর ইতিহাস আমরা সবই জানি। সুতরাং সারা ভারতবর্ষের চেহারা আমরা যেদিকে তাকাব, সেইদিকেই এই চেহারা দেখতে পাব। আজকে বিহারে একটা মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে সমস্ত জনতাকে.. ...

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের আলোচ্য বিষয় কি ? আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ত্রিপুরাতে একটা ট্রাইবুনাল গঠন সম্পর্কে। মাননীয় সদস্য তাঁর বক্তব্যে কোথায় বিহার, কোথায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা, এইসব বলছেন, এই-গুলি সম্পূর্ণ ইরিলিভেন্ট। ত্রিপুরার এ্যাসেম্বলীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার আলোচনা চলতে পারে না। আমাদের আইনে আছে এইগুলি চলতে পারেনা, কাজেই এইগুলি চলতে দেওয়া যায় না। তাঁর আলোচনা বিষয় বস্তুর উপর সীমাবদ্ধ থাকবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দুর্নীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এইগুলি আমি রেফারেন্স টানছি। আমরা দেখছি ত্রিপুরার দুর্নীতি কোন একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যা হচ্ছে, তার থেকে এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সেটা আমি দেখাতে চাইছি। পশ্চিম বঙ্গে একটা দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রীসভা রয়েছে, সেই দুর্নীতিকে রক্ষা করার জন্য ওয়ানচু কমিশান বসানো হয়েছে তাকে ঢাকা দেওয়ার জন্য, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে যেটুকু বেড়িয়ে আসছে আমরা দেখছি......

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার প্লীজ কনফাইন ইউর স্পীচ টু দি রিজল্যুশান।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি যে ত্রিপুরার মন্ত্রীরা তাঁদের ভাইদের চাকুরী দিচ্ছেন। আজকে পশ্চিম বঙ্গে ওয়ানচু কমিশান বসানো হয়েছে কিন্তু ওয়ানচু বসালে কি হবে ?

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—অন্যান্য রাজ্যের মন্ত্রীদের কার্য্যের আলোচনা এখানে চলতে পারেনা।... (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, আই উড রিকোয়েস্ট ইউ টু কনফাইন ইউর স্পীচ টু দী রীজল্যুশান ওনলী।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আমরা দেখছি যে মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস, উনি প্রস্তাব এনেছেন যে ত্রিপুরা বিধান সভায় আমরা প্রস্তাব আনছি এখানে একটা ট্রাইবুনাল গঠন করা হউক এখানকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে ফাইট করার জন্য বা দেখার জন্য। আমরা দেখছি যে কেরলায় সমস্ত মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সেখানে রয়েছে, কেবল দুর্নীতি নয়, সমস্ত ব্যাপারে তাঁরা বাই পাস করে যাচ্ছে। সেই যে অত্যাচার কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে সমস্ত দিক থেকে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব সামগ্রিকভাবে এই দুর্নীতি শাসক শ্রেণীর মধ্যে একটা বাসা বেঁধে আছে। ত্রিপুরাতে আমরা কি দেখছি ? আজকে এই এ্যাসেম্বলীতেও

আলোচনা হয়েছে এবং আমরা বাইরেও দেখেছি যে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাইদের প্রমোশান পেতে আর কেউ বাকী নেই। যে কাউকে ডিঙিয়ে প্রমোশান দেওয়া হয়েছে। আজকে ওয়ানচু কমিশান বসিয়ে একটা ঘটনা প্রমাণ করা হয়েছে, আর আজকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর যে কয়টি ভাই আছে, সবগুলিকে বে-আইনি ভাবে প্রমোশান দেওয়া হয়েছে সেইগুলি প্রমাণ করা যায়। আমরা দেখছি মন্ত্রীর গাড়ী নিয়ে মাল পাচার হচ্ছে, এই ধরণের ঘটনাও কাগজে বেরুচ্ছে। আমার সংগে পুলিশ অফিসারের আলোচনা হয়েছিল, তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন যে আমরা যে ধরব, যারা কলিকাতা যাচ্ছে, যে সমস্ত অফিসার এবং মন্ত্রীদের সংগে যুক্ত, তাঁদের লোকজনের গায়ে হাত দিলে আমাদের চাকুরী থাকবে না। এবং আমরা জানি ওদের সংগে গোল্ড আছে, কিন্তু এই গোল্ড স্মাগলিং-এর সুযোগ দিচ্ছেন কতিপয় অফিসার এবং মন্ত্রীদের কিছু লোকজন, কাজেই এটা জানা সত্বেও আমরা ওদের ধরতে পারি না। তাহলে আমাদের চাকুরী চলে যাবে।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আর পাঁচ মিনিট সময় স্যার।

মিঃ স্পীকার :—আমাদের আছে মাত্র আর ১৫ মিনিট সময়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আজকে এই অল্প সময়ে এটা শেষ হবে না স্যার। আমরা বলব, আমাদের বলার সুযোগ দিতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আমরা দেখছি আজকে যখন চাকুরীর অভাব, তিনি বেকার সমস্যার সমাধান করছেন, ভাল সমাধান করছেন। কিভাবে? কোন কোন মন্ত্রী বলেছেন দুই বছরের মধ্যে সমাধান করে দেবেন। প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও ততখানি সাহস করতে পারেন না, এক হাজার টাকা নিয়ে সেখানে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে, এই ধরনের ঘটনাও হচ্ছে, এইগুলির এনকোয়েরী হউক, আমরা সেই তথ্য পেশ করব।... (গণ্ডগোল)।

মিঃ স্পীকার :—অর্ডার প্লীজ, অর্ডার প্লীজ।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— এখানে একটা সামান্য প্রস্তাব এসেছে। দিল্লী থেকে ত্রিপুরা অবধি যে দুর্নীতি চলছে, এই প্রস্তাবের মাধ্যমে তার কোন পরিবর্তন করা চলবে না, তবুও এই প্রস্তাবের ভাগ্য কি হবে আমরা জানি। এই ট্রাইবুনাল গঠন করতেও সাহস নেই। এই ট্রাইবুনাল গঠনের বিরুদ্ধে তারা প্রত্যেকে হাত তুলে ভোট দেবেন সেকথা আমরা জানি।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, প্লীজ ফিনিশ ইউর স্পীচ।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— বাংলা দেশের ব্যাপারে আমরা কি দেখি? কোটি কোটি টাকা ত্রিপুরায় পাঠান হয়েছে। বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জায়গা জমি ছেড়ে এখানে চলে

আসে, কিন্তু তাদের জন্য যে টাকা সেই টাকা নিয়েও দুর্নীতি হয়েছে। কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করা হয়েছে একথাতো কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। অডিট রিপোর্ট'এ আজকে পরিষ্কারভাবে সেগুলি বেরিয়ে আসছে। আমরা যখন বলেছিলাম যে বাংলা দেশের টাকা নিয়ে তদন্ত করা হউক, তখন সি, বি, 'আই'র গল্প শুনিয়ে দিলেন, এনকোয়েরীর গল্প শুনিয়ে দিলেন, কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঐ অডিট রিপোর্টে চুরির সমস্ত ফিরিস্তি আজকে বেরিয়ে আসছে।

মিঃ স্পীকার :—নাউ আই থিংক, অনারাবল মেম্বার স্যুড ফিনিশ ইউর স্পীচ।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—একটা ঘটনা আমি বলি যে বাংলা দেশের সময়ে ৮০০ টিউবওয়েল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। যখন অডিট খোঁজ করল সেখানে টিউবওয়েল-এর কোন পাত্তা নেই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার। বাংলা দেশের ব্যাপার কেন ট্রাইব্যুনালে হল স্যার?

শ্রীঅনিল সরকার :—এটা ইরিলিভেন্ট কি করে হল স্যার, যে বাংলা দেশ শরণার্থী শিবিরে চুরি হয়েছে এই কথা বলেছে?

মিঃ স্পীকার :—আপনার অভিযোগগুলি সম্পর্কে বলুন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আমরা দেখছি যে মন্ত্রীদের যারা এখানে বসে আছেন তারা দুর্নীতি থেকে কেউ মুক্ত নয় এটা প্রমাণ হয়ে গেছে এবং এমন কি প্রতিটি পশ্চিমবঙ্গে বাড়ী ভাড়ী বা দিল্লীতে বাড়ী ভাড়ার ব্যাপারে প্রতিটি ব্যাপারে আমরা লক্ষ্য করছি যে মন্ত্রীরা দুর্নীতির সংগে যুক্ত রয়েছেন। সেজন্য আমরা জানি যে ট্রাইব্যুনালের কথা বলা হয়েছে সেই ট্রাইব্যুনালের গঠন করলে তাদের ভয় আছে। এবং এই ট্রাইব্যুন্যাল গঠন ক্ষেত্রেও তারা এত ভীত যে তারা এইটুকু করবেন না, এবং আমরা চাই এই ট্রাইব্যুন্যাল গঠন করা হোক যাতে সামান্য কিছু করা যায় তার একটা ব্যবস্থা করা হোক।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় সদস্য দাস মহাশয় যে আলোচনার একটা সুযোগ করে দিয়েছেন এই জন্য আমি শ্রীদাস মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আজকার দিনে সমাজের মধ্যে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে দুর্নীতি চলছে এবং দুর্নীতি আছে বলেই আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি যে আজকে সরকার প্রথমাবস্থায় চিরাচরিত যে আইন আছে সেই আইন দিয়ে দুর্নীতি বন্ধ করা যায় কিনা তার জন্য চেষ্টা করেছে। যেহেতু দেশটা গণতান্ত্রিক, কাজেই যারা এই ধরণের কাজ করতে চায় তারাই আইনের ফাঁক খুঁজতে আরম্ভ করে এবং খুঁজতে খুঁজতে পথ বের করে। এত কাষ্টমের কড়াকড়ি তবুও দেখা যায় যে নানা ধরণের দুর্নীতি চলছে এবং নানাভাবে চেষ্টা চলছে যেমন কেন্দ্রীয় সরকার দুর্নীতি দমনের জন্য মিসা আইন ব্যবহার করছেন এবং তা দিয়ে দুর্নীতির একটা দিকের চক্র বন্ধ করতে চেয়েছেন। কাজেই যারা এই সমালোচনা করে যে সরকার কিছু করছেন না তাদের সঙ্গে আমি একমত নই। কিন্তু এটা দেখতে হবে যে এই দুর্নীতিকে দূর করার জন্য কি প্রক্রিয়া বা কি উপায় হলে পর সমাজ ব্যবস্থা

থেকে দুর্নীতিকে দূর করতে পারি এবং সেটা বিচার করে আমাদের যে প্রস্তাব আছে, আমাদের প্রস্তাবটাকে সেই দিক দেখতে হবে যে প্রস্তাব রয়েছে তার দ্বারা এই প্রতিক্রিয়া হতে পারে কিনা। কারণ দুর্নীতি দূর করতে হলে যে কোন কাজে হাত দিই তাহলে দুর্নীতি দূর করা হবে না। কারণ অতীতের-অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে প্রথম দুর্নীতি দূর করবার জন্য গভর্ণমেন্ট নিজস্ব একটা সেল করা হয়েছে, ভিজিলেন্স অফিসার গভর্ণমেন্টের মধ্যে নিযুক্ত করা হয়েছে, তা ছাড়াও কেন্দ্রীয় ভাবে সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স ব্যুরো করা হয়েছে। তারপরেও আমরা চাচ্ছি যে আরও যেগুলি চলছে সেগুলিকে যাতে বন্ধ করা যায়। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিমত বলছি, মন্ত্রীরা তাদের অভিমত বলবেন। কিন্তু প্রস্তাবটিকে সেই দৃষ্টি নিয়ে দেখতে হবে। এই প্রস্তাব দ্বারা প্রকৃতপক্ষে এই দুর্নীতি বন্ধ হতে পারে না। তিনি বলেছেন ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হোক। এখন ট্রাইবুন্যাল যে গঠন করা হবে কোন্ আইনে কোন্ বিধানে? বর্তমানে যে সমস্ত ট্রাইবুন্যাল করার আইন আছে সেই আইনের বিধানে যদি করতে হয় তাহলে তার জন্য স্পেসিফিক অভিযোগ থাকলে পরে সেই স্পেসিফিক অভিযোগ দিয়ে ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়। যদি সরকার মনে করেন যে সেই স্পেসিফিক কেসের মধ্যে যথেষ্ট প্রাইমা ফ্যাসি আছে তাহলে তা নিয়ে তারা তখন সেই ট্রাইবুন্যালের কাছে রেফারেন্স করে তারা সেটা দেন এবং দিলে পরে তার যে বিশেষ উদ্দেশ্য এবং যে কার্য্যকারণের জন্য ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয় ট্রাইবুন্যালটা সেই কার্য-কারণেই করতে পারে। কাজেই এখানে যেটা চাওয়া হচ্ছে তাতে মনে হয় যে একটা পারপিচি-উয়াল, সব সময়ের জন্য থাকবে, এইরকম একটা বলা হচ্ছে। কিন্তু সেটা ট্রাইবুন্যালের দ্বারা হবে না। তাহলে তার প্রতিবিধানের জন্য পথ কি করা যায় সেটাকে সমালোচনা করে, বিশ্লে-ষণ করে আমাদের দেখা উচিত এবং সেই দিক থেকে যদি আমরা জিনিষটাকে বিশ্লেষণ না করি তাহলে আমরা ভুল করব। এখানে কমিশন যদি থাকে, যেখানে অভিযোগ থাকে তাহলে তার জন্য কোর্ট আছে। তাহলে ট্রাইবুন্যাল যদি গঠিত হয় তাহলে উকিল লাগবে, তাতে সেই উকিলের মারফতে সেখানে উপস্থিত হতে হবে। তাহলে আজকের দিনে যে সমস্ত অভিযোগ সেগুলির মধ্যে কোর্টে অভিযোগ করার মত সুযোগ আছে। যদি কেউ মনে করে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন তাহলে তা অবশ্য সরকারের কাছ থেকে মত নিয়ে নিতে হয়। এমন কিছু আইন নেই যে সরকারী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে বা যারা দোষী, আইন ভংগ করছে সে যদি মন্ত্রীও হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে যদি এমন কোন অভিযোগ থাকে সেটা যদি প্রমাণ তাদের কাছে থাকে তাহলে তাকে নিয়ে তো কোর্টেও কেস করা যায়। তাহলে সেটা দেখতে হবে যে জনসাধারণ সেই দিকে যাচ্ছে না কেন। কাজেই করাপশনটাকে যদি দূর করতে হয় তাহলে মূল থেকে জিনিষটাকে দেখতে হবে। যদি আমরা সমালোচনা করি তাহলে তার পরিপূর্ণ পথটা আমাদের দেখতে হবে। শুধু প্রস্তাব পাশ করলে তার দ্বারা করাপশান দূর হবে না কারণ আমরা দেখছি যে সরকারী কর্মচারীর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে "উচ্চতম পদ থেকে সুরু করে যে কোন পদের ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারিবে..." তাহলে সরকারী পদে যারা আছে অর্থাৎ শুধু সরকারী কর্ম্মচারীর পক্ষেই সেটা প্রযোজ্য হচ্ছে। তারা যে মন্ত্রীর কথা বলেছেন সেই মন্ত্রীর কথা এই প্রস্তাবের মধ্যে আসেছে না। কারণ এখানে বলা হচ্ছে যে "তার নিকট জনসাধারন উচ্চ পদ থেকে সুরু করে যে কোন পদের...

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—টাইম তো শেষ হয়ে গেল স্যার। আগামী শুক্রবার নিন।

মি: স্পীকার :—আপনিই কি ডিসিশান নিচ্ছেন নাকি ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—না, আমি নেওয়া হোক বলছি।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত —কাজেই উচ্চতম পদ থেকে আরম্ভ করে যে কোন পদের, তাহলে এই যে একটা ট্রাইবুন্যাল তৈরী করা হচ্ছে শুধু সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য এই ট্রাইবুন্যাল-এর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যদি সরকারী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে নালিশ হয় তাহলে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া আছে। তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে সেই প্রক্রিয়াতে যে সেখানে কি দোষ আছে সেটাকে বের করতে হবে। কিন্তু যদি আজকে এই ট্রাইবুন্যালে নেওয়ার কথা হয় তাহলে কি কোন উন্নতি হয়েছে বলে আমরা আশা করতে পারি ? আমার ধারনা সেটা কোন ট্রাইবুন্যালে যাওয়ার মত হয় নি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে এটা শুধু সরকারী কাজের জন্য যারা আছে তাদের জন্য সেটা সম্ভবপর হতে পারে। এই দিক দিয়ে যে প্রস্তাবটি এসেছে এবং যাকে নিয়ে অনেক কথা অন্তত আমার আগের ব্যক্তি নানাভাবে বললেন সেটা কার্যকরী হয় নি। স্যার, সময় শেষ হয়ে গেছে। কাজেই নেকস্‌ট শুক্রবার-এর আগে টাইম দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই নেকস্‌ট শুক্রবারেই হবে।

Mr. Speaker —The House is adjourned till 11 a. m. on Tuesday, the 8th Octobar, 1974.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure 'A'

STARRED QUESTION No. 12

By Shree Sunil Chandra Dutta, M. L. A,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য যে কমলপুর মহকুমার চান্দ্রায়বাড়ী ও বিলাসছড়া মৌজায় জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের এ্যালটমেন্টের দখলীয় জায়গায় প্লেন্টেশান আরম্ভ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) না, মহাশয়। কমলপুর মহকুমার চন্দ্রায়পাড়া ও বিলাসছড়া মৌজা এলাকায় বন্দোবস্ত ও ভূমিলেখ্য বিভাগ কর্ত্তৃক জরিপীকৃত নথী ভুক্ত বন বিভাগীয় জায়গাতেই কেবল -মাত্র বনায়ন করা হইতেছে।

STARRED QUESTION No. 27

By Shree Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সরকার কি অবগত আছেন যে, ধর্ম্মনগর হাফলংছড়া তহশীলের তহশীলদার বালিধুম, পশ্চিম হাফলংছড়া প্রভৃতি এলাকায় প্রটেকটেড ফরেষ্ট থেকে বেআইনী ভাবে কাঠ সংগ্রহ করে তা ধর্ম্মনগরের স, মিলে চালান দিয়েছেন, এবং

২। এই সম্পর্কে সরকার তদন্ত করে দেখবেনকি ?

উত্তর

১। না

১। তদন্তক্রমে দেখা যায় যে অভিযোগ সত্য নহে।

STARRED QUESTIGN No. 30

By Shree Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। গত ২১, ৪, ৭৪ এ বন দপ্তর থেকে দিলীপ সিংহের কুকুরের কামড়ে মৃত্যু সম্পর্কে কোন প্রেস বিবৃতি দেয়া হয়েছিল কি,

২। ঐ বিবৃতিতে কি বলা হয়েছে যে শ্রী সিংহের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত হয়েছে,

৩। যদি বলা হয়ে থাকে, তদন্তকারীর নাম, তদন্তের তারিখ,

৪। এই তদন্তে শ্রীসিংহের আত্মীয়দের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল কি, এবং

৫। হয়ে থাকলে তারা কি বলেছিলেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

উত্তর

১। হ্যাঁ। ত্রিপুরার বন সংরক্ষক তাঁহার ২১, ৪, ৭৪ইং তারিখে এফ ২-১১।১২ ফর-৭৪। ১৪৫৪১ নং চিঠির মূলে ত্রিপুরার জন-সংযোগ ও পর্য্যটন বিভাগের অধিকর্ত্তার নিকট বন বিভাগের নার্শারী-মালী-কাম-স্টেশন ওয়াচার দিলীপ সিংহের মৃত্যু সম্পর্কে এক বিবৃতি ত্রিপুরার স্থানীয় দৈনিক সংবাদ পত্রে ছাপাইবার জন্য প্রেরন করিয়াছিলেন।

২। হ্যাঁ।

৩। প্রাথমিক পর্য্যায়ে তদন্ত করা হয় ২০, ৪, ৭৪ ইং তারিখে, তদন্তকারীর নাম শ্রীদীপক দত্তরায়, বিভাগীয় বন কার্য্যকারক, দক্ষিণ ভূমি সংরক্ষণ বিভাগ তেলিয়ামুড়া। চূড়ান্ত পর্য্যায়ে তদন্ত করা হয় ২৫-৫-৭৪ইং তারিখ হইতে ২৭-৫-৭৪ইং তারিখ পর্য্যন্ত। তদন্তকারীর নাম শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, উপবন সংরক্ষক (ওয়ারকিং প্লেন ডিভিসন) আগরতলা।

৪। হ্যাঁ, তাহার পিতা মাতার সাক্ষ্য নেওয়া হইয়াছিল।

৫। তাহাদের সাক্ষ্য এইরূপ :—

দীলিপ সিংহ আমাদের ছেলে। সে বন বিভাগে কাজ করিত। আমরা তাহার সহিত মুঙ্গিয়াবাড়ীতে থাকিতাম। গত ২৩শে ফাল্গুন মুঙ্গিয়াবাড়ীর ফরেষ্টার শ্রীমাণিক পাল দীলিপকে ওনার কুকুর দিয়া তেলিয়ামুড়া পশু চিকিৎসালয়ে পাঠায়। সঙ্গে ফরেষ্টার বাবুর ভাইও ছিল। কুকুরটি মানুষকে কামড়াইত। ফরেষ্টার বাবু যখন কুকুর নিয়া আমার ছেলেকে যাইতে বলে তখন আমি (তারিণী) তাহাকে বলি যে ইহা পাগলা কুকুর। ইহা নিয়ে সে যেন না যায়। সে বলে যে সে না গেলে ফরেষ্টারবাবু রাগ করবে। তাহার পর সে আমার নিষেধ না শুনিয়া অলক্ষ্যে চলিয়া যায়। হাসপাতাল বন্ধ হইয়া যাওয়াতে কুকুরের চিকিৎসা করাইতে পারে নাই। তারা তেলিয়ামুড়া হইতে একটি ট্রাকে করিয়া কুকুর নিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। সেই সময় অন্য যাত্রীদের কুকুরটি কামড়াইতে গেলে সবাই কুকুরটিকে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করে। তখন দীলিপ কুকুরটি নিয়া গাড়ী হইতে নামিলে কুকুরটি তাহার পায়ে কামড় দেয়। প্রিয়রঞ্জনকে ডাকিলেও সে আসে না। তখন সে কুকুরটিকে ছাড়িয়া দিয়া সেই ট্রাকে চলিয়া আসে। তাহারা দুপুরের পরে প্রায় ৩ টায় মুঙ্গিয়াবাড়ী আসিয়া পৌঁছে এবং সেই সব ঘটনা আমাকে ও আমার স্ত্রীকে দীলিপ জানায়। আমার স্ত্রী তখন দীলিপকে হাসপাতালে যাইয়া চিকিৎসা করাইতে বলে। কিন্তু ফরেষ্টার বাবু তাহাকে ও প্রিয়রঞ্জনকে আবার কুকুর খুঁজিতে তখনই পাঠায়। তাহারা কুকুর খুঁজিয়া পায় নাই এবং রাত্রি ৭/৮ ঘটিকায় ফিরিয়া আসে। ফিরিয়া আসিয়া দীলিপ বলে সে যে এসিড দিয়া কামড়ানোর জায়গা হাসপাতাল হইতে পোড়াইয়া আনিয়াছে। ডাক্তার ছিল না, সে ইহা নার্স দিয়া করাইয়াছে। তাহার পরদিন দীলিপ, প্রিয়রঞ্জন, বিনোদ গার্ড, চন্দ্র গার্ড, সমীর রায় সবাই কুকুরটি খুঁজিতে যায় এবং সন্ধ্যা ৬॥ টায় ফিরিয়া আসে কিন্তু কুকুরটি পায় না। তার পরদিন আবার প্রিয়রঞ্জণ ও দীলিপ কুকুর খুঁজিতে যায়। তার পরদিন ২৬শে ফাল্গুন রবিবার সে বিবাহ করিতে চলিয়া যায়। বিবাহের পর মঙ্গলবার দিন ফিরিয়া আসে। তাহার ২/৩ দিন পর আবার দীলিপ কুকুর খুঁজিতে থাকে। পরের রবিবার দিন সে দ্বিরাগমনে চলিয়া যায় ও বৃহস্পতিবার মুঙ্গিয়াবাড়ীতে ফিরিয়া আসে। তাহার পর আরও একদিন সে কুকুর খুঁজিতে যায়। তাহার পর একদিন আমিও আমার স্ত্রী কুকুর খুঁজিতে ও হাসপাতালে ডাক্তারের সহিত আলোচনার জন্য যাই। কুকুর খুঁজিয়া পাই নাই। ডাক্তারবাবু একটি প্রেসকৃপশান টিকিট করিয়া আমাদের দিয়া বলেন যে V. M. হাসপাতালে যেন সেদিনই দীলিপকে পাঠাইয়া দেই। ফিরিয়া আসিয়া দীলিপকে তার পরদিন সকাল বেলাতেই চিকিৎসার জন্য V. M. হাসপাতালে যাইতে হইবে বলিলে ফরেষ্টারবাবু বলে যে ইহা পালা কুকুর, কুকুর খুঁজিয়া পাইলেই হইবে, কোন চিকিৎসা লাগিবে না। ফরেষ্টার বাবু তাহাকে বলে যে কুকুর খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারলে তাহাকে কুকুরের দাম ৫০০ টাকা দিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে কুকুরটি তো ওনাকেও কামড়াইয়াছে, উনি তো কোন চিকিৎসা করাইতেছেন না, দেখিবেন উনি মরেন কি না। দীলিপকে আমরা সব সময়েই বলিতাম হাসপাতালে যাইয়া চিকিৎসা করাইতে কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে তর্ক ও ঝগড়া করিত ও বলিত যে ফরেষ্টার বাবু তো চিকিৎসা করাইতেছে না, ইহা পালা কুকুর, কামড়াইলে কি হইবে। ইনজেকশান দিয়া তাহার পেট শক্ত করিয়া দিলে আমরা খুসী হইব এই সব কথা বলিয়া দিনে ১০/১৫ বার

ঝগড়া করিত। মুঙ্গিয়াবাড়ীর আর কেহ ইনজেকশান নিতে বলে না, শুধু আমরাই বলি। আমরা যেন এখান হইতে চলিয়া যাই। সে আমাদের ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলে। ঝগড়ার পর সে বলে অন্য চিকিৎসা করানো যাইতে পারে ইনজেকশান ছাড়া। তখন মুঙ্গিয়া বাড়ীর এক ওঝাইর ঔষধ ও তেলিয়ামুড়ার একজন মেয়ে লোকের নিকট হইতে ঔষধ নিয়া তাহাকে খাওয়ানো হয়। সে ইনজেকশানকে খুব ভয় পাইত। একদিন রেঞ্জারবাবু দীলিপকে ডাকিয়া আমার সামনে বলেন যে সে যেন ছুটির দরখাস্ত দিয়া চিকিৎসার জন্য চলিয়া যায়। তিনি বলেন যে তিনি বাজে চিকিৎসা পছন্দ করেন না, ঠিকমত চিকিৎসা করিতে হইলে আগরতলা যাইয়া চিকিৎসা করার জন্য। তারপর একদিন বড় সাহেব মুঙ্গিয়াবাড়ী গেলেন আমার স্ত্রী দীলিপকে প্রেসক্রপশান টিকিট দিয়া বড় সাহেবের কাছে পাঠায় এই আশায় যে উনি ইহা দেখিলে দীলিপকে ধমক দিবেন এবং ওনারসঙ্গে আগরতলা নিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। দালিপকে পাঠাইয়া আমার স্ত্রী আমাকে পাঠায় পাছে দীলিপ না বলে। দীলিপ টিকিটটি ড্রাইভারকে দেখায়। ড্রাইভার তাহাকে দেরী করার জন্যে মন্দ বলে এবং তাহাকে তাড়াতাড়ি যাইয়া ইনজেকশান নিতে বলে। তখন ফরেষ্টার বাবু বলে যে "এত উপরে যাইয়া কি হইবে। আমি তাহাকে আগামীকাল আগরতলা পাঠাইয়া দিব। কুকুরতো আমাকেও কামড়াইয়াছে। আমার কি হইয়াছে।" ড্রাইভার বলে যে ফরেষ্টারবাবু যখন বলিতেছেন যে উনি দীলিপকে কাল পাঠাইয়া দিবেন তখন আর সাহেবের কাছে যাইয়া কি হইবে। আমি সাহেবের সঙ্গে দেখা করি কিন্তু কিছু বলি নাই। আমার স্ত্রী সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলে আমি নিষেধ করি এবং বলি যে ফরেষ্টারবাবু দীলিপকে কাল আগরতলা পাঠাইবে বলিয়াছে। আর দেখা করিয়া কি হইবে। তাহার পরদিন আমি ফরেষ্টারবাবুকে বলি দীলিপকে আগরতলা পাঠাইতে কিন্তু ফরেষ্টারবাবু দীলিপকে আগরতলা না পাঠাইয়া কুকুর খুঁজিতে পাঠায়। সেই দিনই চন্দ্র গার্ড ও ফরেষ্টারবাবু বলেন যে এখন চলিয়া গেলে কবে বেতন পাইবে ঠিক নাই সুতরাং বেতন নিয়া আগামী মাসে যাওয়া ভাল হইবে। তাহার পর সে যখন বেতন পায় তখন আমার স্ত্রী আবার চিকিৎসার জন্য বলে এবং দীলিপের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আগরতলা আসে। ১লা বৈশাখ তাহার জ্বর আসে ও পায়ে ব্যথা হয়। ৩রা বৈশাখ তাহাকে নিয়া তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে আসি। তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল হইতে তাহাকে G. B. হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয় 'X'রে করানোর জন্যে। আমি তাহাকে আনিয়া G. B. হাসপাতালে ভর্ত্তি করাইয়া এবং কুকুরের কামড়ের বিষয় সব বলিয়া মুঙ্গিয়াবাড়ী ফিরিয়া যাই। G. B. হইতে তাহাকে V. M. হাসপাতালে পাঠায়। সে ৫ই বৈশাখ মারা যায়। প্রকাশ থাকে যে ফরেষ্টারবাবুর কাছে যাইয়া আমি ২ রাত্রিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে উনি যেন দীলিপকে যাইতে বলেন কারণ আমাদের কথা সে গ্রাহ্য করে না। ওনার কথা খুব মানে। ইহার পরিবর্ত্তে উনি আমাকে ক্রিটিসাইজ করে ও বলে এত মানুষকে কামড়াইয়াছে কেহ কিছু করে না, আপনার আলহাদ্দা ছেলে। আর কিছু বলিবার নাই। পড়িয়া শুনাইলে শুদ্ধ বলিয়া সহি করিয়া দিলাম। ইতি—২৭/৫/৭৪ ইং।

STARRED QUESTION NO. 46.

By Shri Jitendra Lal Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) দঃ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া মহকুমায় এ পর্য্যন্ত মোট কতজন হোমলেসকে হোমল্যাণ্ড দেওয়া হয়েছে ? তার তহশীল ভিত্তিক হিসাব ;

২) যাদের হোমল্যাণ্ড দেওয়া হয়েছে তাদের হোমল্যাণ্ড-এর বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে কি না ?

৩) জমি ছাড়া অন্য কোন সাহায্য দেওয়া হয়েছে কি না ?

৪) না দেওয়া হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) ৩,৬৮৮ জনকে। তহশীল ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল :—

	তহশীলের নাম	যাহাদের জমি দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা
১।	বিলোনিয়া	১৩১
২।	মাইছড়া	১৮২
৩।	সারাসীমা	২৪৮
৪।	মতাই	৩৯৬
৫।	ঋষ্যমুখ	৬৯
৬।	কৃষ্ণনগর	৩৪১
৭।	বরপাথারী	১৬৬
৮।	সিদ্ধিনগর	৩৪৯
৯।	রাধানগর	—
১০।	রাজনগর	১৪৩
১১।	শান্তিনগর	৬০৪
১২।	কলসী	৩৫
১৩।	পূর্ব্বপিলাক	১৫২
১৪।	লক্ষীছড়া	২৫৭
১৫।	দক্ষিণ হিচাছড়া	—
১৬।	মুহরীপুর	১৬
১৭।	পশ্চিম পিলাক	১৪০
১৮।	জুলাইবাড়ী	২২৬
১৯।	বাইখোড়া	৩৯৪
২০।	বীরচন্দ্র নগর	৬৫
২১।	রাজপুর	৭৪
		৩,৬৮৮

২। হাঁ।

৩। না।

৪। যেহেতু বিনা নজরে তাহাদিগকে গৃহের স্থান দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 50.

By Shri Sunil Chandra Dutta

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বাজেটে ইউ, ডি, ক্লার্ক ও একাউনটেন্ট পদের জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও কমলপুর সাব-টেজারীতে ঐ সকল পদে লোক নিয়োগ না করার কারণ কি ?

উত্তর

১) কমলপুর সাব ট্রেজারীতে ইউ, ডি, ক্লার্ক পদের জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ নাই, তবে একাউন্টেন্ট পদের জন্য বরাদ্দ আছে। কিন্তু এখনও ঐ পদ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা এখনও অনুভূত হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 52.

By Shri Kalipada Bnerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) রাজ্যে আরও নূতন মহকুমা ও নূতন জেলা খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

খ) থাকিলে তাহা কি এবং কোথায় ; এবং

গ) কি কি কারণে এই সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

ক) অদ্যাপি কোন প্রস্তাব নাই।

খ ও গ } প্রশ্নের ১ নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 56

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ এর জুন পর্য্যন্ত কৃষিঋণের জন্য মোট কতটি আবেদন পাওয়া গেছে তার মহকুমাভিত্তিক হিসাব ;

২) কতজন আবেদনকারী কৃষিঋণ পেয়েছেন ?

উত্তর

১) ও ২) মহকুমার নাম		কৃষিঋণের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা		মঞ্জুরীকৃত কৃষিঋণের আবেদনের সংখ্যা	
		১৯৭৩ ইং	১৯৭৪ ইং	১৯৭৩ ইং	১৯৭৪ ইং
সদর	১১০৭	—	—	২০৭	—
খোয়াই	৫৭৭	—	—	৩৯৪২	—
সোনামুড়া	৭৬১	—	—	৭৬১	—
ধর্মনগর	৪২৯৯	—	—	৩৪৩৬	—
কৈলাশহর	৩০০৯	—	৮০	১০১৫	৩
কমলপুর	৪৫০০	—	—	৩৪১০	—
উদয়পুর	১১১০	—	৭৩২	৩৫৭	২৯০
অমরপুর	৩৯৬	—	৬২	২৪৮	—
বিলোনীয়া	৯০২	—	৫৮	৯০১	২৩
সাবরুম	৫০১	—	৪৯৭	৪২৩	২৮৬

STARRED QUESTION NO. 58

By Shri Naresh Ch. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ৪/৩/৭০ ইং তারিখে ত্রিপুরার মাননীয় কৃষি উপমন্ত্রী মহোদয় ত্রিপুরা সরকারের ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের নিকট তেলিয়ামুড়া আর. এফ-এর অধীনে ফরেষ্ট ভিলেজগুলি জরিপ করিয়া ঐগুলি release করার সাপেক্ষে একটি note দিয়াছিলেন ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ইহার ফলাফল কি ?

উত্তর

১। না মহাশয় ; এমন কোন note ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে পাওয়া যায় নাই।

২। ১ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই আসে না ।

STARRED QUESTION NO. 59

By Shri Naresh Chandra Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার নিয়মিতভাবে খরচ বহন করিয়া থাকেন, এইরূপ কয়টি মন্দির, মসজিদ ও অন্যান্য ধর্ম প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরায় আছে ;

২) ঐগুলিতে সরকারী বেতনভোগী কোন পুরোহিত বা সেবাইত আছেন কি ; থাকিলে তাহাদিগকে কিভাবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় ?

উত্তর

১) ১৭টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান।

২) না।

৩) প্রশ্নের ২ নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 60

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) উদয়পুর মহারাণী প্রাক্তন ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকার নিম্নলিখিত রেজিষ্টার্ড দলিল মাধ্যমে কি কোন জমি উদয়পুর শহরের শ্রীরঞ্জিত সিংহরায়ের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে—৫৫৭৪, ৫৫৭৫, ৫৫৬৮, ৫৫৭৬, ৫৫৬৯, ৫৫৭০, ৫৫৭২, ৫৫৭৩, ৫৫৭৭, ৫১৭৮, ৫১০১, ৫১০৫ এবং ২৫৬১।

২) যদি হয়ে থাকে, এ রেজিষ্ট্রেশনের আগে কি জেলাশাসক হস্তান্তরের জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন?

উত্তর

১) রেজিষ্ট্রেশনের বৎসর উল্লেখ না থাকায় বিষয়টি ascertain করা সম্ভব নয়।

২) ১ নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 64

Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to stete :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া সচ্চিদানন্দ কলোনীর অধিবাসীগণ তাদের বাসভূমির তৌজী দীর্ঘদিন ধরে পাচ্ছেন না ;

২) সত্য হইলে অবিলম্বে তৌজী পাওয়ার কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিতেছেন?

উত্তর

১) বিলোনীয়া সচ্চিদানন্দ কলোনী নামে কোন অনুমোদিত কলোনী নাই।

২) প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষীতে প্রশ্ন উঠেনা।

STARRED QUESTION NO. 65

By Shri Anantahari Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকাধীন আথরাবাড়ী ভূমিহীন কলোনীর রাখাল দেব পিং শ্রীরনময় দেব ২২-৪-৭৪ তারিখে শান্তিনগরের অগাধু তাঁতী পিতা-মৃত পারকিরা তাঁতী ২৮-৪-৭৪ তারিখে এবং আথরাবাড়ীর মনো গোয়ালার মেয়ে ২-৫-৭৪ তারিখে অনাহারে মারা গিয়াছে ?

উত্তর

১) না।

STARRED QUESTION NO. 69

By Shri Aananta Hari Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) চলিত বৎসরে ঘন ঘন বৃষ্টির ফলে খোয়াই নদীর পাড় ভাঙ্গিয়া তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকায় কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে এবং

২) তন্মধ্যে বসত বাড়ী ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সংখ্যা কত?

উত্তর

১) আনুমানিক ৩১·৮০ একর ভূমি যার মূল্য আনুমানিক ৮৩০০০ টাকা।

২) ৫টি কাচা বাড়ী।

STARRED QUESTION NO. 71

By Shri Naresh Ch. Roy

Wiil the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১) মহারাজার আমলের তকসিছি তালুক অবলুপ্ত হওয়ার পর যে সমস্ত তালুকদার T. R. L & L. R. Act. অনুসারে তাহা পুনঃ বন্দোবস্ত করেন নাই তার সংখ্যা কত?

২) ঐ তালুকি সত্ব অবলুপ্তির সময় হইতে যাহারা ঐ সম্পত্তি দখল করিতেছেন তাহাদের ঐ সমস্ত জায়গা সরকার বন্দোবস্ত দেবেন কি ?

উত্তর

১) মহারাজার আমলের তকসিছি তালুক ১৯৬০ইং সনে ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনে ১৩৪ ধারার ঘোষণা বলে সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে। উক্ত আইনে ঐ সকল তালুক পুনর্ব্বন্দোবস্ত করার বিধান নাই।

২) প্রশ্নের ১নং আইটেমের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 72

By Shri Gupinath Tripura

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কৈলাসহর বিভাগের পাবিয়াছড়া বাজার উন্নয়ন-এর জন্য বর্ত্তমান আর্থিক বছরে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) থাকিলে কবে পর্য্যন্ত উন্নয়ন কার্য্য আরম্ভ হইবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) উন্নয়ন কার্য্য যথা সময়ে আরম্ভ হইবে।

STARRED QUESTION NO. 73

By Shri Radharaman Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সাব রেজিষ্ট্রি অফিসের এ্যাকষ্ট্রা মোহরাররা চাকুরে কি না ;

২) যদি সরকারী চাকুরে হয়ে থাকেন তাহলে বেতন ও ভাতা কি হারে পাইয়া থাকেন ;

৩) এ মোহরাররা পরিপূরক ভাতা পাইয়া থাকেন কি না ;

৪) যদি পাইয়া থাকেন তাহলে অন্যান্য নিয়মিত কর্ম্মচারীদের হারে পাইয়া থাকেন কি ?

৫) মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হইলেও অন্তবর্ত্তীকালীন ভাতা দেওয়া হয় না কেন ;

৬) ভবিষ্যতে দেওয়া সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্নের ১নং দফার উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩) না।

৪) প্রশ্নের ৩নং দফার উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৫) অন্তবর্ত্তীকালের ভাতা দেওয়ার বিষয় পরীক্ষাধীন আছে।

৬) প্রশ্নের ৫নং দফার উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমানে এ সম্পর্কে সঠিক বলার সুবিধা নাই।

STARRED QUESTION NO. 74.

By Shri Radharaman Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, বিগত সেটেলমেন্টের সময় ধর্মনগরের অন্তর্গত হুড়ুয়া মৌজায় ধর্ম্মনগরে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ৬২ কাণি জমি কলেজের নামে রেকর্ড করা হইয়াছে।

২) সত্য হইলে ঐ ৬২ কাণি ভূমি কি অবস্থায় কাহার হেফাজতে আছে ; এবং

৩) উক্ত ভূমির উপর কোন লোক বসতি আছে কি না ?

উত্তর

১ ও ২) হঁ্যা, ধর্ম্মনগর থানার অন্তর্গত হুরুয়া মৌজার ফাইনেলি পাব্লিসড রেকর্ড অব রাইটস হইতে প্রকাশ পায় যে ধর্ম্মনগর মহাবিদ্যালয়ের পক্ষে উহার সেক্রেটারী শ্রীজিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তীর নামে ২৪·৬১ একর ভূমি রায়ত হিসাবে রেকর্ড করা হইয়াছে।

৩) হঁ্যা।

STARRED QUESTION NO. 80

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে পেচারতলার তহশীলে নবীনছড়া জুমিয়া কলোনীর সংলগ্ন জমিতে ২০টি বাঙ্গালী ভূমিহীন কৃষককে জমি বন্টন হয়েছে ; এবং

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে উপজাতি ভূমিহীনদের মধ্যে ঐ জমি বন্টন না করার কারণ কি ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITED STARRED QUESTION NO. 99

By Shri Tapas Dey.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) শালগড়া বিধান সভা কেন্দ্রে ১৯৭২ সনে মোট ভূমিহীনের সংখ্যা কত ছিল ? ১৯৭২-১৯৭৪ পর্য্যন্ত মোট কত জনকে কৃষিযোগ্য ভূমি দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১) ১৯৭২ সালে মোট ভূমিহীনের সংখ্যা—১৩১৭।
১৯৭২ হইতে ১৯৭৪ পর্য্যন্ত মোট ৩৯৫ জনকে কৃষিযোগ্য ভূমি দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 100

By Shri Tapas Dey.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩-৭৪ সনে রাজ্য কৃষি ঋণ বাবদ কোন টাকা দেওয়া হয়েছে কি ;

২) যদি হ্যাঁ হয় তবে কোন মহকুমায় কত ;

৩) যদি না হয় তবে তার কারণ ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) সদর— ১০,৭৪,০০০

খোয়াই— ৫,৭২,০০০

সোনামুড়া— ৩,৭৫,০০০

——— ২০,২১,০০০

উদয়পুর— ৫,৯২,০০০

বিলোনীয়া— ৫,০৫,৩৫০

অমরপুর— ৩,০৪,০০০

সাবরুম— ৩,৬২,০০০

——— ১৭,৬৩,৩৫০

কৈলাসহর— ৩,৯২,০০০

ধর্ম্মনগর— ৩,৯৩,০০০

কমলপুর— ১,৮৬,০০০

——— ৯,৭১,০০০

———

৪৭,৫৫,৩৫০

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 101.

By Shri Tapas Dey.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩ সনে বন্যার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে কেন্দ্র থেকে ত্রিপুরার জন্য মোট কত সাহায্য পাওয়া গেছে ;

২) এর মধ্যে কোন মহকুমায় কত খরচ করা হয়েছে ?

উত্তর

১) এক কোটি টাকা।

২)

মহকুমার নাম	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ
সদর—	৩১,৩০,৬৩০.০০
সোনামুড়া—	৫,০০,৮৭০.০০
খোয়াই—	৭,৮৫,৫০০.০০
ধর্ম্মনগর — কৈলাসহর— কমলপুর	২২,৫৫,০০০.০০
উদয়পুর—	৬,৮৪,০০০.০০
অমরপুর—	৪,১৪,৫০০.০০
বিলোনীয়া —	৮,০১,০০০.০০
সাবরুম—	৭,৬৯,০০০

STARRED QUESTION NO. 103.

By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) তেলিয়ামুড়া সন্দুকবকরি এয়ার ফিলডের জন্য যে জমি এ্যাকোয়ার করা হয়েছিল তা কি এখন ত্রিপুরা সরকারের হাতে ন্যাস্ত হয়েছে ;

২) যদি তা হয়ে থাকে, ঐ জমি ভূমিহীন ও উপজাতি জুমিয়াদের মধ্যে বণ্টন করা হবে কি ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 109.

By Shri Nripendra Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased state :—

প্রশ্ন

১) সদরে হাতীপাড়া থেকে মুন্দা পাড়া রোডের জন্য যাদের জমি এ্যাকোয়ার করা হয়েছে তাদের সকলকে কি ক্ষতি পূরণ দেওয়া হয়েছে ;

২) যাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে কি শ্রীশচীন্দ্র দেওয়ানজী এবং তার পরিবারের লোকেরা আছেন ;

৩) যদি থাকেন শ্রীদেওয়ানজী ও তার পরিবারের লোকদের মোট কত টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) না।

২) হ্যাঁ।

৩) শ্রীশচীন্দ্র কুমার দেওয়ানজীকে মোট ১১,৫৩৪.১৮ পঃ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার স্ত্রী শ্রীমতী আরতী দেওয়ানজীকে মোট ১৮,০০৩.৩৬ পঃ দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 151

By Shri Sudhanwa Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার কোন্ কোন্ চা বাগান কর্তৃপক্ষ ১৯৭৩ পর্যান্ত বোনাসের টাকা দেয় নাই, বর্দ্ধিত বেতন দেয় না, বাগান আইন অনুসারে ঘর মেরামত করে না : এবং

২) এই সকল বাগান সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১) (ক) ১৯৭৩ইং পর্যন্ত কোন বাগান কর্তৃপক্ষই বোনাস দেয় নাই, কারণ বার্ষিক হিসাব নিকাশ শেষ হওয়ার ৮ মাস পরে ও সাধারণত: পুজার আগে বোনাস দেওয়ার বিধান। সুতরাং বর্তমান মাসে বোনাস দেওয়া হইবে।

খ) বর্দ্ধিত বেতন কোন বাগানেই বাকী নাই।

গ) ঘর মেরামত করে না: একথা সত্য নয়।

২) প্রশ্ন উঠেনা যেহেতু ১৯৭৩-এর আগে যেসব বাগান কর্তৃপক্ষ বোনাস দেয় নাই তাহাদের কতিপয়ের বিরুদ্ধে আদালতে মোকর্দ্দমা করা হইয়াছে ও বাকী বাগানগুলির মধ্যে কতিপয় দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করিয়াছে ও কিছু বাগান বন্ধ ও লিকুইডেশনে আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 158

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বিলনীয়ার গজপানিয়া এলাকার 'হৈল্লা ডেবা' নামীয় স্থানে বহু খাসভূমি পতিত অবস্থায় পড়ে আছে, এবং

২) সত্য হইলে ঐ সকল খাসভূমি দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকদের বন্দোবস্ত দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১) বিলনীয়া মহকুমায় গজপানিয়া ও হৈলাডেপা নামীয় কোন গ্রাম নাই।

২) প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 160

By Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ভূমি হস্তান্তরের ব্যাপারে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট-এর বিলম্বতার জন্য কুমারঘাট ফটিকরায় (ভায়া নিডেবা) এর রাস্তার কাজ পি, ডবলিউ, ডি, হাতে দিতে পারছেন না।

উত্তর

১) না।

STARRED QUESTION NO. 163

By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সদর মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত বামুটীয়া মৌজায় ১৯৭২-৭৩ ইং সনে গাঁও পঞ্চায়েত ও প্রধানের অগোচরে মধুমংগল দত্ত ও অন্যান্য লোক মারফত টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে বাঁধের ও রাস্তার যে কাজ করানো হইয়াছে তাহার আর্থিক পরিমাণ কত ?

২) ইহা কি সত্য যাহারা কাজ করেন নাই তাহাদের নামে বিল করিয়াছে ?

উত্তর

১) মধুমংগল দত্ত ও অন্যান্য লোক মারফত টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে বাধের ও রাস্তার কোন কাজ ১৯৭২-৭৩ ইং সনে করান হয় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 169

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪-এ এ পর্য্যন্ত কোন মহকুমায় কতজন জুমিয়াকে দাদনের টাকা এবং বীজ ধান দেওয়া হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২) সর্বনিম্ন কত ধান ও টাকা দেওয়া হইয়াছে, এবং সর্ব্বোচ্চ কত।

৩) প্রার্থী বাছাই করার ব্যাপারে কি নীতি অনুকরণ করা হয়েছে।

উত্তর

১)

মহকুমার নাম	জুমিয়ার সংখ্যা
সদর	—
সোনামুড়া	২৩০ জনকে বীজধান
খোয়াই	২০০৫ ,,
ধর্মনগর	১১৮৫ ,, দাদন
	২৫০ ,, বীজধান
কৈলাসহর	২২১১ ,, দাদন লোন
	১১৯১ ,, বীজধান
কমলপুর	৬০২ ,, দাদন লোন
	৭১৮ ,, বীজধান
উদয়পুর	১০০০ ,, দাদন লোন
অমরপুর	১১২৬ ,, ,, ,,
	১৭৬ ,, বীজ ধান
বিলনীয়া	৩৪০ ,, দাদন লোন
	৮৭২ ,, বীজ ধান
সাব্রুম	৪০০ ,, দাদন লোন
	৬৬১ ,, বীজধান

২) প্রদত্ত ঋণের সর্বনিম্ন পরিমাণ ২০, সর্বোচ্চ পরিমান ৫০, প্রদত্ত বীজের সর্বনিম্ন পরিমান ২ কেজি, সর্বোচ্চ পরিমান ১০ কেজি।

৩) গাঁও প্রধান ও ট্রাইবেল নেতাদের সংগে আলোচনাক্রমে ঋণ ও বীজ দান পাওয়ার যোগ্য জুমিয়াদের বাছাই করা হয়।

STARRED QUESTION NO. 171

By Shri Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Manpower and Employment Department be please to state :-

QUESTION

1. Number of candidates sent by Employment Exchange Office to Oil & Natural Gas Commission, Agartala Office, for recruitment in their Services, during 1972-73, 1973-74, 1974-75 (uptill now)
2. No. of appointment made by O. N. G. C. from names sent by State Employment Exchange Office during the period ; and
3. If there is any discrimination in sending names, basis of that discrimination.

ANSWER

1. Total number of 1,540 candidates were sent.
2. 106 appointments have been made.
3. No discrimination is made in sending the names.

STARRED QUESTION NO. 194.

By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ১৯৭২ সনের ভুটের সময় বিলোনীয়া বগাফা ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম পতিছড়িতে সরকারী সাহায্যে একটি পুষ্করিণী খনন করা হয়েছিল।

২) উক্ত পুষ্করিনী খননের জন্য কত টাকা মঞ্জুর হয়েছিল?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ৫,০০০,০০টাকা।

STARRED QUESTION NO. 196.

By Sri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the RevenueDepartment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, ধর্মনগরের আলগাপুর, সাকাইবাড়ী, চন্দ্রপুর অঞ্চলের বিভিন্ন সংস্থানে সাকাইছড়ার পাড়ে বেড়া দিয়ে ছড়ার কিছু অংশ অনেক ব্যক্তি বেদখল করার ফলে ছড়াটি দিয়ে উপযুক্ত জল নিকাশ সম্ভব হচ্ছে না।

২) সত্য হলে, এই অবৈধ ছড়া দখল বন্ধ করে ফসল ক্ষতির আশংকা দূর করার কথা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) বাধ অপসারণ করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 198.

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সাব্রুম মহকুমার কোন কোন এলাকা দুর্গম এলাকা হিসাবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে?

২) শিলাছড়ি আইমারা এলাকা ডিক্লেয়ার এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত কি?

৩) এবং অন্তর্ভুক্ত হইলে সেই এলাকার বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা দুর্গমভাতা পাচ্ছেন কি?

৪) না হইলে কোন কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের সরকারী কর্মচারীরা পাচ্ছেন না; এবং

৫) তার কারণ?

উত্তর

১) আইলমারা, শিলাছড়ি, মুকনাছড়ি, বরবিল, ঘোড়াকাপা, বড়মুড়া, দেবতামুড়া, দশরাম খামার, কাপতলি, বগাচতল, বাজধরপুর, মাগরুম, বৈষ্ণবপুর এবং পূর্ব্ব সাব্রুম (অংশ)

২) হ্যাঁ।

৩) হ্যাঁ।

৪ ও ৫) প্রশ্নের ৩নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 201.

By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Exise Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার গ্রামে গঞ্জে নতুন বিলাতী মদের দোকান খোলা হইয়াছে,

২) সত্য হইলে কারণ কি?

উত্তর

১) নতুন বিলাতী মদের দোকান খোলা হয় নাই।

২) প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 224.

By Shri Chandra Sekhar Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়ার লক্ষীমুড়া ট্রাইবেল এলাকায় ভূমিহীন আদিবাসীগণ বারবার ভূমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য আবেদন করার পরও ভূমি বন্দোবস্ত না পাওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে। ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 227.

By Shri Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

১) ত্রিপুরা সরকার ১৯৭৪-এ এপর্যান্ত কত বাঁশ, বেত, ছন, কাঠ প্রভৃতি বনজ সম্পদ বাংলা দেশকে বিক্রি করেছেন এবং তার কোনটার জন্য কি দাম পেয়েছেন তার বিবরণ, এবং

২) এ বছর কত পরিমাণ বনজ সম্পদ বাংলা দেশে পাঠাবার জন্য চুক্তি হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৭৪-৭৫ সনে পর্যান্ত কোন বনজ সম্পদ বাংলাদেশে বিক্রয় করা হয় নাই।

২) এমন কোন চুক্তি করা হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 230.

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minisrer in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার তহশীলদারগণের জন্য কাজের ঘন্টা নিদৃষ্ট আছে কি ?

২) ইহা কি সত্য যে, তাদের কাজের বাইরে আরও বিভিন্ন ধরণের কাজ তাদের উপর দেওয়া হয় বলে বিভিন্ন ছুটির দিনেও তাদের কাজ করতে হয় ;

৩) সত্য হলে এ অব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য কোন প্রয়াস নেওয়া হয়েছে কি ?

উত্তর

১) না।

২ এবং ৩) প্রশ্নের এক নম্বর আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 231

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenun Department be pleased to state :--

প্রশ্ন

১) ধর্মনগরে এস, ডি, ও, অফিস সংলগ্ন উত্তর দিগের রাস্তার উত্তর অংশে শিশু উদ্যানের জন্য কোন জায়গায় নিদৃষ্ট আছে কি ;

২) নিদৃষ্ট থাকলে ঐ সংস্থানের বিভিন্ন অংশ কতগুলি ক্লাব, কর্মচারী ফেডারেশন অফিস প্রভৃতি দ্বারা বে-আইনী ভাবে দখল করা হয়েছে কি ;

৩) দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হলে এই ব্যাপারে কোন যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি ?

উত্তর

১) ধর্মনগর শহরের শিশু বিহার কমিটি ধর্মনগর মৌজায় ২৭৪৭ নং খতিয়ান ভুক্ত খাস ৬১১১ নং প্লটের ভূমি শিশু বিহার ও শিশু উদ্যানের নিমিত্ত নিদৃষ্ট করার জন্য এক রিজলিউসন গ্রহণ করিয়াছে।

২) হ্যাঁ, কতক অংশ কতকগুলি ক্লাব ও এ্যামপ্লয়িজ ফেডারেশ-এর বে-আইনী দখলে আছে।

৩) ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ১৯৬০ ইং এর ১৫নং ধারার বিধান অনুযায়ী উচ্ছেদের জন্য প্রসিডিং ষ্টার্ট করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 236

By Shri Bulu Kuki.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ভূমি সংস্কারের ('দ্বিতীয় সংশোধন) আইন অনুযায়ী উপজাতীদের বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে কি ;

২) ফেরৎ দেওয়া হইয়া থাকিলে কতজন উপজাতিকে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে এবং না হইলে ইহার কারণ ;

৩) বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি উপজাতীদের ফেরৎ দেওয়ার জন্য কি কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন,

উত্তর

১) না।

২) ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের বিষয় বিশেষ বিবেচনাধীন আছে।

৩) প্রশ্নের ২নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 237

By Shri Bhadramani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কৃষি মজুরদের সর্ব্বনিম্ন মজুরী কত নির্দ্ধারিত হয়েছে এবং তাহা কি ভিত্তিতে নির্দ্ধারিত হয়েছে, কবে নির্দ্ধারিত হয়েছে ; এবং

২) এই মজুরী যদি কেউ দিতে অস্বীকার করেন সরকার ত'র বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন ?

উত্তর

১) ১৯৪৮-সালের নিম্নতম মজুরী আইনানুসারে গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৩ সনে নিম্নতম মজুরী হার কৃষি মজুরদের জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে। আবার উক্ত আইনানুসারে পুনরায় অপর একটি গঠিত কমিঠির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬১ সালে পূর্ব্ববর্ত্তী মজুরী হার নিম্নোক্ত রূপ পুনঃ নির্দ্ধারীত হয় এবং ঐ হার এখনও বলবৎ আছে। তাহা নিম্নরূপ :—

সাময়িক শ্রমিকগণ—

(পূর্ণ বয়স্ক ও কিশোর)-- দৈনিক মজুরী নগদ ২ টাকা

উপরোক্ত নির্দ্ধারিত দৈনিক মজুরী হইতে মালিকপক্ষ কর্ত্তৃক দেয় প্রতি পুরা খোরাকীর (মধ্যাহ্ন বা রাত্র) জন্য ২৫ পয়সা হারে বাদ যাইবে।

গৃহস্থের বাটীতে বসবাসকারী পূর্ণ বয়স্ক ও কিশোর শ্রমিকদের বার্ষিক মজুরী মং ২০০ টাকা এবং তৎসহ বিনামূল্যে দৈনিক অন্ততঃ দুইবেলা পুরা খোরাকী ও বাসস্থান দিতে হইবে।

১৫ বৎসরের কম বয়স্ক শ্রমিক বালকেরা যথাক্রমে সাময়িক ও বসবাসকারী শ্রমিক-গণের জন্য নির্দ্ধারীত নগদ মজুরীর ¾ অংশ পাইবে।

উপরোক্ত ১নং তালিকায় বর্ণিত নিম্নতম মজুরীর অতিরিক্ত প্রতি শ্রমিককে প্রচলিত প্রথানুযায়ী অন্যান্য সামগ্রী দিতে হইবে।

২) নিম্নতম মজুরী আইন অনুযায়ী নির্দ্ধারীত মজুরী দিতে কেহ অস্বীকার করিলে তাহা ১৯৪৮ সালের নিম্নতম মজুরী আইনের ২২নং ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধ। তাহা ২০নং ধারা ও উপধারা অনুযায়ী মজুরী আদায়ের ব্যবস্থা উক্ত আইনের ১৯নং ধারায় নিযুক্ত পরিদর্শকগণ অবলম্বন করেন। আইনের নির্দ্দেশানু-সারে ২০নং ধারা অনুযায়ী পরিদর্শকগণ মুন্সেফ আদালতে নালিশ দায়ের করিয়া মজুরী আদায়ের ব্যবস্থা করেন। শ্রমিকরা নিজেও সরকারের অনুমোদনক্রমে মামলা দায়ের করিতে পারেন।

STARRED QUESTION NO. 278

By Shri Anil Sarker

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪ ইংরেজী সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় তপশিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা কত :—

২) উক্ত সময় (জানুয়ারী—আগষ্ট ১৯৭৪ইং) কতজনের চাকুরী হয়েছে তার হিসাব—

১ম শ্রেণী — ?

২য় শ্রেণী — ?

৩য় শ্রেণী — ?

৪র্থ শ্রেণী — ?

উত্তর

১) ১৯৭৪ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় তপশিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে রেজিষ্ট্রীকৃত বেকারের সংখ্যা—২,৩৬৪ জন।

২) উক্ত সময় (জানুয়ারী—আগষ্ট ১৯৭৪ইং) যত জনের চাকুরী হয়েছে তার হিসাব।

১ম শ্রেণী — ×

২য় শ্রেণী — ১

৩য় শ্রেণী — ৬০

৪র্থ শ্রেণী — ৬৮

মোট ১২৯ জন।

STARRED QUESTION NO. 282

By Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কৈলাসহর শ্রীরামপুর তহশীল অন্তর্গত ইন্দিরানগর নামীয় একটা গ্রামে কয়েকশত ভূমিহীন পরিবার জবর দখলে বসবাস করছে ;

২) সত্য হলে তাহাদের স্থায়ী পুনর্ব্বাসনের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১) শ্রীরামপুর তহশীল অধীন রাংরুং মৌজার মনুভেলী চা বাগানে ১০১টি পরিবার ইন্দিরানগর ভূমিহীন কলোনী নামে চা বাগানের কতক অংশ জবর দখল করিয়া আছে। বাগানের কর্ত্তৃপক্ষ জবর দখলকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করিয়াছেন। রেভিনিউ রেকর্ডে ইন্দিরানগর নামে কোন গ্রাম নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 283

Shri J. K. Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

Question

1) Whether the Central Sales tax were being collected from the consumers of Tripura before April, 1974, and
2) If the same is being collected after April, 1974 ?

Answer

1) No.
2) Dose not arise in view of reply given in item 1 of the question.

STARRED QUESTION NO. 284

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৬৬ইং সনের সেপ্টেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গ হারে ত্রিপুরার কাননগোদের বেতনহার সংশোধনের সুপারিশ করে সংশ্লিষ্ট ত্রিপুরা এমপ্লীজ (রিভিশন অফ পে এণ্ড এ্যালাউন্সেস) রুলস, ১৯৬৩ নোটিফিকেশনটি মোডিফিকেশনের জন্য ১৯৬৮ ইং সনে ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বরাবরে কোন চিঠি পাঠিয়েছিলেন কি ?
২) কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লী এডমিনিষ্ট্রেশনের স্কেল ত্রিপুরাতে চালু করার অজুহাতে উক্ত সুপারিশ নাকচ করিয়াছিলেন কি ?
৩) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরাতে দিল্লী এডমিনিষ্ট্রেশন স্কেল চালু না করে পশ্চিমবঙ্গের বেতন হার ত্রিপুরাতে চালু রাখার পক্ষে মতামত দিয়াছিলেন ?
৪) যদি সত্য হয় তবে ১নং প্রশ্নে উল্লিখিত ত্রিপুরা সরকারের পুর্ব্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ অনুসারে বর্ত্তমান পুর্ণরাজ্যে অধিষ্ঠিত ত্রিপুরা সরকার কাননগোদের বেতন হার সংশোধন করবেন কি ?

উত্তর

১) হাঁ।
২) হাঁ।
৩) না।
৪) অতি সম্প্রতি ত্রিপুরা পে কমিশন তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করেছেন। এমতাবস্থায় এক্ষনে এ সম্বন্ধে কিছু বলার সুবিধা নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 287

By Shri Sushil Ranjan Saha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। অমরপুর ও নূতন বাজারের বাজার উন্নয়নের জন্য সরকারের কোন প্রস্তাব আছে কিনা ;

২। যদি থাকে, কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ হইবে ;

৩। যদি কোন পরিকল্পনা না থাকে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। অমরপুর বাজারের উন্নয়ণের প্ল্যান এবং এষ্টিমেট প্রস্তুতাধীন আছে। নূতনবাজার উন্নয়ণের কাজ যথা সময়ে রূপায়িত করা হবে।

৩। ১ নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 7

By Shri Dhadramani Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৪-এ কোন ব্লকে মোট কত টাকার টেষ্ট রিলিফের কাজ হয়েছে এবং তাতে মোট কতজন লোক কাজ পেয়েছে তার ব্লকভিত্তিক হিসাব।

২। ১৯৭৩ এর তুলনায় তা কম হলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১।

ব্লকের নাম	টেষ্ট রিলিফের কাজে ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	লোকের সংখ্যা (mandays হিসাব)
মেলাঘর	২,১৮,৩৭৬	
বিশালগড়	১,১৯,১৩৪	৫৬,৫৬৭
জিরানিয়া	১,০১,১৪৯	
তেলিয়ামুড়া	৬,০০,৮০০	১,৭০,১০৩
মোহনপুর	১,৭৪,৯৬২	
খোয়াই	১,৮০,৭৯২	৯২,৪০৫

পানিসাগর	২,৫৯,২৮৯	১,২৯,০০০
কুমারঘাট	২,০৫,০০৯	১,০২,০০০
কমলপুর	৪,৪৮,৮০০	২,৩৫,৩৫০
উদয়পুর	১,২৫,০০০	৬৯,৭৩০
সাতচান্দ	৩,৩১,৯৫০	১,৮৫৭৯৬
বগাফা	১,৬৩,৯৫০	৮৫,৯৭৫
রাজনগর	২,৫৭,৫৩৩	১,৩৮,৭৬৬
অমরপুর	৩৮,৩০০	১৯,১৫০
ডুম্বুরনগর	৩৩,০০০	১৭,০০০

২। পশ্চিম ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় ১৯৭৪ সালে টেষ্ট রিলিফে ব্যয়িত টাকার পরিমাণ ১৯৭৩ সালে তদ্বাবত ব্যয়িত টাকার পরিমাণ অপেক্ষা কম, কারণ তুলনামূলক ভাবে এ বৎসর এই দুই জিলায় আর্থিক সঙ্কট কম এবং তজ্জন্য টেষ্ট রিলিফের চাহিদাও কম। উত্তর ত্রিপুরায় গত ১৯৭৩ সালের তুলনায় এ বৎসরের ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কম নহে, কারণ এ বৎসর ঐ জেলায় আর্থিক সঙ্কট অনেকটা বেশী।

UNSTARRED QUESTION NO. 8

By Shri Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া মণিরামপুরের শ্রীরবি কুমার ত্রিপুরার কোন জমি কি রাস্তা তৈরীর জন্য এ্যাকোয়ার করা হয়েছে ;

২) যদি হয়ে থাকে কত জমি এবং কত ক্ষতিপূরণ দিয়ে এ্যাকোয়ার করা হয়েছে ?

উত্তর

১) না। তবে বিলোনীয়া মহকুমার মণিরামপুরের শ্রীরবি কুমার ত্রিপুরার বেআইনী দখলে যে খাস জমি ছিল তাহার দখল লওয়া হয়েছে।

২) প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 9

By Shri Nirpendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

QUESTION

1) Dates on which each of the Tea Gardens of Tripura paid their land revenue to the Government, last ;

2) Total land revenue that has fallen arrear ;

3) How does the Government propose to realise these arrear revenues ?

ANSWER

1) In respect of all Tea Estate of West Tripura District.	...	1378 B. S.
In respect of all Tea Estates under Dharmanagar Sub-Division of North Tripura District.	...	1371 B. S.
In respect of all Tea Estate under Kailasahar Sub-Division under North Tripura District.	..	1370 B. S.
In respect of following Tea Estates of Kamalpur Sub-Division :—		
Ram Durlavpur T. E.	...	1369 B. S.
Darang T. E.	...	1372 B. S.
Mahabir T, E.	...	1369 B. S.
Garad Tilla T. E.	...	1371 B. S.
Jamthum T. E.	...	1367 B. S.
Surma T. E.	...	1366 B. S.
In respect of Chandrapur T. E. and Lilagarh T. E. of South Tripura.	...	1379 B. S.

2) Pending preparation of the assessment roll relating to the Tea garden lands arrear land revenue of each tea garden cannot be determined.

3) By persuation, failing which as per provision of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960.

UNSTARRED QUESTION NO. 10

By Shri Samar Chowdhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be please to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার (দ্বিতীয় সংশোধিত) ১৯৭৪ আইন অনুসারে মূল হোলডিং-এর অতিরিক্ত কিন্তু পরিবারের হোলডিং পরিমাণের অনধিক ভূমির আইনত স্বত্ব দখলকার রায়তের মোট সংখ্যা ;

(১৯৭৪ এর ১লা আগষ্ট তারিখ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২) ইহাদের মধ্যে স্বয়ং চাষী রায়তের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১, ২) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 11

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

By Shri Samar Choudhury

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ১৯৬০ চালু হওয়ার পর আইনের ২৫ (১) ধারা মতে কোন তদন্তকার্য্য করা হয়েছিল কি না এবং বর্ত্তমানে এই তদন্ত সর্বদা চালু রাখার ব্যবস্থা আছে কি না ?

২) যদি চালু থাকে তবে ১৯৬৪ সনের জুন মাসে চাষী ও তার পরিবারের শ্রম ও তত্বা-বধানের তুল্য আর্থিক মূল্য এবং ১৯৭৪ সনের জুন মাসে উক্ত তুল্য আর্থিক মূল্যের হিসাব ?

উত্তর

১) হঁ্যা, ভূমি রাজস্বের হার নির্দ্ধারণের সময়। তদন্ত চালু রাখার ব্যবস্থা করা হয় নাই।

২) প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 12

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-ehrrge of the Manpower & Employment Department be pleased to state--

প্রশ্ন

১) গত ২৯-৯-৬৯ তারিখ ত্রিপুরা বিধান সভায় গৃহীত মাননীয় সদস্য শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরীর প্রস্তাব অনুযায়ী কোন ফেক্ট ফাইণ্ডিং কমিটি গঠন করা হয়েছিলো কিনা ? অথবা বর্ত্তমানে তেমন কোন কমিটি আছে কি না ?

২) এরূপ কোন কমিটি গঠন করা হয়ে থাকলে কমিটি সদস্যদের নাম এবং কি কি ভিত্তিতে সদস্য নির্ব্বাচন করা হয়েছিল ?

৩) সরকারের নিকট এই কমিটির কোন সুপারিশ এসেছিল কিনা অথবা বর্ত্তমান আছে কিনা ;

৪) থাকলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৫) এরূপ কোন কমিটি গঠন না হয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। এরূপ কোন কমিটি গঠিত হওয়া প্রকাশ পায়না। তবে ভারত সরকারে অনুরূপ উদ্দেশ্য ভগবতী কমিটি নিযুক্ত করেন।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

৫) কারণ জানা যায় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 13

By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ সালে ড্রট রিলিফ হিসাবে সাবরুম মহকুমায় যে সব রাস্তার কাজ করা হইয়াছে সেগুলির নাম ও প্রতিটি কাজে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ?

উত্তর

১) সঙ্গীয় তালিকায় দ্রষ্টব্য।

UNSTARRED QUESTION NO. 13

STATEMENT SHOWING THE ROAD CONSTRUCTED UNDER T. R. SCHEMES DURING THE YEAR, 1973-74 IN SABROOM SUB-DIVISION.

Sl. No.	Name of the Gaon Sabha.	Name of the Project	Amount Spent	Estimated Cost	Remarks.
1	2	3	4	5	6
1.	Gorakapa.	Improvement of road from Deshar Ram Khamar to Sunakha chari.	5000 00	5000.00	
2.	Gorakapa.	—do— from deshram Khamar to Gorakapa.	4600.00	5000 00	
3	Gorakapa.	Improvement of road from Magroom chara to Gorakapa chara.	6000 00	6000 00	
4.	Siacharai.	Const of Road from -Haju choudhury para aliamara Via Debendra Sadher para.	4500 00	6000.00	
5.	Silacharai.	—do— from Aliamara to Khagrachari Sashi Mohan para Viya Debendra Sadher para.	5000 00	5000.00	
6	Silacharai	Const. of Road from Hangsadhwasa para to Nagendra para	1500.00	6000.00	
7	Silacharai.	—do from khagrandra dawn dewn para to Jalaia G.K P. main Road with dir to alikhamara Roaja Para Gr. 11.	5000 00	5000.00	
8.	Silacharai	—do— from Banfli Colony to Jaliaya G.K.P. main Road via-Sudharam area Rishra chakma para.	3000.00	5000.00	
9.	Bhuratali.	Implementation of Bazar Road at Kalibari.	4000.00	2520.00	
10.	Rajdharpur	Const. of Road from Budhiroaja para to Manuranjan para.	3800.00	—	
11.	Rajdharpur.	—do— Bijoy Roaja Para to Chandra Vilash Para.	3500.00	—	
12.	Rajdharpur.	—do— from Magurm to Shabalch Para.	2800.00	—	
13.	Brajendranagar.	Const. of Brajendranagar Village Road.	2000.25	—	
14.	Brajendranagar.	Const. of Trace path from Ramendranagar (Purba para) to Manughat Road.	1700.00	—	
15.	Brajendranagar.	—do— from P.W.D. Road to Melarmath Via No. 8 Tilla.	4620.50	—	
16.	Brajendranagar.	Improvement and maintenance of Baishnavpur—Magroom.	9,838.00	7,739.50	

STATEMENT SHOWING THE CONSTRUCTION OF ROAD UNDER T. R. SCHEMES DURING THE YEAR, 1972-73 IN SUBROOM SUB-DIVISION.

Sl. No.	Name of Goan Shaba	Name of Project	Ammount Spent	Estimated Cost.	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Sindukpather.	Const. of Road from Rajendra Choudhury para to Sonai.		1000 00	—
2.	Sindukpather.	—do—		1000 00	—
3.	Sindukpather	—do— from Satchand to Bakul.		500 00	—
4.	Sindukpather.	Const of Road from Garifa Sarderpara to Bankul Road		1582 00	—
5	Sindukpather	Const. of Road from Manu to Bankul		494 00	360 00
6	Sindukpather.	—do— of Road from Manu to Bankul Gr. II		488 00	—
7	Sindukpather.	—do— of Road from Sinduk-pather to Satchand		1000 00	—
8.	Manu.	—do— of Road from Budhi-mangal to Bataga		1000 00	1040 00
9.	Manu	—do— from Bipin Chandra-para to Gayachandpara		1000 00	1040 00
10.	Manu	—do— from T K. to U.S. Road Via Makhan Nath.		500 00	520 00
11.	Manu.	Improvement of Road from Budhimangal para to Manu		1973 00	—
12	Manu	—do— Fakirchand Para to Manughat Road Via Bansi-para		2500 00	—
13.	Magurchara.	Improvement of Road from Bidyapara to Prakesh Das Para		500.00	520.00
14.	Magurchara	—do— Balwari Centre to Naibdyatripura para.		500 00	520 00
15.	Magurchara	Const of Road from Sonai to Bidyapara.		500 00	520 00
16	Magurchara	—do— from Sonai to Sadhan-bari.		500 00	520 00
17	Magurchara.	Improvement of Road from Magurchara to Balwari Centre.		1114 00	—
18	Magurchara.	—do— from Sridhan Roaja-para to Prechans house.		1000 00	—
19	Srinagar	—do— Const. of Road from Srinagar to Kaladepha.		500 00	520.00
20	Srinagar.	—do— from Nalsingpara to Bhairabedwan para.		500.00	520 00

1	2	3 4	5	6
21.	Srinagar.	Const. of Road from Srinagar to Kathaliabari.	198 00	—
22.	Srinagar.	Improvement of Road from Amilakhitila to Srinagar.	2000.00	2000 00
23.	Srinagar.	Improvement of Road from Karimatila to Durgamath.	1000 00	1000 00
24.	Srinagar.	—do— foot trank from Srinagar to Amlighat P.W D. Road.	1000.00	1000.00
25.	Srinagar	Const of road from Amliketila to Srinagar	2000 00	—
26.	Gardang	Const. of Road from Ukarabari.	515 00	5000 00
27	Gardang.	– do— from U/S Road to Ganga Roaja Para	199 00	500 00
28	Gardang	--do-- G R II.	513 00	—
29	Gardang.	—do— G R III.	576 25	—
30.	Gardang.	--do— from Surjakumar Bari to Pusparoajibari	1000 00	2680 00
31	Gardang	—do— Paschim Taichama	240 00	370 00
32	Gardang.	Const of Road from U/S Road to Gardhen Via Pelicari.	5000 00	3360 00
33	Gardang.	Const. of Road from U/S Road to Gangabari.	1000.00	5000 00
34	Gardang.	–do-- from U/S Road to Kalimanipara	2961 00	—
35.	Bhuratali.	Const of Road from U/S Road to Danucherra.	500 25	—
36	Bhuratali	Const. of Road from Bhuratali to Debendrabari.	2000 00	2140 00
37.	Bhuratali.	Const. of Road from Caimangbari to Rajkumarbari.	1500 00	2140 00
38.	Bhuratali.	Const. of Road from U/S Road to Prassannadasbari via Ramgua.	2000 00	2140 00
39.	Bhuratali.	Const of Road from Mansingbari to Bhuratali Road.	2000 00	2140 00
40	Bhuratali	Const. of Road from Jatramohanbari to Rajaninatvhbari.	1500 00	1500 00
41.	Bhuratali.	Const. of Road from Dhanuchoudhury para to Ihamangbari.	1831.00	—
42	Bhuratali.	Const. of Road from U/S Road to Bhuratali School No. 2.	2008 50	—

1	2	3	4	4	6
43.	Bhuratali.	Improvement of foot track from Dhanuchoudhury para to Satchand.	2881.00	—	
44.	Bhuratali.	Const. of Road from U/S Road to Thanimongbari via-Ramgua S.E. Centre.	4597.00	5000.00	
45.	Bhuratali	Const. of Road from Bhuratali to U/S Road.	1000.00	—	
46	Bhuratali.	Improvement of Bazar Road at Kalibari.	4520.00	4520.00	
47.	Chalitachari.	Const. of Road from Mohim-sardar para to Chandi Roaja-para.	1000.00	1600.00	
48.	Chalitachari.	Const of Road from Bansi Sardar para to Manu—Sri-nagar Road.	3000.00	3000.00	
49.	Chalitachari.	Const. of Road from Harina to Natunbazar.	828.00	—	
50.	Fulchari	Const of Road from Kalyan para to Gosh Colony.	1000.00	2781.00	
51	Fulchari.	Const. of Road from Kabya-choudhury para to Gosh Colony.	999.00	—	
52	Fulchari.	Improvement of Road from Fulchari J.B. School to New Manu	694.75	—	
53	Fulchari.	Const. of Road from New Manu to fosh Colony.	2568.00	—	
54	Fulchari	Improvement of foot track fullmohan Roaja to Goursing para.	1000.00	—	
55.	Gorakapa	Const. of road from Naresh Tripura para to Magrum chara.	4000.00	—	
56.	Silachari.	Const. of Road from Silachari to Gorakapa.	206.00	270.00	
57.	Silachari.	—do—	340.00	340.00	
58.	S. Kalapaniya.	Const. of Road from Kalambari to Hemchandra Roaja para.	2107.00	—	
59.	S. Kalapaniya.	Const. of Road from main Road to Harimohan Bari via-Satchand.	374.00	—	
60.	S. Kalapaniya.	Const. of Road from Kangsi-mugpara to Angia Mug para.	837.50	—	
61.	S. Kalapaniya.	Const. of Road from Kala-chara Bangsibadan para.	602.50	—	

1	2	3	4	5	6
62.	S. Kalapaniya.	Const. of Road from Krishna Choudhury para to Hem Chandra Roaja para	1000.00	—	
63.	S. Tuisama	Const. of Road from Haridas Roaja bari Gr. II.	2000.00	—	
64	S. Tuisama	Const. of Road from Haridas Roaja para to Pramala Mog-bari Gr. I.	2000.00	—	
65.	Krishnanagar.	Const. of Road from Das Colony School to Poangbari P.W.D. Road.	676.00	—	
66.	Krishnanagar.	Const. of road from Poangbari to Manaiguri.	324.00	—	
67.	Krishnanagar.	Const of road from Monaig-room to Krishnagar.	2000.00	2000.00	
68	Madhabnagar.	Const. of road from Madhu-chara bund to Sonabil	502 00	—	
69.	Madhabnagar.	Const of road from K.M. Tilla to Goursingpara.	500 00	—	
70.	Amlighat.	Const. of Road from Amlighat to Manughat.	1000.00	—	
71.	Amlighat.	Const of road from Amlighat to Poangbari.	1500 00	2564.00	
72.	Amlighat.	Const. of road from Harbatali to Amlighat.	1000.00	1000.00	
73.	Amlighat.	Improvement of road from Amlighat to Poangbari.	1500.00	—	
74.	Amlighat.	Const of road from Manughat to Harbatali.	1205.00	3200.00	
75	Sonai.	Const of road from Charchai-bari to Hemchandra's House.	4008.00	4010.00	
76.	Sonai.	Const. of road from Sonai to Upendra Nathbari.	1706.00	1756.00	
77.	Sonai.	Const. of road from Aggina-bari to Chatakchati.	3000.00	—	
78.	Sonai.	Const. of road from Agnibari to Chatakchhara.	3000.00	—	
79.	Sonai.	Const. of road from Angajjoy-choudhury para to Dalapati-para.	1035.00	—	
80.	Sonai.	Reclamation of wast land at Sonai G/S.	1000.00	—	
81.	Taikumba.	Const. of road Taikumba-chara near Kalijoybari.	300.00	—	
82.	Taikumba.	Const. of bundh Taikumba-chara near Nishi Sardarbari.	500.00	—	

1	2	3	4	5	6
83.	Taikumba.	Const. of bundh Bhubaneswari.	250.00	—	
84.	Taikumba	Const of road from Bankul Bazar to Chalitabazar.	999 50	1000 00	
85.	Taikumba.	Const. of bundh near Dewanbari	300 00	—	
86.	Taikumba.	Const. of bundh from Sitalchow para to Bankul Satchand Road.	1,497.25	1,540.00	
87.	Taikumba.	Const. of bundh from Mahanai to Uttar Manu Bankul.	238 25	240 00	
88.	Taikumba.	Const. of bundh of Gr. II.	150 00	168 00	
89.	South. Kalapania.	Const. of bundh from U.S. Road to Kalambari.	1,000 00	—	
90	South Kalapania	Const of bundh from Kalambari to Hem Chandra Roajapara.	893.00	—	
91.	Silachari.	Improvement of road from Ailmara to Akiya Mogoara.	1,467 00	—	
92.	Silachari.	Const. of road from Akiya Mogpara to Silachari.	3,500 00	—	
93.	Silachari	Const of road from Hazachara to Silachari	2,000 00	—	
94	Banku.	Const. of road from Manu Bankul Road to Bagmara.	1,000.00	—	
95	North Taichama.	Const of road from U S road to Nishi Sardarpara.	6,522 00	7140 00	
96.	North Taichama.	-do— Manda Roajapara to Mairamchara.	4,858 00	5000.00	
97.	North Thaichama.	-do— Haridas Roajapara to Anaparadas Roaja.	3488 00	—	
98.	North Thaichama	Const of road for Gr II.	4200 00	4200 00	
99.	West Ludhua	Const. of road from Manchandrapara to Sonai.	4064.00	—	
100	West Ludhua.	Const of road from Kantirampara to Purba Sabroom.	3975 50	3982.00	
101.	West Ludhua	Const of road from Ludhua to Twanipara.	1778.50	1785 00	
102	West Ludhua.	Const. of road from Ludhua to Forest Road.	571.50	—	
103.	West Ludhua.	Const. of road from 37 Jalefa to Ludhua via Hiralal Das.	399 00	415 00	
104.	West Ludhua.	Const. of road from Joychandrapara to Subal Singh para.	1305.00	—	

1	2	3	4	5	7
105.	West Ludhua.	Const. of road from Baisnabpurpara to Twanipara	3612 00	—	
106.	West Ludhua.	Const. of road from Mukunda Nath to Phanindranagar.	460 00	--	
107.	West Ludhua.	Const. of road from Deshrampara to Baisnabpur.	2298 50	—	
108.	Harina.	Const. of road from U.S. Kathalchari School via New Harina Colony.	1494.99	—	
109	Harina.	Const. of road from Krishnathpara to U.S road.	3962.50	1750.00	
110.	Harina	Const. of road from Harina Dispensary to Taibang para.	4454.00	—	
111.	Harina.	Const. of road from U S road to Bijoy Shilpara	1074.00	—	
112.	Harina	Const. of road from U.S road Harina to Rartila	2526.00	—	
113.	Harina	Const. of road from Kaptali to Desaram Khamar.	1250 00	1250 00	
114	Harina.	Const. of road from Debichara to Budhi Roajapara	2000.00	1990.00	
115	Doulbari	Const of road from No 8 Tilla to Sabroom Hospital.	4231 50	5000 00	
116	Doulbari	Const. of road from Barun Roy Choudhury to Chutokhil Jalefa Road.	7160 50	7810 00	
117.	Doulbari.	Const. of road from Gangphira to Jaladas Colony.	6065.00	—	
118	Doulbari	Const of road from Madhya Doulbari to Kshetra Nath.	2931 50	1790.00	
119.	Purba Sabroom	Const. of road from Tailchara to Chalita Bankul.	4430 00	1300.00	
120	Purba Sabroom.	Const. of road from Kshirode Roaja to Birendra Roaja via Kali Ballavpara.	3005 50	3050 00	
121.	Purba Sabroom.	Const. of road from Joy Kr Para to Ludhua.	2664 50	2675 00	
122.	Purba Sabroom.	Const of road from Baisnabpur to Budhi Roajapara	3100 00	3140.00	
123.	Jalefa (East)	Const. of road from Jalefa Bazar to Lalchand Roajapara.	1900 00	5000.00	
124.	Jalefa (East)	Const of road from Durganagar to Jalefa No. 3.	800 00	880 00	
125.	Jalefa (East)	Const. of road from Pal Pally to Rupaichari	3089 00	—	
126.	Jalefa (East)	Const. of road from Vivekananda pally to Harinarayanpur.	1000.00	—	
127.	Jalefa (East)	Const. of road from Pal Pally to Mahadev Tilla.	500.00	—	

1	2	3	4	5	6
128.	Jalefa (East)	Const. of road from Chattaswari to Sabroom.	900.00	—	
129.	Jalefa (East)	Const. of road from U.S. road to Harinarayanpur.	1754.00	—	
130.	Jalefa (East)	Const. of road from Jalefa Bazar to Kanjarampara.	3826.00	3830.00	
131.	Jalefa (East)	Const. of road from Durganagar to Kanjirampar.	4084.00	—	
132.	Jalefa (East)	Construction or road from Chattarswar para to Durganagar.	3966 00	3970.00	
133	Jalefa (East)	Const. of road from Pal Pally to Kamarpally.	3562.50	3570.00	
134	Jalefa (East)	Const. of road from Rajnagar to Thakurchara.	1289 50	—	
135.	Jalefa (East)	Const. of road from D.S. road to Rupaichari Pal Pally.	2760.50	—	
136.	Jalefa (East)	Const. of road from Durganagar to Tularampara	2500.00	1756.00	
137.	Jalefa (East)	Const. of road from Binode Das House to Rajnagar.	575.00	—	
138.	Jalefa (East).	Const. of road from No 3 Jalefapara.	4373.50	—	
139.	Jalefa (East).	Const. of road from Rajnagar to Ludhuapara.	3680.00	—	
140.	Jalefa (East)	Const. of road from U.S. road to Chateswari pally.	2300.00	—	
141	Jalefa (East).	Const. of road from U.S. road to Madan Mohan Pally.	3054 00	—	
142.	Jalefa (East).	Const or road from Durganagar to No. 3 Jalefa Road.	4669 50	—	
143.	Jalefa (East).	Const. of road from Damdam to Netaji Pally.	4907.00	—	
144.	Jalefa (East).	Const. of road from Madan Mohan to Ludhua.	4919.00	—	
145.	Jalefa (East).	Const. of road from Madan Mohan Pally to Budhua Rampara.	4219.00	—	
146	Jalefa (East).	Const. or road from Manikgarh to Bashnabpur.	3919.00	—	
147.	Jalefa (East)	Const. of road from Madan Mohan Pally to Binode Nath's House.	2576.00	—	
148.	Jalefa (East).	Const. of road from Prakash Nath House to 34 Card Colony.	3309.00	—	
149.	Jalefa (East).	Const. or road from U.S. road to Madan Mohan Pally via Netaji Pally.	2869.00	—	

1	7	3	4	5	6
150.	Baishnabpur.	Const. of road from Chala Mog to Baishnabpur Bazar.	2753.50	—	
151.	Baishnabpur	Const. or road from Kathalchari to Paiya Mog.	1000.00	1000 00	
152.	Baishnabpur.	Const. or road from Baishnabpur Bazar to Kathalchari.	2005.00	—	
153.	Baishnabpur.	Const. of road from Baishnabpur to Ludhua.	1022 50	—	
154.	Guachand.	Const. of road from North Goachand to Madhy Goachand.	1199.50	5000.00	
155.	Guachand.	Const. of road from U.S. road to Gaurifa via Sunil Bhowmick House.	4167.50	5000.00	
156.	Guachand.	Const. of road from U.S. road to Taingia para via Baishnabpur.	2653.00	3708.00	
157.	Guachand.	Const of road from Nirode Chakraborty House to Rabindra Acherjee via Gopi Majumder	1401.50	1854.00	
158.	Guachand.	Const. of road from U S. road to Gaurifa road via Nagda	3194 50	3708.00	
159.	Guachand.	Const of road from U S. road to Bali Mohan para	1100.00	1854.00	
160	Bishnupur.	Const. of road from Natunbazar Bankul to Kantamani Roajapar	3629 25	4610.00	
161.	Bishnupur	Const of road from P W D road to Ratan Roaja	750.00	3890 00	
162.	Bishnupur.	Const of road from Siki Roaja House to Harinandy House	4498 50	4640.00	
163.	Sabroom Town.	Const. of road from U S. road to Doulbari.	2234.00	—	
164.	Sabroom Town	Const. of road from Sub-jail to Sabroom Hospital	1405 00	—	
165.	Sabroom Town.	Const. of road from U S. road to Tarmi Das House	1374.00	—	
166.	Sabroom Town.	Const. of road from Bidya Das house to Nakshetra Das house	1685.00	—	
167.	Sabroom Town.	Const of road from U S. road to Kathalchari J.B. School	2903.00	—	
168.	Sabroom Town.	Const of road from S.D.O's Quarter to East Jalefa.	3416.50	—	
169.	Sabroom Town.	Const. of road from Tehsil Office to Kathalchari.	3481.50	—	
170.	Sabroom Town.	Const. of road from U.S. road to Baisnabpur via Manikgarh.	3060.00	—	
171.	Sabroom Town.	Const. of road from Chotokhil to Hospital.	2081 00	—	
172.	Sabroom Town.	Const. of road of Manikgarh road.	3738.00	—	
173.	Chatakchari.	Const. of road from Harina to Nutanbazar.	828.00	—	
174.	Brajendranagar.	Const. of road of Manughat approach road.	556.50	—	

1	2	3	4	5	6
175.	Brajendranagar.	Const of road from Kalyannagar to Thaibong.	2300.00	5000.00	
176.	Brojendranagar.	Const of road from Ramendranagar to Gobindramath.	4000 00	4000.00	
177.	Brojendranagar.	Const. of road from Kalyannagar to Jalefa via Madhav Bijoynagar.	5200 00	4010.00	
178.	Brojendranagar.	Const. of road from No 6 Tilla to Doulbari.	2000.00	2000.00	
179.	Brojendranagar.	Const. of road from Tilla of Nani Gopal Nath to Shil Tilla.	3119 50	3550.00	
180.	Brojendranagar.	Const. or road from Madhya Ramendranagar to Phangaishyachara	4820 00	3800 00	
181.	West Jalefa	Const of road from Jaladas Colony to Deb tilla	3713 00	—	
182.	West Jalefa.	Const of road from U S road to Bartilla.	1007.00	—	
183.	West Jalefa.	Const of road from Jaladas Colony to Chotakhil.	4205.00	—	
184	West Jalefa.	Const of road from Jaladas Colony to U S road via School.	1625 00	—	
185.	West Jalefa.	Const of road from U S road to Jaladas Colony via Manik Nath House.	1127 00	—	
186.	West Jalefa	Const. of road from Jalefa Bazar to Rangibari	2621 00	--	
187	West Jalefa.	Const. of road from U S road to Taibong School.	2907 50	—	
188	West Jalefa.	Const of road from Taibong to Damdama via Bartilla.	4882.50	—	
189	West Jalefa.	Const of road from Thaibong to Bartilla	4994 50	—	
190.	West Jalefa.	Const. of road from U S. road to Rajani Nath Bari.	4090.00	—	
191.	West Jalefa	Const. of road from Thaibong to Manu river.	3650 50	—	
192.	West Jalefa	Const of road from Nagarchi tilla to Thaibong.	3509.50	—	
193.	West Jalefa.	Const. of road from Bartilla to Sing bill.	3843 00	—	
194.	West Jalefa.	Const of road from Bartilla to Nagarchi tilla.	2861.00	—	
195.	West Jalefa.	Const. of road from Thaibong to 13 Gard.	2200.00	—	
196.	West Jalefa	Const. of road from Thaibong School to Rupaichari.	2482.00	—	
197.	West Jalefa	Const. of road from Jalefa J.B School to Garjan tilla.	2302.00	—	
198.	West Jalefa.	Const. of road from Puran Mahadev tilla to Bartilla.	3180.50	—	
199.	West Jalefa.	Const. of road from Baishnabpur. Maghroom.	67300.00	58295.29	

UNSTARRED QUESTION NO. 14

By Shri Samar Choudhruy

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭১ জুন মাসে ত্রিপুরায় কার্য্যকরী কৃষি হোল্ডিং (অপারেশনাল হোলডিং) এর জন্য সংখ্যা কত এবং ১৯৭৪ এর জুন মাসে এই সংখ্যা কত (রেভিনিউ সার্কেল ভিত্তিক হিসাব)

২) কার্য্যকরী কৃষি হোল্ডিংয়ের মোট জমির আয়তন ও পরিমাণ ?
(রেভিনিউ সার্কেল ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১ ও ২) The World Decinal Agricultural Census-এর অধীনে ত্রিপুরার এগ্রিকালচারেল সেন্সাস ১৯৭০-৭১ ইদানীং শেষ হইয়াছে এবং উহাতে কার্য্যকরী হোলডিং (operational holdings) এর সংখ্যা ও উহার আয়তন-এর পরিমান সংগৃহীত হইয়াছে কিন্তু তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাধীন থাকায় এখানে এ সম্পর্কে কোন তথ্য প্রকাশ করার সুবিধা নাই ।

UNSTARRED QUESTION NO. 15

By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১) ১৯৭১-৭২, ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ সালে সাবরুম মহকুমায় যেসব টেষ্ট রিলিফ প্রোজেক্ট গ্রহণ করা হইয়াছিল, সেগুলির গাঁওসভা ভিত্তিক নাম ও প্রতিটি প্রোজেক্টে কতটাকা ব্যয় করা হইয়াছে এবং প্রতিটি প্রোজেক্টে কত লোকের কর্ম সংস্থান হইয়াছিল ।

উত্তর

১) সঙ্গীয় তালিকা দ্রষ্টব্য ।

UNSTARRED QUESTION NO. 15
STATEMENT SHOWING THE T. R. PROJECTS UNDERTAKEN DURING THE YEAR 1971—72.

Sl. No.	Name of the Goan Shabha	Name of Project	Amount Spent	Mandays
1	2	3	4	5
			Rs.	
1.	East Jalefa.	Construction of foot track from Vivekananda Pally to Jalefa Bazar.	385.50	225
2.	—do—	Improvement of foot track from Phanindranagar to Harinarayanpur.	900.00	527

1	2	3	4	5
3.	Chotakhil.	Improvement of foot track from Sabroom to Bartilla via Nabin Chakraborty's House and Kshetra Nath's house.	3400.00	2199
4.	Ludhua.	—do— from Ludhua to Chatak-chari.	2000.00	1085
5.	East Jalefa.	—do— from Vivekanandapalli to Shyamaprasad palli.	1000.00	578
6.	Amlighat.	—do— from Manughat to Amlighat.	1300.00	730
7.	—do—	Construction of foot track from Manughat to Amlighat.	2385.00	1251
8.	Sonaichari.	Reclamation of Rupai cherra.	498.00	300
9.	—do—	—do—	1108.25	655
10.	—do—	—do—	1071.00	607
11.	—do—	—do—	2222,75	1172
12.	S. Manubankul	Constn. of foot track from Bagmar to Bagmara.	1827.05	1021
13.	Gardang.	Construction of bundh over Bidyacherra.	1612.00	818
14.	—do—	Construction of channel from Bidyacherra.	1092.00	558
15.	West Jalefa.	Improvement of foot track from Damdama to Bartila.	2735.75	1623
16.	—do—	—do— from Jalefa Bazar to Ramjipara.	2005.50	1207
17.	Harina.	—do— from Battali to Thaibang.	83.75	48

UN-STARRED QUESTION NO. 15
STATEMENT SHOWING THE T. R. PROJECTS UNDERTAKEN DURING THE YEAR 1972—73

Sl. No,	Name of the Goan Sabha	Name of Projects	Amount spent.	Number of mandays
1	2	3	4	5
			Rs,	
1.	Sindhukpathar.	Constn. of road from Rajendra Choudhury para to Sonai.	1000.00	524
2.	—do—	—do—	1000.00	508
3.	—do—	—do— from Satchand to bankul.	500.00	251
4.	—do—	Constn. of bund at Sindhuknathar	750,00	420
5	—do—	Constn. of road from Gaurifa Sardarpara to Bankul road.	1582.00	830
6.	—do—	Constn. of bund at Sindhukpathar	750.00	407

1	2	3	4	5
7.	Sindhukpathar.	Constn. of Chnnnel at Kathalicherra.	160.00	80
8.	—do—	Constn. of road from Manu to Bankul.	498.03	262
9.	—do—	Constn. of bund over Kathaliacherra.	276.00	144
10.	—do—	Constn. of road from Manu to Bankul Gr. II	488.00	297
11.	—do—	Constn. of road from Sindhukpathar to Satchand.	1000.00	500
12.	Manu	Jungle cutting at block head quarter.	350.25	207
13.	—do—	Constn, of seasonal bund near the house of Nalsing sardar.	420.00	210
14.	—do—	Reclamation of channel from the land of Nakuljoy to Betagacherra.	100.00	50
15.	—do—	Constn. of road from Budhimangal to Betaga.	1000.00	700
16.	—do—	—do— from Bipin Ch. Para to Gayachand para.	1000.00	500
17.	—do—	—do— from T. K. to U. S. road via Makhan Nath.	500.00	275
18.	—do—	Constn. of seasonal bund over potacherra near Gobinda Sardarpara.	480.00	240
19.	—do—	Constn. of bund over Kaladhepa cherra near Jogendra Baidya.	250.00	125
20.	—do—	—do – near Debendra Tripura.	250.00	125
21.	—do—	—do— near Nisai Ram Tripura.	300.00	150
22.	—do—	—do— near Basi Tripura.	300.00	150
23.	—do—	—do— near Lalit Debnath	250.00	125
24.	—do—	—do— Bipin Tripura.	250.00	125
25.	Manu	Improvement of road from Budhimangal para to Manu.	1975·00	1045
26.	—do—	—do— Fakirchandpara to Manughat road via Bansipara.	2500·00	1500
27.	—do—	do— Constn. of seasonal bund over potacherra near the plot of Tahirode Tripura.	300·00	150
28.	—do—	Reclamation of old channel at Manu Gr. I	1275·00	675
29.	—do—	-do- Gr. II.	1275·00	700
30.	Magurchherra.	Improvement of road from Baidyapara to Prakash Das para.	500·00	272
31.	—do—	—do— Balwadi centre to Naihadya Tripura-para.	500.00	250
32.	—do—	Construction of seasonal bund over Rupaicharra.	366·00	183
33.	—do—	Reclamation of cherra from Magurcherra to Biswaspara.	134·00	67
34.	—do—	Constn. of road from Sonai to Baidyapara.	500·00	262
35.	—do—	—do— from Sonai to Sadhan Bari.	500·00	262

1	2	3	4	5
36.	Magurchherra.	Improvement of road from Magurcherra to Balwadi Centre.	1414·00	735
37.	—do—	—do— from Sridham Roaja para to prechan's house.	1000·00	750
38.	—do—	Excavation of side drain at Magurcherra.	2000·00	1450
39.	Srinagar.	Construction of road from Srinagar to Kaladhepa.	500·00	250
40.	—do—	—do— from Nalshingpara to Bhairab-dewanpara.	500·00	250
41.	—do—	Excavation of side drain from Bhanunath to Subal Mahajan Bari.	499·75	300
42.	—do—	—do— Grade II.	500·00	250
43.	—do—	—do— Gr. III.	1500 00	750
44.	—do—	—do— Constn. of road from Srinagar to Kathaliabari.	498·00	249
45.	—do—	Excavation of Channal from Shapmara to Panikath.	500·00	266
46.	—do—	—do— Thakurkhal to Barapathar.	500·00	250
47.	—do—	Constn. of Seasonal Bund over Chani chherra on the plot of Krisna Majumder.	700·00	350
48.	—do—	Improvement of road from Amlakitilla to Srinagar.	2000 00	1065
49.	—do—	—do— Karimatilla to Durgamath.	1000·00	579
50.	—do—	Improvement of foot track from Srinagar to Amlighat P. W. D. road Kaptali.	1000·00	510
51.	—do—	Constn. of road from Amlakitilla to Srinagar.	2000·00	1430
52.	Gardang.	—do— from Pukararbari,	515·00	110
53.	—do—	—do— U. S. road to Gaganroaja para.	499·00	80
54.	—do—	—do— Gr. II.	513·00	69
55.	—do—	—do— Gr. III.	576·25	103
56.	—do—	—do— from Surjya Kr. Bari to Pusparoaja Bari.	1000·00	512
57.	—do—	—do— Paschim taichama.	240·00	120
58.	—do—	Excavation of side drain from U. S. road to pusparoaja para.	2000·00	1027
59.	—do—	—do—	5000·00	2655
60.	—do—	Constn. of road from U. S. road to Gardang via patichari.	3000·00	1638
61.	—do—	Excavation of side drain from Biswas Kr. Bari to hawai bari.	2000·00	1033
62.	—do—	Constn. of seasonal bund over Kalapani-acherra near shakari.	300·00	150

1	2	3	4	5
63.	Gardang	Coust. of seasonal bunnear Surendra Das Bari. dh	300 00	176
64.	—do—	—do— near Sadhan Tripura Bari.	300·00	182
65.	—do—	—do— near Sonamohan Roaja Bari.	500·00	176
66.	—do—	—do— road from U. S. road to Gaganbari.	1000·00	545
67.	—do—	—do— of side drain from Sadhan Tripura bari to Kalimani bari.	1000·00	499
68.	—do—	—do— road from U. S. road to Kalimani para.	2961·00	1565
69.	Bhuratali.	Construction of road from U. S. road to danucherra.	500·25	250
70.	—do—	Construction of side drain from Jatramohan debnath to the land of Raj Kr. roaja.	499·00	104
71.	—do—	—do— Gr. II.	504·50	110
72.	—do—	—do— Gr. III.	508·00	90
73.	—do—	—do— Gr. IV.	988·00	113
74.	—do—	—do— Gr. V.	562·75	270
75.	—do—	Constn. of road from Bhuratali to Debendrabari.	2000·00	1130
76.	—do—	—do— from thaimang bari to Rajkumar bari.	1500·00	833
77.	—do—	—do— from U. S. road to prasannadas bari via ramgua.	2000·00	938
78.	—do—	Constn. of road from Mansinghbari to Bhuratali road.	2000·00	1075
79.	—do—	—do— Jatramohan bari to Rajaninath bari.	1500·00	822
80.	Bhuratali.	Construction of Bund at Bhuratali near Mantribari.	500·00	250
81.	—do—	—do— Chandra Kumar Choudhury Bari.	300·00	150
82.	—do—	—do— Gaincherra.	300·00	150
83.	—do—	Excavation of side drain from Bhanumatibari to Subal Mahajan Bari.	500·00	334
84.	—do—	Constn. road from Bhanu Choudhurypara to Thaimang Bari,	1831·00	521
85.	—do—	—do— U. S. Road to Bhuratali School No. 2.	2008·00	584
86.	—do—	Improvement of foot track from Danu Choudhury para to Satchand.	2881·00	1785
87.	—do—	Constn. of road from U. S. Road to Thanimang Bari via Ramgua S. E. centre.	4597·00	2335
88.	—do—	—do— Bhuratali to U, S. Road.	1000·00	600
89.	—do—	Excavation of side drain at New Bhuratali.	3000·00	1500
90.	—do—	—do— at Bhuratali.	3000·00	1500

1	3	3	4	5
91.	Bhuratali.	Excavation of side drain Over lunga of Bhuratali Gr, I.	3680·00	1840
92.	—do—	—do— Gr. II.	2740·00	1370
93.	—do—	Improvement of Bazar Road at Kalibari.	4520·00	2260
94.	—do—	Reclamation of Lunga land at Monagram para.	4800·00	2400
95.	—do—	Gr. I.	4800·00	2400
96.	—do—	Gr. II.	4800·00	2400
97.	—do—	—do— Over taichama cherra near sacharangs' house.	275·00	248
98.	—do—	—do— near Joykumar Choudhury bari.	615·00	308
99.	Chalitachari.	Constn. of seasonal Bundh over Thakur-cherra.	400 00	200
100	—do—	—do— Gr. II.	1060·00	800
101	—do—	Constn. of road from Mahim Sardar para to Chandiroaja para.	1000·00	525
102	—do—	—do— from Banshi Sardar para to Manu Srinagar Road.	3000·00	1540
103	—do—	Constn, of Bund at Chalitacherra	500·00	250
104	—do—	—do— of road from Harina to Nutanbazar.	828·00	478
105,	Fulchari	Construction of road from Kalyanpara to Ghosh Colony,	1000·00	566
106.	—do—	—do— of seasonal Bund over Silchari-cherra.	410·00	205
107.	—do—	Constn. of Bund near Fulchari.	3126·00	1563
108.	—do—	—do—	2460·00	1223
109.	—do—	Constn. of Road from Kalyan Choudhury para to Ghosh colony.	999·00	567
110.	—do—	Improvement of Road from Fulchari J. B, School to New Manu.	692·75	395
111.	—do—	Constn. of road from new Manu to Ghosh Clony.	2568·00	1322
112.	—do—	Improvement of foot track from Fulmohan-roaja to Goursingh para.	1003·00	750
113.	—do—	Constn. of Bund over Full-chari cherra.	1000·00	500
114.	—do—	—do—	480·00	275
115.	Ghorakapa.	—do— over Ghurakapa chera.	488·00	244
116.	—do—	—do— over Suknacherri.	406·00	203
117.	—do—	—do— Hazacherri. 2 Nos.	320·00	160
118.	—do—	Constn, of road from Naresh Tripura para to Magrumcherra.	4000·00	2330
119.	Silacherri	—do— from Silachari to Ghurakapa.	206·00	103
120,	—do—	—do—	340·00	170

1	2	3	4	5
			Rs.	
121.	South Kalapania.	constn, of road from Kalambari to Hem-chandra roaja para.	2107·00	1269
122.	—do—	Constn. of Bund at Kangsaipara.	286·00	101
123.	—do—	Constn, of road from main road to Hari-mohan bari via Satchand.	370·00	187
124.	—do—	—do— Kangsimogpara to Angiamogpara.	837·50	452
125.	—do—	Constn. of Bund near land of Balasatiroaja.	751·75	377
126.	—do—	Constn. of road from Kalacherra Bangsibadan para.	602·50	308
127.	—do—	Constn. of Bund over Kalapania cherra.	1000·00	551
128.	—do—	Constn. of Road from Krishnachoudhury para to Hem chandra roaja para.	1000·00	500
129.	South Taisama	—do— from Haridas roajapara to Pramala-mogbari Gr. II.	2000·00	1149
130.	—do—	Constn, of Road from Haridas roajapara to Kamalamog bari Gr. I.	2000·00	1115
131.	Krishnanagar	—do— from Das Colony School to Poangbari P. W. D. Road.	676·00	358
132.	—do—	—do— from Poangbari to Manaibari.	324·00	172
133.	—do—	Constn. of Seasonal Bund over Madhucherra near the plot of Indrakumar Tripura at Poangbari.	700·00	355
134.	—do—	Constn. of road from Manaigroom to Krishnanagar.	2000·00	1036
135.	Krishnanagar	Constn. of road from Manaigroom to Krishnanagar.	2000.00	1430
136.	—do—	Reclamation of Lungaland at Krishnanagar.	4797.50	2519
137.	Madhuban.	Development of Kalibari.	2000.00	1000
138.	—do—	Constn. of road from Madhu-chara land to Sonabil.	502.00	172
139,	—do—	Excavation of Channel from Chagalnaia Bund to Tripura Dighi.	500.00	250
140.	—do—	Constn. of seasonal Bund over Chagalnia chhcrra near the house of Indrakumar Debnath.	800.00	400
141.	—do—	Reclamation of cherra from Malachar to Tripura Digi.	1700.00	850
142.	—do—	Construction of road from M. K. Tilla to Goursingh para.	500.00	255
143.	—do—	Reclamation of Lunga at Madhabnagar.	4800.00	2447
144.	—do—	Excavation of Tank near Dhnurbazar near Madhabnagar.	4915.00	2460
145.	Amlighat.	Construction of road from Amlighat to Manughat.	1000.00	501
146.	—do—	Constn. of seasonal bund near the plot of H. Bhattacharjee.	800.00	400
147.	—do—	Construction of road from Amlighat to Poangbari.	1500.00	750

1	2	3	4	5
			Rs.	
148.	Amlighat	Constn. of Road from Harabatali to Amlighat.	1000.00	500
149.	—do—	Improvement of road from Amlighat to Poangbari.	1500.00	750
150.	—do—	Construction of Road from Manughat to Harabatali.	1205.00	638
151.	—do—	Reclamation of Lunga land at Amlighat.	4800.00	2740
152.	Sonai.	Construction of bund over Rupaichari near the House of Mongmong.	850.00	425
153.	—do—	Construction of road from Charchaibari to Hemchandra's house.	4008.00	2107
154.	—do—	Constn. of road from Sonai to Upendranath Bari.	1706.00	945
155.	—do—	—do— Agginabari to Chatakchari.	3000.00	1585
156.	—do—	—do— Anagjay Choudury para to Dalapatipara.	1035.00	651
157.	—do—	Reclamation of Waste land at Sonai to G. H.	1000.00	519
158.	Thaikumbha.	Constn. of road Thaikumbhachara near Kalijoy bari.	300.00	182
159.	—do—	—do— of bund near Dewanbari.	300.00	150
160.	—do—	—do— Taikumbachara near Nishisardar bari.	500.00	250
161.	—do—	—do— Bhubaneswar bari	250.00	125
162.	Manu Bankul.	—do— Bankulbazar to Chalitabankul.	995.50	564
163.	—do—	—do— Sital choudhury para to Bankul Satchand Road.	1497.25	730
164.	—do—	—do— Seasonal bund over Chalitachari.	200.00	100
165.	—do—	—do— Mahamani to Uttar Manu Bankul.	238.25	132
166.	—do—	—do— Gr. II	150.00	75
167.	—do—	—do— Over Rupaichari.	150.00	75
168.	South Kalapania	Construction of road from U. S. Road to Kalambari.	2000.00	1430
169.	—do—	—do— Kalambari to Hemchandra roaja para.	893.00	485
170.	—do—	Reclamation work at S. Kalapania (Block H. Q.)	1000.00	670
171.	Silachari.	Improvement of road from Ailmara to Aikamogpara.	1467.00	865
172.	—do—	Constn. of Aikamogpara to Silachari.	3500.00	1750
173.	—do—	Improvement of road Hazachari to Silachari.	2000.00	1000
174.	—do—	Reclamation of lunga land at Silacha i.	1000.00	500
175.	Bankul.	Construction of road from Manu Mankul to Bagmara.	1000.00	750
176.	North Taichama.	Construction of U. S. Road to Nishi Sardar para.	6522.00	3564
177.	—do—	—do— from Manda roajapara to Mairacherra.	48858.00	2485

1	2	3	4	5
			Rs.	
178.	NORTH TAICHAMA	Construction of road from Haridas roaja para to Annapradhan roaja para.	3488.00	1630
179.	—do—	Reclamation of Lunga land at North Taichama Gr. I	4200.00	2100
180.	—do—	—do— Gr. II	4200.00	2100
181.	—do—	Construction over Taichamacherra.	400.00	200
182.	WEST LUDHUA	Reclamation of Lunga Land.	3371.50	1790
183.	—do—	Construction of road from Manchandra para to Sonai.	4064.50	2370
184.	—do—	—do— from Kantiram para to Purba—Sabroom.	3975.50	2253
185.	—do—	—do— Ludhua to Twani para.	1778.50	1014
186.	—do—	—do— Ludhua to Forest Road.	571.50	328
187.	—do—	—do— from 37 Jalefa to Ludhua via Hiralal Das.	399.00	130
188.	—do—	Joychandra para to Subalsingh para.	1305.09	780
189	—do—	—do— Baisnabpur para to Twnipara.	3612.00	2122
190.	—do—	-do—Mukundanath to Phanindranagar.	460.00	238
191.	—do—	Construction of Seasonal bund near the post of Dhani Tripura, Brindaban Tripura, Debchand Hopchand Tripura, Debendra Tripura and Sevchandar Tripura.	2629.00	1140
192.	—do—	—do— of road from Deshrama para to Baisnabpur under Ludhua G. S.	2298.50	1366
193.	HARINA.	—do— from U/S Kathalchari School via New Harina Colony.	4494.00	2344
194.	—do—	—do— from Krishnanath para to U. S. road.	3962.50	2084
195.	—do—	—do— from Hari Despensari to Thaibong para.	4454.00	2446
196,	—do—	—do— from U/S road to Bijoysil para.	4074.00	2124
197.	—do—	—do— from U/S Harina to Bartila.	2526.00	1454
198.	—do—	Leveling of Harina Public Field.	2227.00	1193
199.	—do—	Construction of Road from U. S. Harina Bartilla.	2526.00	1454
200.	—do—	Levelling of Harina Public field.	2227.50	1193
201.	RAJDHAPUR.	Reclamation of tilla land desh ram khamar Kaptali.	4000.00	2304
202.	—do—	Constn. of road from Kaptali to desram khamar via desram puran bari.	1250.00	817
203.	—do—	—do— from dabai chara to Budhi Rowa, japra.	2000.00	1234

1	2	3	4	5
			Rs.	
204.	Rajdharpur	Constn. of seasonal Bundh over Chotochari near the plot of Nakul Tripura.	690.00	345
205.	—do—	—do— over Chita Chara near the plot of Barun Tripura,	620.00	392
206.	—do—	—do— over Gati Chara near the house of Manoranjan Tripura,	620.00	399
207.	—do—	—do— over Patichara near the plot of Kusum Tripura.	620.00	386
208.	—do—	—do— over the Jiban chara near the plot of Ram Sundar Chakma at Kaptali.	1000.00	605
209.	DOULBARI.	Improvement of Road from No. 8 tilla to Sabroom Hospital.	4231.50	2380
210.	—do—	Reclamation of tilla land at Doulbari.	3534.00	1923
211.	—do—	Constn. of Tilla of Barun Das Choudhury to Chotokhil & Jalefa Road.	7160.50	4162
212.	—do—	—do— from Gang Phira to Jaladas Colony.	6065.00	3383
213.	—do—	Improvement of Doulbari & Daitya chara.	8908.00	5334
214.	—do—	Constn. of Road from madhya Doulbari to Khestranath tilla via S. Dutta's tilla.	2931.50	1906
215.	—do—	Tilla taraching at Doulbari.	4273.50	2453
216.	—do—	Constn. of seasonal Bundh over Doulbari chara near the plot of Ramani Nath.	374.00	216
217.	PURBA SABROOM.	Const. of Road from Tailachara to Chalitabankul.	4430.00	2479
218.	—do—	Improvement of Road from Khrodcroajapara to Birendra Roajapara via Kaliballav para.	3005.50	1636
219.	—do—	Construction of Road from Jaikumar para to Ludhua.	2664.50	1312
220.	—do—	—do— from Baisnabpur to Budhi Roaja Para.	3100.00	1718
221.	—do—	Const. of seasonal bundh over Rohidas para near the plot of Rohidas Rowaja.	543.00	339
222.	—do—	—do— over Hazachari near the plot of Angthai Mog.	460.00	255
223.	—do—	—do— over Matag chara near the plot of Labrachai Mog.	510.00	255
224.	East Jalefa	Improvement of road from Jalefa Bazar to Lal Chand Rowaja Para	1900·00	1117
225.	—do—	Const. of Road from Durganagar to Jalefa No. 3	800·00	459
226.	—do—	Reclamation of lunga land at pal pally	1000·00	697
227.	—do—	Construction of Road from Pal pally to Rupaichari.	3089·00	1819
228.	—do—	—do— from Vivekandana Palli to Harinarayanpara.	1000·00	572

1	2	3	4	5
			Rs.	
229.	East Jalefa	Constn. of Road from Pal palli to Mahadev tilla	500·00	295
230.	—do—	—do— from Chateswari to Sabroom	900·00	548
231.	—do—	—do— U. S. Road to Harinarayan pur.	1754·00	1040
232.	—do—	—do— from Jalefa bazar to Kanjaram para.	3826 00	2229
233.	—do—	—do— Chateswari para to Durganagar.	3966 00	2322
234.	—do—	—do— from Durganagar to Kanjiram para.	4084·00	2896
235.	—do—	—do— from pal palli to Kamarpalli.	3562·50	2088
236.	—do—	—do— from Rajnagar to Thakurchara.	4289·50	3262
237.	—do—	—do— from U. S. Road to Rupaichari pal palli.	2760·50	1754
238.	—do—	—do— from Durganagar to Tularampara.	2500·00	1446
239·	—do—	—do— Binode Das house to Rajnagar.	575·00	322
240.	—do—	—do— from No. 3 Jalefa to Tularam para.	4373·50	2466
241.	—do—	—do— from Rajnagar to Ludhuapara.	3680·00	1919
242.	—do—	—do— U. S. Road to Chatteswari pally.	2300·00	1336
243.	—do—	Const. of Bund over Thakurcharra near plot of Madhan.	526·00	302
244.	—do—	—do— near the plot of Gunadhar Tripura.	624·00	334
245.	—do—	Const. of Road from U. S. Road to Madhan Mohan palli.	3050·00	1336
246.	—do—	Reclamation of lunga land to Shyamaprasad pally.	3068·00	1804
247.	—do—	Const. of Road from Durganagar to No. 3 Jalefa road.	4669·50	3203
248.	—do—	—do— from Damdama to Netajipally.	4907·00	3709
249.	—do—	—do— from Madanmohan to Ludhua.	4919·00	3608
250.	—do—	—do— from Madanmohan pally to Nudha ram para.	4219·00	2476
251.	—do—	—do— from No. 4 Manikgarh to Baishnabpur.	3919·00	1664
252.	—do—	Const. of road from Madanmohan pally to Binode Nath house.	2576·00	1314
253.	—do—	—do— Prakas Nath house to 34 card colony.	3309·00	2962
254.	—do—	—do— from U. S road to Madhanmohan pally via Netajipally.	2869·00	1783
255.	—do—	Reclamation of lunga land at Madhanmohan pally.	3200·00	1809

1	2	3	4	5
			Rs.	
256.	East Jalefa	Const. of bund over Ghagurchara near Madan Mallick.	1310·00	655
257.	-- do—	--do— near Gunadar Tripura.	1372·00	686
258.	---do -	· do— over Kuchichara near Ramani Das.	450·00	225
259.	—do—	Flood protection bund on Ludhua to Harinarayanpur.	3365.00	1968
260.	—do—	Excavation of lake at 34 Card.	2300·00	1150
261.	—do—	Construction of Kutcha wells.	1250·00	625
262.	— do—	---do-- bund over Kulchara near Sridam Roy.	1250·00	625
263.	—do—	—do-- near Asantara Das.	998·00	499
264.	—do --	—do— Ludhuachara near Bhanumati Das.	700·00	350
265.	—do—	Reclamation of Lunga land	1500·00	1250
266.	Ludhua	Excavation of Tank at 4 Card.	4226·00	2113
267.	—do—	Construction of Kutcha wells.	400·00	200
268.	Baishnabpur	—do — of road from Chata Mog para to Baishnabpur bazar.	2753·50	1598
269.	—do—	Improvement of road from Kathalchari to pai Mogpara.	1000·00	574
270.	—do—	Constn. of seasonal bund at Baishnabpur.	2005·00	1105
271.	—do—	--do— of road from Baishnabpur bazar to Kathalchari.	3246·00	1923
272.	—do—	Constn. of seasonal bund at Hapangchara near the plot of Mathu Mog.	380·00	424
273.	—do—	—do— of road from Baishnabpur to Ludhua.	1022·50	650
274.	--do—	Constn. of Kutcha wells.	1000 00	625
275.	Srinagar	Excavation of tank at Srinagar Gr. I.	4224·00	2139
276.	– do—	—do— Gr. II.	4226·00	2144
277.	Guachand	Improvement of Road from North Guachand to Madhya Guachand.	4499.50	2629
278.	—do—	—do— from U. S. Road to Gaurifa via Sunil Bhowmik house.	4167.50	2502
279.	—do—	- do— from U. S. Road to Taingia Mog para via Baishnabpur.	2653.00	1557
280.	—do—	—do— from Nirode Chakraborty's house to Rabindra Acherjee, Via Gopi Majumder House.	1401.50	844
281.	-do—	—do— from U. S. Road to Gaurifa Rd. (near Khiptai Roaja para via Nagda Mog para).	3494.50	2217

1	2	3	4	5
			Rs.	
282.	Guachand	Improvement of Road from U. S. Rd. to Bali Mog para via Kanchafru Mog para.	1100.00	645
283.	—do—	Const. of Bund with channel over Achirai chara near Gopi Majumder land.	1248.50	634
284.	—do—	—do— over Guachand chara near Surendra Nath's land.	88.00	44
285.	—do—	—do— over Guachand chara near Santi Datta's land.	230.00	65
286.	—do—	—do— near Nagendra Nath's land.	356.00	180
287.	—do—	—do— near Kamini Nath's land.	262.00	131
288.	—do—	—do— near Nabadwip Nath's land.	130.00	65
289.	—do—	—do— over Harinachara near Thairi Mog land.	134.00	67
290.	—do—	Reclamation of lunga land at Guachand.	592.00	296
291.	—do—	Const. of Seasonal bund over Guachand chara 4 nos.	2140.00	1070
292.	—do—	—do— over Maghiachara 5 nos.	1656.50	898
293.	—do—	—do— over Harinachara 4 nos.	2140.00	1070
294.	Bishnupur.	Improvement of road from Nutan Bazar Bankul to Kantamani Roja Khamar.	3629.25	1966
295.	—do—	Improvement of Road from Siki Roaja para to Hari Nandy's house.	4498.50	2455
296.	—do—	—do— from P W. D. Road to Ratan Roaja para.	700.50	394
297.	—do—	Const. of channel near Omang Mog (Jote land).	400.00	200
298.	Sabroom Town.	Excavation of tank at Manikgarh.	4330.00	2165
399.	—do—	Const. of kutcha wells.	1000.00	625
300.	—do—	—do—	1000.00	625
301.	—do—	—do— of seasonal bunds.	1570.00	785
302.	—do—	Drain cutting around Kalibari pond.	530.00	265
303.	—do—	Kalibari pond clearing and levelling.	518.00	297
304.	—do—	Earth filling Kalibari math.	844.00	422
305.	—do—	Re-excavation of bazar pond.	1744.00	872
306.	—do—	Bazar pond bank dressing and levelling etc.	1312 00	647
307.	—do—	Melarmath dressing levelling etc.	1622.00	1351
308.	—do—	Manikgarh band dressing and levelling etc.	784.00	392
309.	—do—	Improvement of ground Basanti temple.	2200.00	1100
310.	—do—	Reclamation of lunga land.	3096.00	1948
311.	—do...	Excavation of Phanindranagar lake.	700.00	335
312.	—do—	Drain cutting at Manikgarh pond and dressing.	2100.00	1050
313.	—do—	Re-excavation of Manikgarh pond,	1300.00	650
314.	—do—	Re-exeavation of Kalibari pond.	3500.00	1750
315.	—do—	Jungle cutting tilla reclamation within Town.	4800.00	2939
316.	—do—	Const. of Road from U. S. Road to Doul bari.	2234.00	1754

1	2	3	4	5
			Rs.	
317.	SABROOM TOWN	Constn. of Road from Sub-Jail to Sabroom Hospital.	1405.00	1324
318.	—do—	—do— from U. S. Road to Tarani Das house.	1374.00	1230
319.	—do—	Constn. of Road from Debya Das house to Nakshatra Das house.	1685.00	1410
320.	—do—	—do— from U. S. Road to Kathalchari J. B. School.	2003.00	812
321.	—do—	—do— from S. O. D's quarter to East Jalefa.	1346.50	1904
322.	—do—	—do— from Tehasil Office to Kathal chari.	3481.50	1944
323.	—do—	—do— U. S. Road to Baishnabpur via Manikgharh.	3060.00	1740
324.	—do—	—do— from Chotakhil road to Hospital.	2081.00	1684
325.	—do—	Improvement of Road at Manikgarh.	3738.00	1897
326.	—do—	Earth cutting filling levelling at Sabroom Mela ground Gr. II	4915.00	3107
327.	—do—	—do— Gr. I	3400.30	1849
328-	—do—	Earth cutting and drainage at Sabroom Bazar.	2100.00	1703
329.	—do—	Development and excavation of tank of Sabroom Bazar.	2773.00	1583
330.	—do—	Development of Kalibari pond.	2538·00	1583
331,	—do—	Development and excavation of Manikgarh road.	5926.00	3653
332.	—do—	—do— of construction of drain		
333.	—do—	—do— and earth cutting		
334.	—do—	Construction of Lake at S. D. O. Office's Sabroom.	1312.00	820
335.	—do—	Earth cutting and levelling of road from Bartilla and Kalibari.	200C.00	1219
336.	CHATAKCHARI	Construction of Road from Harina to Nutan bazar.	828.00	478
337.	BROJENDRA-NAGAR.	Development of Manughat approach Road.	556.50	362
338.	—do—	—do— of Marshiland at Doulbari.	1028 50	652
339,	—do—	Const. of Road from Kalyannagar to Thaibong, via Barkhala.	2300.00	1267
340.	—do—	—do— from Ramendranagar to Gobinda Nath.	4000.00	2356
341.	—do—	—do— from Kalyannagar to Jalefa via Madhya Bijoynagar.	5200.00	2942
342.	—do—	—do— from No. 6 tilla to Doulbari.	2000.00	1206
343.	—do—	- do— from tilla of Nani Gopal Nath to Sil tilla.	3419.50	1920
344.	—do—	—do— from Madhya Ramendranagar to Pangaishyachhara.	4820.00	2760
345.	—do—	Const. of Drain jungle cutting in Gobindarmath.	8335.00	4544
346.	—do—	—do— of seasonal bund at Brojendranagar.	400.00	200

1	2	3	4	5
			Rs.	
347.	Brojendranagar	Const. over Hangasaichara near the house of Gopal Roy.	1200·00	600
348.	West Jalafa.	Reclamation of lunga land at Jaladas colony.	3240·00	1876
349.	—do—	—do— of Ranji para.	3350·00	1933
350.	—do—	—do— of Thaibong	2681·00	1614
351.	—do—	—do— of Tilla land at Ranji para.	2400·00	1448
352.	—do—	Const. of Road from Jaladas Colony to Mahadevtilla.	3713·00	2318
353.	—do—	—do— from U. S. Road to Bartilla.	4007·00	2313
354.	—do—	—do— from Jaladas Colony to Chotakhil.	4205·00	2442
355.	—do—	—do— from Jaladas Colony to U· S. road via School.	1625·00	955
356.	—do—	—do— from U. S. Road to Jaladas colony via Maniknath house.	1127·00	698
357.	—do—	—do— from Jalefa bazar to Ranjibari.	2621·00	1594
358.	—do—	—do— from U. S. Road to Thaibong School.	2907·50	1824
359.	—do—	—do— from Thaibong to Damdama via Bartilla.	4882·00	2613
360.	—do—	—do— from Thaibong to Bartilla.	4994·50	3069
361.	—do—	—do— from U. S. Road to Ranjinath bari.	4090·00	2979
362.	—do—	—do— from Thaibong to Manuriver.	3650·50	2077
363.	—do—	—do— from Nagarchi tilla to Thaibong.	3509·50	2102
364.	—do—	—do— from Bartilla to sing bill.	3843·00	2326
365.	—do—	—do— from Bartilla to Nagarchi tilla.	2861·00	1691
366.	—do—	—do— from Thaibong to 13 Card.	2200·00	1285
367.	—do—	—do— from Thaibong School to Ranpaichari.	2302·00	1346
368.	—do—	—do— from Jalafa J. B. School to Garjantilla.	2482·00	1868
369.	—do—	—do— from Puran Mahadev tilla to Bartilla.	3180·50	1671
370.	—do—	—do— of seasonal bund over Jalefa chara near Rabiram.	260·00	130
371.	—do—	—do— over Thaibong chara near Rashau Guha.	276·00	138
373.	—do—	—do— near Kamala Sarkar.	394·00	197
373.	—do—	—do— over Achara chara near Anil Nath.	272·00	136
374.	—do—	—do— of kutcha wells.	1000.00	500

STATEMENT SHOWING THE ROAD CONSTRUCTED UNDER T. R. SCHEME DURING THE YEAR 1973-74.

Sl. No.	Name of the Goan sava.	Name of the Project.	Amount spent	No. of day
1.	2	3	4	5
1.	Gorakapa.	Improvement of Road from Desharam Khamar to Sunakha chari.	Rs. 5000·00	2500
2.	—do—	Improvement of Road from deshram Khamar to Gorakapa.	4600·00	2300
3.	—do—	Improvement of Road from Magroom chara to Gorakapachara.	6000·00	3000
4,	Silachari.	Const. of Road from Kajuchaudhory para aliamara Via Lalit Roajapara.	4500·00	2633
5.	—do—	Const. of Road from Aliamara to Khagrachari Shashi Mohan Paraviya. Debendrasadherpara.	5000·00	2967
6.	—do—	Const. of Road from Hangsadhwas para to Nagendra para.	1500·00	778
7.	—do—	Const. of Road from Khagendra dewan para to Jalaia G. K P. main Road with dirvision to Alikhamar Roaja para Gr. II.	5000·00	2644
8.	—do—	Const. of Road from Banfli Colony to Jaliaya G. K. P. main Road via Sudharam para & Rishra chakma para.	3000·00	1589
9.	Bhuratali.	Implementation of Bazar Road at Kalibari.	4000·00	2400
10.	Rajdharpur.	Const. of Road from Budhiroaja para to Manuranjan para.	3800·00	1538
11.	-- do—	Const. of Road from Bijoy Roaja para to Chandra Vilash para,	3500·20	1374
12.	—do--	Const. of Road from Maguram to Shabal Ch. para.	2800·00	1968
13.	Brojendranagar.	Const. of Brojendranagar Village Road.	2000·25	1033
14.	—do—	Const. of Trace path from Ramendranagar (purbapara) to Manughat Road.	1700·00	852
15.	—do—	Const. of Trace path from P. W. D. Road to melarmath Via No. 8 Tilla.	4620·50	2993

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 21

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

QUESTION

1. The amount of average annual earnings of the Factory Workers in Industries of Tripura from 1972 to 1974 (financial) years with year-wise break up ?

ANSWER

1. Amount of average annual earning of the Factory Workers in different Industries as per Calendar year are furnished for 1972, as the information are collected on the basis of Calendar year and not financial year, figures for 1973 is under collection and as such cannot be furnished.

Code No.	Industry (Public Sector)	A Worker's average annual earnings.
201.7—	Manufacture of Dairy products ...	Rs. 1,623.25
202.6—	Canning of fruits & Vegetables ...	Rs. 993.09
285 —	Printing and publishing of periodicals, books, journals, atlases, maps and Sheet Music directories etc. ...	Rs. 6,758.69
290.2—	Tanning and finishing of Sole leather ..	Rs. 2,460.25
305 —	Manufacture of products of petroleum not elsewhere classified ...	Rs. 4,166.70
343 —	Mfg. of hand tools and general hardware.	Rs. 2,382.73
400 —	Generation of transmission of electric energy. ...	Rs. 2,427.11
973 —	Repair of Motor Vehicles and Motor Cycles. ...	Rs. 2,155.89

Code No.	Industry (Private Sector)	A Worker's average annual earnings.
202.6—	Canning of fruits & Vegetables ...	Rs. 86.38
204.2—	Rice Milling (by power machine) ...	Rs. 1,199.38
205.1—	Bread making ...	Rs. 135.00
212 —	Tea Processing. ...	Rs. 799.28
215 —	Manufacture of Ice ...	Rs. 1,088.17
220.1—	Cotton ginning and bailing ...	Rs. 396.92
271 —	Sawing and planning of wood (other than plywood) ...	Rs. 2,053.03
326 —	Manufacture of structural goods, stone ware, stone dressing and stone crushing.	Rs. 713.00
342 —	Manufacture of furniture and fixtures primarily of metal. ...	Rs. 1,449.00

356 —	Manufacture, alteration and repair of general items of non-electrical machinery components, equipment and accessories not elsewhere classified.	Rs.	1,825.00
265.1—	Manufacture of Umbrellas.	Rs.	857.00

UNSTARRED QUESTION No. 26

By Sri **Radharaman Debnath.**

Will the Hon'nble Minister in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২-৭৩,১৯৭৩-৭৪ সালে মোহনপুর ব্লকে কোন গাঁওসভাতে কতজন ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া হইয়াছে তাহার গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব।

২) প্রতি ভূমিহীনকে কত একর করে ভূমি দেওয়া হইয়াছে, এবং কত টাকা করে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১)

সন	গাঁওসভার নাম	ভূমিহীনের সংখ্যা
১৯৭২-১৯৭৩	সুরেন্দ্র নগর—	১২৪
,,	তারানগর—	১
,,	বরজলা —	১
১৯৭৩-৭৪	বুদ্ধজংনগর —	৩১
,,	রামুটিয়া —	৯
,,	দেবেন্দ্রনগর—	৭
,,	লঙ্কামুড়া —	৭
,,	নরসিংগড় —	৫
,,	ফটিকছড়া —	১৯
,,	কলকলিয়া —	২৩
,,	উত্তর দেবেন্দ্রনগর—	৪৬
,,	বৈকুণ্ঠপুর —	৭
,,	পূর্ব্বসীমনা —	১৩
,,	পশ্চিম সীমনা—	৫৭
,,	বিজয়নগর —	৮০
,,	বরজলা —	৪

২) সঙ্গীয় তালিকাবর্গ দ্রষ্টব্য

Sl. No.	Name of Gaon Sabha.	Name of Allottee	Area of Land Allotted.	Amount paid Settlement of Lanless Persons.
1	2	3	4	5
		1973-64		
1.	Surendranagar.	Sri Padma Mohan Deb Barma	@ 4 acres each.	@ Rs. 350/-as Ist instalment under new Jumia Scheme.
		,, Shyamdhan ,,	,,	,,
		,, Sundahan ,,	,,	,,
		,, Dwal ,,	,,	,,
		,, Lagai ,,	,,	,,
		,, Arjun Munda ,,	,,	,,
		,, Surendra Deb Barma	,,	,,
		,, Shibdhan ,,	,,	,,
		,, Asharam ,,	,,	,,
		,, Beju Mohan ,,	,,	,,
		,, Nilmani ,,	,,	,,
		,, Naba ch. ,,	,,	,,
		,, Surendra Ch. ,,	,,	,,
		,, Mankurai ,,	,,	,,
		,, Atha Ch. ,,	,,	,,
		,, Surendra ,,	,,	,,
		,, Rabi Charan ,,	,,	,,
		,, Ramesh Ch. ,,	,,	,,
		,, Manu ,,	,,	,,
		,, Sachindra ,,	,,	,,
		,, Shyam Kr. ,,	,,	,,
		,, Khraja ,,	,,	,,
		,, Laxmi Charan ,,	,,	,,
		,, Rajendra Ch. ,,	,,	,,
		,, Krishna ,,	,,	,,
		,, Chandra Mani ,,	,,	,,
		,, Bhamari Munda ,,	,,	,,
		,, Dilip Deb Barma	,,	,,
		,, Manindra ,,	,,	,,
		,, Ramesh ,,	,,	,,
		,, Agunia ,,	,,	,,
		,, Canthis ,,	,,	,,
		,, Bishu Ch. ,,	,,	,,
		,, Nagendra ,,	,,	,,

1	2	3	4	5
1.	Surendranagar	Sri Ramu Munda	@ 4 acres each.	@ Rs. 350/- as Ist instalment under new Jumia Scheme.
		,, Ram Ch. Deb Barma	,,	,,
		,, Keshab ,,	,,	,,
		,, Krishna ,,	,,	,,
		,, Manpal Ch. ,,	,,	,,
		,, Sambhu Ram Munda	,,	,,
		,, Bejurahi Deb Barma	,,	,,
		,, Mahi Ch. ,,	,,	,,
		,, Brajalal Munda	,,	,,
		Sm Niruda Munda	,,	,,
		Sri Budhrai Deb Barma	,,	,,
		,, Madhu Charan ,,	,,	,,
		,, Jugesh Munda ,,	,,	,,
		,, Matai ,,	,,	,,
		Sri Basanta Deb Barma	..	,,
		,, Sabindra ,,	,,	,,
		,, Satish ,,	,,	,,
		,, Ramani ,,	,,	,,
		,, Naba Ch. ,,	,,	,,
		,, Manaranjan ,,	,,	,,
		,, Kunaria ,,	,,	,,
		,, Nidan Tati ,,	,,	,,
		,, Narayan ,,	,,	,,
		,, Mohan ,,	,,	,,
		,, Brajendra Deb Barma	,,	,,
		,, Uddyab Tati	,,	,,
		,, Uddyab ,,	,,	,,
		,, Madhba Tati	,,	,,
		,, Sambhu ,,	,,	,,
		,, Netha Deb Barma	,,	,,
		,, Narahari ,,	,,	,,
		,, Balai Munda	,,	,,
		,, Janan Deb Barma	,,	,,
		,, Dhanjoy Tati	,,	,,
		,, Jitendra Deb Barma	,,	,,
		,, Dhirendra Deb Barma	,,	,,
		,, Ram Munda	,,	,,
		,, Buka ,,	,,	,,
		,, Durjay Deb Barma	,,	,,
		,, Budhrai ,,	,,	,,
		,, Sachihdre ,,	,,	,,
		,, Bisharai ,,	,,	,,

1	2	3	4	5
1.	Surendranagar		@ 4 acars each	@ Rs. 350/- as Ist instalment under new Jumia Scheme.
		Sri Sunjaman. Dcb Barma	,,	,,
		,. Jugendra ,.	,,	,,
		,, Badramani ,,	,,	,,
		,', Rati Ranjan ,,	,,	,,
		, Nerendra .,	,,	,,
		,, Girendra ,,	,,	,,
		,, Kartik Ch. ,,	,,	,,
		,, Kunjamohan ,.	,,	,,
		/, Sunamani ,,	,,	,,
		,, Debrai ,,	,.	,,
		,, Manda Kr. ,,	,,	,.
		,, Umesh Ch. ,,	,,	,,
		,, Shib Kr. ,,	,,	,
		,, Mahmani .,	,,	,.
		,, Ram Kumar .,	,,	,,
		Sm. Badhalaxmi Debi	,,	.,
		Sri Sadhurai Deb Barma	,,	,,
		,, Upendra Kr. ..	,,	,,
		,, Adhar Munda	,,	,,
		[, Bundharam Deb Barma	,,	,
		,, Manindra ,,	,,	,,
		., Baja Kr. ..	,,	,,
		.. Bhaya Munda	i.	,,
		,. Pram Singh	,,	,,
		,, Jita ,,	,,	,'
		,, Partha ,,	,,	,,
		,' Rabi ,,	,,	,,
		.. Gapal Ch. Deb Barma	,	,'
		Shri Sambhu Ram Deb Barma	,,	,,
		,, Sukram ,,	,,	,,
		,, Krishna ,,	,,	,,
		,, Pankhi Bai ,,	,,	,,
		,, Baramari Munda	,,	,,
		,, Arun Deb Barma	,,	,,
		,, Santosh ,,	,,	,,
		,, Debendra ,,	,,	,,
		,, Sambhu Ram ,,	,,	,,

1	2	3	4	5
		,, Negandra ,,	,,	,,
		,, Sukucharan ,,	,,	,,
		,, Kumbha Tati	,,	,,
		,, Sakha Deb Barma	,,	,,
		,, Denabandhu ,,	,,	,,
		,, Nerendra ,,	,,	,,
		,, Uddhab Tati	,,	,,
		,, Nishikanta ,,	,,	,,
		,, Bhudhu ,,	,,	,,
		,, Bharat Ch. ,,	,,	,,
		,, Mangalia ,,		Not paid due to his death. No legal heir.
2.	Budhjong Nagar.	Shri Nanda Lal Deb Barma	@ 4 acres each	@ Rs. 350/- as 1st instalment under new Jumia Scheme.
		,, Subha Charan ,,	,,	,,
		,, Bir Chandra ,,	,,	,,
		,, Bidya Ch. ,,	,,	,,
		,, Kusha Ch. ,,	,,	,,
		,, Haridas ,,	,,	,,
		,, Budhrai ,,	,,	,,
		Sm. Sumitra Debi	,,	,,
		,, Augunti Debi	,,	,,
		Shri Rasharai Deb Barma	,,	,,
		,, Budhrai ,,	,,	,,
		,, Manindra ,,	,,	,,
		,, Budhi Ch. ,,	,,	,,
		,, Surjamohan ,,	,,	,,
		,, Wakhirai ,,	,,	,,
		,, Negendra ,,	,,	,,
		,, Khiling Rai ,,	,,	,,
		,, Ishan Ch. ,,	,,	,,
		,, Debendra ,,	,,	,,
		,, Nanda Lal ,,	,,	,,

1.	2	3	4	5	6
				@ 4 acres each.	Nil
2.	Budhhongnagar.	Shri Luktai Deb Barma		3.50 ,,	,,
		,, Sumbhu Ram ,,		1.41 ,,	,,
		,, Shakba ,,		0.90 ,,	,,
		,, Balen ra ,,		1,71 ,,	,,
		,, Chatra Mohan ,,		1.23 ,,	,,
		Smti. Fuleswari ,,		1.37 ,,	,,
		Shri Rabi Deb Barma		0.93 ,,	,,
		,, Gara ,,		1.64 ,,	,,
		,, Sukumar ,,		1.42 ,,	,,
		,, Sundhara ,,		1.71 ,,	,,
		,, Mangal Ch. ,,		1,27 ,,	,,
3.	Taranagar.	,, Mishrilal Chowhan		6.00 ,,	,,
4.	Barjala.	,, Gogesh Ch. Ghosh		0.63 ,,	,,
5.	Bamutia.	Shri Sudhangshu Das		1.74 ,,	,,
		,, Sachindra Das		1.48 ,,	,,
		Smti. Fulbashi Das		1.52 ,,	,,
		,, Bimala Bala Das		1.55 ,,	,,
		Shri Ramananda Sarkar		1.07 ,,	,,
		,, Alanga Vim		1.00 ,,	,,
		,, Laba Vim		1.05 ,,	,,
		,, Tilak Sarkar		0.75 ,,	,,
		,, Upendra Ch. Biswas		0.40 ,,	,,
6.	Debendranagar.	,, Sukrai Deb Barma		2.81 ,,	,,
		,, Sukram ,,		1.98 ,,	,,
		,, Himan ,,		1.19 ,,	,,
		,, Barun Choudhuri		1.80 ,,	,,
		,, Sambhu Ch. Deb Barma		1.23 ,,	,,
		,, Krishna Bahadur Chatri		1.54 ,,	,,
		,, Rakhal Ch. Deb Barma		0.70 ,,	,,
7.	Laxmilunga.	Smti. Satyabati Roy		0.32 ,,	,,
		Shri Anil Ch. Biswas		0.82 ,,	,,
		Smti. Mohan Bashi Bardhan		0.35 ,,	,,
		Shri Harish Ch. Biswas		2.10 ,,	,,
		,, Banka Bairagi		2.25 ,,	,,
		,, Sunil Ch. Roy		3.80 ,,	,,
		,, Bipin Ch. Biswus		0.36 ,,	,,
8.	Narshinggarh	,, Harilal Deb Nath		0.40 ,,	,,
		,, Khagendra Ch. Nath		0.66 ,,	,,

1	2	3	4	5
		Shri Bipul Bashi Sarkar	0.40 ,,	,,
		,, Ruhani Choudhuri	0.64 ,,	,,
9.	Fatikchara.	,, Harendra Ch. Sarkar	0.51 ,,	,,
		,, Gobardhan Sarkar	1.00 ,,	,,
		,, Guru Charan Deb Barma	1.86 ,,	,,
		,, Rati Ranjan ,,	2.58 ,,	,,
		,, Tikendra ,,	0.79 ,,	,,
		,, Dasarath ,,	0.42 ,,	,,
		,, Manindra Ch. ,,	1.00 ,,	,,
		,, Durgadhan ,,	1.30 ,,	,,
		,, Kitine Ch. ,,	3.85 ,,	,,
		,, Nanda Babu Dutta	0.96 ,,	,,
		,, Sudhania Deb Barma	1.62 ,,	,,
		Surja Kr. Deb Barma	0.33 ,,	,,
		Bijoy Kr. Dutta	0.75 ,,	,,
		Ramgobinda Deb Barma	4.84 ,,	,,
		Sarat Ch. Deb Barma	0.74 ,,	,,
		Budhi Mohan Deb Barma	2.03 ,,	,,
		Krishna Mani Deb Barma	1,11 ,,	,,
		Takhirai Deb Barma	0.88 ,,	,,
		Bisha Ch. Deb Barma	0.62 ,,	,,
		Rabi Charan Deb Barma	0.54 ,,	,,
10.	Kalkalia	Nabadwip Sarkar	2.00 ,,	,,
		Jatindra Ch. Sarkar	1.71 ,,	,,
		Mon Mohan Sarkar	0.46 ,,	,,
		Dwijendra Sarkar	0.41 ,,	,,
		Krishna Ch, Biswas	0.30 ,,	,,
		Pradip Ch. Deb	1.44 ,,	,,
		Gopal Sarkar	0.78 ,,	,,
		Murari Mohan Sutradhar	0.73 ,,	,,
		Jatindra Kr. Sarkar	0.80 ,,	,,
		Chitta Ranjan Das	0.70 ,,	,,
		Vim Sarkar	0.96 ,,	,,
		Braja Kishore Sarma	1.15 ,,	,,
		Smti. Kowsalya Sarkar	1.00 ,,	,,

1	2	3	4		5
			@ 4 acres each.		Nil
		Bhajan Sarkar	1.00	,,	,,
		Mahendra Sarkar	0.92	,,	,,
		Kartik Sarkar	1.05	,,	,,
		Nirmal Chukraborty	0.62	,,	,,
		Kadumani Das	0.62	,,	,,
		Ashu Ranjan Sarkar	0.80	,,	,,
		Ananta Chakraborty	0.70	,,	,,
		Manindra Ch. Sarkar	0.73	,,	,,
		Rajendra Sarkar	0.80	,,	,,
		Rup Chand Sarkur	1.01	,,	,,
11.	Uttar Debendra-Chandranagar.	Rabindra Deb Barma	6.00	,,	,,
		Mangal Ch. Deb Barma	0.66	,,	,,
		Rati Ranjan Deb Barma	2.06	,,	,,
		Surja Deb Barma	1.44	,,	,,
		Hazari Deb Barma	1.40	,,	,,
		Ranu Ch. Deb Barma	4·30	,,	,,
		Arjun Deb Barma	0.62	,,	,,
		Gopal Ch. Deb Barma	3.22	,,	,,
		Augania Deb Barma	0.70	,,	,,
		Lal Mohan Deb Barma	1.50	,,	,,
		Krishna Kr. Deb Barma	3.73	,,	,,
		Nabin Deb Barma	1.88	,,	,,
		Makhan Ch. Deb	1.20	,,	,,
		Sukumar Deb Nath	1.79	,,	,,
		Rabi Ch. Deb Barma	2.69	,,	,,
		Budhu Rai Deb Barma	1.03	,,	,,
		Laxmi Ram Deb Barma	0.25	,,	,,
		Laxman Deb Barma	1.00	,,	,,
		Nanda Kr. Deb Barma	3.36	,,	,,
		Purna Ch. Deb Barma	0.83	,,	,,
		Rabi Charan Deb Barma	2.20	,,	,,
		Kara Deb Barma	0.82	,,	,,
		Julam Ch. Deb Barma	3.58	,,	,,
		Kadha Krishna Deb Barma	3.63	,,	,,
		Chandra Kanta Deb Barma	0.95	,,	,,
		Akhi Chandra Deb Barma	1.05	,,	,,
		Bishu Charan Deb Barma	1.40	,,	,,

1	2	3	4	5
		Surendra Ch. Deb Barma	1.12 ,,	Nil
		Rabi Chandra Deb Barma	4.78 ,,	,,
		Paklo Munda	1.22 ..	,,
		Bishurai Deb Barma	4.40 ,,	,,
		Raidhya Deb Barma	0.86 ,,	,,
		Kusha Ch. Deb Barma	0.60 ,,	,,
		Chatra Mohan Deb Barma	2,50 ,,	,,
		Surja Kr. Deb Barma	1.09 ,,	,,
		Sukurai Deb Barma	1.73 ,,	,,
		Rabi Munda	3.65 ,,	,,
		Sambhu Ch. Deb Barma	1.43 ,,	,,
		Kheping Rai Deb Berma	2.45 ,,	,,
		Kshirod Ch. Deb Barma	0.72 ,,	,,
		Samparai Deb Barma	0.76 ,,	,,
		Bishurai Deb Barma	1.85 ,,	,,
		Nagari Deb Barma	2.27 ,,	,,
		Mangal Ch. Deb Barma	3.10 ,,	,,
		Mangal Ch. Deb Barma	0.89 ,,	,,
12.	Baikunthapur.	Ashini Kr. Deb Nath	0.60 ,,	,,
		Shri Anta Singh Benjuya	1.76 ,,	,,
		Mohamani Deb Barma	2.52 ,,	,,
		Dusara Munda	1.67 ,,	,,
		Rabi Mohan Deb Barma	2.00 ,,	,,
		Banshing Deb Barma	2.36 ,,	,,
		Benoy Ch. Deb Barma	1.39 ,,	,,
		Jagat Ram Deb Barma	1.58 ,,	,,
13.	Purba Simna	Sri Tapan Ch. Paul	2·00 acre	Nil
		,, Suranta Deb Barma.	2·10 ,,	,,
		,, Bishu Mohan Deb Barma.	1·96 ,,	,,
		,, Anil Ch. Sarkar.	2·00 ,,	,,
		,, Kashiram Deb Barma.	2·50 ,,	,,
		,, Dhani Ram Deb Barma.	1·21 ,,	,,
		,, Annada Sarkar.	2·00 ,,	,,
		,, Sudhir Ch. Sarkar.	2·00 ,,	,,
		,, Amulya Sarkar.	2·00 ,,	,,
		,, Amrita Sen Deb Barma.	2·60 ,,	,,
		,, Mohan Basi Sarkar.	2·00 ,,	,,
		,, Lal Mohan Sarkar.	2·00 ,,	,,
		,, Sushil Sarkar.	2·00 ,,	,,
14.	Pashim Simna	Sri Ramesh Ch. Paul.	1·32 ,,	,,
		,, Amar Chand Deb Nath.	1·10 ,,	,,

1	2	3	4	5
		Shri Kamini Mohan Deb Nath.	1·32 ,,	Nil
		,, Nripendra Ch. Saha.	1·20 ,,	,,
		,, Bidya Mohan Deb.	1·17 ,,	,,
		,, Bhandasi Nayak.	0·86 ,,	,,
		,, Andu Urang.	0·97 ,,	,,
		,, Purna Chandra Deb Barma.	0·83 ,,	,,
		,, Lalit Mohan Deb Nath.	2·00 ,,	,,
		,, Rajmohan Deb Nath.	0·99 ,,	,,
		,, Mangkurai Deb Barma.	1·08 ,,	,,
		,, Surendra Deb Barma.	1·04 ,,	,,
		,, Sama Charan Deb.	1·40 ,,	,,
		,, Pankhi Rai Deb Barma.	2·10 ,,	,,
		,, Braja lal Urang.	1·95 ,,	,,
		,, Amulya Deb Barma.	1·20 ,,	,,
		,, Sanipati Deb Barma.	1.09 ,,	,,
		,, Jogesh Deb Barma	1·30 ,,	,,
		,, Makhan Ch. Deb.	1·20 ,,	,,
		,, Lal Mohan Saha.	0·55 ,,	,,
		,, Birendra Ch. Deb.	1·04 ,,	,,
		,, Nakul Ch. Deb Barma.	1·19 ,,	,,
		Sri Rajendra Ch. Sarma,	1·07 acre	Nil
		,, Krishna Ch. Debnath.	1·72 ,,	,,
		,, Aung Nayak.	0·90 ,,	,,
		,, Kali Charan Debnath.	1·12 ,,	,,
		,, Debendra Chandra Deb Barma.	2·00 ,,	,,
		,, Suresh Karmakar.	0·70 ,,	,,
		,, Sama Urang.	0·47 ,,	,,
		,, Ranjit Lal Roy.	1·44 ,,	,,
		,, Chandu Urang.	0·28 ,,	,,
		,, Nishi Urang.	1·32 ,,	,,
		,, Rabindra Lal Roy.	1·16 ,,	,,
		,, Prakash Deb Nath.	1·72 ,,	,,
		,, Makhan Lal Roy.	1·12 ,,	,,
		,, Jagadish Lala.	1·54 ,,	,,
		,, Kandru Urang.	1·78 ,,	,,

1	2	3	4	5
		Shri Jofula Sautal.	1·82 ,,	Nil
		,, Khrode Rn. Ray.	0·88 ,,	,,
		,, Amrita Kr. Singh Choudhury.	1·40 ,,	,,
		,, Makhan Ch. Paul.	1·06 ,,	,,
		,, Dinesh Ch. Majumdar.	1·23 ,,	,,
		,, Gopi Mohan Ray.	1·51 ,,	,,
		,, Madhu Urang.	0·73 ,,	,,
		,, Sasadhar Roy.	0·41 ,,	,,
		,, Harendra Ch. Kar.	1·65 ,,	,,
		,, Sushil Chandra Debnath.	1.56 ,,	,,
15.	Bijoynagar	Sri Rajani Sutradar.	0·90 ,,	,,
		,, Budhia Deb Barma.	2·00 ,,	,,
		,, Matha Munda.	0·78 ,,	,,
		,, Sambhu Rn. Sil.	1·21 ,,	,,
		,, Jugesh Ch. Deb Nath.	1·63 ,,	,,
		,, Kamini ,,	1·40 ,,	,,
		,, Komud Ch. Bhowmik.	1·35 ,,	,,
		,, Parameswar Deb Nath.	1·36 ,,	,,
		,, Makhan Ch. Biswas.	0·90 ,,	,,
		,, Amulya Ch. Malakar.	0.85 ,,	,,
		,, Suklal Sutradhar.	0·90 ,,	,,
		,, Lal Mohan Paul.	0·79 ,,	,,
		Sri Debendra Ch. Roy.	1·15 acre	Nil
		,, Monoranjan Deb Nath.	0·84 ,,	,,
		,, Anil Ch. Sutradhar.	1·33 ,,	,,
		,, Rashik Ch. Sil.	0·90 ,,	,,
		,, Babu lal Munda.	1·26 ,,	,,
		,, Nepal Ch. Sil.	1·80 ,,	,,
		,, Ramdhan Deb Nath.	0·80 ,,	,,
		,, Sambhu Sutradhar.	1·00 ,,	,,
		,, Harimohan Deb Nath.	0·91 ,,	,,

1	2	3	4	5
		,, Prafulla Ch. Sil.	0·69 ,,	Nil
		,, Nagar Bashi Das.	1·78 ,,	,,
		,, Nil Mohan Sarkar.	0·90 ,,	,,
		,, Akhil Ch. Bhowmik.	0.94 ,,	,,
		,, Sushan Ch. ,,	1·33 ,,	,,
		,, Debendra Ch. Sarkar.	1·20 ,,	,,
		,, Sukumar Bhowmik.	1·80 ,,	,,
		,, Sunil Sarkar.	2·08 ,,	,,
		,, Anil Ch. Sarkar.	1·23 ,,	,,
		,, Banamali Deb nath.	0·70 ,,	,,
		,, Nimchand Sarkar.	2·00 ,,	,,
		,, Satish Ch. Sil.	1·10 ,,	,,
		,, Rakhal Ch. Dutta.	0·89 ,,	,,
		,, Ranjit Kr. Das.	0·80 ,,	,,
		,, Pranesh Ch. Biswas.	1·23 ,,	,,
		,, Jogendra Ch. Sutradhar.	1·00 ,,	,,
		,, Birendra Ch. Sil.	0·70 ,,	,,
		,, Mono Mohan Sutradhar.	0·55 ,,	,,
		Smt. Chanchala Sutradhar.	0·91 ,,	,,
		Sri Ramesh Ch. Modak.	0·75 ,,	,,
		Smti. Nighore Basi Sarkar.	2·00 ,,	,,
		Sri Binode Karmakar.	1·19 ,,	,,
		,, Laksmi Kanta Sarkar.	1·10 ,,	,,
		,, Ruhini Kr. Sutradhar,	2 00 ,,	,,
		,, Jatindra Kr. Sarkar.	1·04 ,,	,,
		,, Mongalananda Sarkar.	1·95 ,,	,,
		,, Aditya Kr. Modok.	1·16 ,,	,,
		,, Sudhanshu Deb Nath.	0·70 ,,	,,
		,, Sudhir Kr. Sutradhar.	1·24 ,,	,,
		Sri Harish Ch. Deb Nsth.	0,88 ,,	,,
		,, Sunil Ch. Biswas.	0,86 ,,	,,
		,, Amulay Ch. Bhowmik.	1,45 ,,	,,
		,, Umesh Ch. Das.	1,25 ,,	,,
		,, Nagarbasi Sarkar.	1,22 ,,	,,
		,, Ruhini Choudhury	0,64 ,,	,,
		,, Harendra Kr. Sutradhar.	1,26 ,,	,,
		,, Manindra Ch. Sil.	1,20 ,,	,,

1	2	3	4	5
		Shri Gurucharan Sarkar.	1,12 ,,	Nil
		,, Bipin Ch. Sutradhar.	0,90 ,,	,,
		,, Amarchand Sarkar.	1,50 ,,	,,
		,, Mahendra Sarkar.	1,25 ,,	,,
		,, Sachi Mohan Sarkar.	1,06 ,,	,,
		,, Mathur Ch. Sarkar.	1,00 ,,	,,
		,, Kirtik Ch. Biswas.	0,80 ,,	,,
		,, Fanindra Ch. Biswas.	1,10 ,,	,,
		,, Amulya Ch. Sutradhar.	2,00 ,,	,,
		,, Anil Ch. Sutradhar.	2,00 ,,	,,
		,, Fanindra Ch. Sutradhar.	1,65 ,,	,,
		,, Anil Ch, Deb Nath.	1,96 ,,	,,
		,, Ruhini Kanta Chakraborty.	2,00 ,,	,,
		,, Ratan Ch. Deb.	1,34 ,,	,,
		,, Lal Mohan Sutradhar.	1,18 ,,	
		,, Rabindra Ch. Sutradhar.	0,62 ,,	,,
		,, Gopal Sarkar.	1,20 ,,	,,
		,, Thakur Chand Sarkar.	1,00 ,,	,,
		,, Debendra Ch. Sutradhar.	1,00 ,,	.
		,, Bisweswer Das.	1,62 ,,	,,
16.	Barjala	,, Nil Mohan Deb Nath.	0,28 ,,	,,
		,, Nabin Chandra Deb Nath.	0,80 ,,	,,
		,, Kabir Mia.	3,60 ,,	,,
		,, Kartick Ch. Deb Nath.	2,32 ,,	,,

UNSTARRED QUESTIONS NO. 28

by Shri Radharaman Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Denartment be leased to state :—

প্রশ্ন

(১) ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ সালে ২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত মোহনপুর ব্লকে টেষ্ট রিলিফের কাজের জন্য কি পরিমাণ অর্থ খরচ করা হইয়াছে এবং

(২) তাহার গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

(১) ১৯৭২-৭৩ সালে ২,১৩,০৫৬ টাকা

১৯৭৩-৭৪ সনে ২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ২,২২,৪৬৩ টাকা

(২) সঙ্গীয় তালিকায় গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব দেওয়া গেল।

Sl. No.	Name of place.		Amount spent.
	1972-73		
1.	Kamukchara Gaon Panchayat		Rs. 8,990/-
2.	Surendranagar	,,	Rs: 6,742/-
3.	Tuichamangkurai	,,	Rs. 8,801/-
4.	Kalachara	,,	Rs. 7,301/-
5.	Budjungnagar	,,	Rs. 9,184,-
6.	Dakshin Dashgarai	,,	Rs. 6,606/-
7.	Domrakaridak	,,	Rs. 8,856/-
8.	East Simna	,,	Rs. 9,932/-
9.	Baikanthapur	,,	Rs. 8,636/-
10.	U. D. Nagar	,,	Rs. 8,856/-
11.	Subalsingh	,,	Rs. 7,497/-
12.	West Simna	,,	Rs 11,732/-
13.	Uttar Dasgaria	,,	Rs. 4,905/-
14.	Ishanpur	,,	Rs. 11,932/-
15.	Chhankhala	,,	Rs. 12,589/-
16.	Chandpur	,,	Rs. 16,152/-
17.	Barkathal	,,	Rs. 18,274/-
18.	Tamakari	,,	Rs. 6,250/-
19.	Megliban	,,	Rs. 7,550/-
20.	Mantala	,,	Rs. 6,437/-
21.	Balurbandh	,,	Rs. 6,645/-
22.	Mohanpur	,,	Rs. 1,900/-
23.	Taranagar	,,	Rs. 4,997/-
24.	Nowagaon	,,	Rs. 3,062/-
25.	Bejoynagar	,,	Rs. 5,240/-
26.	Fatikchhara	,,	Rs. 4.000/-
27.	Debendranagar	,,	Rs. 800/-
28.	Gandhigram	,,	Rs. 3,000/-
29.	Bamutia	,,	Rs. 2,780/-

Sl. No.	Name of place	Amount spent.
30.	Barjala ,,	Rs. 1,142/-
31.	Kunjaban ,,	Rs. 1,017/-
32.	Kalkalio ,,	Rs. 650/-
33.	Indranagar ,,	Rs. 550/-
		Rs. 2,13,056/-

1973-74

Sl. No.	Name of place	Amount spent.
1.	Taranagar Gaonsabha	Rs. 7,700/-
2.	Mohanpur ,,	Rs. 9,200/-
3.	Bejoynagar ,,	Rs. 6,768/-
4.	Kalachhara ,,	Rs. 8,101/-
5.	Barkathal ,,	Rs. 7,899/-
6.	Chandrapur ,,	Rs. 12,500/-
7.	Nowagaon ,,	Rs. 9,133/-
8.	Tamakari ,,	Rs. 6,400/-
9.	Dumrukkaridak ,,	Rs. 9,913/-
10.	Tuichampakaridak ,,	Rs. 7,805/-
11.	Fatikchhara ,,	Rs. 4,903/-
12.	Kamukchhara ,,	Rs. 8,254/-
13.	Surendranagar ,,	Rs. 9,550/-
14.	Budjungnagar	Rs. 14,356/-
15.	Daskhindasgaria	Rs. 8,086/-
16.	East Simna	Rs. 11,056/-
17.	Baikunthapur	Rs. 6,194/-
18.	U. D. Nagar	Rs. 10,074/-
19.	Subalsingh	Rs. 7,972/-
20.	West Simna	Rs. 10,093/-
21.	Uttardasgaria	Rs. 8,104/-
22.	Ishanpur	Rs. 7,597/-
23.	Chhankhala	Rs. 6,536/-
24.	Megliban	Rs. 6,352/-
25.	Balurbundh	Rs. 7,592/-
26.	Nowagaon	Rs. 500/-
27.	Mantala	Rs. 6,627/-
		Rs. 2,22,463/-

UNSTARRED QUESTION NO. 29.

by Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলনীয়া মহকুমা সহরস্থ বিদ্যাপীঠ স্কুলের পূর্ব দিগস্থ পাড়ায় বসবাসকারী কতিপয় পরিবার দীর্ঘদিন পর্যান্ত তাদের বসত বাটীর বন্দোবস্ত প্রার্থনা করেও বন্দোবস্ত পাচ্ছে না ; এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি ? এবং

৩। যে সমস্ত পরিবার বন্দোবস্ত পাচ্ছে না তাদের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। বিষয়টী অনুসন্ধানে আছে।

২। ২৪টি পরিবার।

UNSTARRED QUESTION NO. 31.

by Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

সাব্রুম মহকুমায় ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ ও ১৯৭৪-৭৫ সালের মে মাস পর্য্যন্ত দাদন বাবদ কত টাকা বিলি করা হইয়াছে ?

উত্তর

সন	টাকা
১৯৭২-৭৩ ইং—	১,৮৮,০০০·০০
১৯৭৩-৭৪ ইং—	১,৭০,৫০০·০০
১৯৭৪—৭৫ মে পর্য্যন্ত	—

UNSTARRED QUESTION NO. 32.

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৪-এর এপ্রিল থেকে জুলাই এর মধ্যে ত্রিপুরার কোথায় কতটি ধর্মঘট হয়েছে, তার শিল্প ভিত্তিক নাম এবং ধর্মঘট কতদিন স্থায়ী হয় তার হিসাব ?

২। এই সব শ্রম-বিরোধ আপোষ মিটানোর জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তার বিবরণ ?

৩। এই সকল ধর্মঘটের ফলে ক্ষতির পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। ১৯৭৪-এর এপ্রিল থেকে জুলাই-এর মধ্যে ত্রিপুরার আগরতলা শহরে তিনটি ধর্মঘট হয়েছে। নিম্নে শিল্প ভিত্তিক নাম ধর্মঘট স্থায়ীত্বের বিবরণ দেওয়া গেল।

শিল্পের নাম	ধর্মঘট স্থায়ীত্বের বিবরণ
১। সিনেমা (চলচিত্র) শিল্প	
(ক) রূপছায়া সিনেমা—	৫-৪-৭৪ ইং হইতে
(খ) সূর্য্যঘর সিনেমা—	৩-৬-৭৪ ইং পর্য্যন্ত
(গ) চিত্রকথা সিনেমা—	১০-৪-৭৪ ইং হইতে
(ঘ) রূপসী সিনেমা—	৬-৬-৭৪ ইং পর্য্যন্ত
২। মোটর যান বাহন শিল্প	
(ক) আগরতলা শহর এলাকায়— যাত্রীবাহী মোটর শিল্প।	৫-৭-৭৪ ইং হইতে ৩১-৭-৭৪ ইং পর্য্যন্ত

২। এই সমস্ত শিল্পে শ্রম বিরোধ আপোষ মিটানোর জন্য ত্রিপুরা সরকারের শ্রম দপ্তরের Conciliation officer ঐ শিল্পের মালিক ও শ্রমিকগণের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনায় বসে এবং বিভিন্ন সময় দীর্ঘস্থায়ী আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারায় ২৯-৫-৭৪ ইং এবং ২৯-৭-৭৪ ইং তারিখে যথাক্রমে সিনেমা ও মোটর যানবাহনদ্বয়ের বিরোধ শ্রম আদালতে বিবেচনা ও বিচারের জন্য প্রেরণ করা হয়।

৩। এই সমস্ত ধর্মঘটের ফলে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪০০৪০৬ টাকা (চার লক্ষ চার শত ছয়)। ক্ষতির শিল্প ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

সিনেমা (চলৎচিত্র) শিল্প

(ক) সিনেমা শিল্পে ক্ষতি—	২৬৬,৭১৮ টাকা
(খ) রাজস্ব খাতে ক্ষতি—	৫৩,২৬৪ ,,
(গ) কর্মচারীদের মজুরী বাবতে—	২০,৪২৪ ,,
	মোট— ৩,৪০,৪০৬ টাকা

মোটর যানবাহন শিল্প

(ক) কর্ম্মচারীদের মুজুরী বাবতে—	৩৯,০০০ টাকা
(খ) মোটর যানবাহন শিল্পে—	২১,০০০ ,,
	মোট— ৬০,০০০ টাকা

উভয় ধর্মঘটের ফলে মোট ক্ষতির পরিমাণ— ৪০০,৪০৬ টাকা
(মোট চার লক্ষ চার শত ছয় টাকা।)

UNSTARRED QUESTION NO. 37

by Shri Samar Choudhury

Question No. 1. How many State Guests were entertained by the Govt. of Tripura and what amount was spent for the purpose during the financial years of 1972-73 & 1973-74 (Year wise).

Question No. 2. Whether all entertainment performances were controlled by Tripura Guest Controll Order 1972.

Answer to Question No. 1. 85 Nos. of Guests were entertained during the year 1972-73 and an amount of Rs. 1,567·10 were spent for the purpose. 75 State Guests in 1973-74 and amount of Rs. 3,209·68 spent for the purpose.

Answer to Question No. 2. Yes.

UNSTARRED QUESTION NO. 45

By Shri Radha Raman Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৪ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন বেকার যুবককে সরকার চাকুরী দিয়াছেন ?

২) তন্মধ্যে উপজাতির ও অউপজাতির সংখ্যা কত ?

উত্তর

১৯৭২ সালে মোট ১৪৪৮ জনকে, ১৯৭৩ সালে মোট ২০০১ জনকে এবং ১৯৭৪ (আগষ্ট পর্য্যন্ত) সালে মোট ১১২০ জনকে সরকার চাকুরী দিয়াছেন।

তন্মধ্যে

১৯৭২ সালে উপজাতি ৩৩৫ জন এবং অউপজাতি ১১১৩ জন, ১৯৭৩ সালে উপজাতি ৩৮৯ জন এবং অউপজাতি ১৬১২ জন এবং ১৯৭৪ (আগষ্ট পর্য্যন্ত) সালে উপজাতি ১৩৯ জন এবং অউপজাতি ১৫৮৭ জনকে।

UNSTARRED QUESTION NO. 48.

By Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ধর্মনগরের বিভিন্ন তহশীল কাছারীতে রাত্রিবেলা আলোর ব্যবস্থা সহ আদায়ীকৃত অর্থ নিরাপদে রাখার কি কি ব্যবস্থা আছে ? (প্রত্যেকটি তহশীল কাছারী ভিত্তিক হিসাব দিতে হবে)

১) ধর্মনগর মহকুমার ২৪টি তহশীলের প্রত্যেকটিতে আলোর ব্যবস্থা আছে। আদায়ীকৃত অর্থ রাখার জন্য কুর্তি, কদমতলা, ধর্মনগর, দামছড়া এবং কাঞ্চনপুর তহশীলে লোহার সিন্দুক আছে। নিম্নলিখিত ১৯টি তহশীলে লোহার সিন্দুক নাই। তবে ২৫০৲ টাকার অধিক তহশীলে না রাখিবার জন্য তহশীলদারদের নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। এই সকল তহশীলে লোহার সিন্দুক পাঠাইবার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকার চিন্তা করিতেছেন।

১৯টী তহশীলের নাম

১) রাগনা	১১) পানিসাগর
২) বরুয়াকান্দি	১২) তিলথই
৩) হুরুয়া	১৩) দাসদা
৪) কামেশ্বর	১৪) আনন্দবাজার
৫) হাফলং	১৫) উজান মাছমারা
৬) উপ্তাখালি	১৬) মাছমারা
৭) ব্রজেন্দ্রনগর	১৭) খেদাছড়া
৮) ইচইলালছড়া	১৮) পেচারথল
৯) চোরাইবাড়ী	১৯ রামনগর
১০) শনিছড়া	

UNSTARRED QUESTION NO 55

By Shri Baju Ban Riyan

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪ সালে এ পর্য্যন্ত মোট কতজন কতদিনের জন্য টেষ্ট রিলিফ স্কীমে কাজ পেয়েছেন, তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ?

২) গত বছর (১৯৭৩ এর জুন পর্য্যন্ত) মোট কত লোক টেষ্ট রিলিফের কাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং মোট কত দিন কাজ পেয়েছেন তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ?

৩) এবার কাজ কম হয়ে থাকলে তার কারণ।

উত্তর

১, ২ ও ৩) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 57

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department to pleased to state—

প্রশ্ন

১) মিনিমাম ওয়েজ এক্ট অনুসারে ত্রিপুরার মোটর শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরীর হার পুনঃ নির্দ্ধারণ-এর জন্য কি কোন ওয়েজ বোর্ড গঠিত হয়েছে,

২) যদি হয়ে থাকে কবে কাদের নিয়ে তা গঠিত হয়েছে ; এবং

৩) এ ওয়েজ বোর্ড কি তাদের রায় দিয়েছেন, দিয়ে থাকলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

উত্তর

১) হঁ্যা। ২৩-৭-৭৪ইং তারিখে একটি কমিটি নিম্ন লিখিত সদস্যদের নিয়া গঠিত হইয়াছে এবং উক্ত কমিটির নাম গত ৩১-৭-৭৪ইং এর ত্রিপুরা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

ক) শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী... সভাপতি।
প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ,
ত্রিপুরা বিধানসভা।

খ) শ্রীমহেন্দ্র কুমার সিং... সদস্য সম্পাদক।
এল, ও,

নিয়োগকারী প্রতিনিধি

গ) শ্রীগোপাল কর... সদস্য।
সাধারণ সম্পাদক,
ত্রিপুরা বাস সিণ্ডিকেট,
আগরতলা।

ঘ) শ্রীহীরালাল দেব... সদস্য
সাধারণ সম্পাদক,
নিখিল ত্রিপুরা মোটর মালিক সমিতি.
আগরতলা।

ঙ) শ্রীঅনিল রায় চৌধুরী... সদস্য
সাধারণ সম্পাদক,
নিখিল ত্রিপুরা ট্রাক মালিক সমিতি,
আগরতলা।

কর্মী প্রতিনিধি

চ) শ্রীরতন চক্রবর্তী সদস্য সদস্য
ভারতীয় জাতীয় কর্মী সংস্থা (INTUC)
কংগ্রেসের ত্রিপুরা শাখার সমর্থক কমিটি,
আগরতলা।

ছ) শ্রীনিতাই দেবনাথ, ড্রাইভার... সদস্য
ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগম,
আগরতলা।

জ) শ্রীগৌরাংগ ভট্টাচার্য্য... সদস্য
সাধারণ সম্পাদক,
ত্রিপুরা মোটর কর্মী সংঘ,
আগরতলা।

২) না, প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 59

By Shri Abniram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার কোন চা বাগানে সরকারী খ'স জমির পরিমাণ কত, তার হিসাব ;

২) ঐ জমি সরকারে ন্যস্ত হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে কোন চা বাগানে কবে কত জমি সরকারে ন্যস্ত হয়েছে ;

৩) সরকারে ন্যস্ত না হলে তার বিলম্বের কারণ কি ?

উত্তর

১) চা বাগানের ভূমি সম্পর্কে এখনও সিদ্ধান্ত হয় নাই।

২) প্রশ্নের ১ নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩) সেটেলমেন্ট অপারেশনের প্রারম্ভে অর্থাৎ Bujharat Stage-এ ত্রিপুরার ৫৬টি চা বাগানের মধ্যে ৫৫টির স্বত্বলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তদানীন্তন সেটেলমেন্ট অফিসারের সুপারিশ অনুযায়ী কতিপয় চা বাগানের retention সম্পর্কে ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ১৩৮(১)(ফ) ধারায় আদেশ হয়। উক্ত আদেশের পর দেখা গেল যে বুঝারত কালীন প্রস্তুত স্বত্বলিপি অধিকাংশ চা বাগানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হয় যে চা বাগানের স্বত্বলিপি Draft Publication এর stage এ প্রস্তুতক্রমে retention ও exemption এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে। তদনুসারে ৫৬টি বাগানের স্বত্বলিপি Dratf Publication করা হইয়াছে, এর মধ্যে ৫০টি চা বাগান সম্পর্কে রিপোর্ট D. L. R. & S. কর্তৃক দাখিল করা হইয়াছে। বাকী ৬টি চা বাগান সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করা হয় নাই। কারণ এগুলি সম্পর্কে ৯৫ ধারার Revision Case আছে। ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার নিয়মাবলীর ২;১ নং নিয়মানুযায়ী গঠিত কমিটি উহার গত ৩০/৮/৭৪ ইং তারিখের মিটিং-এ চা বাগানের disposal সম্পর্কে General Policy recommendation করিয়াছেন। এই recommendation অনুসারে চা বাগানের বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার অনুষ্ঠান চলিতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 62.

By Shri Samar Choudhry.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

QUESTION

1) How many Agaricultural Debtors are in Tripura from whom the Govt. Agricultural loans could not be realised ;

Sub-Division-wise break-up of loanees having loan upto

Rs. 500 or more,
Rs. 301 to Rs. 499
Rs. 201 to Rs. 300
Rs. 101 to Rs. 200
Rs. 50 to Rs. 100
Rs. 20.

ANSWER

1) Vide in the statement enclosed.

Statement showing the number of loanees from whom the Govt. agricultural loan could not be realised.

......

Name of Sub-Division.	Upto Rs. 500	Rs. 301 to 499	Rs. 201 to 300	Rs. 101 to 200/-	Rs. 50 to 100	Rs. 50/-	Total.
Sadar	197	197	1,743	3,553	3,612	712	9,934
Khowai	11	11	52	2,781	1,892	9,002	13,939
Sonamura	194	1,335	2,470	4,637	86	—	8,733
Dharmanagar	57	437	558	2,650	360	—	4,012
Kailasahar	545	422	1,605	708	2,400	—	5,680
Kamalpur	192	136	752	331	160	15	1,586
Udaipur	8	51	148	143	32	15	397
Amarpur	3	—	675	1,175	217	—	2,070
Belonia	30	551	1,795	1,841	899	81	5,197
Sabroom	1	126	423	718	1,896	1,126	4,290

UNTARRED QUESTION NO. 74

By { Shri Samar Choudhury
Shri Achuichi Mog

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

QUESTION

1. How many homeless and landless Tribal and Non-tribal families applied for settlement during year 1972-73, 1973-74 and 1974-75 upto July, 74. (Sub-Division wise)
2. How many of them have been settled during the period. (Sub-Division-wise)
3. How many of the settled families are agriculturists ;
4. Minimum quantity of land allotted to each family ; and
5. How many homeless and landless tribal and non-tribal families are yet to be settled (Sub-Division wise) ?

ANSWER

1. 1, 2, 3, 4. & 5 Materials are under collection.

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 48

By Shri Kalipada Banarjee

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন

(ক) মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার অন্যান্যরা (উপমন্ত্রী সহ) ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ এবং ৭৪ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত কে কত টাকা টি, এ, ও ডি; এ বাবত গ্রহণ করিয়াছেন। (প্রত্যেকের নাম ওয়ারী)

(খ) উপরোক্ত সময়ে প্রত্যেক মন্ত্রী, উপমন্ত্রী কত টাকা মেডিক্যাল রিইমবার্সমেন্ট বাবত গ্রহণ করিয়াছেন।

(গ) উপরোক্ত কালে প্রত্যেক মন্ত্রী, উপমন্ত্রী কতবার রাজ্যে ও রাজ্যের বাহিরে সফরে গিয়াছেন ? (সফরের স্থান সমূহ)

উত্তর

(ক)	মন্ত্রীদের নাম	টি এ ও ডি এ ১৯৭২–৭৩	টি এ ও ডি এ ১৯৭৩-৭৪	টি এ ও ডি এ আগষ্ট '৭৪ পর্যন্ত
১।	শ্রী এস. এম, সেনগুপ্ত মুখ্যমন্ত্রী	১৪,৩৪৮/-	১৯,৮৭৩/৫০	—
২।	,, এম, নাথ, মন্ত্রী	৪,০৬৪/৫০	৩,৩১০/৬০	২,০১১/৫০
৩।	,, এইচ, সি, চৌধুরী, মন্ত্রী	৫,৭৫২/১০	১,২০০/-	৮৬৯/২০
৪।	,, কে, সি, দাস, মন্ত্রী	৪,৪৭৪/৪৫	৪,৭৭২/২৫	১,৬০০/-
৫।	,, ডি, কে, চৌধুরী, মন্ত্রী	৩,৬০০	৩,০৬০/-	১,৮২৬/-
৬।	,, এস, সি, সোম, উপমন্ত্রী	২,২০০/-	৬,৮০০/-	৩,২৪১/-
৭।	,, এম, আলী, উপমন্ত্রী	২,৮৭৩/-	৪,৭০০/-	২,৯৯৬/৫০
৮।	শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্ত্তী উপমন্ত্রী	৮,৩৩২/-	৪,৭৪৯/৩০	৯৩৪/-

(খ)	নাম	১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৪	৭৪ এর আগষ্ট পর্যন্ত
১।	শ্রী এস, সেনগুপ্ত, মুখ্যমন্ত্রী	—	৬৮/২৩	—
২।	,, এম. নাথ. মন্ত্রী	৪৮/৫০	--	১৬/৭৫
৩।	,, এইচ, সি, চৌধুরী, মন্ত্রী	৪২৭/৯৫	১৩০/৭০	—
৪।	,, কে, সি, দাস, মন্ত্রী	১১৭/৬৫	১৫০/৫০	১৫/৫০
৫।	,, ডি, কে, চৌধুরী, মন্ত্রী	৪০৩/৬৫	৫৫০/৩৫	২৫১/৩০
৬।	,, এস, সি, সোম, উপমন্ত্রী	১১২/৯০	৮৩/৫০	৯/৭০
৭।	,, এম, আলী, উপমন্ত্রী	৬৪৪/২৫	১২২১/৭০	১০৩৬/৪৫
৮।	শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্ত্তী উপমন্ত্রী	১৭৪৭/০৫	২০১৮/০৫	৬১৫/৯৫

(গ)	নাম	ত্রিপুরার ভিতরে	ত্রিপুরার বাহিরে
১।	শ্রী এস, সেনগুপ্ত, মুখ্যমন্ত্রী	২৫	৪০
২।	,, এম, নাথ, মন্ত্রী	৪৭	৭
৩।	,, এইচ, সি, চৌধুরী, মন্ত্রী	১৪৬	২
৪।	,, কে, সি, দাস, মন্ত্রী	৩০৫	১৭
৫।	,, ডি, কে, চৌধুরী, মন্ত্রী	১২৮	১৭
৬।	,, এস, সি, সোম, উপমন্ত্রী	১০১	৮
৭।	,, এম, আলী, উপমন্ত্রী	১৩৩	৬
৮।	শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্ত্তী, উপমন্ত্রী	৬৪	১২

(সফরের স্থান সমূহের নাম সঙ্গে দেওয়া গেল)

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত, মুখ্যমন্ত্রী

সফর তালিকা

ত্রিপুরার ভিতরে।

১৯৭২-৭৩ইং

আমবাসা, কৈলাসহর, ধর্মনগর, দেওছড়া, মনু, পেচারথল, কুমারঘাট, ছামনু, মোহনপুর, তেলিয়ামুড়া, উদয়পুর, কল্যাণপুর, সোনামুড়া, মনুবাজার, বাইকোরা,

১৯৭৩-৭৪ইং আগষ্ট ১৯৭৪ইং পর্য্যন্ত।

খোয়াই, সাবরুম, আঠারবোলা, কাঠালিয়া, কৈলাসহর, ধর্মনগর, শান্তিরবাজার, সোনামুড়া, বিশালঘর, জিরানীয়া, খোয়াই, বিলোনীয়া, চেবরী, কমলপুর।

ত্রিপুরার বাহিরে।

১৯৭২-৭৩ইং।

দিল্লী, গৌহাটি, কলিকাতা।

১৯৭২-৭৪ইং আগষ্ট ১৯৭৪ইং পর্য্যন্ত।

দিল্লী, কলিকাতা, গৌহাটি, শিলং, মাদ্রাজ, রাচী।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ, স্বাস্থ্য মন্ত্রী।

সফর তালিকা

ত্রিপুরার ভীতরে।

১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ইং, ১৯৭৪ সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত।

ধর্মনগর, কদমতলা, পানিসাগর, পেচারথল, শনিছড়া, তিলথৈ, জলেবাসা, ব্রজেন্দ্র নগর, দলুগাও, হাফলংছেড়া, মনু (উত্তর), কৈলাসহর, কাঞ্চনপুর, মাছমারা, দশদা, কুমারঘাট, কমলপুর, সেলেমা, হালাহালি, কুলাই, মেলাঘর, সোনামুড়া, উদয়পুর, গর্জী, কাঠালিয়া, কাকড়াবন, অমরপুর, বিলোনীয়া, মতাই, বক্সনগর, রাধানগর, শান্তিরবাজার, নতুন বাজার, ওম্পি, শিলাছড়ি, সাবরুম, মনু (দক্ষিণ), জোলাইবাড়ী, খোয়াই, কল্যানপুর।

ত্রিপুরার বাহিরে।

১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ইং এবং ১৯৭৪ সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত।

কলিকাতা, ভুবনেশ্বর, দিল্লী।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী, মন্ত্রী।

সফর তালিকা

ত্রিপুরার ভিতরে।

ভোড়াতলী, সাবরুম, সাচচান, মাধবমাগা, ( ) শিলাছড়ি, ঘোড়াকাপ পা, মনোবাংকুল, শিমনা, বরস্থাথল, জোলাইবাড়ী, মোহনপুর, (সিধাই), তেলিয়ামুড়া, ধুমাছড়া, লালছড়া, মনু, কৈলাসহর, কাঞ্চনপুর, দশদা, পেঁচারথল, কুমারঘাট, হদ্রাইবাড়ী, বীরচন্দ্র, মনু, কাঠালিয়া, কলমা, শান্তির বাজার, দেবদারু, গারদঙ্গ, কালাধুপা, লুদুয়া কালাছড়া, গামছাকুবড়া পাড়া, মাতাবাড়ী গঙ্গাছড়া, পাত্তিছড়ি, উদয়পুর, গামারিয়া, রাণী কিলা, অমরপুর, রতন-

বাড়ী, লেবাছড়া, তাইদু, কাঞ্চনছড়া, করমছড়া, গুরুপদ কলোনী, জরুবাচী, চাকমা ঘাট, টাইজিলিং দক্ষিণ কালাধুপা, কৃষ্ণনগর (বলনিয়া), মাতা, বিলনিয়া, শনিছড়া, রাঙ্গনগর, রাধানগর বিলনিয়া, অজগর বাহমানপুর, বারপাথারী, লুয়াগান. বীরেন্দ্রনগর, কলসী, কুলাই, কমলপুর. মনদির হাউর, সেলেমা, আমবাশা, রাজচন্দ্র, ছনতইপাড়া, ঋষিদাসপাড়া, মধুপুর, হরিনা, খোয়াই, কল্যাণপুর, মনুশচী, জিরানীয়া, মাগুরাইবাড়ী, আপ্পানগর, গণ্ডাছড়া, বোলংবাসা, সুন্দরটিলা, কমলাসাগর, ভাটি ফটিকছড়া, সিপাইপাড়া, অনাদাপুর, মযুবাজার, জম্পইজলা, আবহাংছড়া, সেকেরকোট, সোনামুড়া, চম্পকনগর, হুয়াগাং, (লেম্বুছড়া), বিশ্রামগঞ্জ, দেবীপুর, দক্ষিণ কনামা, মাতাই, কুঞ্জমারা, মোহরছড়া, বাইমোরা, ফুলকুমারী, মহারাণী, লেম্বু-ছড়া, দুর্গাচৌধুরী পাড়া, গোলাঘাটি, নাগীছড়া, বেলবাড়ী, তুলামুড়া, জগবন্ধুপাড়া, দামদলা, মণ্ডরছড়া, সেকবাড়ী, মনীরাম পাড়া, লক্ষীছড়া, মুহুরীপুর, চরকবাই, কাবরুক, ছামনু, শিকারী-বাড়ী, গঙ্গী, মানদাই, বীরচন্দ্রঠাকুর পাড়া, বড়মুড়া, মুলাগড়, গুলকঠাকুর পাড়া, শিলঘাটী, অম্পিনগর, চেলাগাং, নন্দীদাশ রোয়াজা পাড়া, রায়াবাড়ী, প্রভাপুর, কড়ইমুড়া, শ্রীনগর, বাই-ছড়া; অথবাদুলা. টাকারজলা, অথরামুড়া, (কৃষ্ণমনিপাড়া) বগাফা, শনীবাজার (সদর) ভগু-দামবাড়ী, হেবমা, লালগিংমুড়া, যতনবাড়ী, মানিক (ধাম) হৃষমুখ, চাম্পাহাওর, বাইজালবাড়ী, জয়নগর, (জিরানিয়া) নবীন সর্দার পাড়া, রংমালা, বাগমারা, দাইকোমুড়া, সানমা-জয়নগর, চারমরিয়া, রাইমা, রাঙ্গাপানিয়া, সিপাইজলা, কৈলাশহর, ধর্মনগর, ভলুকছড়া নবীন-ছড়া, (ধর্মনগর)

ত্রিপুরার বাহিরে।

২ বার, আগষ্ট, ১৯৭৪ইং পর্যান্ত দিল্লী।

শ্রীযুত ক্ষিতিশ চন্দ্র দাস শ্রম মন্ত্রী

সদর তালিকা

রাজ্যের ভিতরে	রাজ্যের বাহিরে
ধর্মনগর, কমলপুর,	দিল্লী
কৈলাসহর, সোনামুড়া,	শ্রীনগর
উদয়পুর, বিলোনীয়া,	আগ্রা
অমরপুর, সাবরুম, খোয়াই,	বেনারস
সদরে	লক্ষ্ণৌ
সিপাইজলা, চড়িলাম, গোলাঘাটি,	কলিকাতা
সিদাই, বাইস্তারদিঘী, বিশ্রামগঞ্জ,	হরিণঘাটা
সিংনা ছেড়া, গান্ধীগ্রাম, রাধাকিশোর নগর,	দুর্গাপুর
সিমনা, নারায়ণ খামার, নুতন নগর,	শিলং

ফটীকছড়া, দুর্গাতলী, চম্পক নগর,	গৌহাটি
মোহনপুর, রাণীর বাজার এলাকা,	কাজিরাংগা
সেকেরকোট, নরসিংগড়, লেম্বুছড়া,	শিলচর
বিশালগড়, মেঘলীবন, জিরনীয়া,	করিমগঞ্জ
নন্দন নগর, গুরুপদ কলোনী,	—
উষাবাজার, কামালঘাট, পশ্চিম ভূবনবন .	

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী, অর্থমন্ত্রী

ভ্রমণ তালিকা।

১৯৭২-৭৩ সোনামুড়া, চন্দনমুড়া, গেদাইবাড়ী, টাক্সপাড়া, বিলনীয়া, হৃষ্যমুখ, শান্তির বাজার সাব্রুম, হরিনা, সাতচান, কলমছড়া, ৬৪ বঙ্কনগর, খোয়াই, উদয়পুর, মেলাঘর, শ্রীমন্তপুর, ধর্মনগর ভাংমুন, কাঞ্চনপুর, কুমারঘাট, কৈলাশহর, কাকড়াবন, সেকের কোট, নিদায়া যতনবাড়ী, অমরপুর, হাতীছড়া, মনু, পাবীয়াছড়া, রিফুজী কেম্প, মাছমাড়া, কুমারীয়া কুচা, রাঙ্গামাটি, কাঠালিয়া, লেটামুড়া, কারচুমোহনী।

১৯৭৩-৭৪ ('আগট পর্য্যন্ত) ঠাকুর যুড়া, সোনামুড়া, খোয়াই, অমরপুর, আমবাসা, গণ্ডাছড়া, ৬০ তেলিয়ামুড়া, শান্তির বাজার, বিলোনীয়া, তাইদু, অমপি, বলংবাসা, উদয়পুর, মেলাঘর, কামতলী, নিদায়া, বাগমাড়া, যতনবাড়ী, ফটিকরায়, কৈলাসহর, কমলপুর, মেলাঘর, মাছলী, মোহনপুর, বাইখোড়া, মনু মাছুরিয়াপাড়া, বিরচন্দ্র মনু, কাঠালিয়াছড়া, মুড়াবাড়ী।

চন্দনমুড়া, শান্তিরবাজার, কাঠালিরাছড়া, সোনামুড়া।

ত্রিপুরার বাহিরে

১৯৭২-৭৩—কলিকাতা, দিল্লী, ভূপাল, গৌহাটি, ডিব্রুগড়।

১৯৭৩-৭৪—কলিকাতা, গৌহাটি, শিলং, শ্রীনগর, দিল্লী। (আগষ্ট পর্য্যন্ত)

দিল্লী, কলিকাতা।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম, উপমন্ত্রী

সফরের তালিকা—

ত্রিপুরার ভিতরে—

গামছাকোবরা—জিরাণীয়া, উদয়পুর মেলাঘর, খোয়াই, কোনাবন, কবইমুড়া, তেলিয়ামুড়া, আমবাসা, ধর্মনগর, কামালঘাট, কুমারঘাট, বিশালগড়, মোহনপুর, মান্দাই, ফটিকরায়, কাতলামারা, মোহনপুর, সেলেমা, কমলপুর, মনু, চাচুবাজার, সুতারমুড়া, নরসিংগড়, গুরুপদ কলোনী চড়িলাম, সিমনা, কল্যাণপুর, কৈলাসহর, কাকড়াবন, গঙ্গাছড়া, সোনামুড়া, বাইজলবাড়ী,

কোনাবন, বিলোনীয়া কাকড়াবন, অমরপুর, কমলপুর, কলাগাছিয়া, বুরাতলী, প্রমোদনগর, জম্পইজোলা, গোলাঘাটি, বিশ্রামগঞ্জ, ব্রজপুর, সাবরুম, সেকেরকোট, খাস চৌমুনী, বামুটিয়া, নলছড়, জুমারদেপা, শান্তিরবাজার, বকসনগর, কল্যানপুর, ডুকলী, রাণীরবাজার, ফটিকরায়, টাকারজলা, চম্পকনগর, মান্দাই।

ত্রিপুরার বাহিরে—

দিল্লী, ভূপাল, গৌহাটি, সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীমনসুর অলো, উপমন্ত্রী

সফর তালিকা

ত্রিপুরার ভিতরে,

১৯৭২-৭৩ ইং

বটতলা, নমলনগর, বালুয়ারছড়, বটতুলা, কলমচোড়া, বক্সনগর, মেলাঘর, সোনামুরা এবং কাপাড়া, পুটিয়া, গৌরাঙ্গলা, রহিমপুর, আসাবাড়া, উদয়পুর, বগাফা, কাঞ্চনী, মনু, কাঞ্চনপুর, ফটিকছড়া, সাবরন, শ্রীনগর, ছোটখিল, মোসাই, রুপাই, বঙকুল, অমরপুর, বেলোনীয়া, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই, নলচোড়, শান্তির বাজার, মোহনপুর, রাণীর বাজার, ধর্মনগর, নবদ্বীপচন্দ্র নগর মেলাঘর, ভেলুয়ারছড়, তেবারিয়, পেকয়ারজলা, কৈলাসহর, পানীসাগর, পেচারথল, কুমাধঘাট, মাছমারা, কমলপুর, জম্পইজলা বগাফা, যতনবাড়া, কড়ইমুড়া, দক্ষিন চড়িলাম।

১৯৭৩-৭৪ ইং (আগষ্ট পর্য্যন্ত)

গুজুরাই বাজার, ধর্মনগর, আম্বাসা, উদয়পুর, তুলাকোনা, ভেলয়ারচড়, সোনামুরা, কামরাঙ্গাতলী, বাজালঘাট, কাঞ্চনমালা, বিশালঘর, বেলিনীয়া, সাবরুম, পুরাথল, সাতচান্দ, শান্তিরবাজার, তেলিয়ামুরা, সেলেমা, কামবুকছড়া, চাচু বাজার, কৈয়াঢেপা, টাকেরজলা, মেলাঘর, বক্সনগর, কাঞ্চনপুর, মনু গুরুপদ কলোনী, পুটিয়া, বিশ্রামগঞ্জ, টাক্সাপাড়া, খোয়াই বক্সনগর, কৈলাশহর, কমলপুর, লেম্বুছড়া, কলমচোড়া, তেলিয়ামুরা, পানিসাগর।

ত্রিপুরার বাহিরে,

১৯৭২-৭৩ ইং

দিল্লী, লক্ষ্নৌ,

১৯৭৩-৭৪ আগ পর্য্যন্ত—

কলিকাতা, দিল্লী,

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্তী, উপমন্ত্রী,

সফর তালিকা,

ত্রিপুরার ভীতরে।

১০৮২-৮৩ ইং

সোনামুরা, বিলোনিয়া, হুরমুখ, শান্তির বাজার, সাবরুম, হৃষিনা, সাতচান্দ, জোলাইবাড়ী, অমরপুর, নুতনবাজার, রতনবাড়ী, আশারামবাড়ী, খোয়াই, চেবরী, কল্যানপুর, মোহনপুর,

পরানগর, চড়িলাম, কমলাসাগর, কেনাইনা, তেলিয়ামুড়া, আমবাসা, সালেমা, কমলপুর, নলছড়, নারায়নপুর, গান্ধিগ্রাম, হাতীপাড়া, উদয়পুর, কাকড়াবন, শালগড়া, বগাফা, মনু, কুমারঘাট, ফটিকরায়, পেচারথল, মাছমারা, কাঞ্চনপুর, জম্পুই, পানিসাগর, ধর্মনগর, উনোকুটি, কৈলাসহর, শেকেরকোট, মধ্যভুবন বন, রাজনগর। বৈদ্য, লঙ্কামুরা, মুতনগর।

১৯৭৩-৭৪ ইং আগষ্ট পর্য্যন্ত

ঠাকুরমুরা. উদয়পুর, অমরপুর. মেলাঘর, চান্দমারী, মোহনপুর, শালগড়া, আমতলী, লঙ্কামুরা, বেলোনীয়া, নবগ্রাম. মুতনগর, দক্ষীব্রজপুর. সোনামুরা. নরসিংগর. জতনবাড়ী, বিশ্রামগন্জ, চন্দনমুরা, নারায়ণপুর, গান্ধিগ্রাম, সোনামুরা, বীরচন্দ্র মনু, শান্তির বাজার. কাঠালিয়া, আমবাসা, কমলপুর,পুর, সাতচান্দ।

ত্রিপুরার বাহিরে,

১৯৭২-৭৩ ইং

কলিকাতা, দিল্লী. বোম্বাই, পুনা, বাঙ্গালোর, লক্ষ্নৌ. মাদ্রাজ,

১৯৭৩-৭৪ ইং আগষ্ট পর্য্যন্ত

কলিকাতা, দিল্লী, চণ্ডিগড়।

UNSTARRED QUESTION NO. 87

By Shree Samar Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা ভূমি সংস্কার, আইন (২য় সংশোধনী) ১৯৭৪ অনুযায়ী কোন মহকুমার কত বর্গাদারের নাম সরকারী রেকর্ডে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে,

উত্তর

১) উক্ত আইনের অধীন নিয়মাবলী প্রনয়ণাধীন থাকায় বর্গাদারের নাম রেকর্ড ভুক্ত করার কাজ এখন ও আরম্ভ হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 88

By Shree Samar Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত ১লা এপ্রিল ১৯৭৪ হইতে কোন মহকুমায় কত সংখ্যক নামজারী হইয়াছে ?

২) এই নামজারী সংখ্যার মধ্যে উপজাতি রায়তের নামীয় জোত স্বত্ব হইতে অ-উপজাতীয়ের নামে স্বত্ব প্রতিষ্ঠায় কত সংখ্যক নামজারী দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 92

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা ভূমি সংস্কার আইন (২য় সংশোধনী) ১৯৭৪ অনুযায়ী শিলিং-এর উর্দ্ধে কত পরিমাণ জমি বৃহৎ জোতদারদের দখলে পাওয়া গেছে ?

২) এই শিলিংয়ের উর্দ্ধে জমি সমূহের মধ্যে কত পরিমাণ সরকার কর্ত্তৃক গ্রহণ করে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ; এবং

৩) কোন মহকুমায় কত উপজাতি এবং কত তপশিলী জাতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে এইরূপ জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৭৪ ইং সনের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন অনুযায়ী এখনও সিলিংএর উর্দ্ধে জমির পরিমাণ স্থিরীকৃত হয় নাই।

২ এবং ৩) প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 103

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) টি. এল. আর এণ্ড এল. আর এ্যাক্টটি কি পুনরায় সংশোধিত হচ্ছে ?

২) থাকিলে কোন্ কোন্ ধারা ?

উত্তর

১) এ সম্বন্ধে এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই।

২) প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

October 8th, 1974.

The Assembly met in the Assembly House Agartala on Tuesday, the 8th October, 1974, at 11 A. M.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik Speaker was in the Chair, the Chief Minister, 4 Ministers, Deputy Speaker, 2 Deputy Ministers, and 46 Members.

Starred Questions

Mr. Speaker :— To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Minister concerned. Starred Question.—Shri Raimani Riyan Choudhury.

Shri Raimani Riyan Choudhury :—Starred Question No. 22 Sir.

Shri Sailesh Ch. Shome :—Starred Question No. 22 Sir.

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর কাঞ্চনপুর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে গত ১৯৬৭ইং হইতে এ পর্যান্ত কয়টি বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ?

২) এবং ঐ পরিদর্শকদের অধীনে মোট কয়টি বিদ্যালয় বর্ত্তমানে আছে ?

উত্তর

১) ও ২) ধর্মনগর কাঞ্চনপুর বিদ্যালয় পরিদর্শক এখন নাই। ধর্মনগর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে কাঞ্চনপুর স্কুলগুলি আছে এবং সেখানে ৭৭টি স্কুল আছে। এই পর্য্যন্ত ২২টি স্কুল মেরামত করা হয়েছে, ৩৩টি পুনর্নির্ম্মাণ করা হয়েছে এবং ৪টি স্কুল নূতনভাবে করা হয়েছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—ধর্ম্মনগর এবং কাঞ্চনপুরের দূরত্ব বিবেচনা করিয়া কাঞ্চনপুরে বিদ্যালয় পরিদর্শক থাকার প্রয়োজন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার. দীস ইজ নট রিলিভেন্ট এ্যাজ ইট ইজ এ কোয়েশ্চান অব অপিনিয়ন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কাঞ্চনপুর জোনে কতগুলি স্কুল আছে এবং সেই অঞ্চলের কয়টি স্কুলকে মেরামত করা হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—স্যার, আমি বলেছি যে ৭৭টি স্কুল আছে, তার মধ্যে ২২টি মেরামত করা হয়েছে, ৩৩টি পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৪টি নতুনভাবে করা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আগে তিনি এই কথা বলেন নি। তিনি বলেছেন যে কাঞ্চনপুরে কোন বিদ্যালয় পরিদর্শক নাই, তবে ধর্মনগর ইন্‌সপেক্টারেটের আণ্ডারে ৭৭টি স্কুল আছে। কিন্তু আমি জানতে চেয়েছিলাম কঞ্চনপুর জোনে কতটি স্কুল আছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— কাঞ্চনপুর জোনে ৭৭টি স্কুল আছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—কাঞ্চনপুর জোনে বিদ্যালয় পরিদর্শক কোন সাল থেকে কোন সাল পর্য্যন্ত ছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছু দিনের জন্য সেখানে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন সেটাকে অনুমোদন করেনি বলে সেটাকে ধর্ম্মনগরের আণ্ডারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে সেখানে কতদিন ছিল, সেটা আমি সঠিকভাবে বলতে পারছি না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কাঞ্চনপুরে এক সময়ে ইন্‌সপেক্টরেট অব স্কুলস খোলা হয়েছিল কিন্তু এখন কেন বা সেটাকে তুলে দেওয়া হল, জানাবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রশ্নে ১৯৬৭ইং থেকে এই পর্য্যন্ত সময়ের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য যখন কেন্দ্রীয় শাসনাধীন ছিল অর্থাৎ পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা পায়নি, সে সময়ে এই পরিকল্পনাটা করা হয়েছিল যে এক একটা ব্লকে একজন ইন্‌সপেক্টার রাখা যায় কিনা। পরবর্ত্তী সময়ে পরিকল্পনা কমিশন সেটা অনুমোদন করেননি বলেই তা করা সম্ভব হয় নি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্য যখন ইউনিয়নে টেরিটরী ছিল তখন আমরা এটা ধরতে পারতাম, কিন্তু এখন কেন আমরা সেটা ধরতে পারব না জানতে পারি কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন পাওয়া যায় নাই, তাই এটা সম্ভব হয় নি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই যে ২২টি স্কুল মেরামত করা হল, ৩৩টি স্কুল পুনর্নির্মাণ করা হল এবং ৪টি নতুনভাবে করা হল, এতে মোট কত টাকা খরচ হয়েছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোট কত টাকা খরচ হয়েছে তা বলতে পারব না, তবে প্রতিটি স্কুলের জ কত টাকা খরচ হয়েছে তা বলতে পারব। যেমন যে ২২টি স্কুল রিপেয়ার করা হয়েছে, তার মধ্যে আনন্দবাজার এস, বি, স্কুল প্রথম দফায় ২,৫০০ টাকা, দুর্গারাম রিয়াং চৌধুরী পাড়া এস, বি, স্কুল প্রথম দফায় ২,৯৮০ টাকা, দ্বিতীয় দফায় ২,৩০০ টাকা তৃতীয় দফায় ২,৫০০ টাকা, চতুর্থ দফায় ১,০৮০ টাকা, লালজুড়ি এস, বি, স্কুল প্রথম দফায় ৭১৯.২৫ ন. দ্বিতীয় দফায় ২,৫০০ টাকা। সাতনালা এস. বি. স্কুল ৩২০ টাকা, হামপুই হাই স্কুল প্রথম দফায় ২,৪০০ টাকা দ্বিতীয় দফায় ২,৫০০ টাকা। চণ্ডি চরণ চৌধুরী পাড়া জে, বি, স্কুল প্রথম দফায় ১,৫০০ টাকা, দ্বিতীয় দফায় ২৫০ টাকা, লক্ষ্মীপুর জে, বি, স্কুল ২,৪৮০ টাকা,

মনিলাল চৌধুরী জে, বি, স্কুল ২৫০ টাকা। রাজুর ই চৌধুরী পাড়া জে, বি, স্কুল ২,৭২৩ টাকা মৃত্যুঞ্জয় রাই চৌধুরী জে, বি, স্কুল ১,১৭১ টাকা, দশদা প্রাইমারী স্কুল ১,৯৫০ টাকা, সুতাছড়ি প্রাইমারী স্কুল ২,৫০০ টাকা, আথাল্লাপুর জে, বি. স্কুল ১,৪৮৬ টাকা, হংচং জে, বি, স্কুল ৪,০৩০ টাকা, ফুলডুং সাই জে, বি, স্কুল প্রথম দফায় ২,৬৮০ টাকা, দ্বিতীয় দফায় ২২০ টাকা, লাংগাই জে, বি, স্কুল প্রথম দফায় ২,৫০০ টাকা, দ্বিতীয় দফায় ২০০ টাকা, লাক্সি জে, বি, স্কুল ২,৬৮০ টাকা, মইশাং জে, বি, স্কুল ২,৪৭০ টাকা, জমারাই জে, বি, স্কুল ২৫০ টাকা, হামপুই জুনিয়ার হাই স্কুল ২,৫৯০ টাকা, দামছড়া এস, বি, স্কুল প্রথম দফায় ২,০৮৫.৫০ প, দ্বিতীয় দফায় ২,২৪০ টাকা জম্পুই হাই স্কুল ২,৫০০ টাকা আর ২৫০ টাকা।

মি: স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মনে হয় অনেক বড় ষ্টেটমেন্ট, এটা আপনি টেবিলে লে করে দিন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে দেখছি দশদা প্রাইমারী স্কুলের রিপেয়ার বাবতে ২,৫৫০ টাকা খরচ করা হয়েছে, এখন এটা কি টেণ্ডার কল করে করা হয়েছে না নিগোসিয়েশানে করা হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইন্‌ডিভিজুয়েল স্কুল সম্পর্কে কিভাবে খরচ করা হয়েছে, আমার পক্ষে এখানে বলা অসম্ভব।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোরয় দশদা কাঞ্চনপুর এলাকা এত দুর্গম যে ধর্ম্ম-নগর আগরতলার দূরত্বের সমান। কাজেই পুর্ণ রাজ্য হয়ে যাওয়ার পর এই দিক থেকে বিবেচনা করে কাঞ্চনপুরে একটা আলাদা ইন্‌সপেক্টরেট হওয়ার প্রয়োজন স্বীকার করেন কি ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জে, বি, এবং প্রাইমারী স্কুলগুলি ইন্‌সপেক্‌শান করেন সাব-ইন্‌সপেক্টরেরা।

শ্রীরাইমনি রিয়াং চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেখানে যতগুলি স্কুল আছে, তারা সেইসব স্কুলগুলিতে ঠিকমত শিক্ষকতা করেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শিক্ষকেরা শিক্ষকতা করেন, এটাই তো আমাদের জানা।

শ্রীরাইমনি রিয়াং চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি যতটুক জানি যে শিক্ষকেরা নিয়মিত স্কুলে যান না, তারা দশদা বাজারে অথবা সাকে.মা বাজারে বসে থাকেন কাজেই তারা নিয়মিত শিক্ষকতা করেন না এই সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য যখন বলছেন যে এই রকম কিছু সংখ্যক শিক্ষক সময় মত স্কুলে যান না, এটা আমরা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ধর্ম্মনগর ইন্‌সপেক্টেরেটের সংগে কাঞ্চনপুরের যোগাযোগের অসুবিধা থাকায় টিচার্সদের বা এম্‌প্লয়ীদের বেতন দিতে ইন্‌সপেক্টরেটের অসুবিধা হয় কিনা, সেটি জানেন কিনা।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার দিস ইজ নট রিলিভেন্ট।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— কারণ ইন্‌সপেক্টরট ছিল সেটি তুলে দেওয়া হয়েছে। ধর্মনগর ইন্‌সপেক্টরেট-এ এসে বেতন ইত্যাদির জন্য যোগাযোগের অসুবিধার ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা ধর্মনগর ইন্‌সপেক্টরে ফিল করছেন কিনা সেটি মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জানেন কি না?

মিঃ স্পীকার :— এটা রিলিভেন্ট নয়। এটা সেপারেট কোয়েশ্চান হওয়া উচিত।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— স্যার, এটা রিলিভেন্ট...

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী কি হাউসকে জানাতে পারেন যে ধর্মনগর স্কুল ইন্‌সপেক্টরেটের অধীনে যে সব কনষ্ট্রাকশান হচ্ছে সেগুলি তারা নিজেরা পর্য্যবেক্ষণ করেন, না তার অধীনে কোন ওভারশিয়ার বা সাব-ওভারশিয়ার আছে এইগুলি দেখার জন্য?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইন্‌সপেক্টরেটের ওভারশিয়ার আছেন যারা সেই কাজগুলি দেখাশুনা করেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে সাব-ওভারশিয়ার বা ওভারসিয়ার আছেন—এখানে দেখা যাচ্ছে যে হাজার হাজার টাকার কনষ্ট্রাকশন এবং রি-কনষ্ট্রাকশান হচ্ছে এবং আরও খরচ করার প্রয়োজন হবে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি মনে করেন না একটি ইন্‌সপেক্টরেট এবং একটি ওভারশিয়ারের অফিস কাঞ্চনপুরে যদি করান হয় তাহলে তদারকের সুবিধা হয়?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণত: পি, ডবলিও, ডি, দ্বারা এই কাজগুলি করা হয়—বড় কাজগুলি পি, ডবলিও, ডি, থেকে করান হয় এবং ছোট কাজগুলি ইন্‌সপেক্টরেটের দ্বারা করান হয়—এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের স্পেসিফিকেশান অনুযায়ী। এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের অধীনে একজন এসিঃ ইঞ্জিনীয়ার এবং তার কিছু ষ্টাফ আছে—তারা সকলেই পি, ডবলিও, ডির অধীনে আছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরাইমনি রিয়াং চৌধুরী।

শ্রীরাইমনি রিয়াং চৌধুরী :— আপনারা যদি খোঁজ করেন তবে আমি নাম বলতে পারি—তুইচন্দ্রাইপাড়া স্কুলে একজন মাষ্টার আছেন সে নিয়মিত স্কুল করে কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যখন স্পেসিফিক করে বলেছেন আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন প্ল্যানিং কমিশান ইন্‌সপেক্টরদের পোষ্টের মঞ্জুর করেন বলে উখানে উরা উঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই শিক্ষা বিভাগে, আগরতলা সহরে বর্ত্তমানে ক'জন ইন্‌সপেক্টার আছেন—তাদের থেকে একজন স্কুল ইন্‌সপেক্টারকে সেখানে পাঠান যায় না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌সপেক্টার এবং ইন্‌সপেক্টার অব স্কুলস এক নয় এবং আগরতলা সহরে দু'টো জোন আছে। দুই জোনের জন্য দুই জন ইন্‌সপেক্টর অব স্কুল আছেন এবং তাদের ডিউটিও এলট করে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, সদরের 'বি'র যে ইন্‌সপেক্টর—তিনি কি ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌সপেক্টর ? আমি জানি যে ইন্‌সপেক্টর এবং ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌সপেক্টর এক নয়। তারা আগরতলায় বসে আছেন, তাদের কেন কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে না এটাই আমার প্রশ্ন। তারা কি সারপ্লাস ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা সারপ্লাস ষ্টাফ নয়। যারা রয়েছেন তাদের স্পেসিফিক ডিউটি আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌সপেক্টারের আগরতলা থাকার স্পেসিফিক ডিউটি রয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের জন্য জোন করেছি এবং সেই জোনের কাজ অতি শীঘ্রই আরম্ভ হবে সেই কাজে তখন প্রত্যেকে প্রত্যেক জোনের মধ্যে চলে যাবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, জোন না করে আগে ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌সপেক্টর নিযুক্ত করা হল কেন ? তারা এখন কি কাজ করছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌সপেক্টারের কাজ রয়েছে. যারা হেড কোয়ার্টারে আগরতলায় থাকে তাদের সেই কাজগুলি করছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই সদরের 'বি'র যিনি ইন্‌সপেক্টার তিনি কি ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌সপেক্টার না শুধু ইন্‌সপেক্টার অব স্কুলস ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সদরের 'বি'র ইন্‌সপেক্টার ইদানিং কালে তিনি ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌সপেক্টারের পদে প্রমোশন পেয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :— ৮৯৩

শ্রীশৈলেশচন্দ্র সোম : কোয়েশ্চান নম্বর ৮৯৩।

প্রশ্ন

১) কৈলাসহর বিভাগের কতটি স্কুলে উপজাতি ভাষায় প্রাথমিক স্তরে পড়াশুনা করার সুযোগ আছে ?

২) বিগত শিক্ষা বছরে কতজন উপজাতি ছাত্রছাত্রী তাহাদের মাতৃভাষায় পরীক্ষা দিয়াছে এবং পাশ করিয়াছে ?

উত্তর

১) কৈলাসহর মহকুমার দুইটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ১ম ও ২য় শ্রেণীতে পরীক্ষামূলকভাবে ত্রিপুরী ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২) ত্রিপুরী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা এখনও পরীক্ষামূলক স্তরে। কাজেই এই ভাষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে কৈলাসহরে মোট ক'টি প্রাথমিক স্কুল আছে যে সব স্কুলগুলিতে লিংগুইষ্টিক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী একই ক্লাসে ১০ জন একই মাতৃভাষায় কথা বলে এবং ৪০ জন ছাত্র আছে এই রকম ক'টি স্কুল আছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই। তবে এই সমস্ত স্কুলগুলিতে আগামী সেশান থেকে যাতে ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য এডুকেশান ডাইরেক্টরেটে ট্রাইবেল লেংগুয়েজের একটা সেল গঠন করা হয়েছে তাদের দ্বারা আগামী সেশান থেকেই চালু করা হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে কৈলাসহরের এই সমস্ত স্কুল-গুলিতে উপজাতি ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য ক'জন মাষ্টার আছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে দুটো স্কুলে সেই ব্যবস্থা আছে এবং সেই দুটো স্কুলেই শিক্ষক আছেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— ক'জন শিক্ষক আছেন—আমি সংখ্যাটা জানতে চাইছি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— দুই জন শিক্ষক আছেন।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে দুইটা স্কুলের নাম বলেছেন সেই দুইটা স্কুল কোথায় কোথায় ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই দুইটা স্কুল—একটা হচ্ছে রাইসিং চৌধুরী পাড়া জুনিয়ার বেসিক স্কুল এবং আর একটি হচ্ছে শৈলাছড়া জুনিয়ার বেসিক স্কুল।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে দুটো স্কুলের কথা বলেছেন সেখানে ককবরক ভাষায় লেখাপড়া করানোর ব্যবস্থা রয়েছে। যারা সেখানে পড়াশুনা করছেন তারা কোন ভাষায় পরীক্ষা দিয়েছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারি নাই।

শ্রীবাজুবাম রিয়াং :— সেই সব স্কুলে যারা পড়ছেন তারা কোন ভাষায় পরীক্ষা দিয়েছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমেই প্রশ্নের জবাবে বলেছি যে পরীক্ষামূলক ভাবে আছে এবং আমাগী বছর থেকে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— তাহলে সেখানে কোন ছাত্র নাই ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— ছাত্র আছে বলেই পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, আগামীতেই পরীক্ষা দেবে।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলবেন কি যে দুটো স্কুলে কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলি কোন সন থেকে আরম্ভ করা হয়েছে ? এখনও কি সেই এক্সপেরিমেন্টাল ষ্টেজেই রয়ে গেছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন সনে হয়েছে সেই তথ্য নাই, মনে হয় গত বছর থেকে এটা সুরু করা হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে এক্সপেরিমেণ্টাল স্টেজে ককবরকের মাধ্যমে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এখন বলছেন আনুমানিক বছর দেড়েক— তবে একটা ছেলে যদি ১ম শ্রেণীতে থাকে তাহলে এর মধ্যে তার দুটো পরীক্ষা দেওয়ার কথা— হাফ ইয়ার্লি এবং এন্যুয়েল। দেড় বছর আগে যে ছেলেটা ১ম শ্রেণীতে ছিল তার দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠার কথা এবং তাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা যদি দেওয়া হয় ককবরকের মাধ্যমে তাহলে আমরা ধরে নেব যে এই দেড় বছর যাবত একটা ছেলে মাতৃভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শিক্ষা করা সত্বেও আজকে দেড় বছর তার কোন পরীক্ষা না নেওয়ার জন্য তার কোন প্রমোশান হচ্ছে না এবং এটা যা বলেছেন মাননীয় মন্ত্রী মশাই—এবং মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্বীকার করবেন কি আপনি এই প্রসংগে যা বলেছেন এটা একটা ফার্স?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই প্রসংগে দেড় বছরের কথা বলা হয়নি।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে ছেলেরা ককবরক ভাষায় লেখাপড়া করছে এবং তাদের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে না, ক'বছর যাবত লেখাপড়া করছে, শুধু এই পরীক্ষা না দেওয়ার ফলে তাদের কি অবস্থা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু তাদের পড়ান হয়েছে তাদের পরীক্ষাও নেওয়া হবে এবং প্রমোশনও হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে এই দুইটা স্কুলে কতজন ছাত্রছাত্রী এই পর্য্যন্ত লেখাপড়া করছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই দু'টি স্কুলে ছাত্র হচ্ছে রাইসিং চৌধুরী জুনিয়ার বেসিক স্কুলে ৩৯ জন এবং শৈলাছড়া জুনিয়ার বেসিক স্কুলে ১৫ জন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে দু'টি স্কুলে মাতৃভাষায় লেখাপড়া শিখানোর কথা বলছেন—তারা যে মাতৃভাষায় শিখছেন সেটি কোন হরফে সেটি রোমান হরফে, না বাংলা হরফে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটি বাংলা হরফ।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :— বাংলা হরফে কেন শেখান হচ্ছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডভাইজারী বোর্ড বাংলা হরফে করার নির্দ্দেশ দিয়েছেন সেজন্য।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই স্কুলগুলিতে অন্য কোন ভাষায় পড়াশুনা করান হয় কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাতৃভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষা শিখান হয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বললেন উপজাতীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে উপজাতী ভাষায় প্রাথমিক স্তরের উপযোগী বই প্রকাশ করার সরকারী কোন ব্যবস্থা আছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা বই আছে, বইটার নাম হচ্ছে "কক্ সুরুংমা" এবং অ্যারিথম্যাটিকসের একটা বই এইবার তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কক্-বরক ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা কোন সালে গ্রহণ করা হয়েছিল।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটা অনেক দিন ধরে পরীক্ষা-মূলকভাবে বিবেচনাধীন ছিল এবং পরীক্ষামূলকভাবে দুই তিনটা স্কুলে শুরু করা হয়েছে।

শ্রীজুবরাজ রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরার কয়টা স্কুলে কক্-বরক ভাষায় লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে এবং কোন্ কোন্ স্কুলে আসলে কতজন কক্-বরক ভাষায় পরীক্ষা দিয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৈলাসহর মহকুমা সম্বন্ধে প্রশ্নটা ছিল।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে একটা স্কুলে ৩৯ জন এবং আরেকটাতে ১৫ জন, এরা কোন কোন ক্লাশে পড়াশোনা করছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঐটা প্রাইমারী স্কুলে এবং প্রাইমারী স্কুলে যতগুলি ক্লাশ আছে সবটাতেই আছে, তাতে দুই একটাতে পরীক্ষামূলকভাবে পড়ানো হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১০১৯।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নং ১০১৯।

প্রশ্ন

১) খোয়াই মহকুমা ভারত চন্দ্র নগর এস, বি, স্কুলে মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কত ?

২) আজ পর্য্যন্ত সরকার কর্ত্তৃক ঐ স্কুলে কি কি আসবাব পত্র দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১) ২৩৯ জন।

২) আসবাবপত্র যা দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ :—

(ক) জয়েন্ট বেঞ্চ — ৪১টা
(খ) লং বেঞ্চ — ৮টা
(গ) হাই বেঞ্চ — ৮টা
(ঘ) আলমারী — ৫টা
(ঙ) টেবিল — ৬টা
(চ) হেলান দেওয়া বেঞ্চ — ১টা
(ছ) ম্যাপ ষ্ট্যাণ্ড — ১টা
(জ) চেয়ার — ৮টা
(ঝ) ব্ল্যাক বোর্ড — ৮টা
(ঞ) টুল — ১টা।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা মাটীতে বসে লেখাপড়া করে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীর অনুপাতে বেঞ্চ এবং জয়েন্ট বেঞ্চের সংখ্যা বেশী, সুতরাং মাটীতে বসে পড়াশোনা করার খবর আমাদের কাছে জানা নাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননায় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে এই স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার তুলনায় বেঞ্চ এবং জয়েন্ট বেঞ্চের সংখ্যা বেশী। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে একটা লং বেঞ্চে কতজন ছাত্র বসতে পারে ?

শৈলেশ চন্দ্র সোম :— পাঁচ জন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— তাহলে মাননায় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে এই ২৩১ জন ছাত্রছাত্রী বসে পড়াশোনা করতে পারে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— জয়েন্ট বেঞ্চ ৪১টা তাতে ৫ জন করে যদি ধরা হয় এবং লং বেঞ্চ যদি ৮জন ধরা হয় তাহলে পারে।

শ্রী**অজয় বিশ্বাস** :— মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে এই ফার্ণিচার সেইটা কবে সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে স্কুলে ?

শ্রী**শৈলেশ চন্দ্র সোম :**— মাননীয় স্পীকার স্যার, স্পেসিফিক ডেটের কথা বলতে পারবো না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এইগুলি সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে এইগুলি স্কুলে আছে কি না, এই বেঞ্চগুলি নাই বলেই স্টুডেন্টসরা মাটীতে বসে পড়াশোনা করে ?

শ্রী**শৈলেশ চন্দ্র সোম** :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে এই সংবাদ নাই তবে আমি সেইটা খোজ নিয়ে দেখব।

মিঃ স্পীকার :— **শ্রী**অনন্তহরি জমাতিয়া।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩।

শ্রীমতি **বাসনা চক্রবর্তী** :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে গত ১৯৭৩ ইং হইতে ১৯৭৪ ইং সনের মধ্যে অনেক উপজাতি শিক্ষিতা মহিলা এম, ই, ডবলু পদে নিয়োগপত্র পাওয়ার পরেও চাকুরীতে যোগদান করেন নাই ?

২) সত্য হলে কতজন কাজে যোগদান করেন নাই তাহাদের নাম এবং

৩) কি কারণে যোগদান করেন নাই ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) পাঁচ জন।

১) শ্রীমতি মঞ্জু দেববর্মা ২) শ্রীমতি বিথীকা দেববর্মা ৩) শ্রীমতি স্বস্তিকা দেববর্মা ৪) শ্রীমতি মায়া দেববর্মা ৫) শ্রীমতি বনশ্রী দেববর্মা।

৩) তাহারা কারণ দর্শায় নাই।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— যাদের নাম বলা হয়েছে যোগদান করেন নাই তাদের ঠিকানা কোথায় মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলতে পারবেন কি?

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্তী :— শ্রীমতি মঞ্জু দেববর্মা, কেয়ারব শশী কুমার দেববর্মা ধলেশ্বর আগরতলা, শ্রীমতি স্বস্তিকা দেববর্মা, প্রবীর কুমার দেববর্মা, কৃষ্ণনগর আগরতলা, শ্রীমতি মায়া দেববর্মা, কেয়ারব, ধীরেন্দ্র দেববর্মা, কৃষ্ণনগর আগরতলা, শ্রীমতি বনশ্রী দেববর্মা, কেয়ার অব, জ্যোৎস্না দেববর্মা, ঠাকুরপল্লী রোড, আগরতলা, শ্রীমতি বিথীকা দেববর্মা, আগরতলা, সেন্ট্রাল জেইল রোডের পশ্চিম দিকে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয়া মন্ত্রীমশায়া জানাবেন কি যে তাদেরকে যে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়েছিল তাদের পরিবর্তে ঐ পদে কোন লোক নিয়োগ করা হয়েছে কি না?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—এ, সি, ডবলিউ পদে লোক নেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—আমার প্রশ্ন হলো মাননীয় স্পীকার স্যার, তাদের পরিবর্তে কাকে কাকে নিয়োগ করা হয়েছে এবং তারা উপজাতী কি না?

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্তী :— এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয়া মন্ত্রীমশায়া তদন্ত করে দেখবেন কি না এই পাচজন উপজাতী মহিলার পরিবর্তে পাঁচজন উপজাতী মহিলা নেওয়া হয়েছে কি না? কারণ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আমরা দেখেছি বহু উপজাতী মহিলা যারা না কি চাকুরী পাচ্ছে না, সেইটা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়রা তদন্ত করে দেখবেন কি না যে উপজাতী মহিলা নেওয়া হয়েছে কি না?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মোট ১১ জন উপজাতী মহিলা প্রার্থীর নাম সোসিয়েল অ্যাড়ুকেশনে আছে এর মধ্যে এই পাঁচ জন যোগদান করে নাই। কাজেই যে উপজাতী মহিলাদের নাম আছে তাদের প্রত্যেকেই আমরা কোটা অনুযায়ী অফার দেই এবং যারা যোগদান করে নাই তার কারণ দর্শায় নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া কি বলতে চান যে পোষ্টের জন্য এই উপজাতী মহিলাদেরকে ডাকা হয়েছে সেই পোষ্টে উপজাতী মহিলা প্রার্থীর অভাব আছে?

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্তী :—আমি বলছি মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা উপজাতী মহিলা আছেন তারা ইন্টারেষ্টেড না থাকায়ই তারা যোগদান করেন নাই।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমার বক্তব্য ছিল যেহেতু পাঁচজনকে অফার দেওয়া হয়েছিল এবং তারা যে কোন কারণে জয়েন করে নাই তাদের পরিবর্তে সেই পোষ্টগুলিতে উপজাতী মহিলা নেওয়া হয়েছে কি না সেইটা তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া কি জানাবেন যে এই যে পাঁচ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে কি অ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাকচেঞ্জের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— তাদের গনইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে চাকুরী দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়া কি জানাবেন যে এই যে গণ ইন্টারভিউ হয়েছিল তাদের নাম এ্যামপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জের মাধ্যমে গিয়েছিল, নাকি কোন স্পেশাল বোর্ড করা হয়েছিল।

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্ত্তী :— এটা ম্যান পাওয়ারের মাধ্যমে করা হয়েছিল।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তাহলে অ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাকচেঞ্জ কেন রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্ট যদি একটা স্পেশাল কমিটি করে দিয়ে দেয়, তাহলে অ্যামপ্লয়-মেণ্ট এ্যাকচেঞ্জের দরকার কি ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— মাননীয় সদস্য মহোদয়, আমি বলেছি গণ ইন্টারভিউএর মাধ্যমে হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাকসচেঞ্জের মাধ্যমে এই গণ ইন্টারভিউ ডাকা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি তো আগেই বলেছি যে গণ-ইন্টারভিউএর মাধ্যমে নেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই ভদ্রমহিলা আমার উত্তর দিচ্ছেন না। আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি না। আমার প্রশ্নটা ছিল যে অ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাকচেঞ্জের মাধ্যমে কোন রিক্রুটমেন্ট করেছেন কিনা সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— আপনি সেপারেট কোয়েশ্চান করুন। আমি পরে বলে দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি সেপারেট কোয়েশ্চান করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—আপনি কি স্পেশাল বোর্ডের কথা বলেছিলেন, সেই স্পেশাল বোর্ডে কে কে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—না, আমি একথা বলিনি। আমি বলেছি যে অ্যামপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জের মাধ্যমে ম্যান পাওয়ার সব লোক নিয়েছিলেন। সেই কথা আমি বলেছি।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে পাঁচজন কাজে যোগদান করেন নাই, তাদের ছাড়া কি এই উপজাতি মহিলাদের মধ্যে আর কেউ শিক্ষিত নেই এই কথা কি মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া বলতে চান ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—আমি এই কথা বলি নাই। আমি বলছি যে সেই সময়ে যে নামগুলি এসেছে তার মধ্যে এ্যাকুয়ারডিং থেকে দেওয়া হয়েছিল এবং সে সময় তাদের নাম ছাড়া আর কোন নাম ছিল না বলেই আমি আর করতে পারিনি।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া জানাবেন কি তাদের কোথায় দেওয়া হয়েছে?

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্তী :—এই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে বিভিন্ন জায়গায় তাদের জয়েন্ করার সুযোগ করা হয়েছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মোট কতজন মহিলাকে এস, ই, ডাব্লিউ পদে নিয়োগ করা হয়েছে। মোট কতজন উপজাতী মহিলা, পাহাড়ী মহিলা।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—মাননীয় সদস্য এটা আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে তার জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, মাননীয়া মন্ত্রী বলেছেন যে এই সম্পর্কে আলাদা ভাবে প্রশ্ন করুণ, তাহলে উত্তর দেবেন। কাজেই এই সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন নয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—কোয়েশ্চান নং ২০৬।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—কোয়েশ্চান নং ২০৬।

প্রশ্ন

১) সাবরুম মহকুমার জলেফা, হরিণা ও সোনাইছড়ি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় তিনটিকে নিয়ে পূর্ব জলেফা, পশ্চিম জলেফা, হরিণা, চালিতাছড়ি, সোনাইছড়ি এই পাঁচটি গাঁও সভার মধ্যবর্তী স্থানে একটি উচ্চ বিদ্যালয় (হাইস্কুল) আগামী শিক্ষা বর্ষে খোলা হইবে কিনা?

উত্তর

১) আগামী শিক্ষা বর্ষে খোলা হইবে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আগামী শিক্ষা বর্ষে খোলা হবে না। খোলা না হওয়ার কারণ কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগামী শিক্ষা বর্ষে যে সমস্ত কারণে হাইস্কুলগুলি খোলা হয় এবং তার জন্য আর্থিক সংস্থান না থাকার জন্য খোলা হইবে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমি যেটা প্রশ্ন করছি যে একটা মস্ত বড় এরীয়াতে হাই স্কুল নাই। নিশ্চয়ই মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জানেন। এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে স্কুল খোলা হইবে কি? কি কারণে খোলা হইবে না। কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি। কেন করা হইবে না? ওখানে ছেলে নেই? প্রয়োজন নেই একটা কথা বলুন? হ্যাঁ বা না বলুন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে পাঁচটা গাঁও সভার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে জলেফা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় সাব্রুমের এর ৪ কিঃ মিঃ এর কাছে। এর মধ্যে হাই স্কুল আছে। সেইজন্য সেখানে পড়ার সুযোগ আপাততঃ তাদের রয়েছে। আর সোনাইছড়িতে অধুনা প্রতিষ্ঠিত ছাত্তকছরি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীতে কোন পড়ুয়া নেই, ছাত্র নেই, ষ্টুডেন্ট নেই। কোন ছেলে নেই। প্রস্তাবিত এলাকায় বর্ত্তমান জনসংখ্যা

৫,১০০ এর মত এবং ১০,০০০ হাজারের মত হলে সাধারণতঃ এটা বিবেচনা করা হয়। এবং কেবল মাত্র যে একটি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যেখানে অষ্টম শ্রেণীতে ছেলে আছে সেটা হচ্ছে হরিণা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়। এবং সেখানে পড়ুয়া সংখ্যা হচ্ছে ৩৮ জনের মত। সাধারণতঃ ৭০।৮০ জন বা এই রকম একটা যদি হয় তাহলে আমরা চিন্তা করি আর এটার ৫ কিঃ মিঃ এর মধ্যে এটার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর জন্য আমরা চিন্তা করি না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—ভবিষ্যতে এখানে স্কুল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রয়োজন দেখছেন কি? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি যা বলেছেন তা ঠিক নয়। মনু বাজার থেকে হরিণা যদি ৫ কিঃ মিঃ দূর হয় তাহলে রাইমা থেকে সাক্রম ৪ কিঃ মিঃ হতে পারে না। আরও অনেক বেশী। আর তিনি যে জনসংখ্যার কথা বলেছেন ৫,০০০, তার চেয়েও অনেক বেশী হবে। অর্থাৎ একটা গাঁও সভা হবে ৫,০০০ লোক নিয়ে। সেটা হতে পারে না। তার চেয়ে অনেক বেশী লোক সেখানে আছে। সুতরাং ভবিষ্যতে ঐ অঞ্চলে স্কুল করার কথা সরকার বিবেচনা করবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মমাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হরিণার কথা চিন্তা করা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তা বলিনি। আমি তো হরিণার মধ্যবর্তী স্থানের কথা বলেছি। আমি বলেছি যে হরিণার কাছ দিয়ে হরিণার কথা আমি উল্লেখ করেছি।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—আগামী শিক্ষা বর্ষে কয়েকটা হাই স্কুল খোলার পরিকল্পনা আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এইটায় সংগে কোন কানেকশান নেই।

মিঃ স্পীকার :—সেপারেট কোয়েশ্চান করুন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩ স্যার।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—কোয়শ্চান নাম্বার ১৩ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সেনামুড়ার রঘুনাথ টেপা উপজাতি গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রার্থনা ১৯৭৪ শিক্ষা বর্ষে সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন কিন্তু জনসাধারণ কর্তৃক বিদ্যালয় গৃহ এবং আসবাব পত্রের ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও ঐ বিদ্যালয়ে কোন কোন সরকারী শিক্ষক এবং কোন প্রকার সরকারী সাহায্য দেওয়া হইতেছে না?

২। ইহা কি সত্য যে বিদ্যালয় গৃহটি খাস ভূমিতে নির্মিত ও অবস্থিত থাকায় শিক্ষা দপ্তর থেকে ঐ গ্রামের জনসাধারণকে বলা হইয়াছে যে প্রথমতঃ গ্রামের কোন ব্যক্তিকে ঐ সরকারী খাসভূমি সরকার হইতে নজর দিয়া বন্দোবস্ত লইয়া পরে তাহা বিদ্যালয়ের জন্য সরকারের নিকট দানপত্র করিয়া দিলেই ঐ বিদ্যালয়ে সরকার হইতে শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হইবে?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, স্কুলটা খাস জায়গার উপর জনসাধারণ গড়ে তুলেছে, সেই জায়গাটার উপর এমন নোটিশ দেওয়া হয়েছে কি না যে সেটা বন্দোবস্ত নিতে হবে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জায়গাটা খাস জায়গা, এই খাস জায়গা যদি স্কুলের নামে বন্দোবস্ত না দেওয়া হয়, এবং অন্যত্র সেটাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়, তাহলে অসুবিধা হতে পারে, সেইজন্য গ্রামবাসী মহকুমা শাসকের কাছে স্কুলের নামে জায়গাটা বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন এবং সেখানকার ইন্সপেক্টার অব স্কুলস মহকুমা শাসককে অনুরোধ করেছেন অবিলম্বে জায়গাটা স্কুলের নামে এ্যালটমেণ্ট দেওয়ার জন্য, যদি স্কুলের নামে এ্যালটমেণ্ট করা যায়, সংগে সংগে আমরা স্কুল দিতে পারছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা।

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৪ স্যার।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৪ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। কৈলাশহর বিভাগের নালকাটার (করমছড়া সংলগ্ন) পাবিয়াছড়া এবং কুমারঘাট হইতে কত পরিবার উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে ?	১। কৈলাশহর বিভাগের নালকাটার পাবিয়াছড়া ও কুমারঘাট ক্যাম্প হইতে ১৪৮ উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে।
২। উক্ত উদ্বাস্তু পরিবারগুলির প্রত্যেক পরিবারের ভূমি এবং আর্থিক সাহায্য এর পরিমাণ কত ?	২। উদ্বাস্তু পরিবারগুলির প্রত্যেক পরিবারকে সরকারী স্কীম অনুযায়ী বাসগৃহ নির্মাণের জন্য ·২০ একর বাসভূমি দেওয়া হইয়াছে, এবং গৃহ নির্মাণ বাবদ ১২৫০·০০ টাকা, ব্যবসা গৃহ নির্মাণ বাবদ ২০০ টাকা ও ব্যবসা বাবদ ১৫৫০·০০ টাকা, সর্বমোট প্রতি পরিবারকে ৩,০০০·০০ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। এ ছাড়া প্রতি পরিবারকে ২ একর করিয়া চাষযোগ্য টিলা ভূমি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :—উক্ত ১৪৮ জন উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বসতি জায়গায় আছে কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর মধ্যে কিছু পরিবার সেখান থেকে চলে গেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে কোন তারিখে ওখানে তারা গিয়েছে এবং কোন তারিখে ওখান থেকে তারা চলে গেল।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—ঠিক তারিখটা বলতে পারছি না, তাদের সেখানে যাওয়ার কিছুদিন পরেই তারা চলে গেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে এই যে টাকা তাদের দেওয়া হয়েছে, তার থেকে কত টাকা একটা কমন ফাণ্ডে কেটে রাখা হয়েছে—১০ কি ৮০ হাজার টাকা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কমন ফাণ্ড বলতে তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন আমি বুঝতে পারছিনা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— এই রাস্তা ঘাট ইত্যাদি করার জন্য তাদের থেকে কিছু টাকা কেটে রাখা হয়েছে আমার যতটুকু ইনফরমেশান। এটা কি সত্য যে তাদের থেকে ৭০ হাজার টাকা কেটে রাখা হয়েছে ঐ এলাকার রাস্তাঘাট ইত্যাদি কমন পারপাসে এই টাকাটা ব্যয় করার জন্য ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্কীমে যত টাকা তাদের ঋণ দেওয়া স্থির করেছিল, পুরো টাকাটাই দেওয়া হয়েছিল। উনি যেটা কমন ফাণ্ড বলে মনে করছেন সেটা কমন ফাণ্ড নয়, সেই এলাকাটাকে ডেভেলাপমেন্ট করার জন্য প্রত্যেক পরিবারের জন্য ৬ শত টাকা করে সরকার বরাদ্দ করেছেন সেই ৬ শত টাকা করে মোট ৮৮ হাজার ৮ শত টাকা আছে। আনুমানিক ২০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে, বাকী টাকাটা আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— এই যে কলোনিটা, সেখানে পানীয় জলের কি ব্যবস্থা আছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাতে পারবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ২০টি কাঁচা কূপ, দুইটি নলকূপ খনন করে দেওয়া হয়েছে এবং একটা পুরাতন রিংওয়েল সংস্কার করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে ঐ কূপগুলিতে জল পাওয়া যায় না, এই সম্পর্কে কলোনীর সেক্রেটারী মিঃ দেওয়ান গভর্ণমেন্ট এর কাছে লিখেছেন, আমাদের কাছেও জানিয়েছেন যে কূপগুলিতে জল পাওয়া যাচ্ছে না, তার জন্যই অধিকাংশ পরিবার ঐ এলাকা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কূপগুলি টেম্পোরারী করা হয়েছে, জল পাওয়া যাচ্ছে না এটা ঠিক নয় এবং ঐ কারণে ঐ এলাকা থেকে লোক চলে গেছে একথাও ঠিক নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কি ভিত্তিতে তিন হাজার টাকা ঠিক হল গড়পড়তা, কি ইণ্ডাষ্ট্রি তারা করবে—কারণ ওটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল লোন, কোন রিফিউজী কোন ইণ্ডাষ্ট্রি করবে সেই ভিত্তিতে করা হয়েছে কি না, না গড়পড়তা তিন হাজার করে দেওয়া হয়েছে, সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে ভাগ করে আমি বলে দিয়েছি যে তিন হাজার টাকা ব্যবসার জন্য নয়, ব্যবসার জন্য দেওয়া হয়েছে ১৫৫০·০০ টাকা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে অরুন্ধুতিনগরে যারা রয়েছে, তাদের পাঁচ হাজার টাকা অফার করা হয়েছিল যে তোমরা পাঁচ হাজার টাকা পর্যান্ত পেতে পার, আর ওখানে তাদের ১৫শ, ১৬শ' টাকা কেন দেওয়া হল ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে ৩ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। কিছুদিন আগে এখানে রিলিফের ডিপুটি সেক্রেটারী যখন আসেন, উনার সংগে আলাপ করে আমরা চেষ্টা করেছি তাদের ঋণটা পাঁচ হাজার টাকা করা যায় কিনা ? যদি পাঁচ হাজার টাকা করা যায়, তাহলে অরুন্ধুতিনগরের ওরাও পাবে এবং যারা ওখানে আছে, তারাও পাবে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী উনার জবাবে বলেছেন ১৪৮টি পরিবারের মধ্যে কিছু পরিবার চলে গেলে, ঐ পরিবারের সংখ্যাটা কত জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আনুমানিক ৫০ পরিবার হবে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে আনুমানিক ৫০টি পরিবার চলে গেল, তারা কোথায় গেল এবং কি কারণে গেল, সরকার থেকে কোন রকম চেষ্টা করা হয়েছিল কি না তাদের রাখার জন্য ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যতটুকু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তাতে দেখা যায়, তারা আগে থেকেই ব্যবসা করত, তারা সেই ব্যবসা স্থলে চলে গেছে এবং মাঝে মাঝে এসে খোঁজ নিয়ে যায়, আর টাকা পাওয়া যাবে কি না ?

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বলেছেন যে তাদের আগে থেকেই ব্যবসা আছে, সেই ব্যবসা ত্রিপুরাতে ? যদি ত্রিপুরাতে হয়ে থাকে, তারা কোথায় আছে ? গভর্ণমেন্ট থেকে ঋণ নিয়ে যদি তারা ক্যাম্পে না থাকে, তাহলে সেই ঋণ পরিশোধ করার জন্য সরকার থেকে চেষ্টা করা হয়েছে কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন ঋণ আদায়ের সময় হবে, তখন চেষ্টা করা হবে। ওরা যখন ঋণ নেয় তখন তারা ক্যাম্পেই ছিল, ক্যাম্পে থাকা অবস্থায় তাদের ঋণ দেওয়া হয়েছে, তারপর ঋণ নিয়ে চলে গেছে। সরকার থেকে এখন কিছু করার নেই। সরকারী ভাবে কিছু যদি করার থাকে, সেটা পরে দেখা যাবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— যারা স্থান ত্যাগ করে গেছে, তাদের ডেজার্টেড বলে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে কি না যাতে তারা ভবিষ্যতে আরও অধিক টাকা মঞ্জুর করিয়ে নেওয়ার সুযোগ না পায় তার জন্য ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা চলে গেছে আমরা আশা করছি তারা আবার ফিরে আসবে। তাই এক্ষুনি তাদের ডেজার্টেড বলে ডিক্লেয়ার করি নাই

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে ১৯৭৩-৭৪ সনে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের রিহেবিলিটেশান ডিপার্টমেন্ট যে রিপোর্ট প্লেস করেছেন লোকসভায়, তাতে বলা হয়েছে যে ওদের—ত্রিপুরায় যারা রিহ্যাবিলিটেশানের বাকী রয়েছে, তাদের স্কেল হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত। মন্ত্রী মহাশয় যে বলছেন এখন এটা সম্পর্কে বিবেচনা করা হচ্ছে এটা ঠিক নয়, আগে থেকেই এটা নির্দ্ধারিত ছিল, ত্রিপুরা সরকার সেটা জানেন না এটাই কি ঠিক ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে যে স্কীম দেওয়া হয়েছিল, তার জন্য তিন হাজার টাকা এ্যালটমেন্ট হয়েছিল। এখন আমরা তাদের নূতন স্কীমে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া যায় কিনা সেটার চেষ্টা করছি এবং পার্টিকুলার স্কীম দিতে হয় এবং সেই স্কীম অনুযায়ী তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার পর্যান্ত ভেরী করাতে পারি। কিন্তু কি স্কীমে কাজ করবে সেটা ঠিক করে বলতে হবে। এবার ডিপুটি ডিরেক্টার যখন এখানে এল, তাঁর সংগে আলাপ করে দেখলাম আরও কিছু বাড়িয়ে দেওয়া যায় কি না। তাঁকে রিকোয়েষ্ট করা হয়েছে তিনি বলেছেন চেষ্টা করে দেখবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ঐ এলাকাটা হচ্ছে ট্রাইবেল অধ্যুষিত এবং এই জন্য কিছু ল্যাণ্ড যে সব জায়গায় যারা দীর্ঘদিন যাবত খাস জমিতে রয়েছে তাদের সংগে সংঘর্ষ হয়েছে এবং ঐখানকার যিনি গাঁও প্রধান বলেছেন যে রিফিউজীদের যেন উচ্ছেদ না করা হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে যাতে সেই খাস জমি থেকে উচ্ছেদ করে সংঘর্ষ বাধানো না হয়।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমরা যেখানে তাদের পুনর্বাসন দিয়েছি তাতে কোন ডিস্পুট নেই এবং যেখানে ট্রাইবেল ল্যাণ্ড আছে সেখানে যাবনা এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না।

মিঃ স্পীকার :— বুলু কুকী।

শ্রীবুলু কুকী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

প্রশ্ন

১) কমলপুর শহরের গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সংলগ্ন প্রায় এক দ্রোণ জমি কি সোসিয়াল এডুকেশান ওয়ার্কার শ্রীনলিনী বীর চাষ করেন ;

২) ইহা কি সত্য যে ১৯৬২-৬৩ সন থেকে তিনি ঐ জমি চাষ করেন ;

৩) যদি তাহা সত্য হয় তবে ঐ জমির ফসলের কত অংশ তিনি সরকারকে দেন ;

৪) ঐ জমি কি নীলাম ডেকে তাকে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) না।
২) প্রশ্ন উঠে না।
৩) প্রশ্ন উঠে না।
৪) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সংগে কোন খাস জমি আছে কিনা যেটা চাষাবাদ হয়।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— গার্লস স্কুল নয়, তবে বয়েজ স্কুলের সংলগ্ন কিছু জমি চাষাবাদ হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বয়েজ স্কুলের যে খাস জায়গা সেটা চাষাবাদ হয় কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— স্যার, প্রশ্নটা তো গার্লস স্কুল আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— তাহলে স্যার, আমার অরিজিন্যাল প্রশ্নটা দেখতে হয়। ইট ইজ ইন হিজ নলেজ দ্যাট দেয়ার ইজ সাম ল্যাণ্ড ব্র্যাকেটেড ইন দি বয়েজ স্কুল এরিয়া।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বলেছেন যে গার্লস স্কুলের সংলগ্ন জমি নলিনী বাবু চাষ করে কি না। আমি বলেছি চাষ হয় না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমর চৌধুরী, গুণপদ জমাতিয়া (ব্রেকেটেড)।

শ্রীসমর চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৮।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৮।

প্রশ্ন

১) জেল ওয়ার্ডারদের রেশন এলাউন্স এবং ওভার টাইম এলাউন্স দেওয়া হয় কি না;
২) না দেওয়া হলে তার কারণ;
৩) ট্র্যান্সফারের সময় তাহাদের এডভান্স টি, এ, দেওয়া হয় কি না;
৪) যদি সকল ক্ষেত্রে না দেওয়া হয় তার কারণ;
৫) একজন জেল ওয়ার্ডারের সর্বনিম্ন মজুরী ও ভাতা কত?

উত্তর

১) না।
২) ইন্টারমিটেন্ট কর্মী হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় তাহাদের ওভার টাইম এলাউন্স দেওয়া হয় না।
৩) আবেদন করিলে দেওয়া হয়।
৪) প্রশ্নই উঠে না।
৫)

পে	৮০.০০ টাঃ
ডি, এ,	৭১.০০ টাঃ
ইন্টারিম রিলিফ	৫০.০০ টাঃ
সি, এ,	৮.০০ টাঃ
হাউস রেন্ট	৮.০০ টাঃ
	২১৭·৫০ টাঃ

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— ইন্টারমিটেন্টের বাংলা করলে ভাল হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মানে তারা চার ঘন্টা করে কিছু গ্যাপ দিয়ে দেয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তাদের টোটেল যা এক মাসে হয় তাতে গড়পড়তা দৈনিক কত ডিউটি হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাসে কত ঘন্টা হয় সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলছেন যে অল্প সময়ের জন্য বা মাঝে মাঝে কাজ করছে। সেই সময়টা অল্প কিনা সেটা আমার জানা দরকার যে তার কাজটা গড়ে দৈনিক কত করে পড়ে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— দৈনিক আট ঘন্টা করে ডিউটি দেয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে শ্রমিক বা কর্মচারী অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে কত ঘন্টা ডিউটি দিতে হয়?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— আমি যতটুকু জানি ৮ ঘন্টা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তাহলে তাদের ওভারটাইম ভাতাটা দেওয়া হচ্ছে না কেন?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— আমি বলেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে তারা ৮ ঘন্টা ডিউটি দেয়। সেজন্য তাদের ওভার টাইম দেওয়া হচ্ছে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— যদি তারা আট ঘন্টার উপর করে তাহলে কি তাদের ওভার টাইম দিবেন?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে ৮ ঘন্টার উপর তাদের ডিউটি দেওয়া হয় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমি বলছি যে ৮ ঘন্টার উপর করে তাহলে কি দেবেন?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— আমি বলেছি যে ৮ ঘন্টার উপর করেই না তিনি হাইপথেটিক্যাল কোয়েশ্চান করছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমি বলছি ৮ ঘন্টার উপর করে। আমি তো জেল ঘুঘু। আমি দেখেছি কয় ঘন্টা ডিউটি করে, আপনি হয়ত একবার গিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অস্বীকার করবেন যে সমস্ত জেল ওয়ার্ডার আছে তারা যদি সীক হয়, যদি কেউ না আসে তাহলে যারা সেখানে থাকে তাদের তিনবার ডিউটি দিতে হয়?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি অমনি বলছেন যদি—। আমি বলছি তাদের ৮ ঘন্টার বেশী ডিউটি দিতে হয় না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— ওরা যে ৮ ঘন্টা ডিউটি করছেন তারা কি ধরনের কাজ করছেন?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা জেল ওয়ার্ডারের কাজ করছেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— আমি বলছি তারা জেলে কি ধরনের কাজ করছেন?

মিঃ স্পীকার :— তিনি নেচার অব ডিউটি জানতে চান।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জেল কোডে যে ডিউটি তারা সেই কাজই করছেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— জেল কোডে একজন ওয়ার্ডারকে কি কাজ করতে বলা হয়েছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একজন ওয়ার্ডারের কি কাজ করা দরকার নিশ্চয়ই জানা আছে। তারা ডিউটি দেয়, জেলের কাজ করে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় মন্ত্রী একটা কোয়েশ্চানকে এই রকম লাইটলী নিবেন এটা কি মাননীয় স্পীকার এলাও করবেন ? একজন ওয়ার্ডার কি কাজ করে, একজন ওয়ার্ডার ওয়ার্ডারের কাজ করে। এই ধরনের উত্তর কি মাননীয় স্পীকার এলাও করবেন ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রীর এর উত্তর দেওয়া উচিত।

(গণ্ডগোল)

Mr. Speaker :— Order please. Question hour is over.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— স্যার, এখন আমি একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটা হচ্ছে আমরা যে কোয়েশ্চানগুলি করি, কেন করি ? করি এজন্য যে মাননীয় মন্ত্রীরা সরকারের পক্ষ থেকে আমরা যা জানতে চাই, তার সঠিক তথ্য আমাদেরকে দিবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমি তো পয়েন্ট অব অর্ডারের উত্তর দিয়েছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, স্যার। কিন্তু আমি তো কোন মন্ত্রীকে অবমাননা করবার জন্য একথা বলি নি। আমি যে প্রশ্নটা করেছি, তার কোন উত্তরই মন্ত্রী মহোদয় দেন নি, তিনি যদি সঠিক উত্তর দিতেন তাহলে আমি যেমন জানতে পারতাম তেমনি এই হাউসও জানতে পারত...

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এখন তো কোয়েশ্চান আওয়ার অভার হয়ে গিয়েছে There are 24 Unstarred questions for to-day. The ministers may lay on the Table of the House the reply to the unstarred questions and also to the starred questions which were not answered orally.

I have received 12 Calling Attention Notices, Out of which two have been admitted and the rest under may consideration. I have received Calling Attention notice from Shri Samar Choudhury. M. L. A. on the subject—গত ২-১০–৭৪ ইং সোনামুড়া মহকুমার নবদ্বীপ চন্দ্র নগরে (সোনামুড়া গ্রাম) সমসর আলীর স্ত্রী জয়না বিবির অনাহার মৃত্যু সম্পর্কে।

I have given my consent to the calling attention notice of Shri Choudhury. Now I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department to make a statement to-day, if possible for him, if he is not in a position to make the statement to-day, he may inform me a date on which he will give statement.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২-১০-৭৪ ইং সোনামুড়া মহকুমার নবদ্বীপ চন্দ্র নগর (সোনামুড়া গ্রাম) সমসর আলীর স্ত্রী জয়না বিবির অনাহার মৃত্যু সম্পর্কে।

সোনামুড়া মহকুমার বোবামুড়া গ্রামে মৃত সমসর আলীর স্ত্রী ৭৫ বয়স্কা শ্রীমতি জয়না বিবি বিগত ২-১০-৭৪ ইং তারিখে মারা যান নাই' তিনি ১-১০-৭৪ ইং তারিখে মারা যান। মারা যাবার পূর্বে তিনি ৮/১০ দিন যাবত জ্বর ভোগ করিতেছিলেন। তিনি নিকটবর্ত্তী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র যেটি ২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তার আউটডোর হইতে কোন ঔষধ পত্র আনেন নাই বা সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্ত্তি হন নাই। তার নিজস্ব বাস্তুভিটা স্বীয় ৭ গণ্ডা জায়গার উপর অবস্থিত। তিনি তার পুত্র সুরুজ মিয়ার সহিত বসবাস করিতেছিলেন এবং সুরুজ মিয়ার এক জোড়া হালের বলদ আছে, তিনি অপরের ৪ কাণি ধানী জমি সেয়ারে চাষ করেন। বর্ত্তমানে তার পরিবারের লোক সংখ্যা সাত। সুরুজ মিয়ার স্ত্রী ও বিধবা ভগ্নি গাঁও সভার অন্যান্য প্রতিবেশীদের বাড়ীতে কাজ কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন এবং কাজেই বিনিময়ে চাউল ইত্যাদি পেয়ে থাকেন। সুরুজ মিয়া কখনও কখনও স্থানীয় বাজারে তরিতরকারী বিক্রী করিয়া রোজি রোজগার করেন। জয়না বিবিকে তার রোগের সময়ে বার্লি খেতে দেওয়া হয়। সুরুজ মিয়া এই খন্দে ৪ কাণি আমন ধানের চাষ করিয়াছেন এবং আউস খন্দে ৩ মণ ধান পাইয়াছিলেন। সুরুজ মিয়া রেশন দোকান হইতে ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে ১০ কে, জি, ৫০০ গ্রাম গম তুলিয়াছেন। জয়না বিবি মারা যাওয়ার সময়ে এই পরিবারে ১০ কে, জি, ধান ষ্টক ছিল। ঐ এলাকায় দুইটি টেষ্ট রিলিফের কাজ প্রথমটি ৩ হাজার টাকার দ্বিতীয়টি ২,০৩৯ টাকার নেওয়া হইয়াছে। সুরুজ মিয়া গত বছর গ্রুপ বণ্ডে ১০০ টাকার ঋণ নিয়েছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখা হয়েছিল কিনা যে গত এক সপ্তাহ যাবত সুরুজ মিয়ার কোন কাজ ছিল না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কাছে যা ইনফরমেশান আছে তাতে খোঁজ খবর যে নেওয়া হয়নি তা নয়, কারণ তা না হলে এত তাড়াতাড়ি জবাব দেওয়া সম্ভব হত না। যা হউক জয়না বিবি কাজ করছিলেন আবদুল রসিদ তালুকদারের বাড়ীতে তিনি যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন, সেটাও আমি এই হাউসের সামনে রাখতে পারি যেমন সেটা হচ্ছে—আমি আব্দুল রসিদ তালুকদার পিতা রহমত আলী নবদ্বীপ চন্দ্র নগর, নবদ্বীপ চন্দ্র নগর গাঁও সভার গাঁও প্রধান জয়না বিবিকে আমি চিনি, তার বাড়ী আমার বাড়ীর নিকটে অবস্থিত এবং তার বয়স আনুমানিক ৭৫ বৎসর। গত মঙ্গলবার ১-১০-৭৪ ইং তারিখ দ্বিপ্রহরে সে মারা যায় এবং মারা যাওয়ার আগে ১০/১২ দিন ধরিয়া জ্বর ভোগ করিতেছিল এবং অসুস্থ অবস্থায় সে বার্লিও অন্যান্য খাদ্য খেয়েছে। সে তার ছেলে সুরুজ মিয়ার সঙ্গে থাকিত।

শ্রীসমর চৌধুরী :— অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার' আব্দুল রসিদ তালুকদারের যে ষ্টেটমেন্ট এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত করলেন এটা কে এনেছে, কোথা থেকে আনা হল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,......

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার এটা ঠিক ক্ল্যারিফিকেশানের বিষয় নয়......

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, এটার দরকার এইজন্য যে সুরুজ মিঞার মা জয়না বিবি ৬/৭ দিন যাবত জ্বরে ভুগেছে, বার্লি খেয়েছে এত কিছু খবর মাননীয় মন্ত্রী আনলেন অথচ ডাক্তারখানায় তার নাম নেই—তিনি জানলেন কিরে ? কোথা থেকে আনলেন এত খবর তার ছেলে জানিয়েছে সেখানকার অথরিটিকে, জানিয়েছে এস, ডি, ও, কে—সুরুজ মিঞার কাছ থেকে কোন ষ্টেটমেন্ট এনেছেন ? সুরুজ মিঞা এখনও জীবিত, এস, ডি, ও, কে জানিয়েছে, ডেপুটেশানে গিয়েছে যারা জানেন। আমাদের ষ্টেটমেন্ট শুনান হচ্ছে; এই বাঁধান সভাকে মীস লীড করা হচ্ছে......

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— দালালের ষ্টেটমেন্ট বাদ দিন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— দালাল বলে কথা নয়......

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— ওর বাড়ীর সংলগ্ন লোকের, ওর বাড়ার লোকের কোন ষ্টেটমেন্ট থাকলে সেটি পড়ে শুনান। এই রকম দালাল তো আপনারা রেখে দিয়েছেন সব জায়গায় (ইন্টারাপশান)

শ্রীসমর চৌধুরী:— সুরুজ মিঞা তার ছেলে (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— ঐ ৭ জনের মধ্যে এক জনেরও ষ্টেটমেন্ট আনা হল না, মায়ের অসুখ ছিল কি না ? (ইন্টারাপশান)

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাহস নেই (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তিন মণ ধান সে পেয়েছে এবং সে দিনমজুরীর কাজ করে। অথচ আজকাল দিন মজুরের অবস্থা তো আপনি জানেনই, কাজ পাওয়া যায় না। তিন মণ ধান—বার্লি—কত টাকা দাম ? চালের গুড়া খাইয়েছে বললে আমরা বিশ্বাস করতাম যে হ্যাঁ চালের গুড়া খাইয়েছে। বার্লি খাবে দিন মজুরের মা। ভদ্রলোকের ছেলেরা বার্লি খেতে পারেন না—বার্লি খাবে ! আজগুবি কথাবার্তা সব বলেন—স্যার, এর আগে বলেছেন যে দুধ খাইয়েছে (ইন্টারাপশান)

শ্রীসমর চৌধুরী :— যা খুশী তাই বলছে (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সমস্ত সোনামুড়ার মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে গেছে। যে অনাহারে মরেছে তার কথা বলছে যে তার গাইয়ে দুধ দিচ্ছিল। আর উনি এখন বলছেন বার্লি খাইয়েছে। একটা গুরুত্ব দিয়ে বলা উচিত।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সমস্ত হাউসকে মিস লিড করা হচ্ছে এই ষ্টেটমেন্ট দিয়ে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসকে যে মিস লিড করছে সেটা দেখার ব্যাপার আছে। কিন্তু এ্যাকচুয়েল যে ঘটনা আমার কাছে এসেছে সেই ঘটনাই আমি উল্লেখ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, এখানে যে ষ্টেটমেন্ট রাখলেন এটার উপর সুরুজ মিঞা, জয়নব বিবির ছেলে তার কাছ থেকে ষ্টেটমেন্ট এনে এখানে দাখিল করতে পারবেন যে অনাহারে মরেনি? এক মাস যাবত উনি না খেয়ে মরেছে (ইন্টারাপশান)

Mr. Speaker :— This question does not arise.

Shri Samar Choudhery :— Point of clarification.

Mr. Speaker :— No, this is not point of clarification.

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমার পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশানে অন্য কথা বলছি। জয়নব বিবির মৃত্যুর পর মুহূর্তে সুরুজ মিঞা এবং তার গ্রামের আরও অনেক লোক সুলতান মিঞা, রহমান মিঞা এবং আবদুল খালেক তাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এবং শহরের আরও কিছু লোককে নিয়ে এস. ডি. ও. সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে খবর রাখেন কিনা (ইন্টারাপশান) স্যার, উনার এনকোয়ারী রিপোর্টে এস. ডি. ও. অফিসের.....

মিঃ স্পীকার :— এটা পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান নয় (ইন্টারাপশান)

শ্রীসমর চৌধুরী :— এটা তদন্তের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত কিনা। উনি যে (ইন্টারাপশান)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ষ্টেটমেন্ট করে (ইন্টারাপশান)

শ্রীসমর চৌধুরী :— পরস্পর সম্পর্ক থাকা উচিত।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এনকোয়ারী করার সময় অমুকের কাছে এনকোয়ারী করতে হবে এমন কোন কথা আছে কিনা আমি জানিনা। মটিভেটেড কোনটা হবে। আমাদেরটা মটিভেটেড হবে কি উনাদেরটা মটিভেটেড সেই বিচারের প্রশ্ন উঠে না। আমাদের কাছে যা ফ্যাক্ট আছে সেটাই বলছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সুরুজ মিঞার বাড়ীতে গিয়ে কোন অফিসার ইনকোয়ারী করেছে? এত মিথ্যা বলছে কেন স্যার?

মিঃ স্পীকার :— মিথ্যা ইজ আনপার্লামেন্টারী (ইন্টারাপশান)

শ্রীসমর চৌধুরী :— ১০ কেজি ধান সেটা কোথা থেকে এল (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মিথ্যা ইজ নট আনপার্লামেন্টারী। শ্রীমতী গান্ধী ১০ বার করে বলেন blatant lie......

Mr. Speaker : — **But this expression is unparliamentary.**

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আপনি প্রসিডিংস দেখুন লোকসভায় ১০ বার করে বলেন ব্ল্যাটেন্ট লাই (ভয়েস—কি বললেন ?) ব্ল্যাটেন্ট, ব্ল্যাটেন্ট, ব্ল্যাটেন্ট লাই......

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ব্ল্যাটেন্ট লাই হতে পারে কিন্তু হোয়াইটএনট লাই নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— হ্যাঁ, মিথ্যা কোন আনপার্লামেন্টারী নয়।

Mr. Speaker :— This is unparliamentary. I would request the Hon'ble Member to withdraw this expression. If he does not then I would be compelled to expunge it from the proceedings.

Shri Samar Choudhury ;— অসত্য ষ্টেটমেন্ট দিয়েছে স্যার......

মিঃ স্পীকার :— স্যার ইট ইজ অলরাইট......

শ্রীসমর চৌধুরী :— অসত্য ষ্টেটমেন্ট দিয়ে শুধু হাউসকে নয় সমস্ত বাইরের মানুষকে পর্য্যন্ত বিভ্রান্ত করেছেন এই মুখ্যমন্ত্রী।

Mr. Speaker :— I have received a Calling Attention Notice from Shri Kalipada Banerjee on the subject of :- "ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার সীমান্তবর্তী স্থানে ন্যায্য মূল্যের দোকান সমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় ঐ সব স্থানের দরিদ্র নাগরিকদের দুরবস্থা সম্পর্কে"।

I have given consent to the Motion of Shri Kalipada Banerjee. I request the H'on'ble Minister-in-charge of the Department to make a statement to-day, if he is not in a position to make statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri Sukhamay Sen Gupta :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সম্পর্কে ১০ তারিখ ষ্টেটমেন্ট দিয়ে দেব।

Mr. Speaker :— Hon'ble Mininster in charge will make his statement on this subject on the 10th October, 1974.

Shri Nripendra Chakraborty :— স্যার, আমি যে কলিং এটেনশান নোটিশটা দিয়াছিলাম ৫ তারিখ বেলা সাড়ে চারটার সময় অমরপুর বানপুর বাজার থেকে ফেরার পথে শ্রীমতী চাকতি জমাতিয়ার উপর ননী দাস এবং নিখিল দাস বলৎকার করেছে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অত্যন্ত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে সেজন্য আমি মনে করি অতি সত্বর গভর্ণমেন্টের এই সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়া দরকার। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহাশয়কে আমি অনুরোধ করব তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন যে আজকে যদি না হয়......

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আজকে তো আসেন নি—আগামীকাল আসবে, আমি এটা দেব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আজ না পারেন কাল দিন। আমি বলছি দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি—দিনের বেলায় রেপ করেছে এবং পুলিশ কিছুই কগনাইজেন্স নিচ্ছে না এবং সেই অবস্থায় সমস্ত এলাকার মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

Mr. Speaker :— I appreciate the sentiment expressed by the Hon'ble Member ... ..

Shri Sukhamoy Sengupta :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কলিং এটেনশানটা আজকে এসেছে এবং আজকেই উত্তর দেওয়ার কথা ছিল, আমি আগামীকাল উত্তর দিয়ে দেব, এজন্য এত বক্তৃতা করার দরকার ছিল না।

মিঃ স্পীকার :— আমি আগেই বলেছি আজকে মাত্র দু'টো কলিং এটেনশান এসেছে, আর ১০টা আছে সেগুলি আগামী কাল ফলাফল জানাব।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— আমার একটা সর্ট ডিসকাশান ছিল ......

Mr. Speaker :— This is also under my consideration.

PRESENTATION & ADOPTION OF THE REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

Mr. Speaker :— Now, I shall announce the Report of the Business Advisory Committee setting the Business of the House from the 8th October to 11th October, 1974.

I call on Shri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker designated by me to move the Motion—"That this House agrees will the Allocation of time proposed by the Committee.

Mr. Deputy Speaker :— Mr. Speaker Sir, I beg to move "that this House agrees with the allocation of time preposed by the Business Advisory Committee"

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Motion moved by Shri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker, "that this House agrees with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee."

(It was put to voice vote and the Motion was carred.)

PRESENTATION & ADOPTION OF THE REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVILEGES

Mr. Speaker :— Now, I would call on Shri Sunil Chandra Dutta Chairman of the Committee on Privileges to present before the House the 19th Report of the Committee on Privileges.

Shri Sunil Chandra Dutta :— Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the 19th Report of the Committee on Privileges.

Mr. Speaker :— Now, I call on Shri Sunil Chandra Dutta to move his motion for consideration of the Report.

Shri Sunil Chandra Dutta :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that "the 19th report of the Committee on Privileges be taken into consideration forthwith."

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by Shri Sunil Chandra Dutta "That the 19th report of the Committee on Privileges to be taken into consideration forthwith."

(Then the motion was put to voice vote and carried)

Mr. Speaker :— Now I call on Shri Sunil Chandra Dutta to move his next motion.

Shri Sunil Chandra Dutta :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that "the 19th report of the Committee on privileges be adopted."

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by Shri Sunil Chandra Dutta That this House resolves that the matter contained in the 19th report of the Committee on privileges need not be proceeded with."

(Then the motion was put to voice vote and carried.)

Mr. Speaker :— Next business of the House is discussion on the motion of No-confidence in the Council of Ministers. Before the discussion begins I would request the Chief Minister and the Leader of the Opposition to give me a list of Members of their parties who would like to participate in the discussion.

Mr. Speaker :— Out of 7 hours allotted time for discussion on the No-confidence motion 3 hours will be at the disposal of the opposition and 4 hours 15 minutes for the Ruling Party.

Mr. Speaker :— Now, I call on Shri Nripendra Chakraborty to move his motion that the Tripura Legislative Assembly express want of confidence in the Council of Ministers led by Shri Sukhamoy Sengupta.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই প্রস্তাবটা হাউসের সামনে রেখেছি সেইটা হলো 'ত্রিপুরা লেজিস্‌লেটিভ এসেম্বলি এ্যাকস্‌প্রেসেস ওয়ান্ট অব কনফিডেন্স ইন দি কাউনসিল অব মিনিষ্টারস্ লেড বাই শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত'।

মাননীয় স্পীকার স্যার, সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা ত্রিপুরার প্রায় ৬ লক্ষ উপজাতী জনতাকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করেছে। এই যে প্রায় ৬ লক্ষ উপজাতী যাদেরকে আদিবাসী বলা হয়, কারণ এইটা তাদের রাজ্য এক সময় ছিল এবং এইখানে যারা বহিরাগত তারা হচ্ছেন অধিকাংশ বাংগালী এবং এই আদিবাসীদের আজকের অবস্থা যদি আমরা দেখি তাহলে খরার দরকার হয় না, খরা ছাড়াও প্রতি বছর পাহাড় জংগলে দুর্গম এলাকাতে এরা অনাহারে মৃত্যু পথে যেতে বাধ্য হয় এবং আজকে প্রায় ৫০ হাজার আদিবাসী আছেন যারা গৃহ হীন, যারা জংগলে থাকে, ২০/২৫ মাইল দূরে যেখানে শিক্ষা যায়না, যেখানে সভ্যতার আলো যায় না, এমনকি একটা বাজার, রাস্তাঘাট, পোষ্ট অফিস বা ডাক্তারখানা যেখানে যায় না, যেখানে তারা এলাকার পর এলাকা ঘুরে বেড়াতে হয়, যেখানে সবচেয়ে কঠিন জমিতে নিজেদেরকে থাকতে হয় জীবন যাপন করার জন্য, যে জমিতে হাল চলে না, যে জমিতে মানুষকে জংগলের সংগে বাঘের সংগে লড়াই

করে সামান্য একটুখানি ফসল উৎপাদন করতে হয়, শুধু জংগলের বাঘ নয়, এমন কি এই সরকারের বাঘরাও সেখানে ওত পেতে বসে আছে এবং তারপরে মহাজনদের এই সব বাঘে কবল থেকে সামান্য কিছু সংগ্রহ করে যারা দিন যাপন করতে পারে না সেই আদিবাসী এবং আজকে তাদেরকে এই সরকার মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা ঠিক যে গণতান্ত্রিক সমাজের যারা শক্তিশালী তারা দুর্বলকে গ্রাস করে এবং যেহেতু এরা হচ্ছে দুর্বল কাজেই এদের রক্ষা কবচের প্রয়োজন ছিল। মহারাজার আমলেও এই অভাব বোধ হয়েছিল সেইজন্য তারা কিছু জায়গা ট্রাইবেল রিজার্ভ করে দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে যখন কংগ্রেস এলো সেই ট্রাইবেল রিজার্ভকে আসতে আসতে তুলে দিতে আরম্ভ করলো এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ পরিষ্কার কেবিনেটে বলে গিয়েছিলেন ওটা মানবার কোন দরকার নাই, যেখানে যে আছে তাকে সেখানে বন্দোবস্ত দিয়ে দাও। কাজেই ডিফেকটো ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়া শচীন্দ্র লাল সিংহের সময়ে ওঠে গেল কিন্তু তারপরও কিছু ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকা ছিল যা এক কলমের খোচায় অর্ডিন্যান্স করে দিয়ে এমন কি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে পর্য্যন্ত বিসর্জন দিয়ে সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা এইখান থেকে তুলে দিলেন। ১৯৬০ সালে কিছু তাদের রক্ষা কবচের নাম করে রাখা হয়েছিল যে ডি. এমের পার্মিশন নিয়ে জায়গা জমি বিক্রী হবে কিন্তু তারপরও আমরা দেখলাম যে অসংখ্য জমি সেই ১৯৬০ সালের আইনকে অগ্রাহ্য করে হস্তান্তরিত হতে আরম্ভ হলো এবং তারা যখন এখানে দাবী করলো যে বেআইনি হস্তান্তরিত জমি অন্ততঃ আমাদেরকে ফেরত দাও। সব হস্তান্তরিত জমি ফেরত দেওয়া যায় না এইটা ঠিক। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে যে সমস্ত জমি হস্তান্তরিত হয়েছে আইনকে অগ্রাহ্য করে অউপজাতী মহাজনদের হাতে সেই জায়গা ফেরত দেওয়া যায় এই কথা পর্য্যন্ত এই অর্ডিনেন্সের মধ্যে রাখা হয় নি এবং এইভাবে তাদেরকে আজকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আশ্চর্য্যের কথা, ইল্লিটারেট লোকের মত কথা বলছেন আজকাল। আজকাল বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে মিটিং করে তিনি বলছেন যে রিজার্ভ আমরা তুলে দিয়েছি। আপনাদের কমিউনিষ্টরা মিথ্যা বলছে। হয়ত ওঁদের রিজার্ভ ঠিক আছে, রিজার্ভ চাকুরী আছে, রিজার্ভ বুক গ্রান্ট আছে। কাজেই এই যে রিজার্ভ তুলে দিলাম এটা ওদের একটা পরিকল্পনা। একজন শিক্ষিত লোক, যিনি মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে আছেন এটা কি তিনি জানেন না যে সংবিধানের মত একটা জিনিষ রয়ে গেছে। তিনি জানেন না যে সেই জমি রিজার্ভ করার জন্য সেই জমি সংরক্ষণের জন্য একটা আইন কানুন-এর কথা। এটা হতে পারে কক্ষনো? এটা ইচ্ছা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা। মেঘালয়ে রয়েছে, মিজোরামে রয়েছে, আসামে রয়েছে; কাজেই তিনি জানেন না এটা ঠিক কথা নয়। তিনি বাঙ্গালী জোতদারদের হাতে এই জমি জমিদারের হাতে, মহাজনের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। আর তিনি আবার বিভ্রান্তিকর কথা বলছেন। তিনি জোতদারের লোক হিসাবে, জমিদারের লোক হিসাবে, মহাজনের লোক হিসাবে তিনি কাজ করছেন বলে তিনি এই রিজার্ভ তুলে দিয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে তাদের ভাষা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তাদের ভাষাকে রাজ্য ভাষা হিসাবে স্বীকৃত দেওয়ার প্রস্তাব আমরা এনেছিলাম এই বিধান সভায়। কিন্তু তা গ্রহণ করা হয় নি। বলা হয়েছে যে স্কুলে আমরা

সংবিধান সম্মত যে সব অধিকার আছে সেই সমস্ত অধিকার অনুসারে আমরা তাদের ককবরক ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হবে। কিন্তু তা কি হল। এই হাউসের সামনে যখন প্রশ্ন করা হল মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে, যে আপনি নাম করুন কোন কোন স্কুলে ককবরক ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন তিনি নাম বলতে পারেন নি এবং আমরা দেখেছি যে ট্রাইবেল কমপেক্ট এরিয়াগুলি আছে সেগুলিকে আজকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হচ্ছে। যখনই জমির দরকার হয় তখনই ট্রাইবেল কমপেক্ট এলাকার উপর চোটটা পড়ে কেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিতে পারবেন কি, কেন তিনি দুর্গা চৌধুরী পাড়াতে এই গরুর খাটাল করেছেন? গরুর খাটালের জন্য বহু অনাবাদী জমি, খাস জমি পড়ে আছে। কিন্তু ঐ যে ট্রাইবেল কমপেক্ট এরিয়া সে-গুলিকে ভাঙ্গা হবে, তার জন্য তিনি গরুর খাটাল নিয়ে আসেন, আমাদের উপজাতিদের উচ্ছেদ করার জন্য। একটা বি. এস. এফ. ক্যাম্প করতে হবে তার জন্য ট্রাইবেল কমপেক্ট এরিয়াকে ভাঙ্গতে হবে। তাদের জন্য জমি, অন্য জমি নাই। বি. এস. এফ. ক্যাম্প হবে পানীসাগরে। তার জন্য সমস্ত পাড়াকে পাড়া উচ্ছেদ করে দিতে হবে। ঐ বি. এস. এফ. এর ক্যাম্প করতে অন্যান্য জায়গায় এর জন্য পরিকল্পনা করা হয়। সেই সমস্ত ট্রাইবেল কমপেক্ট এরিয়াকে ভাঙ্গাবার জন্য আমরা দেখেছি ধর্মনগর টাউন থেকে বাঙ্গালীদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আমরা দেখেছি অমরপুরে যে সমস্ত বাঙ্গালী আছে, যারা বাইমাতে উৎপাত করে তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ট্রাইবেল কমপেকট এরীয়াতে। তাদের জন্য অন্য জায়গায় বাজার নাই। সেখানে কি তাদের পুনর্বাসন দেওয়া যায় না? কিন্তু মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী তিনি ইচ্ছা করে ঐখানে তাদের ছেড়ে দিচ্ছেন যেখানে জুমিয়া কলোনী আছে। জুমিয়া কলোনীর মধ্যে সেখানে ট্রাইবেলের মধ্যে মধ্যে ভূমিহীন আছে, জুমিয়া আছে। সেই কলোনীগুলিতে ১৬টি বাঙ্গালী পরিবারকে নিয়ে ঢুকাচ্ছে। কিন্তু এই কি করা হচ্ছে। কারণ আজকে এই খানে এই করা হচ্ছে। আমাদের ট্রাইবেল কলোনী এই ট্রাইবেল কলোনীতে এর মধ্যে, জুমিয়া কলোনীর মধ্যে বাঙ্গালীদের নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। কতবার লিখেছি আপনাদের কাছে একটা জবাব পর্য্যন্ত দেন নি। আমরা জানি যে এই ঘটনাগুলি ঘটছে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে এবং আজকে ১৫টাকে ভেঙ্গে ১০টি সীট করা হয়েছে। এটাও পরিকল্পিত। প্রত্যেকটা ট্রাইবেল মৌজাকে ভেঙ্গে ট্রাইবেল কমপেকট এরীয়াকে ভেঙ্গে এমন ভাবে সমস্ত বিধান সভার আসন সংখ্যা করা হয়েছে যাতে করে ট্রাইবেল কমপেক্টএরীয়াকে বেশী করে দেখানো না যায়। সেজইন্য সুপরিকল্পিত ভাবে ট্রাইবেল কমপেক্ট এরীয়াকে ভেঙ্গে চুরমার করে এমন কি মৌজা ভেঙ্গে পর্য্যন্তসীট কমানো হয়েছে। দিল্লী থেকে থেকে নির্দ্দেশ এসেছে। দিল্লী দেখুন এই বাইমাতে কি করা হচ্ছে। * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * বাইমার বিচারের জন্য আমি যাব

তাঁর কাছে। যিনি তাদেরকে ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ দিয়েছেন তোমরা জায়গা ছেড়ে দাও। আমি কক্ষনো যাব না তার কাছে। সেখানে কৃষকদের কি চমৎকার ধান ফলেছে। কি সুন্দর ধান, অথচ সমস্ত ছেড়ে দিতে হয়েছে। তাদের ঘর বাড়ী, গরু, ছাগল যা আছে সব বিক্রী

* * * Expunged as ordered by the Chair on 9-10·74

করতে হয়েছে। সেখানে বি, এস, এফ, কে পাঠানো হয়েছে তাদের উচ্ছেদ করার জন্য। তারা কোথায় যাবে তা তারা জানে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাতেও তিনি খুশী হন নি। তিনি এখন ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেলে বিরোধ বাধাতে চাইছেন। এর জন্য উপজাতি যুব সমিতি সৃষ্টি করা হয়েছে ? কে এই উপজাতি যুব সমিতি সৃষ্টি করল ? স্যাংক্রোক কে সৃষ্টি করেছিল ? এই শচীন বাবু। আজকে সুখময় বাবুর লোকেরা উপজাতি যুব সমিতি সৃষ্টি করছে ? আপনাদের লোক না, ওদের লোক না। তবে কে এই যুব সমিতি সৃষ্টি করেছে ? এই উপজাতি যুব সমিতি সৃষ্টি হচ্ছে প্রত্যেক জায়গায়, প্রত্যেক এলাকায়। ঐ যে উদয়পুরে জমাতিয়া সর্দার তারা আজকে উপজাতি যুব সমিতি করার জন্য ভূমিয়া মিটিং করছে। তারা আজকে ইচ্ছা করলে ধর্মান্তরিত হয়ে যাশুর নাম নিতে পারে। তার অর্থ কি ঐ মিশনারীদের ডেকে আনা নয় ; এবং সেই কাজ করার জন্য তারা সর্বক্ষণ ডিউটি, হোম ডিউটি দিচ্ছে সর্বক্ষণ ঐ উপজাতি সমিতি করছে। তারা স্কুলে যান না। তারা ঘুরে ঘুরে কি করছেন ? তারা ৩০টি স্কুল করেছেন রোমান হরফে ককবরক ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য। ঐ ৩০টা স্কুলে অজস্র রোমান হরফের বই ছাপানো আছে আগের থেকেই। এক একটা সেন্টারে আমি খবর নিয়ে দেখেছি ঐ মিজো ছেলেরা ঐ মিজো মেয়েরা টিচার এবং অর্গানাইজার হচ্ছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। এখানে বহু টিচার দেওয়া হয়েছে কাজ করার জন্য। এবং আজকে অপারেশন-অর্গেনাইজেশান করার জন্য। সেই অপারেশন অর্গেনাইজেশান করার জন্য মাইকেল ইউক্রে এসেছিলেন ত্রিপুরায় ১৯৭৪ সনে। এবং ধর্মনগরে গিয়ে তিনি কোন হোটেলে ছিলেন সব খবর আমি পেয়েছি। এই মাইকেল ইউক্রে তিনি ঘুরে ঘুরে কি ভাবে এই স্কুলগুলি সংগঠিত করা যায় তা তিনি দেখেছেন। শুধু তাই নয়। শ্রীমতী গান্ধীর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরও আছে। আমার কাছে প্রমাণ দলিল আছে, যদি মাননীয় স্পীকার দেখতে চান, আমি তাঁকে দেখাতে পারি। সেই প্রমাণ দলিল-এ কি আছে ? এ্যাট দি টপ অব দি উপজাতি যুব সমাজ, শ্রীমতী গান্ধীর লোক বসিয়েছেন. তিনি রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন কোথায কোথায় তারা কতখানি অগ্রগতি করলেন তার রিপোর্ট। এক দিকে সি, এ, আই, একদিকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর, আরেক দিকে মুখ্যমন্ত্রী টি, আর, টি, সি'র ট্রাক দিচ্ছেন, তোমরা আগরতলা গিয়ে এই সব কর। কারণ সি, পি, এম, এর বিরুদ্ধে তো—ওরা বলছেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই, অভিযোগ হচ্ছে সেই দশরথ বাবুর বিরুদ্ধে যিনি কংগ্রেসকে লড়লেন, যাঁর জন্য আমাদের এই অবস্থা। কাজেই যেহেতু সি, পি, এম'এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, কাজেই টি, আর, টি, সি'র ট্রাক দিয়ে দেওয়া হউক, সেজন্য আজকে তাঁরা সেখানে আজকে এই কাণ্ড কারখানা করছেন। ওদের বলছেন তোমরা বাঙ্গালীদের সংগে যাবে না। আর বাঙ্গালীদের নিয়ে তিনি তেলিয়ামুড়ায় মিটিং করছেন সেই মুখ্যমন্ত্রীর লোক। তাঁরা সেখানে কি করছেন, না, বাঙ্গালীকে রক্ষা করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীকে রক্ষা করার জন্য দল সংগঠন করবেন। আমি কোনদিন শুনিনি কোন দেশে সংখ্যা লঘিষ্টরা রায়ট করে, কোথাও সংখ্যা লঘিষ্টরা রায়ট করে নি, সংখ্যাগরিষ্ঠরা রায়ট করে। পাকিস্তানে মুসলমানরা করে; এখানে হিন্দুরা করে, যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ যারা, তারা রায়ট করে। ঐ আসামে বাঙ্গালীরা রায়ট করে নি, অসমীয়ারা রায়ট করেছে, অথচ এখানে মুখ্য-

মন্ত্রীর চেলাচামুণ্ডারা ১০ হাজার বাঙ্গালীকে একত্র করে বললেন তোমাদের রক্ষার জন্য সংগঠন চাই। তারপর তড়িই যেয়ে বললেন, আমাদের সি, আর, পি, দাও, তারপর সি, আর, পি, গেলেন সেখানে, তারপর তারা বললেন যে ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, যাও সেখানে গিয়ে রেইড কর এবং সেই এলাকাতে সি, আর, পি, দিয়ে রেইড করা হয়েছে। আমি জানিনা কেন এইসব করা হচ্ছে? গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে হবে, সি, আর, পি, কে, শক্তিশালী করতে হবে এবং যে সমস্ত অঞ্চলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঘাঁটি রয়েছে সেইগুলি স্তব্ধ করতে হবে, বাঙ্গালী এবং ট্রাইবেলের মধ্যে লড়াই না লাগালে সেইগুলি করা যায় না। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন হয়তো দেখছেন কিন্তু সেই স্বপন্ ভেঙ্গে যাচ্ছে, সেটা প্রমান হয়েছে, গত ৪ঠা তারিখে বাঙ্গালী এবং ট্রাইবেল ঐক্যবদ্ধভাবে যে মিছিল করেছে, তার ভিতর দিয়ে প্রমাণ হয়ে গেছে যে গণতান্ত্রিক মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে লড়বে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, শুধু কি উপজাতিদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে? আমাদের গ্রামবাসীদের অবস্থা কি, খাদ্য নীতিই তার প্রমান। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি জানেন না, শতকরা ৭০ জন মানুষ অনাহারে আমাদের আছে? কেন থাকবে? আমাদের এখানে যখন নাকি আমন ফসল উঠল তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি কি? তিনি কলিকাতা গিয়ে বলে আসলেন আমাদের রাজ্যের চাউল আমরা পশ্চিম বঙ্গে বা অন্যান্য রাজ্যে পাঠাতে পারি, আমাদের কোন শষ্য—চাউল বা অন্য কোন খাদ্য দিল্লী থেকে আনতে হবে না। আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে গেছি। আমাদের ফীগার দেওয়া হল ৩ লক্ষ মেট্রিক টন চাউল এখানে হয়েছে, আমাদের দরকার হচ্ছে আড়াই লক্ষ টন, বীজের দাম ছেড়ে দিলে, আমাদের মার্কেট্যাবল নেট এভেইল্যাবেল ধান চাউল'এর পরিমাণ হচ্ছে ২ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিক টন। সত্যি সত্যি তাহলে আমাদের আর প্রয়োজন হয় না। মার্কে- ট্যাবল ও সারপ্লাস চাউল ধান সংগ্রহ করার জন্য গ্রামে গ্রামে লোক চলে গেল, তার বিস্তৃত বিবরণ আমি এখানে দিতে চাই না। কিন্তু আপনারাতো জানেন—কোথায় কৃষি মন্ত্রীকেতো দেখছিনা— আমাদের কৃষি মন্ত্রী মাননীয় আলী সাহেব তিনি বলে এসেছেন কেন্দ্রে যে আমাদের সারপ্লাস ফুড। এইরকম প্রকিউরমেন্ট ভারতবর্ষের আর কোথাও হয়নি। গাঁওপ্রধানকে দিয়ে আমরা প্রকিউরমেন্ট করেছি। সেই প্রকিউরমেন্টের অর্থ কি? সেই প্রকিউরমেন্টের অর্থ হচ্ছে যার এক কানি দুই কানি জমি তাদের ফসল এবং জুমিয়াদের ফসল নিয়ে নেওয়া হয়েছে, গাঁও প্রধান যারা কংগ্রেসের দালাল, তারা লিষ্ট করেছে আমাদের এই দিতে হবে। যাদের এক মাসের খোরাকী নেই- তাদের থেকে ধান নেওয়া হয়েছে, আর যাদের ভাল অবস্থা, তাদের জি. সি, আই, সিট দেব, এটা দেব, ওটা দেব তোমরা ধান দাও এই বলে তাদের থেকে ধান নেওয়া হয়েছে, কিন্তু যারা বেশী জমির মালিক, তাদের ধান স্পর্শ করেনি, এই হাউসে যারা বসে আছেন. যারা প্রচুর জমির মালিক, তাঁরা কত ধান চাউল সরকারকে দিয়েছেন বলতে পারবেন, এক মুঠো ধান চাউল দিয়েছেন তাঁরা? এইসব নিয়ম নীতি কাদের জন্য, কাদের বেলায় এইগুলি প্রযোজ্য সেই সমস্ত নীতি? মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখন বলা হচ্ছে চাউল নেই। এখন দিল্লীতে ছুটতে হচ্ছে চাউলের জন্য। আজকে ১লা তারিখ—ধান হচ্ছে ১৮,৫০ মেট্রিক টন এবং ১,০৮১ মেট্রিক টন হচ্ছে চাউল, এই হচ্ছে ১লা তারিখের ষ্টকেজ। এখন বলা হচ্ছে আমরা পাঞ্জাব থেকে চাউল দুই টাকা কে,জি, এবং গম দেড় টাকা কে, জি, কিনা চমৎকার।

যেখানে গভর্ণমেন্টের প্রকিউরমেন্ট হচ্ছে চাউল ১.২০ পয়সা কে, জি, সেখানে পাঞ্জাব থেকে দুই টাকা কে, জি, তে চাউল আনা হবে। পাঞ্জাবের জোতদারদের কিছু পয়সা পাইয়ে দিতে হবে। দুই টাকা করে যে চাউল নেওয়া হবে হোয়াট উড বি দি ইস্যুয়িং প্রাইস ? সেটা পাবলিককে দিতে হবে, নট গভর্ণমেন্ট। এইজন্য কে দায়ী ? সম্পূর্ণ এই কংগ্রেস সরকার। যারা বড় বড় জোতদার তাদের থেকে কেন কম্পাপসারিলী প্রকিউর করলেন না ? একথা আমরা বারবার বলি যে তাঁরা চোরাকারবারী, মজুতদারদের সরকার, সেই জন্য তাদের হাতে ধান রেখে দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা চোরা বাজারে বিক্রী করতে পারে এবং মুনাফা করতে পারে। সমস্ত ডিষ্ট্রীবিউশান সেন্টারগুলি কলাপস্‌ড করে যাচ্ছে। এক ছিটে চাউল নেই গ্রামাঞ্চলের রেশান সপগুলিতে, মফঃস্বলের কোন রেশান শপে চাউল পাওয়ার ব্যবস্থা নেই। অথচ আমরা দেখছি আজকে সেই সমস্ত চাউল চোরাকারবারীদের হাত দিয়ে কোথা চলে যাচ্ছে ? চাউল চলে যাচ্ছে আসামে, চাউল চলে যাচ্ছে বাঙলা দেশে যে কথা আমি গতবার বলেছি এবং রাণীর বাজার প্রভৃতি জায়গায় চোরাকারবারীদের ঘাটি সেখানে অধিকাংশ মিল। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ঐ সব মিলের উপর আপনাদের কি কন্ট্রোল আছে, তাদের ষ্টক ভেরিফিকেশান করেন কি না ? আপনারা কি হিসেব রাখেন তারা কত মিলিং করে, কত বাজারে বিক্রী করে, গভর্ণমেন্টকে কত দেয়, কোন হিসেব নেই। কিন্তু এই সরকার হোডার্সদের সরকার, জোতদারদের সরকার, তাদের হাত দিয়ে সব বাংলা দেশে পাঁচার হয়ে যায়। আমার এখানে ধান ১০০ টন ধান বাঙলা দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আসামে চাউল চলে যাচ্ছে ধর্মনগরের চাউল। সেই ধর্মনগরের চাউল সবচেয়ে কম প্রকিউরড হয়েছে, অস্বীকার করতে পারবেন ? সমগ্র ত্রিপুরায় ধর্মনগর থেকে সবচেয়ে কম চাউল প্রকিউর করা হয়েছে। অথচ বিলোনীয়ার পরেই হচ্ছে ধর্মনগর সারপ্লাস এরীয়া। এবং সেখানে আজকে চাউল আড়াই টাকা, তিন টাকা কে, জি, কিনে তাদের খেতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার যেমন আমরা দেখছি যে উৎপাদনের ক্ষেত্রেতে তারাতো বলেছিলেন আমরা তোমাদের অনেক কিছু দেব। বীজ ধান দেব, সার দেব, কিন্তু আজকে দেখছি বীজ ধান নেই, সার নেই এবং পোকার ঔষধ পর্যান্ত নেই। আমাদের ফার্টিলাইজার হেক্টর প্রতি সারা ভারতবর্ষে এভারেজ ৪ কে, জি. ইউজড হচ্ছে আর আমার এখানে এখন পর্য্যন্ত আধা কে, জি, পয়সা দিলেও তারা পায় না এবং গ্রো মোর ফুড ইত্যাদি কথা চুলোয় গেছে। এমন কি কৃষি ঋণ পর্য্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। রিজার্ভ ব্যাংক বলেছে কৃষি ঋণ দেব না কারণ যে সমস্ত কো-অপারেটিভ কংগ্রেসের কুক্ষিগত ছিল সেইগুলি টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে ফলে কো-অপারেটিভ ব্যাংকগুলি ফেল পড়েছে। কাজেই কো-অপারেটিভ ব্যাংকগুলিকে বিশ্বাস করে রিজার্ভ ব্যাংক টাকা দিতে রাজী নয়। কাজেই কৃষি ঋণ বন্ধ হয়ে গেছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার আমরা দেখছি আজকে তাই গ্রামাঞ্চলে অনাহারে মৃত্যুর খবর আসছে। যে মৃত্যুর খবর কিছুক্ষণ আগে এখানে আলোচিত হল, আমি এখানে একটা চিঠি পড়ে দিচ্ছি, বিলোনীয়ার চিঠি। এইজন্যে বিলোনীয়ার চিঠি পড়ে দিচ্ছি যে বিলোনীয়া হচ্ছে উদ্বৃত্ত এলাকা, কাজেই সেই বিলোনীয়া থেকে চিঠি লিখেছেন পশ্চিম চড়কবাড়ী থেকে কাঞ্চিলাল নমঃ নামে একজন দিন মজুর শেষ পর্য্যন্ত তার অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তার স্ত্রী এবং দুই পুত্রকে রেখে যান। অতঃপর তার স্ত্রী রেনুবালা দুই বেলা অন্ন যোগাতে না পেরে ছোট ছেলেকে এক বেলা ভাতের বিনিময়ে

কোম্পাই মগের কাছে দিয়ে দেয় এবং অবশিষ্ট ছেলেটাকে নিয়ে আজকে ভিক্ষে করছে এই দুই জনের মৃত্যুও ঘনিয়ে আসছে। ঐ একই চিঠিতে আছে হরি মণ্ডল নমঃ দীর্ঘদিন অসুস্থ থেকে মৃত্যুমুখে পতিত হন, ঐ চিঠিতেই আছে সুখসারী নমঃ, কালীমোহন নমঃ, তার পরিবার আছে, তাদেরও একই অবস্থা। এইরকম চিঠি কংগ্রেস এম, এল, এ, দের কাছেও অনবরতঃ আসছে কিন্তু তাঁরা মুখ খুলে বলতে পারছেন না। এই হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের চেহারা, এই হচ্ছে সেই নীতির ফল যে নীতি শ্রীমতী গান্ধীর নীতি, যে নীতি মজুতদারদের নীতি, যে নীতি চোরাকারবারীদের নীতি· তাই আমরা দেখেছি আমেরিকার গম আনার জন্য মিঃ কিসিঙার সাহেবকে ডেকে আনা হচ্ছে এবং আজকে সারা ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষপীড়িত। বাঙলাদেশে তাঁরা গেছেন মানুষকে লঙর-খানা খুলে খাওয়াতে হবে, বাঙলা দেশের মানুষ সারা পশ্চিম বাঙলা ছেয়ে গেছে এবং আজকে আমরা দেখছি ওড়িষ্যার মত জায়গা যেখানে ১২ লক্ষ মেট্রিক টন চাউল সারপ্লাস, সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী বলছেন মিলিয়ন উইল ডাই এবং শুধু তাই নয়, তিনি বলেছেন যে সেখানে পাঁচ টাকা চাউলের কে, জি,। তাই দক্ষিণ সি, পি, আই এবং কংগ্রেস উভয়ে মিলে কেরলা, পশ্চিম বাংলা এবং অন্যান্য জায়গাকে হোর্ডার, জোতদার, চোরাকারবারীদের, মজুতদারদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে এবং বিদেশের কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে চলে গেছেন, গম দাও, গম দাও বলে মিঃ কিসিঙার সাহেবের কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তাঁকে ডেকে আনছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার আজকে দেখছি এ্যাসেনশ্যাল কমডিটির ব্যাপারে, ব্ল্যাকাস কমিটি একটা ফর্ম করা হয়েছে, সেখানে অধিকাংশ সদস্য ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারস, এ্যাসেনশিয়েল কমডিটিজ দেখার জন্য কমিটি গঠন করা

হয়েছে। সেখানে দেখছি শ্রীমতী গান্ধী নিজেও অঙ্গীকার করেছেন, আগে তিনি বলতেন আমরা সুদিনের সন্ধান পাচ্ছি, আর এখন তিনি বলছেন সামনে দুর্দিন। এখন আমাদের যুদ্ধকালীন অবস্থা বলে মনে করতে হবে। কারণ কি? কারণ ব্ল্যাক মানি, হোডার, এই সমস্ত চলছে এবং সবচেয়ে বড় কারণ হেজ একসপোর্টস। সেদিন অর্থমন্ত্রী শ্রীচ্যবন বিদেশ থেকে ঘুরে এসে বলেছেন এইটি পারসেণ্ট অব দি মানি যা আমরা বিদেশ থেকে পাই তা খরচ হয়ে যায় দুটি জিনিষের জন্য। একটা হচ্ছে খাদ্য আর একটা হচ্ছে তেল। তার জন্য বাসমতি চাল দেওয়া হচ্ছে ইরাণকে, আমার এখানকার সিমেণ্ট দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশকে, আমার এখানকার যন্ত্র-পাতি দেওয়া হচ্ছে পোল্যাণ্ডকে। এমনি করে আমার এক্সপোর্ট বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু আমার এখানে জিনিষপত্রের দাম কি রকম বেড়েছে। লোকসভায় বলেছেন যে ১ টাকার দাম ১৯৭০ সালে ছিল যেখানে এক টাকা সেখানে আজ তার দাম ২৭ পয়সায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমাকে কেউ কেউ মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে যখন শুন্য হয়ে যাবে তখন কি হবে। কাজেই সেইরকম অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যখন আমরা দেখছি যে সমস্ত প্ল্যান প্রগ্রাম আজ বাঞ্চাল হয়ে যাচ্ছে এবং আপনারাও জানেন যে খাদ্যের দাম বাড়ার মানে কি অবস্থা। একটা কাজ যদি আমরা ১০,০০০ টাকায় করব বলে থাকি তাহলে সেটা আমরা ১ লক্ষ টাকায় করতে পারব না যা আমরা দেখছি ডম্বুর পরিকল্পনার মধ্যে, তিন কোটি টাকার কাজ বার কোটি টাকা হয়েছে। তার মধ্যেও ৫০ ভাগ কাজ হচ্ছে না। একমাস পরেও করতে পারবে না। সিমেণ্ট পাওয়া যাচ্ছে না। আমার স্কুল বিলডিং-এর সমস্ত কাজ এবং প্ল্যান হলিডে যাকে বলা হয়েছিল সেই প্ল্যান হলিডে

হওয়ার ফলে আজকে আমার এখানে আর পরিকল্পনা নয়, এমন কি এই জন্য নন্-প্ল্যানের টাকা কেটে সেভিংস করা হচ্ছে। কারণ টাকা আসছে না। কাজেই আমরা দেখছি যে রিলিফের টাকা পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। টেষ্ট রিলিফের, খয়রাত বন্ধ হয়ে গেছে। ঐ জন্যই তো ৫০ টাকা জীবনের মুল্য ধার্য্য হয়েছে। কেননা ফিনান্স কমিশন বলেছেন যে আর কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা দিতে হবে না। রাজ্য সরকার টাকা দিবে। কোথা থেকে দেবেন? ত্রিপুরার সরকার রিলিফের টাকা নিজের পকেট থেকে দেবেন কোথা থেকে? এখানে তো গরীব মানুষের সংখ্যা বেশী। কাজেই জিনিষপত্র নেই, গ্রামের মানুষ না খেয়ে মরছে। দুই টাকা মজুরীতে কাজ পাবে সেই আসায় আজকে তাদের নেই এবং আজকে আমরা কাজের ক্ষেত্রে দেখছি কি? না সমস্ত কাজ কর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। ভারত সরকার নির্দেশ দিয়েছেন যে কোন নতুন কর্মী নেওয়া যাবে না। এবং তার ফলে আজকে দেখা যাচ্ছে যে নতুন এ্যাপয়েন্টমেন্টের সুযোগ নেই। এবং তার ফলে এই কথা নয় যে ত্রিপুরা সরকার নিজের খরচ কমিয়ে গরীব মানুষকে বাঁচাবে। ঐদিন তো আমরা শুনলাম যে ৫০ লক্ষ টাকা গাড়ীর তেলের জন্য খরচ করেছে।
তাতে কি গাড়ী কম চলছে? ১৫/১৬ লক্ষ লোকের দেশ সেখানে ৫০ লক্ষ টাকা গাড়ীর তেলের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা গাড়ী মেরামতের জন্য খরচ হয়ে যাচ্ছে এই হচ্ছে অবস্থা যে আমাদের রূপ-কারদের জন্য খরচ হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। গতকালকার খবরের কাগজে দেখবেন যে রূপকাররা কি ভাবছেন, সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা তার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে শ্রী কে,পি, দত্তকে যার নিজের জন্য খরচ হচ্ছে ১৮,০০০ টাকা। বাংলাদেশে যাওয়ার খরচ এই হিসাবের মধ্যে নেই। আমি শুনলাম যে কলকাতায় মাসিক দুই হাজার টাকায় যে বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে রাখা হয়েছিল সেই আগেকার ত্রিপুরা হাউস সেই ত্রিপুরা হাউস শ্রী কে, পি, দত্ত এর জন্য রাখা হবে, কারণ সেখান থেকে প্রচার নাকি ভাল হবে। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এবং তার জন্য পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা অফিসও সেখানে হবে। অথচ আমরা ত্রিপুরার ছেলেরা একটা ভাঙ্গা এমন বাড়ীতে থাকছে যে আমি দেখে বললাম যে, যে কোন দিন তাদের মৃত্যু হতে পারে। আমি বললাম ঐ বাড়ীতে যাও না কেন? তারা বলল ঐ বাড়ীতো আমাদের জন্য নয়। ১৬/১৭ লক্ষ লোকের একটা রাজ্য এই রাজ্য তার ছেলেদের জন্য একটা বাড়ী দিতে পারে না ভিন্ন রাজ্যে ঐ অথচ রূপকারদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে এ আমরা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারি না। এই জিনিষ ওরা আজকে করছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি? কাজের সুযোগ? যেখানে বহু চা বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যেখানে এ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ক্যাণ্ডেল ষ্টিক ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যেখানে সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেখানে আমার যারা বেকার ভাই ছিল তাদের নাকি কাজ দিতে পারি নি, গ্রামে দু'টাকা মজুরীতে কাজ পায় না, গ্রামে যেটাকে আমরা দেখছি হাফ এ মিলিয়ন জব, আমি বলেছিলাম হাফ এ মিলিয়ন জোব, আমার কথাই তো ঠিক হয়েছে। এটা একটা জোব। আজকে পর্য্যন্ত তাদের খোঁজ খবর পর্য্যন্ত নেওয়া হয়নি যে, যে ছেলেদের ট্রেনিং দেওয়া হল তাদের কি হল। ঐ তো দেখলাম যে ইষ্টার্ণ রিজিওনের মিটিঙের সমস্ত রিপোর্ট এখানে দিয়েছে, কি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোথায় কাগজ কল? কোথায় জুট মিল। একটা কথাও তো সেখানে নেই? ইষ্টার্ণ রিজিওন ডেভেলাপমেন্টের মিটিং হয়েছে কিন্তু কাগজ বা

পাটকলের তো কথা দেখছি না। এই সমস্ত বুজরুকী যেগুলি মন্ত্রী সভা দিয়ে বেকার যুবকদের বিভ্রান্ত করে রেখেছিলেন, রেলওয়ের কথাটা কোথায় ? ইষ্টার্ণ রিজিওনের টাকায় রেল হবে। চমৎকার কথা। ইষ্টার্ণ রিজিওন টাকা চুরি করে আনবে ; ত্রিপুরা সরকারের ক্ষমতা আছে রেল তৈরী করার টাকা দিতে পারে ? বুজরুকী হচ্ছে যে ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল আসবে। গভর্ণরকে আমরা জিজ্ঞাস করে ছিলাম, হাত জোর করে তিনি বললেন শ্রীমতী গান্ধীকেও তিনি লিখেছিলেন কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। আজকে পাওয়ারের অবস্থা কি ? না, আসাম ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড নিজেদের গায়ের জোরে বন্ধ করে দিচ্ছে। বলে আট মেগাওয়াট কমিয়ে দিলাম। সংগে সংগে আমার এখানে নাকি যারা রাইস মিল করার জন্য টাকা নিয়েছিল তারা রাইস মিল বন্ধ করে দিল, পাওয়ার নাই। ধর্মনগর এবং অন্যান্য জায়গায় যেগুলি একজিষ্টিং মিল ছিল সেগুলি সমস্ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ইণ্ডাষ্ট্রিলাইজেশান হবে। রেল হবে, পাওয়ার হবে। আজকে এই সমস্ত জিনিষ দেখছি সমস্ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোন প্রতিবাদ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকার করেন নি। তার ক্ষমতা নেই যে আসাম ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড যার সঙ্গে চুক্তি রয়েছে সে চুক্তি অমান্য করেছে। কেন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে বলা হয় না যে তারা চুক্তি অমান্য করছে। লক্ষ লক্ষ টাকা আমাদের থেকে নিয়েছেন যখন আমরা তাদের কাছ থেকে বিদ্যুত নিতাম না। বলেছে যে টাকা দিতে হবে। বিদ্যুত নিচ্ছ না কিন্তু টাকা দিতে হবে। আর আজকে যখন আমরা বিদ্যুৎ চাই, আজকে যখন আমরা ১৩২ কে, ভি, লাইনের জন্য লক্ষ লক্ষ কেন কোটি কোটি টাকা খরচ করেছি, আমরা সেই কে, ভি, লাইন বসিয়ে রেখেছি। একটা কথাও তারা বলছেন না যে কেন ১৩২ কে, ভি, লাইন করার পরেও কেন অন্ধকারের মধ্যে থাকতে হবে, কেন ছোট ছোট কারখানাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, একটা কথা মন্ত্রীদের কাছ থেকে আজ পর্য্যন্ত শুনিনি। এবং তাঁরা বলবেন না তাঁদের কাজ হচ্ছে কি ? তাঁদের কাজ হচ্ছে সেলফ এম্প্লয়মেণ্টের কথা মানুষকে ভোলানো। আগরতলা শহরে সেলফ এমপ্লয়মেণ্ট হচ্ছে। কয়েকটা দোকান নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ার করা হচ্ছে। আর মানুষ যখন নিজের ক্ষুধার তাগিদে আগরতলায় ছোট একটা জায়গায় চায়ের দোকান খোলে তখন ঐ মিউনিসিপ্যালিটির গুণ্ডারা গিয়ে সেই সমস্ত দোকানকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। আশ্চর্য্যের কথা। মিউনিসিপ্যালিটির একজন অফিসার বীরেন দত্ত এম, পি, কে লিখেছি আমি চারবার ভেঙ্গে দিয়েছি দোকানটা, তার পরেও ঐ লোকটা চায়ের দোকান করবার সাহস করে। একটা চায়ের দোকান ভেঙে দিয়েছে এই সরকারে। সে তার নিজের চেষ্টায় একটা দোকান করছে, যাকে সেলফ এমপ্লয়মেণ্ট বলা হয়। মানুষ তো ভদ্রলোকের পোষাক পরে অফিসে গেলেই সেলফ এমপ্লমেণ্ট হয়ে যান না, আজকে চায়ের দোকান সেলফ এমপ্লয়মেণ্ট নয়। তার পরিবার নেই, তার শিশু সন্তান নেই, কলকাতা শহরে আমি দেখিনি সমস্ত শহর ছেয়ে এই সমস্ত উদ্বাস্তু শহরের সমস্ত জায়গা জুড়ে বসে রয়েছে। কই কলকাতার মত তো দস্যু সরকার এই রকম কাজ করতে শুনিনি। এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি দুর্গা চৌমুহনীতে ভেঙ্গেছে, বটতলাতে ভেঙ্গেছে, এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি শ্মশানের সামনে গান্ধীজীর নামে শপথ করে মালা দিয়ে আসে প্রতিদিন গান্ধীজীর বুকের উপর দাঁড়িয়ে ক্ষুধার্ত্ত মানুষের রুটি ছিনিয়ে নিচ্ছে। এত বড় বর্ব্বর সরকার। এ সেলফ এমপ্লয়মেণ্ট দিচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার,

ওরা যখন দিতে পারে না তখন কাজ হচ্ছে ঠেঙ্গানো। ওদের লেবার পলিসি কি? ওদের লেবার ডিপার্টমেন্ট একটা ঠেঙ্গানো বাহিনী। ওদের দালাল আছে, প্রাক্তন কংগ্রেস সেক্রেটারীর নেতৃত্বে একটা বাহিনী তৈরী করেছে। তার কথা না শুনলেসেই ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য, সেই সিনেমা ধর্মঘট ৬০ দিন পর্য্যন্ত চলতে পারে। লক্ষ টাকার উপর আমার সরকারের ক্ষতি হল। কেন না ঐ দালালের জন্য ধর্মঘট বে আইনী। ঐ দালালের জন্য ধর্মঘটকে চালিয়ে যেতে হবে। তার দাবী ন্যায্য হলেও স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। ঐ দালালের জন্য আমাদের সি, আর, পি, দিয়ে, মিসা দিয়ে আটক করে রাখতে রাখতে হবে। কারণ তারা দালালের কথা শোনে না, তারা রুটির লড়াই করতে চায়। তারা যুগ যুগ বলে ঐ রূপকারদের পেছনে পেছনে ছুটতে চায় না। সেজন্য আজকে আমরা দেখছি যে ধর্মঘটীদের মধ্যে… …..

Mr. Speaker : —The House stands adjourned till 2 P. M. today. The member speaking will have the floor.

(ডেপুটি স্পীকার ইন দি চেয়ার)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলেছিলাম যে এই সরকারের শ্রম নীতি হচ্ছে শ্রমিকদের উপর আক্রমণমূলক এবং এই যে সংকটের বোঝা সেই সংকটের বোঝা শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া। এজন্য আমরা দেখছি যে তাদের দাবী দাওয়ার প্রতি সহানুভূতি তো দূরের কথা, এমন কি তাদের যে সমস্ত ন্যায্য পাওয়া সেগুলিকে পর্য্যন্ত আটকিয়ে রাখবার জন্য ওয়েজ পাস করা হচ্ছে এবং পে কমিশনের যে রি-ওয়ার্ড যার জন্য তারা খুব বেশী উৎসাহিত নয়, সেই রি-ওয়ার্ডকে কোল্ড ষ্টোরেজে রেখে দেওয়া হয়েছে, এমন কি এই বিধান সভার সামনে তা এই পর্য্যন্ত উপস্থিত করা হয় নি। কাজেই এই যে গরীব মানুষের উপর সংকটের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার নীতি, এটা সব চাইতে বেশী দেখতে পাই খাজনা, বকেয়া ইত্যাদি আদায় করার মধ্যে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যারা রায়ত যার মধ্যে শতকরা ৭০ জনের বেশী হচ্ছে যাদের দুই একর বা তারও কম জমি আছে। যার অর্থ হচ্ছে এই যে তাদের ঘরে ৬ মাসের খোরাকী হয় কি না সন্দেহ এই রকম যে লোক তাদের যাতে কোন রকম খাজনা না থাকে তার জন্য এই বিধানসভায় একটা প্রস্তাব পাশ হয়েছিল এবং আমরা জানি যে ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যে যেমন পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ইত্যাদি যে সমস্ত জায়গা এই রকম কম জমির যারা নাকি মালিক বা যারা নাকি রায়ত তাদের কোন খাজনা থাকে না। অথচ এখানে আজকে সংশিত নীলাম, ক্রোক ইত্যাদি করে সমস্ত গ্রামাঞ্চলকে একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে এমন কি সেই খরার বছরেও যেটা নাকি ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্টে পর্য্যন্ত বলেছে যে নেচারোল ক্যালামিটিজ সময়তে খাজনা বকেয়া থাকলে সেগুলি মুকুব করতে হবে, এই সমস্ত পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করে আজকে সেখানে একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু তার সংগে সংগে দেখুন চা বাগানের মালিক অথবা শতকরা ১১ জনের হাতে ত্রিপুরা রাজ্যের সব চাইতে বেশী জমি আছে তাদের উপর কোন চাপ নাই, আর যাদের উপর এগ্রিকাল্চারের ইন্কাম টেক্স পড়েছে তাদের সবাইও এখন পর্য্যন্ত সেটা দেন নাই এমন কি সেই চা বাগানে মালিকদের প্রতি কোন খাজনা বসানো হয় নাই। এই রকম ৩৭টি কেস আছে চা বাগানের মালিকদের যাদের ল্যাণ্ডে রিফর্ম এ্যাক্টের

১৩৬ (১) তে এখন পর্যন্ত কোন রকম অর্ডার হয় নি, অর্থাৎ তাদের উপর কোন খাজনা বসেনি। কারণ এই গভর্ণমেন্ট হচ্ছে মালিকদের গভর্ণমেন্ট, কাজেই মালিকদের পক্ষে বলে মালিকদের উপর চাপ দেওয়া যায় না। অথচ যারা গরীব মানুষ খেতে পায় না যাদের ঘরে খোরাকী নাই তাদের উপর খাজনা আদায়ের জুলুম করা হচ্ছে। শুধু খাজনাই নয় সাধারণ গরীব লোক যারা লাকড়ি বিক্রি করে খায়, কুমিড়া পাতা সংগ্রহ করে বিক্রি করে খায় তাদের উপর জুলুম করে টেক্স বসানো হচ্ছে এবং এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টকে জিজ্ঞাসা করলে জানবেন যে তারা কত টাকার রয়্যালিটি আদায় করেছে, তাদের কাছ থেকে যত মানুষ গরীব হচ্ছে, তত ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট তাদের কাছ থেকে রয়ালিটি আদায় করছে। এমন কি পাথর সংগ্রহ করা যে একটা কাজ, সেটাও আজকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সেই পাথর নাকি কন্‌ট্রাক্টরেরা সংগ্রহ করবে। ঐ ১৮ মুড়াতে যারা নাকি গরীব পাহাড়ি পাথর সংগ্রহ করত এবং বিক্রি করত, আই এ্যাম টু ইন্টারভেন, আমাকে লিখতে হয়েছে যে এত বড় বর্বর আদেশ। সমস্ত পাহাড়ের মানুষ খেতে পায় না কাজ সংগ্রহ করতে পারে না পাথর সংগ্রহ করার, সেটা নাকি ঐ কন্‌ট্রাক্টারকে দেওয়া হবে, কাজেই তাদের সেই কাজটা পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়, ওরা বলছেন যে সেটা নাকি কন্‌ট্রাক্টরকে ইজরা দেওয়া হবে তাতে ওরা বেশী পয়সা পাবে। কাজেই এই ফরেষ্ট দপ্তর থেকে আরম্ভ করে ফরেষ্ট মন্ত্রী পর্যন্ত পয়সার লোভে এক চেঠিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করে নিতে চায় যাতে গরীব মানুষ যারা নাকি লাকড়ি বিক্রি করে খায়, বিধবা মায়েরা, বোনেরা ঐ আঠারমুড়া থেকে লাকড়ি এনে তেলিয়ামুড়া বাজারে আনে বিক্রি করবার জন্য তাদেরকেও লেংটা করে তাদের থেকে পয়সা আদায় করা হয়, জানেন, এই হাউস জানে যে তাদেরকে লেংটা করে পর্যন্ত তাদের থেকে পয়সা আদায় করা হয়। কাজেই এইটাই হচ্ছে তাদের গরীব হঠাবার চেহারা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি যে সমস্ত ঋণ আছে যেগুলি কো-অপারেটিভের ঋণ ইত্যাদি আদায় করা হচ্ছে এবং সেই আদায় করবার জন্য তাদের উপর সংশিত করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন রকমে চাপ দেওয়া হচ্ছে। কাদের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে? ঐ রবীন্দ্রনগর কো-অপারেটিভ এর প্রেসিডেন্ট বিশ্বেশ্বর চৌধুরীর উপর? যে ৩৮ হাজার টাকা কো-অপারেটিভ থেকে নিয়ে খেয়ে ফেলেছে, তার উপর কোন চাপ নাই। ঐ কানু মুখার্জির উপর? যে ৫০ হাজার টাকা মেরেছে কো-অপারেটিভের, তার উপর কোন চাপ নাই। আর কংগ্রেসের যারা মোড়ল, যারা কো-অপারেটিভের টাকা খেয়েছে তাদের ঘরে ক্রোক যায় না, তাদের জমি গভর্ণমেন্ট নেয় না এবং তাদের উপর চড়াও হয় না। কিন্তু যে মানুষটা হয়তো ক্রপ লোণ নিয়েছে- তার দুই কাণি জমি আছে, তার উপর আজকে চড়াও হচ্ছে যে হয়তো তুমি এটা দাও না তো এই করব। আজকে তারা কোথায় কোথায় থেকে দেবে? পাটের দর ৬৫ টাকায় উঠেছিল, আজকে সম্ভবতঃ ৪০ টাকারও নীচে নেমে গিয়েছে। গভর্ণমেন্ট তো অনেক চীৎকার করে বলেছেন যে আমরা জুট কর্পো-রেশন এর সেন্টার খুলব, এখানে তো বলে গিয়েছিলেন যে আমরা গত বারের চাইতে এবার অনেক বেশী সেন্টার খুলব। কিন্তু আমি জানতে চাই যে একটা সেন্টারও খুলেছেন কিনা বা কত টাকার পাট আপনারা এই পর্যন্ত কিনেছেন? স্যার, তারা পাট কিনেন নি, কিনবেন না কারণ তারা হচ্ছে পাটের যারা নাকি বড় বড় মারোয়ারী ব্যবসায়ী তাদের বন্ধু, তাদের

টাকায় তারা চলে তাদের উপরই এই সরকারের সমস্ত কিছু দুর্নীতি নির্ভরশীল। এজন্যই পাটের যে ন্যায্যমূল্য যেটা নাকি সরকার স্থির করে দিয়েছেন, সেটাও দিতে চাইছেন না। এবং গরীব মানুষগুলিকে তারা ঐ মহাজনদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গ্রামাঞ্চলে যারা ভূমিহীন, আমি সেখানে গিয়ে দেখেছি যে এক টাকায় তারা কাজ করছেন। সেখানে ট্রাইবেল মেয়েরা এক টাকায় রোয়া দিচ্ছেন। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এক টাকা মজুরী কেন? তারা আমাকে বলেছেন যে আমি খরার সময়তে মহাজন থেকে ১০ টাকা নিয়েছিলাম ১০ জন লোক অথবা ১০ দিন কাজ করে দিব বলে, এই সর্ত্তে আমি ১০ টাকা নিয়েছিলাম। কাজেই সেখানে এই যে দাদন প্রথা চলছে মানুষগুলিকে স্লেভ করবার জন্য, কারণ তাদেরকে স্লেভ করে এক টাকার মজুরীতে কাজ করাতে হবে এবং মহাজনেরা আজকে তাদেরকে দিয়ে সেই কাজই করাচ্ছেন। এবং আমরা আরও দেখছি কি? আমরা দেখছি এই যে আমি ডিমাতলীর থেকে একটা চিঠি পেয়েছি, তাতে লিখেছে যে ১১ কেজি ধান দিতে হবে ৩০ টাকা নিবার জন্য। আজকে ছামনুতে আমি দেখছি যে মহাজনেরা এক মণ কার্পাসের জন্য কত টাকা দিচ্ছে, মাত্র ১০ টাকা, আর এক মণ তিলের জন্য সাড়ে বার টাকা দিচ্ছে। এক মণ ট্রাইবেলের তিল মাত্র ১২॥ টাকায় বিক্রি হয় আবার এক মণ কার্পাস ১০ টাকায় বিক্রি হয়। গভর্ণমেণ্ট আছে? গভর্ণমেণ্টের কোন আইন আছে? এমন কি গভর্ণমেণ্টের কোন শক্তি আছে সেখানে বি, এস, এফ, তো অনেক আছে দেখে এসেছি সেই ট্রাইবেল এরিয়াতে। সেই মহাজন একটাও কি জেল খেটেছে বলতে পারেন? সেই মহাজনদের জন্য একটাও অর্ডিন্যান্স হয়েছে বলতে পারেন? সেই মহাজনদের জন্য কোন মিসা হয়েছে বলতে পারেন যে মানুষগুলিকে তারা এভাবে ঠকায় তাদরেকে মিসাতে আটকিয়ে রেখে দাও? এত মহাজনদের গভর্ণমেণ্ট, এটা তো শোষকদের গভর্ণমেণ্ট কাজেই গরীব মানুষদের রক্ষার জন্য কোন আইন নাই এবং তারই জন্য আজকে আমরা দেখি যে জলের দরে ঐসব লোকদের জমিগুলি বিক্রী হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ মহাজনদের হাতে চলে যাচ্ছে। আমরা যাকে বলি ব্ল্যাক মানি এণ্টার্স ইন্টু দি ল্যাণ্ড। কাল টাকা, যেখানে মুনাফা করার জায়গা নেই, সেখানে জমিতে নামে। এবং সে জমিতে নামে জমির উন্নতি করার জন্য নয়। জমিতে নামে সে কৃষককে এক্সপ্লয়েট করার জন্য। ঐ ধনিকরা তাদের বিভিন্ন ধরণের শোষণ জোরদার করে ঐ শ্রমিক থেকে জমি থেকে সবচেয়ে বেশী মুনাফা করার জন্য। আমি আশারাম বাড়ীতে আমার কনষ্টিটিউয়েন্সীতে—আমি তথ্য নিয়েছি। গত দুবছর শতকড়া ২৭ ভাগ জমি বিক্রী হয়েছে। ট্রান্সফার অব ল্যাণ্ড হয়েছে। তারা? ঐ সেখানকার যারা উপজাতি সেখানকার যাদের হিন্দুস্থানী বলে সেইসব গরীব অংশের মানুষ। আমি গভর্ণরের কাছে লিষ্ট দিয়েছিলাম। কিছুই হয় নি। They did not look into this. এই গভর্ণমেণ্ট কোন দৃষ্টিতে নেয় নি। সমস্ত দেশের মত মানুষ অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়ে যত কিছু জমি বিক্রি করে সভ্য দেশের গভর্ণমেণ্ট যদি হত তাহলে বলত এই সেল আমি নালিতাই করে দিলাম। ঐ বিক্রী আমি অগ্রাহ্য করছি। কারণ মানুষ ক্ষুধার তাড়নায়—মানুষ নিজকে পরিবারকে বাঁচাবার জন্য এই জমি বিক্রি করেছে। ঐ জমি বিক্রি অবৈধ। হয়েছে কোন আইন? খরার সময়েতে কত জমি এইভাবে কত মানুষের, কত গরীব কৃষকের হাতছাড়া হয়েছে—কোন

হিসাব নিয়েছে এই গভর্ণমেণ্ট ? কোন হিসাব নেওয়ার জন্য কোন লোক আছে গ্রামাঞ্চলে ? বলতে পারবে মন্ত্রীরা—আজ যারা ভূরি মোটা করছে উদের পয়সা খেয়ে খেয়ে উদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সরকারের তেল খরচ করে ? বলতে পারবে কোন হিসাব আছে এই সবের ? কোন হিসাব নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি উচ্ছেদ কি রকম হচ্ছে। রবীন্দ্র ভট্টাচার্য্য ধর্ম্মনগরের কংগ্রেসের সেরা নেতা। হিন্দুস্থানীদের তুলে সেখানে বাগান বাড়ী করবে। ১০টা কেস হারার পর ৪২০ কেস করল উদয়পুরে। আমি নিজে গিয়েছিলাম—যাকে দিয়ে উদয়পুরে ৪২০ কেস করিয়েছে। আমার ভূমিহীন গরীব কৃষক হচ্ছে হিন্দুস্থানী উখানে ধর্ম্মনগরে—সেই উদয়পুরের মানুষ দিয়ে ৪২০ কেস করিয়েছে। জানে উখানে গিয়ে কেস ডিফেণ্ড করতে পারবে না। আমি গিয়ে সেই মানুষকে বলেছি যে তোমরা কি চাও আমি বলব। এখানকার হাকিম বিচার করবে না। আমি উদয়পুরের যুবকদের নিয়ে বলেছি আমি বিচার করব তোমাদের। যারা মিথ্যা মামলা করতে পারে ভূমিহীনদের উচ্ছেদ করার জন্য তার জন্য আদালতে যেতে হবে না। তার ময়দানেই বিচার করতে হবে। আমি খুশী হয়েছি সেই মানুষ মামলা প্রত্যাহার করেছে এবং তারপরও সে মামলা করছে। আজও সে মামলা করছে। ১০টা মামলায় সে হেরেছে আজও সে মামলা করছে। কোথায় কংগ্রেসের নেতারা, ধর্ম্মনগরের এম. এল. এ.রা আছেন, নেতারা আছেন তারা বলুন যে রবীন্দ্র ভট্টাচার্য্য কোন কৃষক কিনা ? চাষীর হাতে জমি দেব : লাংগল যার জমি তার ! ভাওতাবাজীর আর কোন জায়গা নেই ! নিজেরা জমি দখল করছেন ওদের, টাকার জোরে ওদের উচ্ছেদ করছেন আর এখানে এসে বিধান সভার মধ্যে চীৎকার করছেন যে লাংগল যার জমি তারা করবেন ! এই হচ্ছে এখানকার সরকার এই হচ্ছে তার পলিসি। এবং মহাজনদের হাতে এই সমস্ত জমি চলে যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি করাপশান সম্পর্কে কিছু বলব। এ হচ্ছে একটা ইতিহাস। এই ইতিহাস অনেক সময় লাগবে আমি খুব সংক্ষেপ করার চেষ্টা করব। ফুড এণ্ড এসেনশিয়েল কমোডিটিজ-এর করাপশানের ডিটেলস্ সেগুলি আমি কালকেও কিছু বলেছি এবং অন্যান্য যারা বন্ধু-বান্ধব আছেন তারা বলবেন। রিলিফের করাপশান—যেমন ধরুন বিশালগড়, মোহনপুর, উদয়পুর, খোয়াই, ঐ সমস্ত জায়গায় ওভার ফ্লো এবং যে সমস্ত হয়েছিল কোন চিহ্ন নেই অনেক জায়গায়। চারিপাড়া থেকে আমাকে লিখেছে যে আমাদের নামে নাকি ওভার ফ্লো হয়েছে। আমি এখানকার ডেভেলাপমেণ্ট কমিশনারের কাছে দিয়েছি সেই সমস্ত কাগজপত্র যেগুলি আমার কাছে পাঠিয়েছিল। জানি যে কিছু হবে না। হবে না কিছু। হবে না কিছু এইজন্য যে ডেভেলাপমেণ্ট কমিশনারের কোন ক্ষমতা নেই। কারণ সেখানে মন্ত্রীরা জড়িত, কংগ্রেসের এম, এল. এ.রা জড়িত। ডেভলাপমেন্ট কমিশনার হচ্ছেন একজন চাকর মাত্র। তার কি ক্ষমতা আছে—সুপারফিশিয়েল একটা তদন্ত করে রিপোর্ট আমাকে দেবে যে আমরা দেখেছি যে কোন কিছু হয়নি। অথচ গ্রামের কৃষক বলছে আমরা জানি না যে আমার নামে ওভার ফ্লোর টাকা খরচ হয়েছে আমাদের নামে ওভার ফ্লো হয়েছে। এই জিনিষ আজকে ঘটছে। এবং বাংলাদেশের সেই শরণার্থীদের মতই হবে ? বাংলাদেশের শরণার্থী এখানে—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে দেখেন নি কি রিপোর্ট ? আমি বলেছিলাম যে ঐ কমলপুরের এস. ডি. ও-কে গ্রেপ্তার কর—তখনকার

লেফ্‌টেনেনট গভর্ণরকে চিঠি লিখেছিলাম যে ও চোর আজকে সেখানে প্রমাণ হয়েছে যে সে চোর। আমি লিখেছিলাম যে উদয়পুরের এ. ডি এম—সে খাদ্য চুরি করছে সে চোর আজকে রিপোর্টে প্রমাণ হয়েছে সে চোর। এবং ঐ ধর্মনগরের এস. ডি. ও, ধর্মনগরের যারা নাকি রিলিফের দায়িত্বে ছিলেন—আমি গাফলংছড়া, আমি কলোনী সেখানকার শরণার্থী শিবির দেখে এসে রিপোর্ট করেছিলাম—আমি লেফ্‌টেনেন্ট গভর্ণরকে চিঠি লিখেছিলাম—আজকে দেখা যাচ্ছে যে এ, জি. পর্যান্ত কাগজ পায় না। সব পুলিশের হাতে রেখে দিয়ে এ. জি.কে ফাঁকি দিয়ে দিল! সব কাগজ পুলিশের হাতে দিয়ে বলল যে কোন হিসাব পাবে না। ৮০ লক্ষ টাকার—খরের হিসাব নেই খাদ্যের হিসাব নেই। এই সমস্ত জিনিষ-পত্রের হিসাব নেই কেন? না পুলিশ রেখে দিয়েছে। আমি জানতে চাই, সেই কাগজপত্র কবে দেওয়া হবে, যাতে তার তদন্ত হতে পারে তার বিচার হতে পারে, সেই সমস্ত অফিসার যারা চুরি করেছে তাদের শাস্তি হতে পারে। শাস্তি? প্রমোশান! এই কংগ্রেসের কাছে তাদের জন্য রয়েছে প্রমোশান। আমরা দেখেছি সেই প্রমোশান এখানকার কিছু কিছু অপরাধীরা পেয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ঠিকাদারদের দুর্নীতির বিস্তৃত বলতে চাই না। কিন্তু যেমন ধরুন এন, পি. সি. সি.—হাতী এই ঠিকাদারদের মধ্যে। কোটি কোটি টাকা নিচ্ছে। বে-আইনী ভাবে নিচ্ছে। যেমন ধরুন কামানী ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী। আমি একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ভেরিফিকেশান ইন প্রাইস—কত? ৫ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। এক টাকার মজুরীর কাজ ২৯ টাকা দাবী করেছেন। কেন? এগ্রিমেন্টে আছে—ভেরিফিকেশান ইন প্রাইস। এখানকার এ. জি. রিপোর্টের মধ্যে আছে যে এ কি ধরণের কথা! এক টাকা মজুরীর কাজ ২০ টাকা নিয়ে নেবে? নিচ্ছে! কারণ এখানকার গভর্ণমেন্টের সংগে ওদের চুক্তি রয়েছে এখানকার মন্ত্রীদের সংগে ওদের চুক্তি রয়েছে! ঐ ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে কত লক্ষ টাকা দিয়েছে তা মন্ত্রীরাই বলতে পারবেন। এবং একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ১৩২ কে. ভি. ট্রান্সফর্মার। ধর্মনগর ষ্টেশান থেকে ধর্মনগর যাচ্ছে—এক কিলোমিটার জায়গা—একটা মেসিন নিয়ে গেল তার মজুরী কত? খরচ হয়েছে ২৫ হাজার টাকা। হাঁ, ২৫ হাজার টাকা হারদিত—ধর্মনগরের মেম্বার বলতে পারবেন যে ২৫ হাজার টাকা এক কিলোমিটারের খরচ! ধর্মনগর থেকে আগরতলায় দুটা মেসিন আসবে তার খরচ হচ্ছে ৬৪ হাজার টাকা। ৬৪ হাজার টাকা খরচ। লুঠ! এবং হারদিত কত টাকা দিয়েছে এই মন্ত্রীদের তার তথ্য আমরা চাই। কত টাকা দিযেছে এই মন্ত্রীদের কেনবার জন্য যে তারা দু'টি মেসিন নেবার জন্য ৬৪ হাজার এবং ২৫ হাজার টাকা নিতে পারে। নয়ন রঞ্জন দেব, একটা রাস্তার জন্য কন্ট্রাক্ট নিয়েছিলেন ধর্মনগর থেকে নবিহাম পাড়ার দিকে একটা রাস্তার কন্ট্রাক্ট এবং আর একটা জম্পুই জলার থেকে মুপুইর দিকে আর একটা রাস্তার কন্ট্রাক্ট। সেই নয়ন রঞ্জন দেব—তার একসেস পেমেন্টে হল ৬ লক্ষ ১২ হাজার ১০১ টাকা। আবার সুখময় বাবুর মন্ত্রী সভা বললেন যে না ওটার আর একটা তদন্ত কমিশন কর যাতে কিছু কমান যায়। এত টাকা দিয়েছ ওকে আমরা জানি না; এটা কমিটি দিয়ে আর একটা সেকেণ্ড ইনকোয়ারী করিয়ে ৩ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা কমিয়েছেন। যদি ৩ লক্ষ টাকা কমান যায় তাহলে এক লক্ষ টাকা মন্ত্রীদের পকেটে দিতে কিছু বাধে না। এক লক্ষ দিলে ২ লক্ষ বাঁচল?

কাজেই এই কাজ তারা কন্ট্রাক্টারদের সংগে করছেন এবং এই ভাবে এইগুলি ভিজিলেন্সে পর্য্যন্ত দিচ্ছে না। এই সব কেস ভিজিলেন্সে দেওয়া উচিত। এই যে সব কেসের কথা আমি বললাম এইগুলি ভিজিলেন্সে দেওয়া উচিত। ভিজিলেন্সে দেবে ? মাননীয় স্পীকার স্যার, টি, আর, টি, সি,—আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি আমি নিজেও বলেছি যে টি, আর, টি, সি,তে টায়ার, মবিল কঞ্জামশান, থেফ্‌ট অব পার্টস ইত্যাদি দিয়ে পুকুর চুরি হচ্ছে। অসম্ভব চুরি হচ্ছে। আমি শুনেছিলাম যে এই বছর লোকশানের পরিমাণ ২০ লাখ টাকা। গতবার সম্ভবতঃ ১০ লাখ টাকা ছিল। এর আগে কিছু কম ছিল এবার ২০ লাখ টাকা হয়েছে। এবং ফিফটি পার্সেন্ট অব দি ট্রাকস এণ্ড বাসের হাসপাতালে থাকে। চলে না। কারণ কি করে চলবে ? তার পার্টস আসার সংগে সংগে বিক্রী হয়ে যায়। মবিল যা খরচ হচ্ছে অন্যান্য যে সমস্ত গাড়ীতে যা খরচ হয় তার চেয়ে ৫ গুণ ৬ গুণ ৭ গুণ বেশী মবিল খরচ হয়। আমরা দেখছি যে টি, আর টি, সি,র সার্ভিস কত খারাপ হয়ে গেছে। এবং জিজ্ঞাসা করলে বলে যে এখানেতো কোন মেকানিক নেই। কারণ যাদের এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে তাদের মিকানিক বলে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না আমার দলের লোক হলেই সে মিকানিক। এবং একটা ভাল মিকানিক নেই যার জন্য—আমি ড্রাইভারদের জিজ্ঞাস করেছি। আমি যারা টি, আর, টি, সি,তে যারা গাড়ী সম্পর্কে জানেন তাদের জিজ্ঞাস করেছি তারা বলেছে যে আপনি একদিন আসুন আপনি দেখুন আমাদের গাড়ীর মিকানিক আছে কি না ? গাড়ীর তদারক করতে পারে কি না গাড়ীর মেন্টেনেন্স দেখতে পারে কি না ? মিকানিক নেই কারণ সমস্ত হচ্ছে এডহক এপয়েন্টমেন্ট। এডহক এপয়েন্টমেন্ট কোন ইন্টারভিও নেই কিছু নেই। আমার যাকে খুশী বসিয়ে দিলাম সেই মিকানিক। এবং সেই টি, আর, টি, সি,র কর্তাকর্তা এখানে এই হাউসে বলেছেন যে কোন রিক্রুটমেন্ট রুলস তৈরী করতে পারে নাই। কাজেই আমরা যা খুশী তাই করতে পারি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি যে একজন নীহারেন্দু ভট্টাচার্য্য বলে, ঐ রামানোজ ভট্টাচার্য্যের ভাইকে সেখানে অ্যাপয়েন্ট দেওয়া হয়েছে যাতে ভিজিলেন্সে কোন রকমভাবে এই জিনিষটা না যায়। ভিজিলেন্সের ভাই কাজেই ভিজিলেন্সে এইটার নোটিশ হবে না। কাজেই এইখানে যেমন খুশী আমি লুঠ করতে পারি, চুরি করতে পারি এবং ভিজিলেন্সের কাছে যাবে না এবং গেলেও তার কোন ফল হবে না, এই জিনিষটা সেখানে করে রাখা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এ্যাডুকেশনের মধ্যে যে সমস্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে. অবশ্য অন্যান্য মেমবাররা বলবেন, আমি তার মধ্যে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা মন্ত্রীসভাকে জানিয়েছিলাম, কি গভর্ণারকে জানিয়েছিলাম। কমলপুরের মহিম ঘোষ সম্ভত বিগেসট ম্যান, টাকা পয়সার দিক থেকে, ব্যবসার দিক থেকে তিনি বিগেসট ম্যান। তাঁর ছেলে দেবব্রত, তাকে কো-অপারেটিভে নেওয়া হলো অথচ কত মানুষ কো-অপারেটিভে ট্রেনিং পেয়েছে, খেতে পায় না গরীব মানুষ ঐ হালাহলি বাড়ীতে, সে ইনটার্ভিয়্যু দিয়েছে অথচ চাকুরী পায় না। আমি জিজ্ঞাস করেছিলাম এই হাউসের সামনে কি ভিত্তিতে চাকুরী হয় ? মন্ত্রীরা তখন বলেছিলেন যে এক বাড়ীতে দুজন হবে না, গরীব ছেলে, মহিম ঘোষ গরীব ? বলুন না এইখানে ? কমলপুরের মন্ত্রীতো আছেন, যে মহিম ঘোষ গরীব ? তার ছেলেকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। যে কেটেরিয়ানের কথা আপনারা বলেছেন সেই

কেটেরিয়ান আপনারা কোথায় রেখেছেন ? শুধু এইখানে নয়, হালাহালীতে কালীপদ চৌধুরী গরীব? তার ছেলেকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে মেডিকেল ডিপার্টমেন্টে। এইতো সেই দিন। ওদের কংগ্রেসের লীডার হলে, কংগ্রেসের কর্মী হলে, কংগ্রেসের দালাল হলে তাদের ঘরে দুই তিন জনকে চাকুরী দেওয়া হয়। (রেড লাইট) মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার অন্তত: আরও আধ ঘন্টা সময়ের দরকার।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—আরও তো অনেক আছেন বলার। তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই সম্পর্কে বেশী বলছি না, অফিসিয়েলস, অফিসিয়েলসদের সম্পর্কে আমি মানিক লাল গাংগুলি, যিনি মিউনিসিপ্যালিটির অ্যাড মিনিসট্রেটর তার সম্পর্কে আমি দুই একটা কথা বলছি। মানিক লাল গাংগুলি তিনি কোন নতুন লোক নন ত্রিপুরার। তিনি ছিলেন ফুড ডিপার্টমেন্টে এবং সেই ফুড ডিপার্টমেন্টে তার কাহিনী হলো যে মেসার্স ইউনিয়ন ফ্লাওয়ার মিল শিলচরে সেখানে আমাদের এখানকার গম পাঠিয়ে তিনি ৮ লক্ষ টাকা তিনি সরকারের ক্ষতি করেছেন বা মেরেছেন। তদন্ত হয়েছে সি, বি, আইর তদন্তে প্রমাণিতও হয়েছে এবং সেই রিপোর্ট, কেজের নাম্বার আমি বলতে পারি। আমি বিস্তারিত বলছি না, সি, বি, আই শিলং ডিভিশন রেজিষ্টার্ড কেজ বাই নাম্বার পি, ই, ৯৫০ মেড এন ইনভেসটিগেশন অব দ ইস্যু এবং তার চার্জে ছিলেন কর্ত্তাসিং আয়ব, ইনস্পেক্টর, এস, পি, সি, বি, আই শিলং। এই কেজে প্রমাণিত হয়েছে যে এ্যাকসট্রা অ্যালটমেন্ট যেটা তিনি পেয়েছেন তিনি বলেছেন যে সেইটা টু দি বেনিফিট অব দি মিলার অ্যাবকোমোলেশন ওয়াজ মেড ইনটেনশনেলি টু গিভ সাম একসট্রা বেনিফিট টু দি মিলার অ্যাণ্ড এপ্লি ওয়াজ মেড ইন কনডাকটিং অকশন টু গিভ একসট্রা বেনিফিটস্ টু দি মিলার অ্যাণ্ড অস রিজালটেড ইন লস্ট অব ৮ লাখস টু দি গভার্ণমেণ্ট অব ত্রিপুরা। কত টাকা তিনি খেয়েছেন। এইখানে আমি রিপোর্ট পেয়েছি যে তিনি দুতালা বাড়ী করেছেন এবং সেই বাড়ীর সমস্ত জিনিষ হচ্ছে এই মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাড্‌মিনিসট্রেশনের সিমেন্ট নিয়েছেন। আয়রণ রড, যেগুলি মোটাভীম বলে যাকে, সেই ভীম হচ্ছে ঐ গান্ধী-ঘাটের সামনে যে গভার্ণমেন্ট জমি কিনেছে সেই জমিতে যে ভীম রাখা হয়েছিল সেই ভীম তার বাড়ীতে লাগিয়েছে। আজকে তিনি দেখাচ্ছেন যে সেই ভীম বিক্রী করা হয়েছে, কবে ? না আমি যখন রিপোর্ট পেয়েছি তার পরের দিন টাকা জমা করেছেন। আমি গভার্ণমেন্টকে বলবো যে সেই দালান ভাংগুন আমি সেই ভীমের পরিচয় দেবো, সেই ভীম কোথা থেকে আনলো তার পরিচয় দিতে হবে। আয়রণ রড সমস্ত জিনিস এবং এই রিপোর্ট দেওয়ার পর আমাকে একখানি চিঠি পড় লিখলেন এই অরুন্ধতিনগর থেকে একজন লোক তারা বললেন আমি সেই চিঠি দিচ্ছি গাংগুলির বাড়ীর সামনে অমল দাশগুপ্ত, নির্মল দাসগুপ্ত দুই ভাই তারা কোন দিন কন্‌ট্রাকটারী করেন নাই এবং পি, ডবলিউতে তাদের কোন নাম নাই, এরা এই বাড়ীর সমস্ত কাজকর্ম করছেন। এই দুই ভাইয়ের যে কন্‌ট্রাকট্যার, আসল কন্‌ট্রাকটর যিনি তিনি হচ্ছেন উনি নিজে। এই মানিক লাল গাংগুলি, উনি নিজেই হচ্ছেন কন্‌ট্রাকটার এবং সব ওয়ার্ক অর্ডার দেখলে দেখা যাবে। বড়দোয়ালী, বাঁধারঘাট

রাস্তার যে ড্রেন করা হয়েছে সেই দুই ভাইয়ের নামে, এখন কাজ হচ্ছে বড়দোয়ালী স্কুলের উত্তর দিকে রাস্তার পূর্ব্বদিকে। ঐ ছোট রাস্তাটাকে চার ভাগে ভাগ করে দশ হাজার টাকা করে করা হচ্ছে। উনি আমাকে বুঝাচ্ছেন কেন এইভাবে করা হচ্ছে, এখানে কথা হচ্ছে সবটা এক টেণ্ডারে করা হলো না কেন? দশ হাজার টাকার উপরে হলে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের এপ্রোভেল নিতে হয়। কাজেই নিজের হাতে কাজটা রাখার জন্য চারটা টেণ্ডার করে নিয়েছেন। এবং তিনি বলছেন যে এই লোকগুলি কিভাবে তারা উন্নতি করেছে কি রকম তাদের সম্পত্তি হয়েছে কনট্রাক্টরি করে, উনি বলছেন এখন তাদের মটর সাইকেল হয়েছে রেশন সোপ হয়েছে, বাড়ী বন্ধক ছিল সেইটা ছাড়িয়ে নিয়েছে, গাড়ী কিনেছে প্রচুর জমি কিনেছে এবং তাদের হাতে প্রচুর টাকা আছে। এই হচ্ছে মানিকবাবু সত্যিই মানিক। এবং তিনি হচ্ছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত প্রিয়তম পাত্র এই সেইজন্যই এই মাণিকবাবু নিজে একখানা কাগজ বের করে ফেলেছেন যে এই সমস্ত হচ্ছে মিথ্যা কথা যে সমস্ত কথা আমরা বলছি এবং গভার্ণরকে লিখেছি। আমি বলতে চাই যে এই মন্ত্রীসভা তাঁর পিছনে আছে বলেই তিনি আজকে বুক ফুলিয়ে রাস্তায় চলার সাহস পাচ্ছেন এবং জনসাধারণের টাকায় এইগুলি করছেন। এমনি আরও অফিসার আছেন যারা অতি উৎসাহী যেমন আমি সোনামুড়ার এস, ডি, ওর কথা বলতে পারি। সেখানে কয়েকটা ছেলেকে জামিনে ছেড়ে দেওয়ার পরও তিনি ভিনডিকটিভ ওয়েতে নিজেই উৎসাহী হয়ে তাদের বিরুদ্ধে কেস করেছেন। আমাদের এম, এল, এ শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়কে ধরা হলো সত্যাগ্রহের সময়েতে এবং জেল থেকে ডি, এমের অর্ডারে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো কিন্তু তিনি আবার তার বিরুদ্ধে প্রসিডিংস ড্র করে বসে আছেন। কাগজপত্র সব পালটিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু এমন অদ্ভুত তিনি জানেন না যে তার মধ্যে তারিখ টারিক ভুল করে বসে আছেন, উনি জানেন না যে কি করেছেন উনি। তিনি এমন পাগল হয়ে গেছেন, কারণ সেখানে দুইজন মন্ত্রী আছেন তাদের পেছনে না থাকলে যে তার চাকুরীর উন্নতি হবে না পদ্মশ্রী থেকে হয়তো ভারতশ্রী হয়ে যেতে পারেন, এবং সেই জন্য অতি উৎসাহী হয়ে যে ছেলেরা ব্লকে মার্কেটিং ধরেছিল তাদেরকে ধরেছেন। এই রকম আরও অনেক অফিসার আছেন যাদেরকে গুণ্ডামী করার জন্য রাখা হয়েছে। যেমন ষ্ট্যাটিষ্টিকেল ডিপার্টমেন্টের জে, সাহা তাকে রাখা হয়েছে গুণ্ডা পোষণ করার জন্য। সেখানে এমন লোক রাখা হয়েছে যে জীবনে ষ্ট্যাটিষ্টিকস করে নাই তাকে পোষণ করা হচ্ছে এই গুণ্ডামী করার জন্য। অফিসের মধ্যে তারা গুণ্ডামী করে কিন্তু কোন শাস্তি তাদেরকে দেওয়া হয় না। এই অফিসারকে কোন দিন ইউ, পি, সি, ফেচ করবে না। যেমন করে নাই আমাদের মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল ঐ হীরালাল চাটার্জী মহাশয়, ইউ, পি, সি, ফেস করেন নাই, আছেন শুধু মন্ত্রীদের পদ লেহন করে নিজের যোগ্যতার জোরে নয়। তেমনি পুলিশের মধ্যে আছেন কয়েকজন অফিসার তার মধ্যে আমি কুচারের কথা উল্লেখ করেছি। যার অত্যাচারে একজন সিপাই আত্মহত্যা করেছে। আমি তার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ করেছি, করাপশনের অভিযোগ করেছি কিন্তু কি হয়েছে আজকে পর্য্যন্ত জানতে পারছি না। কারণ ওরা হচ্ছেন এই মন্ত্রীদের সবচেয়ে প্রিয়তম পোষা কুকুর। কাজেই এই সমস্ত লোককে খাতির করতে হবে, এদেরকে জামাই আদরে রাখতে হবে সেই জন্যই তাদের বিরুদ্ধে কোন কিছু করা হয় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মন্ত্রীদের দুর্নীতি সম্পর্কে দুই

একটা কথা বলতে চাই। আমাকে আগে বলতে হয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা। একেবারে খালি পায়ে হাঁটতেন তিনি আগে। আমরা বিধানসভায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন দাঁড়ি কাটার পয়সা বাঁচিয়ে তা দিয়ে আমি বাড়ী করেছি। তিনি বিধান সভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে আমার দাঁড়ি কাটার জন্য পয়সা খরচ হয় না সেই পয়সা বাচিয়ে এই দুইলাখ টাকার বাড়ীটা করেছি। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাননীয় স্পীকার স্যার, কলিকাতার হাউস পারচেজ করা সম্পর্কে, আমি রাজবাড়ী পারচেজ করা সম্পর্কে বলছি না কারণ এইটা পুরাণ কথা, রাজবাড়ী পারচেজ করার জন্য তারা ২৪ লক্ষ টাকা দিয়েছে। রাজবাড়ী পারচেজ করতে ২৪ লক্ষ টাকা তিনি উইদাউট স্যাংশ্যান, স্যাংশান ছাড়া তিনি ২৪ লক্ষ টাকা দিয়েছেন।

তারপরে তিনি জমি দখল করেছেন। কতটুকু জমি তিনি দখল করেছেন। ৩৫ একরের জ য়গায় ৩০ একর জমি দখল করেছেন। হাও ? আর ৫ একর জমি কোথায় ? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই আর ৫ একর জমি কোথায় ? ৩০ একর জমি দখল করেছেন আর ৫ একর জমি দখল করেন নি কেন ? তার কৈফয়েত এখানে দিতে হবে।

কোলকাতা হাউস সম্পর্কে এখানে আমি কিছু তথ্য দিচ্ছি। কোলকাতা হাউসে কি ঘটে সে সম্পর্কে আমি পরে তথ্য দেব।

It was seen from the scrutiny of the cash book that a cheque bearing No. A $\frac{186817}{001869}$ for Rs. 21,25000 was issued on 31.3.73 in favour of Smt. Tarulata Shyamon on account of purchase of property in Calcutta (1 Pretoria St.) by the Govt. of Tripura to accommadate state Guest House. It was revealed from the relevant papers that one registered valuer M/S. Talbat and CO. of Calcutta was approved by the Govt. for proper valuation of the property. It was gathered from the latter Dt. 12.2.73 of M/S. Talbat & Co. that the value of the land and building was assessed as Rs. 15·60 lacs with the following break up :—

Land.....	Rs. 11.00 lacs
Building......	Rs. 4.60 lacs
	Rs. 15.60 lacs

It was also observed by the valuer that the figure of valuation was assessed on the basis of experience and judgment.

আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রী এই বিল আডার করেছেন। আমরা জানতে চাই যে এই বিল তৈরী করেছে, তাকে তারজন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং চীপ ইঞ্জিনীয়ারকে কত টাকা দিতে হয়েছে। আমরা দেখলাম যে এই ক্যালকাটা হাউস পারচেজ করার জন্য পেমেন্ট করা হয়েছে ৩১.৩.৭৩ তারিখে। কিন্তু এটা রেজিষ্ট্রাড করা হয়েছে ১২.২.৭৩। টাইম পেরিয়ে যা ওয়ার পর পেমেন্ট করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানতে চাই মুখ্যমন্ত্রী সেখানে বাড়ী করেছেন। আমি বাড়ী দেখতে গেলাম। সেখানে দেখলাম যে ৪ খানা গাড়ীও আছে সেখানে। বিভিন্ন মন্ত্রীরা থাকেন সেখানে। এবং ভি, আই, পি, রাও থাকেন সেখানে। ভি, আই, পি, কথাটির মানে হচ্ছে ভেরি ইম্‌মরটেল পারসান। সেখানে থাকলে মাত্র দেড় টাকা ভাড়া। এবং এই রকম বাড়ী তৈরী করা হচ্ছে। যাতে তারা সেখানে মেয়ে নিয়ে থাকতে পারে। গাড়ী রাখা হয়েছে যাতে মেয়ে নিয়ে স্ফুর্তি করে বেড়ানো যায়।

এই বাড়ী সেখানে থাকছে কোন কাজে সেটা আমি জানতে চাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানতে চাই, আমাদের জানা দরকার যে কেন সেখানে এমন বাড়ী তৈরী করা হয়েছে। আমি দেখছি সুন্দর বাড়ী সেখানে তৈরী করে দেওয়া হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। কিন্তু আমাদের সরকার কি দেখেছেন, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরার যে সব ছেলে সেখানে পড়তে গেছে তারা কি সব ঘরে থেকে পড়াশোনা করে। আমি আমাদের ত্রিপুরার ছেলেদের বলেছি যে "তোমরা এই ত্রিপুরা হাউস দখল করে নাও।" মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ছেলেরা কষ্ট করে সেখানে পড়াশোনা করে আর আমাদের পয়সার স্ফুর্তি লোটার জন্য সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ত্রিপুরা হাউস তৈরী করছেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সেখানে যা হচ্ছে দেখেছি তাই বলেছি। স্যার, মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হচ্ছে তিনি কি আমাদের জানাবেন সেখানে কি ঘটনা ঘটছে। এবং সেটাই আমরা জানতে চাই। তিনি কি আমাদের বলতে পারবেন যে এই রকম ঘটনা আর সেখানে ঘটবে না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে তিনি রাজলক্ষ্মী টি গারডেনের মালিককে সেই টাকা পেমেন্ট করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি সেটা পেমেন্ট করতে পারেন নি। সেখানে চা বাগানের কোন জমি নাই। এরিয়ার আন-অথরাইজড অকোপেশান অনলি থিং হচ্ছে যে প্রপার বাউন্ডারি আগের মহারাণী। এই হচ্ছে প্রপার্টির একটা ডিষ্ট্রিবিউটার। যার জন্য আমি এই কথা হাউসের মধ্যে তুলেছিলাম যে, চা বাগানের মধ্যে জোত ল্যাণ্ড থাকে কিনা। সে ডাইরেক্ট রায়ত হতে পারে কিনা। সে ডাইরেক্ট রায়ত হতে পারে না। ডাইরেক্ট রায়ত সে হতে পারে না যদি তার টি গারডেন থাকে। কিন্তু যদি সে জমি গারডেন পারপাসে ব্যবহৃত না হয় তাহলে সেটা জোত ল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যদি কোন চা বাগানে অনেকদিন অপরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে তাহলে সেই চা বাগানের মালিক হিসাবে তিনি এক পয়সাও দাবী করতে পারেন না। অথচ এই মুখ্যমন্ত্রী কতই না চেষ্টা করছেন কি করে এই রাজলক্ষ্মী লোককে টাকা পাইয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তিনিও বখরা পেতে পারেন, কেননা তিনি তাঁর প্রতিবেশী। এই যে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকলাপ, তাঁর উচিত পদক্ষেপ করে পাবলিক ফেস করা, যদি তাঁর সাহস থাকে, তিনি মনে করেন যে এর কোন ভিত্তি নেই, তাহলে তিনি পাবলিক এনকোয়েরী ফেস করুন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, পাবলিক এনকোয়েরী একটা হয়েছে, সব বিষয়ে তদন্ত নয়, একটা জানালা শুধু খুলে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এক বোন বি. এ. পাশ করেনি, অথচ তাকে বি. এ পাশ বলে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এরপর মন্ত্রী অ্যাফিডেভিট করে বলেছেন

আমি জানিনা আমার বোন বি. এ. পাশ করেনি। বেশীদিনের কথা নয়। আজকে সারা ভারত-বর্ষের মানুষ কংগ্রেস নেতৃত্বের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছে, বিহার, গুজরাট, সমগ্র মানুষের মধ্যে এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে, সেই বিক্ষোভ মোকাবিলা করার সময় কংগ্রেসের এসেছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, মিঃ এস. সি. সোম মন্ত্রী সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য আমি আনতে চাই। তিনি ঘর ভাড়া নিচ্ছেন কি করে ? Salaries and allowances of Ministers Act, 1972 as passed by the Tripura Legislatiee Assembly was published (Extra Ordinary issue) in Tripura Gazette. তিনি ঘর ভাড়া নিচ্ছেন এবং গাড়ীরও তেল খরচ ইত্যাদি নিচ্ছেন। আমি এই দুইটির উপর কিছু তথ্য এই হাউসের কাছে দেব।

As per section 5 of the said Act, each Minister is entitled without payment to use and maintenance of furnished residence throughout his term of office for a period of 15 days immediately thereafter and so long no such residence is provided, there shall be paid compensatory allowance Rs. 500/- per month to a Minister other than Deputy Minister and a sum of Rs. 450/- per month to a Deputy Minister. Shri S. C. Shome, Deputy Minister of Education has been receiving an amount of Rs. 450/- per month and he is also residing in a free furnished residence provided by the Government. He has been cheating the Government every month as per senction 6(b) of the aforesaid act. Each Minister shall be entitled to a conveyance allowance Rs. 300/- per month if he has no vehicle. As per section 9 of the said act there may be paid each Minister by way of repayble advance a sum of as may be determined by the rules made in this behalf for purchase of motor car in order that he may be able to discharge his office duties conveniently and efficiently. Mr. S. C. Shome exercised his option as per section 6(b) above, as per section 9 took Rs. 22,000/- from the Government for purchase of motor car. As he purchased one Fiat Car No. 624, and he is drawing Rs. 300/- every month as conveyance allowance he never uses this car. He is refunding the loan by adding a small figure with this Rs. 300/- every month. As for discharge of his official and other personal works, he has secured as many as 3 vehicles. গাড়ীর জন্য ২২ হাজার নিলেন এবং তারপর ডিপার্টমেন্ট থেকে তিনখানা ভেহিক্যাল তিনি নিয়েছেন—এ্যাজ মেনি এ্যাজ থ্রি ভেহিক্যালস ফ্রম দি গভর্ণমেন্ট ইন ভায়লেশান অব রিলিভেন্ট সেকশান অব দি এ্যাক্ট। Two vehicles of the Education Department and jeep No. TRA 448 and the other TRA 297 and one vehicle from the Secretariat i. e. an Ambasador Car TRA 1429 are at regular service with him. He is the owner of a Fiat Car without paying single pie for it as he is using three vehicles unauthorisedly wasting thousands of public money every month. এই

হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে এক নং চার্জ। টাকা নিচ্ছেন বাড়ীর জন্য ডাউবল এবং গাড়ীর জন্য ডাউবল, এই ক্ষমতা তাঁকে কে দিয়েছেন? কংগ্রেস নেতাদের চেহারা হচ্ছে এই। শুধু কি তাই? জমির ব্যাপারে? জমির ব্যাপারে আমি আসছি। শ্রী সোম আগেতো জমি কিনেছেন ২২ হাজার টাকার জমি। সেই ইতিহাসে আমি যাচ্ছি না। যখন তিনি ভিক্ষুকের অবস্থায় ছিলেন তখন তিনি সেই জমি কিনেছেন। তারপর he purchased two kanis of land, survey and plot no. 71/2704 of Mauza Kunjaban by registered deed No. 7149 dated 4/8/73. The land has been muted vide M. R. case No. 216 under section 46 of LR Act, 1960. The land has been recorded in Khatian No. 1133 of Mauza Kunjaban; land is classified as tilla by the Settlement Department. লক্ষ্য করার বিষয় এই যে মৌজা—জমি কেনা হয়েছে বলে বলা হচ্ছে এই মৌজাটা ফাইনাল পাবলিকেশান হয়েছে কবে? ২১/৬/৭৪'এ এবং মিউটেশান হয়েছে ২০/৬/৭৪'এ এবং যে জমির মালিক বলে বলা হচ্ছে তার নাম হচ্ছে—এই জমির খতিয়ান এর নকল আমার কাছে আছে, তার নাম হচ্ছে অর্থাৎ দলিলদাতা হচ্ছে শ্রীইন্দ্র কুমার নাথ, তার জোতের নাম্বার হচ্ছে ৯৩০, জমিটা হচ্ছে সরকারী পীচের রাস্তার পাড়ে, মানে জমিটা মূল্যবান জমি এবং এ সমস্ত জিনিষটাই হচ্ছে একটা ফ্রড, এই জমিটা হচ্ছে খাস জমি, এই জমিটা ইন্দ্রনাথের দেখিয়ে রাতারাতি নিজের নামে করতে হবে বলে করা মিউটেশান করে এই ফ্রড করে, ঐ দুই কানি জমি তিনি—মূল্যবান জমি কুঞ্জবন মৌজার মধ্যে দখল করেছেন। কত দাম হবে তার? শিক্ষা দপ্তর তাঁর হাতে, যেহেতু সেটেলমেণ্ট এবং শিক্ষা দপ্তরের একই সেক্রেটারী, সেক্রেটারী তাঁর হাতে এবং সেই সেক্রেটারীকে দিয়ে দুর্নীতি করাতে পারেন, সেই দুর্নীতির সাকরেদ হচ্ছেন ডিপার্টমেণ্টাল সেক্রেটারী, তাঁকে দিয়ে এই কাজ করান হচ্ছে। এই হচ্ছেন মিঃ সোম। আমার সময় কম। আমি মিঃ ক্ষিতিশ চন্দ্র দাস সম্পর্কে বলছি। তিনি খাস জমি দখল করে আছেন ডারংটিলাতে, জমিটা চা বাগানের জমি, সেই জমি কিনবার বা দখল করার ক্ষমতা নেই, কিন্তু খবর পেয়েছি সেই জমি তাঁর লোকেরা দখল করে আছেন। কিভাবে দখল করেছেন আমি জানিনা, জবর দখলও হতে পারে, কেনাও হতে পারে, সেই জমি তারা দখল করেছেন।

মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমনোরঞ্জন নাথ সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি, তাঁর ছেলে এ্যাফিডেভিট করেছেন, আমি ভূমিহীন—তাঁর বড় ছেলে শ্রীঅরুন নাথ, তিনি আদালতে হলফ করে এ্যাফিডেভিট করে বলেছেন আমি একজন ভূমিহীন, আমার পরিবারে আটজন লোক খায়, অস্বীকার করতে পারেন? বলুন যে আমার ছেলেনা; বলুন আমার ছেলে আলাদা। আমি শুনতে চাই, তাহলে আমি এটাকে একনোলেজ করব, আমি বলব এই অপরাধে তিনি অপরাধী নন। কংগ্রেসের মধ্যে আছে স্বামী ও স্ত্রীকে আলাদা করে দেখানো হয়, কংগ্রেস নেতারা দেখিয়েছেন জমি বেশী করে পাওয়ার জন্য। তাহলে শ্রীনাথ বলুন, আমার ছেলে নয়, সে আলাদা হয়ে গেছে, উনি বলতে পারেন বলুন কিন্তু তিনি বলেছেন বুক ফুলিয়ে যে সব কথা মিথ্যা। আমরা আগেও বলেছি যে তাঁর ছেলে জমির জন্য আবেদন করেছেন, সেই জমি কি হয়েছে না হয়েছে এটা আমি জানিনা। কিন্তু আমরা এইটুকু জানি এস, ডি, ও রাতারাতি রিকম্যাণ্ড করেছেন এই

জমি তাকে দেওয়া হউক. এস, ডি, ও নন্দী, তিনি এস, ডি, ও, তিনি জানেন না শ্রীমনোরঞ্জন নাথ-এর জমি আছে কি না, তিনি তখন ডিপুটি স্পীকার। মনোরঞ্জন নাথ ভূমিহীন কি না জানেন না, তিনি রিকম্যাণ্ড করেছেন তাড়াতাড়ি জমি দাও, কারণ ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের লোক যদি গোলমাল করে? এরা কি এস, ডি, ও? আমি যদি বলি এইগুলি পাপেট, ওরা জনসাধারণের সংগে সম্পর্কহীন। এই গভর্ণমেন্টের কতকগুলি খুটি, দুর্নীতিবাজ কাজের জন্য তাদের বসিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। সেই জিনিষটা আমি দেখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দুঃখিত যে কৃষি উপমন্ত্রীকে এখানে দেখছি না—শ্রীমনসুর আলী সাহেব। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী তাহেরা বেগমের গাড়ীতে অফিয়াম পাচার হয়েছে, ধরা পড়েছে। তিনি হচ্ছেন এখানকার কংগ্রেসের টপ ম্যান। অর্থাৎ একমাত্র লোক যিনি সারা ত্রিপুরায় কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই হচ্ছে তাঁর চেহারা। তাঁরা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন, রেডিওতে বলছেন যে আমরা সব চোরাকারবারীকে, আমরা সব মার্ডারারকে ধরছি। আর এখানকার টপ কংগ্রেসম্যান, তার স্ত্রীর গাড়ীতে অফিয়াম পাচার করছে বাংলাদেশে। (শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত —না, এটা হচ্ছে গল্প, গাল গল্প) তারপর আমাদের মাননীয় মন্ত্রী হরিচরণ বাবুর কথা বলে লাভ নেই। কারণ অন্যান্য মন্ত্রীর তুলনায় তিনি পুটি মাছ। অনেক সময় সিমেন্ট নিচ্ছেন, জিসি আই সীট নিচ্ছেণ, এটা আমি বেশী বলতে চাই না। কিন্তু আমি জানতে চাই যে শান্তনম কমিটি যে মন্ত্রীদের কোড অব কণ্ডাক্টের কথা বললেন সেই কোড অব কনডাক্ট কোথায়? তারা কি তাদের সম্পত্তির রিটার্ণ দেন? তারা কি তাদের এষ্টেস ডিসক্লোজ করেন? তারা কি তাদের গিফটের বিবরণ দেন? তিনটা জিনিষ শান্তনম কমিটী বলেছেন 'মাষ্ট'। তাদের প্রপারটীর হিসেব দিতে হবে, তাদের গিফটের হিসাব দিতে হবে, তাদের এষ্টেস-এর হিসেব দিতে হবে। একটাও তারা দেন না।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই মন্ত্রীসভাকে রাখার জন্য তিন লক্ষ টাকা হচ্ছে সিকিউরিটি কষ্ট। কারণ জনসাধারণ তো বিক্ষুব্ধ। কাজেই সিকিউরিটীর জন্য সি, আর, পি, তিন ব্যাটেলিয়ান, বি. এস, পি, বি, এস, এফ, ৪ ব্যাটেলিয়ান। এখন আবার শুনছি রাজস্থান আর্মড কনষ্টেব্যুলারী—তাও কয় ব্যাটালিয়ান জানি না। নিশ্চয়ই তিন ব্যাটেলিয়ন হবে। তারপর আছে টী, এ, পি, তারপর আছে পুলিশ, তারপর আছে হোমগার্ড। সি, আর, পি এবং বি, এস, পি, কে বিশ্বাস করা যায় না। কারন বিহারেও বিক্ষোভ, ইউ, পি, তেও বিক্ষোভ। বিহারে তো আগুন লেগেছে। সেই আগুন তো এখানকার বি, এস, পি-এর মধ্যেও লেগে গেছে। সি, আর পি, তো বিদ্রোহ করেছে, সি, আর, পি,কে বিশ্বাস করা যায় না। কাজেই রাজস্থান থেকে এনে ভেঙ্গেপড়া এই মন্ত্রীসভাকে পুলিশ প্রহরায় রাখতে হবে এবং সেজন্য এই কাজটী করা হচ্ছে এবং এত পুলিশ থাকতেও ত্রিপুরার ল অ্যাণ্ড অর্ডারের চেহারা কি? এই হাউসের সামনে বলা হয়েছে যে নভেম্বর ডিসেম্বরে আগরতলা সহরে ৪০টি কগনিজেবল ক্রাইম হয়েছে। সেই ক্রাইম কি রকম? আগরতলা শহরে মার্ডার হয়. রেপ হয়, ডাকাতি হয়, ছিনতাই হয়, গুণ্ডামী হয়, কিন্তু জেল খাটে না। ওরা বড়জোর থানায় ডেকে নীয়ে বলে দেওয়ায় তোমরা তো মন্ত্রীর লোক, কাজেই তোমরা চলে যাও। না এনে পারি না। তবে জামাই আদরে তাদের খাইয়ে ওখান থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আমী হাউসের সামনে সেদিন বলেছিলাম যে কিরকম গুণ্ডামী করে এবং

সেই গুণ্ডামীর জন্য আগরতলা সহরের মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। রেপের কেস দুটো এই হাউসের সামনে আমি উপস্থিত করেছি। বিলোনীয়াতে মিনতি মজুমদার এবং একটা অমরপুরের চাকতি জমাতিয়া এবং এই ধরণের রেপ আগরতলা শহরের বুকের উপর হয়েছে এবং আমরা দেখেছি এই সমস্ত ক্ষেত্রে পুলিশ কিছুই করছে না এবং সবচেয়ে ঘৃণার কথা, লজ্জার কথা যেটা সেটা হচ্ছে ট্রেড অব উইমেন, নারী ব্যবসা করা হচ্ছে। গভর্ণরের কাছে যখন আমি এই রিপোর্ট পেশ করি মাথা নীচু করে রেখেছিলেন গভর্ণর, কামড় দিয়েছিলেন জিহ্বায় লজ্জায়। আমি বেশী নাম দিই নি, মাত্র ২২টি কিংবা ২৩টি নাম দিয়েছিলাম। সে নাম আমি এখানেও

দিতে পারি। কালকে আমি দেব যদি আপনারা চান। ২৩ টা মেয়েকে পাঠানো হয়েছে, একদিনে নয়, দিনের পর দিন পাঠানো হয়েছে এবং কত টাকা যে সেই ভদ্রমহিলা শিল্প দপ্তরের খেয়েছেন, ব্লুক গ্র্যান্টের টাকা, তপশীল জাতিগুলোর, মালাকার টালাকারের টাকা এক পয়সাও দেয় নি। ফার্নিচারের টাকা, ফার্নিচার কেনেন নি এক পয়সার ও। বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন কাজের টাকা খেয়েছেন এবং আমরা কতবার বলেছি। কিন্তু শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী, তাদের হচ্ছেন তিনি পোষা মানুষ, কারণ তারা তাদের কাজে লাগেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করতে পারেন, দারোগার ভূমিকা পালন করতে পারেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। এইরকম হেডমাষ্টার একজন দুইজন নয়, এইরকম হেডমাষ্টার যদি নারী ব্যবসায় করে তাহলে ক্ষতি কি আছে? গ্রামের মধ্যে তাদের কাজ হলো দারোগাগিরি করা, মন্ত্রীদের পেছনে পেছনে ছোটা, তোয়াজ করা। কাজেই আমরা দেখছি সেই যোগমায়া রাহার কেস আগরতলায় পাঠানো হচ্ছে। (রেড লাইট) মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি আর ১৫ মিনিট মধ্যে শেষ করব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি তো এক ঘন্টা নিলেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমি দেখছি সেই কেস আগরতলায় পাঠানো হয়েছে। কারণ সেই মেয়েরা যাদের মিলিটারীর কাছে পাঠিয়ে অন্তঃসত্বা করা হয়েছে, যারা লজ্জায় বলতে পারে না নিজেদের কাহিনী সব, যাতে ওরা কেস করতে না পারে, যাতে ধর্মনগর থেকে আসতে না পারে, উকিল দিতে না পারে সেজন্য এই কোর্টে তাদের কেস পাঠানো হচ্ছে। আগরতলা থেকে টপমোষ্ট ম্যান এডুকেশান এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা তাদের পরামর্শ দিচ্ছেন কিভাবে তাকে রক্ষা করতে হচ্ছে। আজকে পর্য্যন্ত পুলিশ কোন ষ্টেপ নিয়েছে? কোন ষ্টেপ নেয়নি। আমি গভর্ণরকে বলেছি যে আপনি এটাকে সি, বি, আইতে দিন। একটা মেয়ে লিখেছে যে আমি পালিয়ে এসেছি বিহার থেকে, একটা মিলিটারীর হাত থেকে। তারপর তিনি বর্ণনা করেছেন তিনি কিভাবে চিঠি লিখলেন তার আত্মীয় স্বজনকে টাকা পাঠানোর জন্য; তার কোন বিচার হবে না। যদি এই মন্ত্রীসভা বিচার করতে না পারেন, তবে আমাদের হাতে ছেড়ে দেন, আমরা বিচার করব। আমরা জানি কিভাবে বিচার করতে হয়, এই সমস্ত মিলিটারীর কাছে আমাদের মা বোনদের পাঠায় যারা তাদের বিচার জনসাধারণ করবেন, মন্ত্রীরা যদি তাদের পক্ষে থাকেন পরিস্কারভাবে বলুন যে আমরা নারী ধর্ষনকারীদের মন্ত্রী, ওদের পক্ষের মন্ত্রী। এই জন্য পুলিশ তাদের স্পর্শ করছে না। আজ পর্য্যন্ত তিনি এডুকেশান ডিপার্টমেন্টে ঐ মেয়েদের মধ্যে তিনি থাকছেন, তাকে সাসপেণ্ড করা হয় নি অথচ ষ্ট্রাইক করলে সাসপেণ্ড করা হয়, জনসাধারণের কাজ করলে সাসপেণ্ড করা হয়। অজয় বিশ্বাস এ্যাসেম্বীর কাজ করেছে তার জন্য তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। এ মন্ত্রী কাদের মন্ত্রী? সাসপেণ্ড? জনসাধারণের কাজ করলে। কিন্তু নারী নিয়ে ব্যবসা করলে? নারীদের মিলিটারীর কাছে পাঠানো, এটা লজ্জার কথা নয়, এটা মন্ত্রীদের পক্ষে গৌরবের কথা। এবং এইরকম হেডমিষ্ট্রেস তাঁরা আরও তৈরী করবেন। তারও আমরা নমুনা দেখছি আরও দুই এক জায়গায়। হয়ত এই আগরতলা শহরে তাকে ডেপুটি ডাইরেক্টর করে পাঠাবেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখাচ্ছি যে তাঁরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন এখানে যে আমরা কৃষকদের জমি দেব, বেকারদের কাজ দেব, আমরা খাদ্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ দেব, আমরা তোমাদের জন্য শিল্প সম্প্রসারণ করব, শিক্ষার প্রসার করব, একটা প্রতিশ্রুতিও তারা রক্ষা করতে পারেনি। স্কুল ভেঙ্গে পড়ছে, ট্রাইবেল এলাকায় স্কুল নেই বললেই চলে। আজকে আমরা দেখছি গণতন্ত্র সম্প্রসারিত নয় তাঁরা বলছেন যে গণতন্ত্র সম্প্রসারিত হচ্ছে বলে সিকিম আমাদের কাছে আসছে। সম্প্রসারিত নয়, আধা ফ্যাসিস্ত কায়দায় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা হচ্ছে। গণতন্ত্র কোথায়? আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিতে ইলেকশান হয় না।

কেন হল না? আমরা দেখছি যে গাঁও সভাগুলির ইলেক্শান হয় না, কেন হয় না তা আমরা জানি না। আমরা আরও দেখছি টাউন কমিটি করবে বলে একটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করা হয় নি। আমরা আরও দেখছি যে এই এ্যাসেমব্লীকে ঠুঁটু জগন্নাথ করে রাখা হয়েছে। কি কাজ আছে, বলুন তো? এই গভর্ণমেন্ট এ্যাসেমব্লীতে কি কাজ করছেন? এই যে ৫/৭ দিন আমরা করছি তাতে গভর্ণমেন্ট বিজনেস কোথায়? কত আইন করার কথা ছিল, শ্রম দপ্তরের কত আইন করার আছে, সেগুলি পড়ে আছে, ফরেষ্টের আইন হচ্ছে না বলে ফরেষ্টে জুলুম হচ্ছে, তারপর মানি ল্যাণ্ডার্স এ্যাক্ট সংশোধন করা হচ্ছে না বলে মহাজনেরা শোষণ করে নিচ্ছে। আপনাদের কত আইন করার আছে, কিন্তু তা না করে আপনারা এই এ্যাসেম্বলীকে ঠুঁটু জগন্নাথ করে রেখে দিয়েছেন তারপর সমস্ত রকমের ফেসিষ্ট কায়দায় আক্রমণ করছেন। আজকে দেখছি সত্যাগ্রহীদের উপর, আমি অবশ্য মা বোনদের উপর অত্যাচারের কথা এখানে বলব না, কিন্তু আমার ছাত্রদের উপর আপনারা পুলিশকে লেলিয়ে দিয়ে অত্যাচার করিয়েছেন। তারা আইন অমান্য করেছে বলে আপনারা তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে পারতেন, কিন্তু তা তো করেন নি। ধর্ম্মনগরে শ্রীব্রত চক্রবর্ত্তী, তিনি একজন লিডার তাকে এস, আই, নিবারণ দে থানায় নিয়ে গিয়ে থানার মধ্যে পিটিয়েছে। তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে, এমন কি থানার থেকে হাসপাতালে নিয়ে যে প্রেসক্রিপ্শান করছিল, সেই প্রেসক্রিপ্শান পর্য্যন্ত তাকে সার্ভ করা হয় নি। হাসপাতালের ডাক্তার যায় নি, জেলার বেল্লেন যে মনোরঞ্জন বাবু ডাক্তারকে আনতে পারলাম না। মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী যদি বলতে পারেন অথবা উনি যদি দেখাতে পারেন যে ধর্ম্মনগর জেলে এক দিনের জন্যও ডাক্তার গিয়েছেন, তাহলে আমি আমার কথা উইথ-ড্র করব। এক দিনের জন্যও ডাক্তার জান নি। বৃটিশ আমলে ডাক্তারদের জেলে যেতে হত, ডাক্তার হচ্ছে জেলখানার জন্য একটা একান্ত আবশ্যকীয় জিনিষ। কারণ একটা ক্রিমিন্যাল তো ফ্রি নয় যে সে অসুখ হলে পরে বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করতে পারে, এই মানবতা বোধটুকু পর্য্যন্ত এই সরকারের নাই। আমি যখন ছিলাম তখনও দেখেছি এবং জেলার বলেছে যে ডাক্তার আসে না, ডাক্তার বলে আমরা টাকা পাইনে আমরা যাব কেন? জেলে যাওয়ার জন্য তো আমাদেরকে টাকা দেওয়া হয় না। কাজেই যারা জেলে গিয়েছে, তারা যদি মরেও যায়, তাতেও এই সরকারের কিছু আসবে যাবে না। কাজেই এত অত্যাচার আমরা বৃটিশ আমলেও দেখি নি। বৃটিশ আমলে তো আমরা অন্ততঃ ৮/১০ বছর জেল খেটেছি কিন্তু আমরা তো এত অত্যাচার দেখি নি। কিন্তু আজকে যা দেখছি, তারা সুব্রতকে মেরেছে, কৈলাশহরের মাণিক রায়কে মেরেছে। কমলপুরে দেখেছি এল, কে, ঝা, খোয়াইতে দেখছি ভলাপাত্র, বিলোনীয়াতে দেখছি... আর আগরতলাতে এখানকার ডি, এম, এবং মণি সেন, তারা ডাক করে করে সেই সমস্ত ছেলেকে মেরেছে, যারা ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃস্থানীয় কর্মী, তাদেরকে মেরেছে। আর এই হচ্ছে আমাদের এখানকার পুলিশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার যে প্রস্তাব, সেই প্রস্তাব ডিস্প্রেস দি উইসেস অব দি পিপুল। আমরা ত্রিপুরার মানুষ প্রতিটী গ্রামে, প্রতিটী জায়গায়, প্রতিটি ঘরে যে কথা আজকে বলছে, সেই কথা হচ্ছে মন্ত্রীদের থাকবার কোন অধিকার নাই, যে মন্ত্রীরা খাদ্য দিতে পারে না, কাজ দিতে পারে না এবং আমার বাঁচবার কোন সুযোগ সুবিধা দিতে..

পারে না, যে মন্ত্রীরা কথায় কথায় আমাকে পুলিশ এবং গুণ্ডা দিয়ে পিটায়, যে মন্ত্রীরা এখানে বর্ব্বরের মত প্রহসন করছে, যে মন্ত্রীরা আমাকে আমার নায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে, সেই মন্ত্রী সভায় থাকার কোন অধিকার নাই। এই যে কথা আজকে গ্রামে গঞ্জে প্রত্যেক ঘরে উচ্চারিত হচ্ছে, সেই কথাই আমি তাদের পক্ষ থেকে এই হাউসের সামনে তুললাম এবং এই হাউসের সমস্ত অংশের সভ্যদের সমর্থন দাবী করছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদিও আমি বেশীক্ষণ সময় নেব না, কারণ আমি আগেই বলেছি যে আমার শরীরটা তত ভাল নয়। এখন কথা হল বিরোধী পক্ষ থেকে মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে এবং সেই প্রস্তাবের পক্ষে উনারা অনেকে তাদের বক্তব্য রেখেছেন, সেই সম্বন্ধে দুই তিনটি কথা বলছি। কারণ বিরোধী পক্ষের সদস্যরা প্রথমে বলেছেন যে তিন লক্ষ উপজাতি আজকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত, তাদের এই কথার থেকে দেখা যাচ্ছে যে আর এখানে কোন আদিবাসী নাই। আবার কেউ কেউ বলেছেন ৫০ হাজার ঘুরে ঘুরে এখানে সেখানে বেড়াচ্ছে এবং উপজাতিদের উচ্ছেদ করার জন্য এই সরকার পুলিশ বি, এম, পি লাগাচ্ছে। এই রকমের বিভিন্ন ধরনের যুক্তি তারা দিয়েছে, কিন্তু এই রকম কোন যুক্তি তারা দেয় নি যে এই কাজটা করলে পরে সরকার তাদেরকে ভালভাবে বাঁচাতে পারে। কিন্তু আমি বলতে চাই উনারা এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন, সেটাকে সমর্থন করা যায় না। যায় না এই কারণে যে এই এ্যাসেম্বলীতে তারা যে সব কথা বলেছেন যে বাঙ্গালী এবং আদিবাসীদের ভিতর এই সরকার একটা সাম্প্রদায়িক ভাব দেখাচ্ছে এবং সরকার বাঙ্গালীদের নিয়ে সমস্ত কাজ কর্ম্ম করাচ্ছে। তাদের এই কথার থেকে বুঝা যাচ্ছে যে গ্রামে গঞ্জে সব জায়গাতে তারা বাঙ্গালী এবং আদিবাসীদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য ইন্দন যোগাচ্ছে। আমি এই কথা বলব এই কারণে যে উনারা যেমন আদিবাসীদের সম্পর্কে দরদী, তেমনি আমরাও আদিবাসীদের জন্য দরদী এবং আমাদের বর্ত্তমান সরকার আদিবাসী এলাকায় উন্নয়নমুলক কাজ করার জন্য যা করার প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রকমের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। অথচ তারা এখানে বলেছেন যে সরকার গরুর খাটাল করবার জন্য আদিবাসীদের কোথায় থেকে নাকি উচ্ছেদ করতে চাইছে। কিন্তু আমি যেটা বুঝি, সেটা হচ্ছে গরুর খাটাল করার উদ্দেশ্য হল যে উন্নত ধরনের গরু এনে তার মাধ্যমে আদিবাসী ভাইদের উন্নতি করা সম্ভব কিনা, তার জন্যই একটা স্কীম সরকার গ্রহন করতে পারেন। অন্য দিকে তারা আবার রাইমা শর্মা সম্পর্কে বলছেন। আদিবাসীদের সেখানে দুঃখ আছে বলে এই সরকার, আমি জানি তাদের অনেকেই উদয়পুরে এসেছিল, কারণ সরকারের কতগুলি নিয়ম কানুন আছে, সেখানে আমি নিজেও আলাপ আলোচনা করে দেখেছি যে আদিবাসীদের অনেকে সেখান থেকে উঠে গিয়েছে, আবার অনেকে সেখানে গিয়ে নুতন করে বানা বেধেছে। কাজেই এইগুলি আদিবাসীদের মধ্যে যে অফিসার বা ডি, এম তথ্য সংগ্রহ করবেন, তাতে আদিভাইদের হয়তো কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন আমি নিজে জানি যে আমার এলাকা থেকে বেশ কয়েকটা পরিবার সেখানে গিয়েছে এবং তারা সেখানে গিয়ে প্রায় ৪০ একর খাস জমি দখল নিয়েছে। তাদের নামও গেজেটে উঠেছে, আমি নিজেও গেজেট দেখেছি। তাই

আমি নিজে আলাপ করেছি এবং বলেছি যে তাদেরকে আর কিছু সময় দাও, কেন না তারা এখান থেকে জায়গা জমি বিক্রি করে সেখানে গিয়েছে। সুতরাং এই হেন তথ্য যদি আমরা দিতে পারি, তাহলে সরকার অবশ্যই এটা গ্রহণ করবে।

আর এক দিক দিয়ে আমি এখানে বলছি যে যখন সরকার এত বড় একটা পরিকল্পনা নিয়েছে তাহলে তাদের আগেই সেই সব ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। হয়তো সেটা উঠে নাই বা বিভিন্ন সমস্যার কেস বিভিন্ন তাতে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। আমরা জানি তাদের জন্য আলগা কলোনী করা হয়েছে। তাদের গৃহ তারা নির্মান করবে সেই খরচ তাদের দেওয়া হচ্ছে। যদি ২।১ বছরে এত বড় একটা পরিকল্পনা সাক্সেসফুল করা কষ্ট সাধ্য। অতএব আদিবাসীদের জন্য কিছুই করা হয় নাই যেটি তারা বলেছেন যে তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে ফেলেছে—কিছু পরিকল্পনা নিয়েছে। আমরা জানি তাদের শিক্ষা দানের চাকরী তাদের স্বাস্থ্য—ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্টে বহু জিনিষ রাখা হয়েছে। এবং এডুকেশ্যানও রাখা হয়েছে। এইগুলি যারা আদিবাসী সরল মানুষ তারা সেই সব অফিসারের কাছে অফিসে আদালতে সেই সবের সম্পূর্ণ সুযোগটা তারা নিতে পারে না। অথচ আমরা যদি আইনের বিধান মত উদের সংগে নিওে সরকারের কাছে দিয়ে যাই তাহলে আমার মনে হয় তাদের আরও উন্নীত হবে। আবার এই দিকে বলেছে যে রিজার্ভ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহারাজার আমলের যে রিজার্ভ ছিল—উনারা কি বলতে পারেন যে বাঙ্গালীরা আর পাহাড়ীরা এক হয়ে নেই। কোথাও নেই অমরপুর বলুন সাবরুম বলুন উদয়পুর বলুন বিলোনীয়া বলুন তারা একত্র ভাবে বসবাস করেছে। ভাই ভাইয়ের মত তারা চলছে এবং আমরা যারা বুদ্ধিজীবি আছি এবং নিজেরা উন্নতির চিন্তা করি আমার মনে হয় সেই সংগে তারাও পর পর ধাপে ধাপে উঠিয়ে দিতে পারে যদিনা তাদের মধ্যে সেই উস্কানীর ভাব না তুলে। এখন দেখা যাচ্ছে এ আইন হয়েছে যে সম্পত্তি আর কেউ পাবে না। আইন যেটা করেছে—কিন্তু আইনে যা আছে আমরা জানি আমার এলাকার মধ্যে কিছু কিছু নজির আছে। আমি সেখানে মোকাবিলা করেছি আদিবাসীদের সঙ্গে আলাপ করেছি। দেখা যায় যে ৫০০ টাকা বিনিময়ে ২ হাজার টাকায় বিনিময়ে ১০ হাজার টাকা সম্পত্তি ৫ হাজার টাকার সম্পত্তি নিয়ে গেছে—৫ বছর যাতে ভোগ করছে। সেটা সরকার সহ্য করবে না। তারা একমত হয়েছে—এখন কথা হচ্ছে তাদের জমিটা বিক্রী করতে হলে কার কাছে দরখাস্ত করবে। আমি তাদের বলেছি যে তোমাদেরতো যদি তোমরা জমি দিয়ে থাক ৫০০ টাকা দিয়ে এবং সেই জমি তারা ৩ বছর ভোগ করেছে সেটা নিশ্চয়ই আসবে। আমি তোমাদের নিয়ে এস, ডি ও, কে দিয়ে তদন্ত করিয়ে যাতে সেটা তোমরা পেতে পার সেই চেষ্টা করব। আমার মনে হয় এই ধরনের যুক্তির মধ্যে যদি তারা যায় তাতে আদিবাসীদের উন্নতি ধাপে ধাপে হবে। আর এক দিকে উনারাতো অনেকখানি বক্তৃতা দিলেন এই সরকার কনট্রাক্টার থেকে সুরু করে কর্মচারী পর্য্যন্ত সবাই দুর্নীতি করছে। কিন্তু যেখানে দুর্নীতির তদন্ত আছে—উনি খুব কাগজ পড়লেন আমি দেখলাম এই সব কাগজ আমরাও দিতে পারি। সেটা আর কোন যুক্তি মনে করছি না। কেন করছি না কারণ আমাদের মিনিষ্টার শৈলেশ সোম জায়গা কিনেছে। জায়গা কি কেউ খরিদ করতে পারবে না ? আর খাস জায়গা যদি নিয়ে থাকে—আইনে তার অধিকার নেই ? আমি জানি কারও জোতে যদি

খাস পরে থাকে এবং যদি সিলিংয়ের মধ্যে না পরে তাহলে সে নিশ্চয়ই পাবে। শৈলেশ সোম রাতারাতি করে সেক্রেটারীর মাধ্যমে উর নামে বন্দোবস্ত করে খাস জায়গা নিয়েছে। এ হতে পারে না স্যার, এ হতে পারে না। এর বিভিন্ন স্তর আছে। খাস বন্দোবস্ত কে পাবে না পাবে সেটা তথ্য হয় তার সেটা হয়। এই দিকে গেল গেল সবনাশ হয়ে গেল গাড়ী—এখানে এতবড় দপ্তর—শিক্ষা বিভাগ, সমবায় বিভাগ, পঞ্চায়েত এই ৩টা দপ্তর যেখানে এত জনসাধারণের সংগে যোগাযোগ করতে হয় যেখানে সেখানে তার ডিপার্টমেন্টের গাড়ীর দরকার হয় না? তার জন্য গাড়ী কিনবে না? এই জাতীয় প্রস্তাবের পক্ষে আমরা কি করে সমর্থন করব। আর এই হাউসে উনারা চীফ মিনিষ্টারের বিরুদ্ধে (ইন্টারাপশান) বাড়ী ভাড়া? বাড়ী ভাড়া কি অন্যায়? যদি উনার বাড়ীতে থাকে বা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকে—যদি উনি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকেন তাহলে উনি পাবেন। গভর্ণমেন্ট থেকে ভাড়া দেবেন। আর উনি না হয় উনার নিজের বাড়ীতে রয়েছেন তার জন্য কি ভাড়া দেবে না? উনি যদি অন্যের কাছে ভাড়া দিতেন উনি যদি সরকারী কোয়ার্টারে থাকতেন? এই হল উনাদের যুক্তি (ইন্টারাপশান) উনারাতো আর কোন মিনিষ্টার বাকি রাখেন'ন। চীফ মিনিষ্টারের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ এসেছে। কলিকাতার বাড়ীর কথা আগেও উত্থাপন করেছি এবং আজকে যা এনেছে যে সেই বাড়ীতে মহিলা নিয়ে মন্ত্রীরা থাকেন। এতদিন বলেছে স্যার, যে ঐ বাড়ী বিনা এসেসমেনটের সংগে যোগাযোগ না করে সেই বাড়ী কিনেছে। কিন্তু আজকে আবার দেখাগেল ১৫ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা হয়েছে ২১ লক্ষ টাকা পেমেন্ট হয়েছে। এখন সেটা যদি এক্সেস রেজিষ্ট্রী করে থাকে কোম্পানী—১৫ লক্ষ ৬৪ হাজার হবে—হতে পারে—তার বাড়ী ১৫ পার্সেন্ট একষ্ট্রা হয়েছে। মালিক যদি সেই রেটে বিক্রী করতে স্বীকার না করে তাহলে এই ব্যবস্থা আছে। যে মার্কেট দরে তার বাড়ী কিনতে হবে। এই এসেসমেন্ট করবে গভর্ণমেন্ট থেকে পশ্চিম বংগে হয়তো অন্য কোন কোম্পানী বা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আছে। সেটা অনেক আগেই বলেছে। এখন কনট্রাক্টার ৬ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩ লক্ষ টাকা একসেস পেমেন্ট হয়েছে। আমি বলব যে একসেস সম্পর্কে এটা আইনগত হয়েছে কি না। যদি কোন কনট্রাক্টার কনট্রাক্টারী করে—রেজিষ্টার্ড কনট্রাক্টার হতে হবে—তার কাজ দেখতে হবে সেখানে যদি তার টাকার অভাবে রাস্তায় কাজ বলুন বাড়ীর কাজ বলুন—বন্ধ হয়ে থাকে তখন মেজারমেন্টের আগেও একটা পেমেন্ট দেওয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু ত্রিপুরাতে সময় মত মেজারমেন্ট হলে পরে এই টাকাটা কেটে রাখা হয় তার বিল থেকে। (ইন্টারাপশান) না এই নিয়ম আছে পরে কেটে নেওয়া হয়। তারপর বলছেন মানিক গাঙ্গুলীর বাড়ী কোন অফিসার স্যার, দুর্নীতি করা এক কথা আর কোন অফিসার যদি বাড়ী করে সেই দুর্নীতি যতক্ষণ না প্রমাণ না হয় সেটা দেখবে কি হল? আজকে উনারাই বলেছেন যে ভিজিলেন্সে কেস গিয়েছে সাব্যস্ত হয়েছে। ভিজিলেন্স তাহলে স্বীকার করছে না। এই সরকারের কাছে যে দুর্নীতির অভিযোগ আসছে সেগুলি ভিজিলেন্স দ্বারা বিচার করা হচ্ছে উনারা বলছেন যে ভিজিলেন্স-এ বিচার হচ্ছে। কাজেই সরকার করছে না কোথায়? সরকারের কাছে যে তথ্য আসবে বিভিন্ন দপ্তর থেকে তার এনকোয়ারী হয়, পরীক্ষা হয় সমস্ত কিছু হয়। (ইন্টারাপশান) তাতো মানতে পারছি না। আপনারা যে যুক্তি দেন পরবর্তী সময়ে কি করে চলবে সরকার

সেটা দিচ্ছেন না। লোকের ভিতর যন্ত্রনার জ্বালিয়ে দিচ্ছেন আপনারা। আর ভাগ্য লক্ষ্মী রাজলক্ষ্মী চা বাগানের কথা বলছি। এখানে এই এসেম্বলীতে আলোচনা হয়েছে। এসেম্বলীতে আলোচনা হওয়ার পর এখন বলছে যে পেমেন্ট হয় নাই। তাহলে সরকারের ত্রুটি বিচ্যুতি বিভিন্ন ভাবে থাকতে পারে তাহলে সেট্টা কোথায় হল না? পেমেন্ট হত কি না হত সেটা পরের কথা। অতএব সেটা এনকোয়ারী করা হচ্ছে ২০/০৫ লক্ষ টাকা তার পেমেন্ট হয় নাই। তাহলে এই অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে যে যুক্তি দিয়েছে স্যার, এটা আমরা কি করে স্বীকার করব? কারণ এদিকে ভূমিহীন থেকে সুরু করে আদিবাসী থেকে সুরু করেছে। আবার আদিবাসীদের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীরা তাদের সম্পত্তি গ্রাস করছে। মহাজনদের সম্পর্কে যে কথাটা এসেছে এই কথাটা এসেম্বলীতে আছে বোম্বে মানি এ্যাক্ট এখানে চলছে। আর যেটি বলেছে যে ১০ টাকা ১২ টাকার বিনিময়ে—সেটি আমরা জানি—কাপাস বলেছে, তিল বলেছে এটা সত্যি কথা। কিন্তু গ্রামে কিনছে। ঐখানে গিয়ে চেচালে হবে না (ইন্টারাপশান)এতে কাদের মঙ্গল হচ্ছে তাদেরতো ভাল হচ্ছে না। এখানে বিভিন্ন ভাবে বক্তৃতা হয়েছে সেটা আমি সমর্থন করছি না। তবে দুই একটা বিষয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের সামনে—আজকাল দেশের যে অবস্থা চলছে বুঝি।

তার সম্বন্ধে আমি এক দুইটা কথা বলবো স্যার। এই যে আটা সম্বন্ধে একটা কথা হয়েছে এই-টার সম্বন্ধে আমি জানি এইখানে তখন যে অবস্থায় এই সব মিল এখানে ছিল না। এই যে ময়দা সুজি করা এইগুলির জন্য বড় বড় মিলের দরকার যে ত্রিপুরাতে সেইটা ছিল না। কাজেই বাহির থেকে এইগুলি করে আনা হতো। এইটার ভিতরে যদি সরকারের কোন ত্রটি থাকে তবে তার বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু একটা কিছু না বলে, শুধু দুর্নীতি দুর্নীতি বললেই হয় না। কাজেই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করা যায় না। এই দিক দিয়ে আবার বলা হয়েছে ফুড ডিপাটমেন্টের কথা। সেখানে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে কেরালার কথা বলা হয়েছে সেখানে না কি ৫ টাকা চাউলের মণ হয়েছে। আমি এতো নজির দিবনা স্যার, ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা এতটা ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানে মানুষের সংখ্যাও কম। রোজগার নাই। এই যে বর্তমান অবস্থায় চাষীয় কাজ নাই, পূর্ত্তবিভাগে কাজ নাই, ফরেষ্টে কিছু কাজ সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে এখন। কাজেই সেইদিক দিয়ে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। এই যে বর্ত্তমানে এখানে চাউলের কে, জি, ২টাকা আড়াই টাকা। আমার এখানে কম হলেও মানুষের ক্রয় ক্ষমতা একদম কম। তার কারণ সমস্ত জিনিসের মূল্য দিন দিন বাড়ছে, আমার আশংকা সামনের দিকে আরও বাড়বে। তার কারণ আমি শুনেছি অনেক মহাজনরা তারা মাল আমদানী করতো তারা মাল আমদানী বন্ধ করে দিয়েছে। একটা কথা আমার মাননীয় বিরোধী দল নেতা বলেছেন যে সেই দিক দিয়ে এখানে যে কৃষি ঋণ, বিভিন্ন ঋণ পুরাণ ঋণের যে ফরমুলা জারি হচ্ছে স্যার, এরা নিজেরাই খেতে পায় না। এখানে এই জিনিসটা আপাততঃ বন্ধ রাখা উচিত বলে আমি মনে করি। তার কারণ আমি গ্রামের ছেলে অনেক লোক আসে আমার কাছে আমি জানি। যারা কিছু কিছু ঋণ নিয়েছে তা সবটাই খেয়ে বসে আছে স্যার। সরকারের এই ঋণ শোধ করার ক্ষমতা এদের নাই। কাজেই এইটা বর্ত্তমনে বন্ধ করতে হয়। আরেক দিক দিয়ে বলতে গেলে

আমি বলবো আমি খবর নিয়ে দেখেছি যে এক পয়সা কৃষি ঋণ নাই, এক পয়সা দাদন নাই, ছেলেমেয়েদেরকে কাঁকে নিয়ে আসে আমার কষ্ট হয়। আমি অফিসারের সঙ্গে কথা বলে কিছু বুঝি না তারা বলছে টাকা নাই। আমি বললাম জি, আর চালু কর, বলছে টাকা নাই, পূর্ত্তবিভাগকে যদি বলি কাজ চালু কর বলছে টাকা নাই। কাজেই ছোটখাট মজুর যারা তাদের একটা সাংঘাতিক অবস্থা স্যার। তাই আমি প্রস্তাব রাখছি টাকা মন্ত্রীরা কোথা থেকে আনবেন আমি জানি না। কাজেই এখন থেকে এই যে আমন ফসল আসা, ভূমের ফসল ভাল হয় নাই, খুব খারাপ হয়েছে। টালা টংকরে অতি বৃষ্টির ফলে পাট ফলনও কম হয়েছে। তাই আমি প্রস্তাব করি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই সব চিন্তাধারা বাদ দিয়ে গ্রামে গন্জে, আমি আপনার জি, আরের পক্ষপাতী না, ১০।১৫ টাকা লইয়া বাজারে গেলাম খরচ হয়ে গেল। কাজেই যাতে কাজ সৃষ্টি হতে পারে সেই দিকে নজর দিতে হবে। রেশনের কথা বলতে গেলে শহরের লোক কম আর বেশী কিছু কিছু কেরোসিন, চাউল, আটা নিতে পারছে কিন্তু সুদূর পল্লী অঞ্চলে রেশনের ডিলারগুলি টাকা নিয়ে এসেও জিনিস নিতে পারে সময় মত। একটা মোমবাতির দাম হয়েছে ৩০ পয়সা। কাজেই এই বন্টন ব্যবস্থাকে ভালভাবে চালু করতে হবে যাতে গ্রামের লোক বঞ্চিত না হয়। শহরের লোকরা যে ভাবেই হোক তারা আদায় করে নেয়। কিন্তু গ্রমের লোকরা তো এখানে এসে কথা বলতে পারে না। আমার এখানে চাউলের দাম দুইটাকা আড়াই টাকা হলেও না বাড়ার কারণ হলো খরিদ করতে পারে না। কাজেই এই দিক দিয়ে দৃষ্টি দেওয়া উচিত যাতে এরা বাঁচতে পারে। কাজেই এই জিনিসগুলি এখন বন্ধ করা উচিত। তার কারণ তারা এখন টাকা দিতে পারবে না। আমি জানি আমার কলোনীতে এক রিয়াং আমার কাছে এসেছিল। সে দেড়শো টাকা কৃষি ঋণ নিয়েছে, সে স্বীকার করলো যে দুইটা পাটা বেঁচে তাকে একশো টাকা ঋণ দিতে হয়েছে। আমি বলছি যে সেইটা করলেন কেন? কি করবো করে ফেলেছি। এই হলো অবস্থা। এই দিক দিয়ে আমি চিন্তা করতে বলবো। আমার শরীর ভাল না। আমি বেশীক্ষন বলতে পারছি না কিন্তু এই যে যুক্তিগুলি উনারা যেটা দেখিয়েছেন আমি সেইগুলি সমর্থন করতে পারি না। কেন না সরকারের সমস্ত যন্ত্রগুলিকে তারা বলছে ভাল না ভাল না। একটাও ভাল না। কাজেই এই হেন প্রস্তাব এসেম্বলিতে আসলে সমর্থন করা যায় না। কাজেই আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করব বলছি আর একটা কথা আমার এই যে সাজেশনগুলি বলেছি সেই দিক দিয়ে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আরেকটা কথা আদিবাসীরা যাতে বাঁচতে পারে সেই দিক দিয়ে সরকারের দৃষ্টি রাখা উচিত। আজকে আদিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দানা বেঁধেছে কার দ্বারা? তাদের দ্বারাই। গরীব বাঙ্গালীদের মধ্যেও আছে। বাঙ্গালীরা খাটতে পারে কিন্তু আদিবাসীরা খাটতে পারে না। আজ পর্য্যন্ত আমি দেখি নাই মেয়ে লাকড়ি নিয়ে আসতে। এখন অবশ্য কিছু কিছু শিখছে। অতএব ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে আমার অনুরোধ এইট্রা লাকড়ির পার্মিট না।ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পয়সা দিয়ে লাকড়ি আনবে হতো কেন যদি ভাল গাছ কাটে সেইটা সমর্থন করছি না কিন্তু এই সব ছোটখাট ব্যাপারগুলির দিকে একটু নজর রাখা উচিত বলে আমি মনে করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে নো কন্‌ফিডেন্স মোশানটি যেটা এখানে এসেছে আমি তা সমর্থন করছি। কিছুক্ষণ আগে শাসক দলের সদস্য মিঃ সরকার তার বক্তব্যের মাধ্যমে সেটাকে অসমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু তার বক্তব্যের মধ্যে এই বিষয়ে কিছুটা স্বীকৃতি রয়ে গেছে। হয়তো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তা বেরিয়ে গেছে। কারণ কি? ঐ সঙ্গে সঙ্গে আরো দেখলাম তিনি গ্রাম ত্রিপুরার কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। সুখময় বাবুর যে সরকার গ্রাম ত্রিপুরাকে সৃষ্টি করতে চলেছেন, যে স্থানে তিনি শশ্মানপুরী সৃষ্টি করতে চলেছেন। এ কথা কিন্তু মিঃ সরকারের ঐ বক্তব্যের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে অবস্থাটা আমরা কি দেখছি। খাদ্যের অবস্থাটা আমরা কি দেখছি? আজকে গ্রাম ত্রিপুরায় যে রেশন শপগুলি আছে সেই সব রেশন শপগুলির মধ্য দিয়ে চাল দেওয়া হচ্ছে না। আজকে অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীও সেই রেশন সপের মধ্য দিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। অথচ আমরা তো জানি স্যার, প্রকিউরমেন্টের সময় কি করা হয়েছিল। আজকে গ্রামাঞ্চলের কি অবস্থা আমরা দেখি, মানুষের অবস্থা কি? এখানে খাবার মত অবস্থা নাই। বাজারে চাল আড়াই টাকা কে. জি। সেই অবস্থায় গ্রামাঞ্চলে রেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থাটা কেন হয়? সুখময় সেনগুপ্ত সরকার বার বার খাদ্য সংকটের কথা বললেন? এই খাদ্য সংকট নিয়ে উল্লেখ করেছিলেন বহু কথা। কিন্তু আজকে তার খাদ্য নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় রূপায়িত হয়েছে। যার ফলে আজকে গ্রাম ত্রিপুরার মানুষের অনাহারে মৃত্যু হচ্ছে। মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে এই ত্রিপুরার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্যার। স্যার, আমরা যে জিনিষটা দেখছি যে যখন প্রকিউরমেন্ট করা হয়েছিল তখন বড় বড় জোতদারদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় নি। ছোটদের কাছ থেকে জোর করে ধান সংগ্রহ করা হয়েছিল। এবং আজকে আমরা জানি যে ছোট ছোট এই জমির মালিকদের অবস্থাটা কি, তাদের অবস্থাটা বর্তমান সময়ে কি দাড়িয়েছে। গতবার সেশনে বিভিন্ন স্থানে যেখানে আমাদের ফসলের ক্ষতির কথা বিভিন্ন ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই ফসলের ক্ষতি পোকায় নষ্ট করেছে। কিন্তু স্যার, আমরা দেখলাম যে কৃষকদের ক্ষতির হাত থেকে সাহায্য করার জন্য সরকারী হস্ত প্রসারিত করা হল না। আজকে কৃষকদের অবস্থাটা কোন পর্য্যায়ে গিয়ে পৌছেছে। তাদেরকে আমরা কি করে বাঁচাতে পারি। এবং ত্রিপুরার এই অবস্থার মধ্যে কি কেউ বাঁচাতে পারে। এর জন্য সরকারের নীতিই মূলত: দায়ী। কৃষকদের সাহায্য করার জন্য যদি সরকার এগিয়ে আসতেন সার এবং পোকার ঔষধ নিয়ে এবং অন্যান্য সাহায্য ঐ কৃষকদের জন্য দেওয়া হত তাহলে এদের ফসল ত্রিপুরার বিভিন্নস্থানে নষ্ট হতে পারব না। আমরা দেখছি যে সুখময় সেনগুপ্ত সরকার তার ঐ খাদ্য নীতির মধ্য দিয়ে এমন একটা দিকে চলেছেন যার ফলে প্রত্যেকের মনের মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে এই সুখময় সরকারের বিরুদ্ধে। সরকারের ঐ খাদ্য সংগ্রহ এর ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন জায়গায় ফোর্স পাঠিয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে তাদের এ্যাপয়েন্ট করা হয়েছিল। সি, আর, পি. সেখানে পাঠান হয়েছিল। বিভিন্ন মন্ত্রীদের কথা আমি শুনেছি। আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কথা শুনেছি। তিনি বলেছেন যদি তোমরা চাল না দাও তাহলে আমি নেওয়ার ব্যবস্থা করব। ফোর্স পাঠিয়েছিলেন। দশদায় এরকম হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় এই রকম ফোর্স পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। আজকে

আমরা কি দেখছি। স্যার, আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খাদ্য ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত। মানুষ যেখানে ঐ খাদ্য পাচ্ছে না, তখন মানুষ খাদ্য দেবার দায়িত্ব, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব এই সরকার মনে করছেন না। স্যার, আমরা যদি এই জিনিষটা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাব বিভিন্ন স্থানে ধর্মনগরই নয়, সারা ত্রিপুরায় যে রেশন সপগুলি আছে ঐ সব রেশন শসের মাধ্যমে চাল দেওয়া হচ্ছে না। ঐ সংগে সংগে আমি বলছি যে রেশন সপগুলির দুর্নীতির কথা। কিন্তু রেশন সপগুলি যে সব দুর্নীতি করছে সেগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এবং ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কোন প্রয়াস সরকারের নেই। তাই অবস্থাটা আমরা আজকে কি দেখছি। আমি ২।১টা কথা এখানে উল্লেখ করব। ধর্মনগরের ৭নং রেশন সপের কথা। সেখানকার কেলেংকারীর কথা আমরা জানি। ঐ ৭নং রেশন সপের কথা পত্রিকায় লেখায় পত্রিকার সম্পাদককে নিয়ে কেলেংকারীর কথা আমরা জানি। ঐ ৭নং রেশন সপের সংগে যুক্ত একজনের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করা হয়েছে। তখন তার নামে আদালত থেকে শমন বেরিয়েছে।

দক্ষিণবুরী এবং রাঙ্গাপুর রেশন সপ যদি আমরা সেপটেম্বরের প্রথম সপ্তাহ এবং আগষ্ট মাস দেখি সেপটেম্বরের পুরো মাসটাই যদি আমরা দেখি তাহলে আমি বলব যে এর মধ্যে কয়দিন মানুষকে রেশন দেওয়া হয়েছে। তবে স্যার, তার সমস্ত হিসাব আছে। খাতা খালি। আমি চিঠি দিয়েছিলাম এই ব্যবস্থা সম্পর্কে। কিন্তু কোন প্রতিকার আমি আজ পর্যান্ত পাই নি। শুধু এই রেশন সপগুলি নয়, অন্যান্য রেশন সপে যে দুর্নীতি চলছে তার বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন সরকার দেখছেন না। শুধু ধর্মনগরেই নয়। সমস্ত রেশন সপগুলিতেই চলছে এই দুর্নীতি। কিন্তু আমাদের সরকার তার বিরুদ্ধে কোন ষ্টেপ নেওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। আমি এই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছিলাম কিন্তু সে চিঠির জবাব আমি আজও পাই নি। এই ধরণের ব্যবস্থা প্রচুর মরিমাণে রয়েছে স্যার, আমি যে জিনিষটা দেখছি যে এই প্রকিউরমেন্টের কথা আমি আবার উল্লেখ করতে চাই। মানুষের কাছ থেকে যখন ধান সংগ্রহ করা হয়েছিল তখন ধানের যে অবস্থা ছিল তখন এই গভর্ণমেন্টের গো ডাউনের মাধ্যমে ধান সংগ্রহ করা হল। ঐ ধানে আমরা কি দেখলাম? ঐ ধানের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সংমিশ্রন ঘটল। এবং ধান সরিয়ে ফেলা হল। গভর্ণমেন্ট গো ডাউনে আরো অনেক অনেক জিনিষ ঘটল। তার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না। এখানে একটা কেসের উল্লেখ আমি করছি। কমলপুরের গো ডাউনে ষ্টোরকিপার নিতাই চরি রায়। উনি ধরা পড়লেন চাল সরাবার সময়ে। ৩০ কে, জি, চাল সরাবার সময় তিনি ধরা পড়লেন। পুলিস কেস হল। তাকে ট্রেন্সফার করা হল। কিন্তু ট্রেন্সফার রদ হয়ে গেল: কারণ তিনি মন্ত্রীর লোক। ট্রেন্সফার বাতিল হয়ে গেল। তিনি শ্রীক্ষিতীশ দাসের লোক। তিনি ফেডারেশন করেন। এর আগেও তিনি ধরা পড়েছিলেন। তিনি যখন কালাছড়ীতে ছিলেন তখনও ৩০ কুইন্টাল চাল সরাবার সময় তিনি ধরা পড়েন। ৩০ কুইন্টাল চাল তিনি মারকেটে পাঠিয়েছিলেন। হ্যাঁ, ৩০ কুইন্টাল চাল? অমরপুরে যখন ছিলেন সেখানেও তার নামে রেকর্ড আছে। এই রকমভাবে তিনি চাল পাচার করেছিলেন। গভর্ণমেন্ট ষ্টোর থেকে চাল সরে যাচ্ছে। সরকার তার কোন হিসাব নেন না। কোন ভেরিফিকেশান সেখানে হয়েছে কিনা, কোন ষ্টেপ নিয়েছেন কিনা এই সরকার ঐ যে ষ্টোর থেকে চাল চলে যায়? এই সরকার বলতে পারবেন কি? এই মন্ত্রীসভা বলতে পারবেন কি যে ষ্টোর ভেরিফিকেশান তারা করেছেন? ১৯৬৪-৬৫ সালের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত আমরা দেখছি স্টোর ভেরিফিকেশান হয় নি।

সুখময় সেনগুপ্ত সরকার আসার পর থেকে স্টক ভেরিফিকেশান-এর কোন প্রচেষ্টা এই সরকারের নেই। চাউলের কোন জমা খরচ নেই, কত চাউল আসছে, কতটুকু বিক্রী হচ্ছে, কতটুকু নষ্ট হচ্ছে তার কোন হিসেব সরকার দিতে পারেন না, তার ভিতর শুধু চুরির সুযোগ খোঁজে, অবস্থাটা একবার চিন্তা করে দেখুন স্যার, তাঁদের অধিকার আছে কিনা, মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে এই গদীতে থাকার। মানুষ তাঁদের এমন অধিকার দেয়নি। স্যার, এই সংগে আমি আরও একটা কথার উল্লেখ করছি, যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চাউল আনা হয়, তখনকার অবস্থায় লস ইন ট্রানজিট বলে একটা জিনিষ ধরা হয়। ফুড সেক্রেটারী বলেছেন যে লস ইন ট্রানজিট যেটা, ইট ইজ কনসীডারাবল, এটা কনসীডারাবল, এটা কনসীডার করা চলে, এটা হয়। কিন্তু এটা কিভাবে হয়? ট্রানজিটের ভিতর দিয়ে কি ধরনের লস হয়, পথে বিক্রী হয়, গো-ডাউন থেকে বিক্রী হয়, লস ইন ট্রানজিট হিসেবে চলে যায়। কিন্তু সেটা কত? সেই হিসেব তাঁরা দাখিল করুন, হিসেব সাবমিট করার সময় তাঁদের এসেছে। অন্যান্য জিনিষ দেখুন স্যার। আজকে সরকার জোর গলায় বলছেন যে আমরা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি। কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে স্যার—চিন্তা করে দেখুন। সরকার নিজে যখন ধান চাউল সংগ্রহ করেছিলেন সস্তা দরে, বিক্রী করতে গিয়ে যে দর বেঁধে দিলেন সেটা কি ধরনের দর সেটা চিন্তা করে দেখুন, কোন হিসেবে সেই দরটা বেধে দিলেন, তার মধ্যে কি ধরণের লাভের জিনিষ রয়ে গেছে, মজুতদার. ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার এর মধ্যে আছে কি না, সেই সম্পর্কে মানুষের মনে সংশয় রয়ে গেছে স্যার। ধান কেনা হল ৭০ পয়সা কে, জি, আর চাউল কেনা হল ১.২০ পয়সা কে, জি, আর ১.৫০ পয়সা কে, জি, বিক্রী করা হয়েছে। কিভাবে ঐ চাউলের দরটা ফেলা হয়েছে, লস ইন ট্রানজিট এবং অন্যান্য যে খরচপত্র ঐ জিনিষটা কিভাবে ধরা হয়েছে যার জন্য ১.৫০ পয়সা কে. জি, দর ফেলা হল? চিন্তা করে দেখুন স্যার, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারকে মদত দিয়ে চলেছে? এই সুখময় সেনগুপ্ত সরকার, এই ব্যবসাতে তাঁরাই চালু করেছেন, সর্বক্ষেত্রে আমরা এই জিনিষটা লক্ষ্য করতে পারছি। স্যার, আমরা যে জিনিষটা দেখছি সেটা হচ্ছে কিভাবে পজিশানটা ডেটরিয়েট করছে। সারা ভারতবর্ষের অবস্থাটা দেখুন। সারা ভারতবর্ষে যে অবস্থাটা দেখি, খাদ্যোৎপাদন ১৯৪৭ সনে ছিল ৭ কোটি টন, লোক সংখ্যা ছিল ৩৫ কোটি, আর ১৯৭৪ সনে খাদ্যোৎপাদন ১১ কোটি টন, লোক সংখ্যা ৫৫ কোটি। তাহলে ২৬ বছরে খাদ্যোৎপাদন ৫৭ শতাংশ বেড়েছে আর লোক সংখ্যা বেড়েছে ৫৭ শতাংশ, অবস্থাটা কল্পনা করুন, খাদ্য সমস্যা যেটা ১৯৪৭ সনে ছিল, ১৯৭৩ সনে সেইটা থাকাই উচিত ছিল, ১৯৭৪ সালে তাই থাকা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কেন এই ভয়াবহ অভাব দেখা দিয়েছে, এটা সরকারী নীতির ফল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকার যেভাবে দুর্নীতি প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন এবং নিজে যেভাবে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন, তার জন্য এই ধরনের একটা অবস্থার সৃষ্টি করে চলেছেন। আমরা দেখছি স্যার, আমাদের ত্রিপুরায় এ্যানিউয়েল গ্রোথ অব পপুলেশন যেটা ২.৫ পারসেন্ট, ১৯৭২-৭৩ সালে ডেফিশিট আমরা দেখছি ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮ শত ৭৪ মেট্রিক টন, ১৯৭১-৭২ এ—১৮ হাজার ৯ শত ৭২, যখন বাংলাদেশের ইভাকিউজ আমাদের এখানে এসেছিল, এর পরবর্তী অবস্থাটা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখছি কিভাবে এখানকার বর্তমান যে সরকার, সেই সরকার মাঝে মাঝে খাদ্য সমস্যা

সমাধানের কথা যাই বলুন না কেন, খাদ্য সমস্যা বৃদ্ধি করার জন্য তাঁদের প্রচেষ্টা বেশী, যার জন্য অনাহারে মৃত্যু ঘটেছে, সুইসাইড হচ্ছে, মানুষ আত্মহত্যা করছে আমরা দেখছি অনেক লোক অনাহারের তাড়নায়—প্রায় দুই শত সুইসাইডের কেস হয়েছে। আর বেশীর ভাগই হচ্ছে ডিষ্ট্রেসড এবং এর মধ্যে দেখছি ১৫ হাজার লোক অনাহারের তাড়নায় ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। একদিকে আত্মহত্যা যেমন বাড়ছে, অন্যদিকে দেখছি ভিক্ষুকের সংখ্যাও বাড়ছে। কেন এই অবস্থা হচ্ছে? ওঁরা কি জন্য আছেন এবং কেন আছেন? মানুষকে যারা খাওয়াতে পারেন না, মানুষের মুখের গ্রাস যাঁরা কেড়ে নেন, তাঁদের কোন অধিকার নেই শাসন যন্ত্র আঁকড়ে থাকার। এ্যাসেনশ্যাল কমডিটিজ যে জিনিষটা আমরা দেখছি, কেরোসিন তেল, চিনি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিষটা দেখছি, সেইগুলির কথা একটু আমি এখানে উল্লেখ করছি। আমার আরও একটু সময় চাই স্যার। আজকে এ্যাসেনশ্যাল কমডিটিজ ত্রিপুরায় আসছে থ্রু ধর্মনগর, রেলওয়েতে আসছে। সেখানে আমরা দেখছি যে অনেক কিছু পৌঁছার আগেই উধাও হয়ে যায়, উধাও হয়ে কোথায় যায়, ব্ল্যাক মার্কেটে সমস্ত কিছু চলে যাচ্ছে। স্যার, যাঁরা তেল আনে, তাঁদের উপর কোন প্রশাসনিক কনট্রোল আছে কি নেই, সেই সম্পর্কে বিরোধী দল নেতা একদিন প্রশ্ন করেছিলেন এস, ডি, ও, কে, ধর্মনগর, তিনি বলেছেন যে আমাদের কনট্রোল নেই, চিন্তা করে দেখুন স্যার। যেখানে আমরা দেখছি যে সাধারণ ওয়ার্কার্স শ্রমিক, যারা বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে, তাদের উপর ডি, আই, রুল এপ্লাই করা হয়, আর আজকে ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার, যারা চুরি করছে, তাদের বেলায় সেই ডি, আই রুল এপ্লাই করার সাহস তাঁদের নেই, তাদের বেলায় তাঁরা পিছপা। আমরা সর্ব্বত্র দেখছি যে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে, রেলওয়ে ধর্ম্মঘট যারা করেছিল, সেইসব কর্মচারীদের উপর, কলিকাতার শ্রমিকদের উপর, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আমরা দেখছি যে ডি, আই রুল এপ্লাই করা হচ্ছে। এই সঙ্গে স্যার, আমি আরেকটা কথা উল্লেখ করছি যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভেজাল যে জিনিষটা হয়, ভেজাল ধরার ব্যবস্থা কি এবং সেই অবস্থার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাবাসী কতটুকু উপকৃত হয়েছে, সেই ভেজালের ভিতর দিয়ে ত্রিপুরার মানুষকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে স্যার, এটা দেখার বিষয়। যখন জিনিষপত্র আসে, ধর্ম্মনগর দিয়ে আসে। আমি দেখছি যে ভেজাল কিনা, সেটা পরীক্ষা করার জন্য স্যাম্পল ধর্মনগর থেকে জোগার করা হয় না, জোগার করা হবে রিমোটেড প্লেস থেকে যেমন আসারামবাড়ী, নুতন বাজার এবং অন্যান্য জায়গা থেকে সেগুলি করা হবে। যদি ধর্ম্মনগর থেকে স্যাম্পল জোগার করা হত, তাহলে ভেজালের সোর্সটা প্রথম থেকেই ধরা যেত, এই ভেজালটা ত্রিপুরার টাউনে ছড়িয়ে পড়তনা সুতরাং যে জিনিষটা আমরা লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে এই সরকারের কাজ করার ইচ্ছা নেই। (রেড লাইট) আমরা দেখি গো-ডাউনে ফুড পঁচে যায়, সেই পঁচা চাউল, পঁচা আটা এইগুলি বাজারে আসে এবং রেশনশপ মারফত বিক্রীর জন্য যায়, সেই অবস্থাটা আমরা লক্ষ্য করছি। বিরোধী দল নেতা বিভিন্ন জায়গা থেকে পঁচা চাউলের নমুনা পাঠিয়েছেন আমরা সেই জিনিষটা পত্র পত্রিকায় দেখেছি, কিন্তু ডাইরেক্টার অব হেলথ সার্ভিস থেকে কোন ষ্টেপ নেওয়া হয়নি। ধর্ম্মনগর থেকে আমি পঁচা চাউলের স্যাম্পল জোগাড় করে দিয়েছিলাম, কিন্তু সেইগুলি নেওয়া হয়নি, এই ধরনের অবস্থাটা আমরা দেখছি। তাহলে এই প্রশাসনকে যে সরকার পরিচালিত করছেন এবং যে সরকার প্রশাসনকে দুর্নীতির স্তম্ভ রূপে ব্যবহার করছেন, তাঁর মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে শাসন যন্ত্র আঁকড়ে থাকার কোন অধিকার থাকতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমরা আমাদের সময় থেকে কয়েক মিনিট স্পেয়ার করছি স্যার।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—স্যার, সাব্রুমের নুতন বাজারের পাবলিক ধরে দিলেন সুভাষ সরকার নামে একজন ডীলারকে। বিরোধী দল নেতা ডাইরেক্টার অব হেল্থ সার্ভিসের কাছে এটা রেফার করলেন, কিন্তু কোন ষ্টেপ নেওয়া হয় নি। গুঁড়ো মসলা যেগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে, তার মধ্যে ভেজাল হচ্ছে ৯০ শতাংশ। তার ফ্যাক্টরী ধর্মনগর, কিন্তু সেখান থেকে কোন স্যাম্পল নেওয়া হচ্ছে না। স্যার, আমরা ব্যবস্থাটা কি দেখছি? পত্র পত্রিকায় মাঝে মাঝে দেখেছি যে ভেজাল দেওয়ার অপরাধে কেউ কেউ শাস্তি পাচ্ছে। কিন্তু বেশীর ভাগই হচ্ছে ছোট্ট দোকানদার যারা বড় বড় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এক কে, জি, দেড় কে, জি মসলা এনে বিক্রী করে, তারাই শাস্তি পাচ্ছে। কিন্তু যারা বড় বড় ব্যবসায়ী—যাদের থেকে মাল আনলে ভেজাল সোর্সটা জানতে পারা যায়, তাদের কিন্তু ধরা হচ্ছে না, সেই সোর্সে হাত দেওয়া হচ্ছে না। তার কারণটা কি? আজকে আমরা যেটা দেখি স্যার, ঔষধে ভেজাল হয়, সেটা ধরার কোন ব্যবস্থা নেই। পাবলিক এ্যানালিষ্ট ভেজাল পরীক্ষা করে পাঠান সত্বেও আমরা দেখি ডাইরেক্টার অব হেল্থ সার্ভিস থেকে এই ব্যাপারে কয়টা ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে স্যার, ওঁরা বলতে পারেন? সেখানে আমরা ঐ সংগে লক্ষ্য করি যে দোকানদারদের কাছ থেকে ঐ ভেজাল জিনিষ ছোট দোকানদাররা যারা কিনছে ওরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে রসিদ পর্যান্ত পায় না যার ফলে শাস্তি এদের পেতে হয়, বড়দের নয়। ঐ সোস গুলিকে ধরার কোন ক্ষমতা বতমান সুখময় সেনগুপ্ত সরকারের নাই এবং আজকেও বিধান সভায় প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই কথা বলেছেন যে এমন কথা নেই যে আমরা পাচারকারীদের ধরতে পারি। তাহলে রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স যেটা দেওয়া হয়েছিল, বলা হয়েছিল সেখানে একটা কথা যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা মজুতদারী করেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা কালোবাজারী করছে তাদের বিরুদ্ধে একটা বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং কিছুদিনের মধ্যেই যাতে খুব তারাতাড়ি শাস্তি পায় তার ব্যবস্থা করা হবে রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্সে এই কথাটা বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে এটাও কোন কাজে ব্যবহার হয় নি। সেখানে বলা হয়েছিল যে ১৯৫৫ সনের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের কয়েকটা ধারাকে কঠোরতর করার জন্য যে সূতার কাপড়, খাদ্য, তৈল, তৈলবীজ, পশমী জিনিষ, ঔষধপত্র, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংগে সংগে বিচারের এবং দণ্ডদানের ব্যবস্থা করা হবে। অথচ কোথায় হচ্ছে? অর্ডিন্যান্স তো অনেক দিন হল হয়ে গেছে। কিন্তু সংগে সংগে কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা কোথায় হচ্ছে? যেখানে এ ধরনের অবস্থা অমরা লক্ষ্য কবি সেখানে নিশ্চিতভাবে লক্ষ্য করছি যে মন্ত্রী মহাশয়েরা কিভাবে এর সংগে যুক্ত হয়ে আছেন। স্যার, আমি রাণীর বাজারে একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। চালে রঙ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই কালার করা, রঙ মোশানো একটা কত বড় অপরাধ। কিন্তু কোন স্টেপ নেওয়া হয় নি তার বিরুদ্ধে। কেন নেওয়া হয় নি তার বিরুদ্ধে ষ্টেপ? কারণ হি ইজ এ ম্যান অব আওয়ার ডেপুটি মিনিষ্টার শৈলেশ সোম।

মন্ত্রীর লোকদের বিরুদ্ধে স্টেপ নেওয়ার সাহস কারো নেই। এ ধরনের অবস্থা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে যার ফলে আমরা এই জিনিষটা লক্ষ্য করতে পারি যে সমগ্র ত্রিপুরায় যে সর্ব্বাত্মকভাবে যে অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে, মানুষকে মারার জন্য যে ভেজাল কারবারের তৈরী করা হয়েছে এবং যে ভাবে কালোবাজারী মজুতদারীকে আরও বিশেষভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে বর্ত্তমান সরকার কোন অধিকারে টিকে থাকতে পারে না এবং তাদের পদত্যাগটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এবং সে জন্যই যে প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে হাউসের সামনে সেটা ধারাবাহিকভাবে আমরা বিগত সেসনেও দেখেছি, এই সেসনেও যে এটা একটা চিরাচরিত নিয়মে আসছে সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি। এর মধ্যে নূতন কিছু নাই। গ্রাম ত্রিপুরার যাদের তারা আজকে যে কথা বলেছে গত অ্যাসেম্বলীতেও একই কথা বলা হয়েছে। গতবারও আমরা এটা নাকচ করে দিয়েছি। কাজেই এটাতে নুতন কিছু নেই বলে আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা লক্ষ্য করেছি অ্যাসেম্বলী ডাকার কিছু আগে থেকেই ঠিক একটা ক্ষেত্র তৈয়ার করতে চেষ্টা করা হয় এটা দেখানোর জন্য যে আমরা অনেক কিছু করে যাচ্ছি, বিধান সভায় তোলপাড় করে যাচ্ছি। সেই দিন আমাকে আমার বিলোনীয়া এলাকায় একজন বলেছিলেন যে বিধান সভা অভিযানের নাম দিয়ে আমাদের নিল কিন্তু বিধানসভা তো আমাদের দেখালো না। বিধানসভা কোথায় আর আমরা ছিলাম কোথায়। সেদিন আমাদের গ্রামের লোকদের বলেছে যে আমরা বিধানসভা অভিযান করব, সেখান থেকে আমরা জি, আর, আদায় করে নেবো। এমনি করে লোককে বিধানসভার নামে নিয়ে এসেছিল আগরতলায়। কিন্তু এখান থেকে প্রায় ৪।৫ ফার্লং দূরে এক জায়গায় জমায়েত করল, বিধানসভা দেখা হল না। সেই কথার জবাব আজকে বিরোধী দল দিতে পারছে না। গ্রামে তাই বলছে আমরা অনাস্থা প্রস্তাব আনছি কেন? আমাদের জি, আর, দেওয়া হয় না। সরকার দেয় না। এই যে একটা মুখ রক্ষার নামে এই অনাস্থা প্রস্তাব। এটা পুরানো কথাই, নূতন কিছু নয়। সেই এয়ার কণ্ডিশন গাড়ী, আমি প্রথম যখন নির্ব্বাচিত হয়ে এলাম তখন থেকেই শুনছি. কলকাতার বাড়ীর কথা তখন থেকেই শুনছি, নুতন কিছু নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়,আমরা ইণ্ডিয়াতে আসি ১৯৬৪ ইংরেজীতে। তার আগে ইণ্ডিয়াতে কারা আদিবাসী, কারা বাঙ্গালী আমাদের পরিচয় ছিল না। আমরাও উদ্বাস্তু। প্রথম যখন আমরা আসি তখন পাহাড়ী দুই একজন ভাই পাই। তাদের আমরা জিজ্ঞাসা করি তোমরা জুম করছ কেন? যখন দেখতে যাই তখন তারা বলল যে এখন যদি আমরা সমতল জমিতে নামি তাহলে আমাদের লাঙলের ট্যাক্স দিতে হবে, জমির ট্যাক্স দিতে হবে। কাজেই আমরা এখন সমতলে নামব না। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা, জুমিয়ারা কঠোর পরিশ্রম করছে সেই উচু টিলা ভূমিতে, মায়া কান্নার একটা হাওয়া বয়ে গেছে এখানে। কিন্তু কারা সৃষ্টি করেছে এই সমস্ত? এতদিন পর্য্যন্ত কেন তারা সমতলে আসতে পারে নি? ঐ শ্লোগান করেছে, জুমিয়াদের ভুল বুঝিয়েছে। সেই ভুলের মাশুল আজ এই মার্কসবাদীদের দিতে হচ্ছে। আজকে উপজাতি যুব সমিতি

কেন হয়েছে ? তাদের বার বার ভুল বুঝিয়ে বাঙালী এবং পাহাড়ীদের ভিতর যে বিভেদের সৃষ্টি করা হয়েছিল, তারা দেখেছে যে সি, পি, এম, ঠিক কথা বলছে না, কোন্ পথে গেলে, কোথায় তারা গেলে আস্তানা পাবে, তারা এখন সাইক্লিক অর্ডারের মত ঘুরছে, ঘুরে এখন তারা উপজাতি যুব সমিতি করছে। এটা কংগ্রেস করছে না, এটা কম্যুনিষ্ট করছে না, সৃষ্টি করছে উনারা। ট্রাইবেল রিজার্ভ সম্পর্কে মন্ত্রীসভা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অ্যাসেম্বলীতে পাশ করেছে যে অর্ডিন্যানসকে সেখানে আমরা আগে দেখেছি এই ত্রিপুরাতে মাত্র ৫টা জাতি ট্রাইবেল হিসাবে স্বাকৃত ছিল মহারাজার আমল থেকে। অর্ডিন্যানস্ করে ভূমিসংসকার আইন সংশোধন করে ১৯টা ট্রাইবেল:ক আমরা উপজাতি হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছি ? সেখানে সার্বিক ট্রাইবেল-এর স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে। মায়া কান্নাটা উঠছে কেন ? অ্যাসেম্বলীতে যারা মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি আছে তাদের আঁতে ঘা পড়েছে। চাকমা, মগ, হালাম, ইত্যাদি ত্রিপুরার যারা আদিবাসী রয়েছে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। হয়ত আমাদের যারা বিরোধী দলের এম, এল, এ, আছেন তাঁদের আঁতে ঘা লেগেছে, তাঁদের স্বার্থে ঘা লেগেছে। তাই আজকে এই ভূমি সংসকার আইনের বিরুদ্ধে এত কথা। ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবেল রিজার্ভ উঠে গিয়েছে, সেটা আমরা দেখেছি। কারণ এই ট্রাইবেল রিজার্ভ করে কোন ট্রাইবেলের স্বার্থ রক্ষা করা হয় নি, এত দিন পর্য্যন্ত জমি হস্তান্তর হয়ে আসছিল, ডি, এম থেকেও পার্মিশান পাওয়া যাচ্ছিল। কিছুতেই যখন ট্রাইবেলদের স্বার্থ রক্ষা করা যাচ্ছে না, তখন এই মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ট্রাইবেলের সম্পত্তি কোন অবস্থাতেই হস্তান্তর করা যাবে না, সেটা রিজার্ভের মধ্যেই হউক বা রিজার্ভের বাইরে হউক। কাজেই যেখানে কোন অবস্থাতে ট্রাইবেলের সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাবে না, সেখানে এই রিজার্ভ রক্ষা করার মূল্য কি ? এমনি ভাবে তারা তো আদিবাসীদের বুঝিয়েছে যে আদিবাসীদের এতদিন যে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হত, সেটা এখন আর দেওয়া হবে না। এটাও তারা এমনি ভাবে বুঝিয়েছে যে ট্রাইবেলদের জন্য রিজার্ভ বলতে আর কিছু থাকবে না, আমি বলতে পারি যে তাদেরকে এমনি ভাবে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কাজেই এই রকম অবস্থায় তাদের আঁতে ঘা লাগার কথা, তাই এই ব্যাপারেও তাদের আঁতে ঘা লেগেছে, এতে আমরা বিস্মিত হয় নি। তার কারণ ধান সংগ্রহ যখন করা হয়েছিল, তখন সেটা কাদের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল ? ত্রিপুরা রাজ্যের সাধরণ মানুষের জন্যই তো করা হয়েছিল যাতে রেশনের মাধ্যমে প্রয়োজনে তাদের সেটা আবার দেওয়া যায়। কিন্তু এখন কেন এই বিরোধী পক্ষ থেকে রেশনের মাধ্যমে চাউল দেওয়ার তাগিদ দেওয়া হচ্ছে ? আমরা ধান চাল সংগ্রহ করেছি, আমরা নিজেরা গ্রামে থাকি এবং আমরা জানি যে কোথায় থেকে ধান সংগ্রহ করা হচ্ছে, সে তো মজুতদারদের থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেজন্য প্রতিটি মানুষ সরকারের সংগে সহযোগিতা করবার জন্য এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু তাতেও তারা বাধা দিয়েছিল, সেদিনও সাধারণ মানুষকে তারা ভুল বুঝাবার চেষ্টা করেছিল যে আপনারা ধান দিবেন না। কিন্তু আমাদের সরকার বলেছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে চাউল আমরা আনব, সেটা যদি আমরা এখান থেকে প্রয়োজনীয় ধান সংগ্রহ করতে পারি, তাহলে বাইরে থেকে ধান আনার কোন প্রশ্ন উঠে না, আমরা সেই ধান প্রয়োজনবোধে ওয়েষ্ট

বেঙ্গলকে দিতে পারব, তাতে আমাদের লাভ আছে এবং আমাদের লাভ এই জায়গাতে যে ধান আমরা বাইর থেকে আনব, সেটার জন্য কেরিং কষ্ট দিতে হবে, সেটা আর আমাদের দিতে হবে না। কাজেই এই উদ্বৃত্ত টাকাটা দিয়ে আমরা আমাদের লোকের উপকার করতে পারব, কারণ এই টাকাটা আমাদের দেশের লোকের উন্নতির জন্য ব্যয় করতে পারব। তাই তো ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে সরকার বলেছিল যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে চাউল আনব, সেটা আমরা ওয়েষ্ট বেঙ্গল, আসাম অথবা অন্যান্য যে সব ষ্টেট আছে, তাদেরকে দিয়ে দেব। কিন্তু এই বিরোধী পক্ষ থেকে সেখানেও মিস-ইন্টারপ্রেটেশান করা হয়েছে। কাজেই এখানকার ধান চাউল কাউকে দেওয়া হয় নি। যেটা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমাদের রাজ্যের জন্য এলট করা, সেটা আমরা কাউকে দেই নি। অথচ উনারা এখানে বক্তৃতা দিয়ে গিয়েছেন, গ্রামে গ্রামে হাহাকার কিন্তু উনারা নিজেরা লক্ষ্য করেন নাই যে আমাদের গ্রামগুলি খাদ্যের দিক দিয়ে কিছুটা সর্টেজ আছে, এটা আমরা অস্বীকার করছি না। বিগত আউস ফসল যেটা, সেটা তো রোদে বৃষ্টিতে এক রকম নষ্ট হয়ে গেছে বলতে হয়। তাই যে পরিমাণ প্রডাক্শান হওয়ার কথা ছিল সেই পরিমাণ প্রডাক্শন হয় নি। কাজেই আজকে আমাদের খাদ্যে যে ঘাটতি আছে, সেটাকে পূরণ করবার জন্য সরকারও চেষ্টা করছে, এটা তো আমরা নিজেরা দেখতে পাচ্ছি। আজকে তারা যেমন এম, এল, এ, আমরাও এম, এল, এ। আমাদের দিক থেকে অর্থাৎ সরকারের তরফ থেকে সাধারণ মানুষকে নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। কারণ আজকে যারা মন্ত্রী, আজকে যারা সরকার পরিচালনা করছেন, তারাও এম, এল, এ. তারাও জনপ্রতিনিধি। কাজেই উনারা যেমন জনসাধারণ-এর মন জয় করতে চান—জনসাধারণের অভাব অভিযোগ কি ভাবে দূর করা যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখেন, ঠিক তেমনি-ভাবে আমাদের মন্ত্রীরাও লক্ষ্য করছেন, কারণ তারা আগে তো এম, এল, এ, হয়েছে তারপরে গিয়ে মন্ত্রী হয়েছেন। তারপর এখানে যে বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে, যে আমাদের ভিতরে নাকি ডিভিশন আছে, মন্ত্রী অথবা এম, এল, এদের ভিতরে ডিভিশন আছে, কিন্তু একটা কথা তো আমাদের মনে রাখা দরকার, যে আমরা এখানে যারা আছি, তারা সবাই জনপ্রতিনিধি এবং আমাদের সবার দায়িত্ব সমান। কাজেই দুর্নীতি, দুর্নীতি বলে দুর্নীতির বাসা বেধে গিয়েছে, এই রকম যদি হয়, তাহলে আমাকেও বলতে হয় যে তাদের ভিতরেও দুর্নীতি আছে এবং দুর্নীতি আছে বলেই তারা সর্বত্র দুর্নীতি দেখতে পান। যেমন আমি বলতে পারি বনমালীপুর থেকে আসারাম বাড়ীর টি, এ, নেওয়া হয়, এটার মধ্যে কি দুর্নীতি নাই, না এটার মধ্যে সুনীতি ? কাজেই আপনাদের নিজেদের মধ্যে দুর্নীতির বাসা বেধে আছে তো অন্যের দুর্নীতির কথা বলেন কি করে। আগে নিজেরা সংশোধন হয়ে যান, তারপর অন্যের ভুল ধরা যাবে এখানে শ্লোগান দেওয়া যেতে পারে যে আমি বিরোধী পক্ষের নেতা হিসাবে এই টাকা নেব না। কিন্তু যোগ অংক করে দেখা গিয়েছে যে আমি যদি সেখান থেকে আসি তাহলে ২৫ টাকা করে ডী, এ, পাব, আবার কমিটি মীটিং-এর জন্য আসলে ২৫ টাকা করে ডি এ পাব এবং তাতে করে আমরা সাড়ে সাত শত টাকার উপর উঠে, ঐভাবে যদি নিতে হয়, তাহলে অংকটা হাজার টাকার উপর উঠে যায়, এটা যদি মানুষ শুনে তো ভাল দেখা যায় না। তাই আমি ঐ টাকা নেব না বিরোধী দলনেতা হিসাবে। কাজেই বলছিলাম যে সাধারণ লোকের কাছে অনেক রকমের শ্লোগান দেওয়া যায়, কিন্তু আমরা জানি কোথায় সেই শ্লোগানের মধ্যে

ফাকি ফুঁকি আছে। কাজেই আপনাদের নিজেদের মধ্যে যে দুর্নীতির বাসা বেঁধে আছে, সেটার থেকে সংশোধন হয়ে যান, আর তা নাহলে নিজের দুর্নীতিটাই অন্যকেও দুর্নীতিগ্রস্ত বলে আপনাদের কাছে মনে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এয়ার কণ্ডিশন গাড়ীর কথা, এটা কোন নূতন জিনিষ নয়, আর কলকাতার বাড়ীর কথা, এটাও নূতন জিনিষ নয়, সেই পুরানো জিনিষগুলিতে তারা বার বার তাদের অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে এখানে টেনে নিয়ে আসছে। কাজেই আমরা সেই দিন তাদের আনীত অনাস্থা প্রস্তাবকে যেমন করে নাকচ করে দিয়েছি, এবারেও সেইভাবে এটা এখানে নাকচ হয়ে যাবে, আমরা এই আশাই করতে পারি। এই বলে আমি তাদের প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা সম্পর্কে যে অনাস্থা প্রস্তাব বিধান সভায় উপস্থিত হয়েছে, আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে ত্রিপুরা বিধান সভার নির্বাচন হয়ে যাওয়ার প্রায় তিন বছর পরেও ত্রিপুরার যে সমস্ত মৌলিক সমস্যা, সে উপজাতির ক্ষেত্রেই হউক, বেকার সমস্যার ক্ষেত্রেই হউক, ত্রিপুরার শিল্পউন্নয়েনের ক্ষেত্রেই হউক, কৃষি ইত্যাদির বিষয়েই হউক অথবা বিভিন্ন দিক থেকে মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি এবং সর্ব্বক্ষেত্রে যে একটা করাপশান দেখা দিয়েছে সেই করাপশানকে প্রতিরোধ করার ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে যে সমস্ত মৌলিক বিষয়বস্তু জনসাধারণের জীবনকে আন্দোলিত করে অথবা জনসাধারণের জীবনকে নির্দ্ধারিত করে, সেই সমস্ত মৌলিক সমস্যাগুলির পরিবর্ত্তন বা সেই সব সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি বা আশা আকাঙ্খা পূরণে এই বর্তমান সরকার উল্লেখযোগ্য কোন কাজই করতে পারেন নি। বিশেষ করে উপজাতি সমস্যার ক্ষেত্রে আমি বলছি যে এই সরকারের যদি কোন দুর্ভাগ্যতম কাজ থেকে থাকে, তাহলে গত দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত এখানকার তৎ-কালীন মহারাজার আমল থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতির জন্য যে একটা রিজার্ভ এলাকা আছে, বাস্তব ক্ষেত্রে সেই রিজার্ভ এলাকা আহত হয়েছে গত দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত। কিন্তু তা সত্বেও মোটামোটি যে রিজার্ভটা আছে তাকে এ্যাডযাষ্ট করার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান সরকার সেই রিজার্ভ এলাকাটাকে সম্পূর্ণভাবে তুলে দিয়েছেন। এবং তুলে দিতে গিয়ে বলেছেন যে এই রিজার্ভ এলাকা ত্রিপুরাতে মাত্র ৫টি উপজাতির জন্য নির্দ্ধারিত ছিল, আর যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১৯টি উপজাতি গোষ্টি আছে, সেই ১৯টি উপজাতীয় গোষ্টির সুবিধার জন্য এই রিজার্ভ এলাকাটাকে তুলে দেওয়া হল, সরকারের এই বক্তব্য অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর এবং ফেলাসিয়াস। তার কারণ এই রিজার্ভ এলাকাটা ৫টি উপজাতীয় গোষ্টির পরিবর্ত্তে সমগ্র ১৯টি উপজাতীয় গোষ্টির জন্য পুনঃ নির্ধারিত অথবা রি-এ্যাডজাষ্টমেণ্ট করে দেওয়ার যেখানে প্রয়োজন ছিল, সেখানে সমগ্র উপ-জাতীয় রিজার্ভটা তুলে দিয়ে ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের প্রতি অত্যন্ত বিমাতৃসুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। প্রশ্ন উঠে ত্রিপুরায় এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য জাওগায়ও উপজাতি সম্পর্কে— আজকে এই বিষয়-বস্তুটা উপজাতির রক্ষা কবচের বিষয়, যা আমাদের সংবিধানে বর্ণিত আছে ৫ম, ৬ষ্ঠ ইত্যাদি তপশীল। এবং ভারত সরকারের নিয়োজিত হনুমন্তিয়া কমিশন ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে ৬ষ্ঠ তপশীল অনুকরণে স্বায়ত্বশাসিত ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠন করে তার রক্ষা কবচ সৃষ্টি করার কথা বলেছিলেন। সেই কমিশনের সেই হনুমন্তিয়া কমিশনের যে বক্তব্য সেই বক্তব্যকে কার্য্যকরী করার পরিবর্ত্তে সেখানকার এই ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত উপজাতি অথবা অন্যান্য অংশের অ-উপজাতি গণতন্ত্রপ্রিয় জনসাধারণ সমগ্র অংশের বক্তব্য ছিল ঠিক তপশীল জাতির মত—তার চাইতে অনুন্নত, কি সামাজিক ক্ষেত্রে কি অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে কি মনস্তাত্বিক গঠনের ক্ষেত্রে সমগ্র ক্ষেত্রে অনগ্রসর উপজাতি গোষ্টিগুলি বা উপজাতি সমাজ যারা প্রায় ৬ লক্ষ সংখ্যার দিক থেকে, তাদের জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা ৬ষ্ঠ তপশীলের অনুকরণ যা ছিল

হনুমন্তিয়া কমিশনের প্রস্তাব বা সাজেশান সেই বাস্তব অবস্থাটুকু কার্যকরী না করা কিম্বা যা কিছু ছিল অন্তত পক্ষে না হলেও রিজার্ভ—ট্র ইবেল রিজার্ভ সেই ট্রাইবেল রিজার্ভটা বর্তমান সরকার তুলে দিয়েছেন এটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। সমগ্র উপজাতি সংগঠনগুলি ত্রিপুরায় একটা বিশেষ কনভেনশান ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই উপজাতিদের বিরুদ্ধে যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ব্যবস্থা এই সরকার নিয়েছে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার প্রস্তাব নিয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালে সি, পি, এম, পরিচালিত উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ সেই কনভেনশানের সংগ্রাম কমিটি থেকে বেড়িয়ে চলে গিয়েছেন। তা সত্ত্বেও উপজাতি জনসাধারণ আজকে ঐক্যবদ্ধ এবং তার সাথে সাথে ত্রিপুরার অন্যান্য রাজনৈতিক দলও বি,ভন্ন সময়ে কি কমিউনিষ্ট পার্টি, কি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক, আর, এস, পি, ইত্যাদি বাম পন্থী দল যারা আছেন তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হরতালে, আন্দোলনে বর্কে ত্রিপুরার এই উপজাতির জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থার দাবী উত্থাপন করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই দাবীতো পরিপূরণ করার প্রশ্নে আসেনি—তা বাদ দিলেও মহারাজার আমলের যে রিজার্ভ এখন তুলে দেওয়া হয়েছে। এর জন্য ব্যাখ্যা দিলেও আমরা বুঝতাম। কিন্তু তারা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যা আরও দুর্ভাগ্যজনক। তারা বলেছেন ৫ দফা যা ছিল সেই ৫ দফার পরিবর্তে ১৯ দফার সুবিধার জন্যই এটা তুলে দিয়েছেন। এটা কি করে ব্যাখ্যা হতে পারে আমি বুঝতে পারি না। ১৯ দফা মহারাজার আমলে যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বা পরিবেশ ছিল সেই পরিবেশ তখনকার পর্য্যায়ে একটা ফিউডাল মহারাজা যা করেছিলেন তাকে সংস্কার করে সমগ্র উপজাতি গোষ্ঠি সমূহের জন্য আজকে যে ব্যবস্থা করা উচিত ছিল এবং রিজার্ভ সেই ভাবেই রিএডজাষ্ট করা উচিত ছিল। এবং যে সমস্ত অঞ্চল রিজার্ভের ভুক্ত, পরে ট্রাইবেলরা সরে গিয়েছে, সেই সমস্ত অঞ্চল বাদ দিয়ে, এমন কতগুলি অঞ্চল আছে যে সমস্ত অঞ্চল রিজার্ভ এরিয়ার মধ্যে পড়ে না সেই সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে ট্রাইবেল নূতনভাবে বসতি স্থাপন করেছে। সেই সমস্ত অঞ্চলগুলি রিজার্ভের ভুক্ত করে—এই ভাবে সমগ্র অবস্থাটাকে রিএডজাষ্ট করা সম্ভব হত বা উচিত ছিল। কিন্তু এটা বর্তমান সরকার রিজার্ভ তুলে দিয়েছেন এবং ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা অত্যন্ত ফেলেশাস ভাবে বিভ্রান্তিকর ভাবে। কাজেই এই অবস্থাটাকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক মনে করি। ফুড—খাদ্য, খাদ্য পরিস্থিতি আমরা অন্যান্য আলোচনাও বলেছি। আমি ক'দিন আগে বিলোনীয়া থেকে আসার আগে বিভিন্ন জায়গায় শুনেছি এবং রাজনীতি করে না এই রকম লোক, অনেক কংগ্রেসী মানুষ। আমি গত দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত বিলোনীয়া আছি—কোন নির্ব্বাচনের যারা কোন সময় কমিউনিষ্ট পার্টিকে সমর্থন করে না এই রকম লোক দলে দলে আমাকে বলেছে আসার সময় যে এখানে লংগরখানা খোলার দাবিটা আপনারা যেন তুলেন এমন একটা ব্যাপক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যেন কাজ কর্ম একেবারেই নাই। সিমেন্টতো বন্ধ রাজমিস্ত্রীরা বেকার। তার সাথে সাথে আরও বেকার রাজমিস্ত্রীদের যে সমস্ত জোগানদাররা। গ্রামে ঘর বাড়ী মেরামত মানুষ বিশেষ একটা করে না। ফলে কামলা, মুনি যারা করে তারা সম্পূর্ণ বেকার। সূতা না থাকায় ফলে তাঁতী এবং জেলে এরা সাংঘাতিক ভাবে বিপর্য্যস্ত। কৃষি মজুরী যারা করে তারা কৃষি মজুরী করতে পারে না এবং টেষ্ট রিলিফের কাজ যা হয়— মাননীয় স্পীকার স্যার, করাপশানের কোন

মুল ঘাটি যদি কোথাও থাকে তা হল এই সমস্ত টেষ্ট রিলিফের কাজ বা ক্র্যাশ স্কীমের কাজ। এইগুলি সাংঘাতিক ভাবে করাপশানের ঘাটি। বি, ডি, ওরা যা খুশী তাই করে এবং যে সমস্ত এলাকায় এইগুলি পরিচালিত হয় তারা যা খুশী তাই করে। ১৫ হাজার টাকার কাজ ৫০০ টাকা দিয়ে করিয়ে নেন। বাকীটা গুম করে দেয়। কিন্তু কোন সর্ব্বদলীয় কমিটি— আমরা বার বার প্রস্তাব করেছি যে করাপশান প্রতিরোধ করার জন্য একটা সর্ব্বদলীয় কমিটি করুন। আমরা কমিউনিষ্ট পার্টি চুরি করতে পারি। কংগ্রেস চুরি করলে কমিউনিষ্ট পার্টি ধরবে আর কংগ্রেস চুরি করলে কমিউনিষ্ট পার্টি ধরবে। একটা সর্বদলীয় কমিটি করুন এই সমস্ত করাপশানকে বাধা দিতে, আপত্তি কোথায়? অসুবিধা কোথায়? সেখানেতো আমি আমার হাতে ষ্টেট রিলিফের ফাণ্ড দাও এই কথা বলছি না। ষ্টেট রিলিফের ফাণ্ড দাও এই কথা বলছি না। আমি চাই টেষ্ট রিলিফের কাজ ঠিকভাবে করাতে। কিন্তু সমগ্র লোকের— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটু সময় লাগবে। সমগ্র এলাকার মধ্যে এই অবস্থা উত্থাপিত হয়েছে। আমরা বার বার বলেছি যে খাদ্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ব করা হউক। বার বার দাবি উত্থাপন করেছি, মিনিষ্টার কাছেও বলেছি। কিন্তু তারা খাদ্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ব করার কোন ঝুকিই নিতে চাইছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, খাদ্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ব না করে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র রাষ্ট্রায়ত্ব না করে বর্ত্তমান অবস্থাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। ত্রিপুরা সরকার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন সামনের অবস্থা আপনারা সামাল করতে পারেন কিনা? আমরা দেখেছি যে গাড়ীকে গাড়ী চাল—বিলোনীয়া থেকে উদয়পুরের মাঝখানে যে বাঁশ ছিল সেটি উঠে গেছে। গাড়ী ভর্তি চাল চলে আসে। কোথায় উদয়পুরে—খোলা বাজারে বিক্রী করার জন্য নয় গোপনে গুদামে পাঠানোর জন্য। বিলোনীয়া থেকে আসে। আমি বলেছি বিলোনীয়ার লোককে শান্তির বাজারের লোককে যে আপনারা মাল ধরুণ—ট্রাক ভর্তি চাল আসে। মানুষের চালের দর যেখানে ২ টাকা ৩ টাকা করে লাফিয়ে বাড়ছে—আর গাড়ী গাড়ী চাল—উদয়পুরে বর্ডারে যে চেক পোষ্ট ছিল সেটি এখন নেই, সেখান দিয়ে গাড়ী গাড়ী চাল চলে আসছে। চালের দর ২ টাকা, আড়াই টাকা পর্য্যন্ত উঠে গিয়েছে। যেটি শান্তির বাজারের মানুষ দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত দেখেনি। কাজ নাই কর্ম্ম নাই এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে বিপর্যয়ের কথা। সরকারের উচিত ছিল নিজেরা কিনে নিয়ে যেখানে ধান বেশী আছে যে সমস্ত বড় জোতদার আছে তাদের উপর লেভী করা। যত বড় জোতদার তত বেশী পরিমানে লেভী নির্দ্ধারণ করা। (ইন্টারাপশান) কোন আতংকের কারণ নেই, একটা পকেটের এই ধান সংগ্রহ করলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে দীর্ঘদিন খাওয়ান যাবে। কিন্তু সেই ঝুকি—সরকার এই সমস্ত ঝুকি নিতে চাইছে না। তাহলে কি জনসাধারণের বাঁচা মরার সময় ঝুকি না নেয় তাহলে আমরা কি এই বিধান সভায় মাসিক বেতন নিয়ে চলে যাব? কাজেই এই ব্যবস্থা রোধ করার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং এই ব্যবস্থা করতে পারছেন না বলেই বর্ত্তমান অবস্থা দুর্ভাগ্যজনক। এমপ্লয়মেন্ট—এমপ্লয়মেন্ট-এর জন্য বিলোনীয়ার ছেলেরা এখন আমাকে বলেও না। কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে কংগ্রেসই হউক আর কমিউনিষ্টই হউক চাকরী তাদের হবে না। কিন্তু মাননীয় স্পীকার, এই যে অবস্থা এই অবস্থা কতদিন চলবে? কিছু সংখ্যক লোককে ৫০ লক্ষ টাকা বেকার স্কীমে দিয়েছেন।

সরকার সেদিন বলেছেন বেকার ভাতা দেওয়া অপমানকর মনে করেন। বেকার ভাতা ৫০ লক্ষ টাকা স্কীম—বেকার ভাতা প্রেকটিক্যালী আমিও খুব বেশী সমর্থন করি না। কিন্তু সমর্থন করি এই জন্য যে বাধ্যতামূলক, কোন গভর্ণমেণ্ট যদি কোন লোককে চাকরী দিতে না পারে—সেই গভর্ণমেণ্টের কোন অধিকার নেই কোন লোককে চাকরী না দেওয়া। কাজ তারা চাইছে, কাজ যদি আমি না দিতে পারি তার জন্যতো আমি দায়ী নয়। তার জন্য গভর্ণমেন্ট দায়ী। সেই লোকটা কাজ চাইছে সে টেষ্ট রিলিফ চায় না, সেতো আপনার কাছে নগদ সাহায্য চায়না ? সে কাজও পাবে না, ব্যবসাও করতে পারবে না। আমি আরেক দিন মিটিংএ বলেছিলাম যে আমার এক বন্ধু আমাকে বললেন যে আমার এক ভাই আপনি তো জানেন পাঁচ বছর যাবত গ্রেজুয়েট হয়ে বসে আছে এখন সে ব্যবসা করছে। আমি সেই ব্যবসার কথা আপনাকে বলতে পারছি না। তখন আমি বললাম আপনি তাকে নিষেধ করেন নি, বললো ? আমি নিষেধ করেছি কিন্তু সে আমাকে বললো আমাকে টাকা দাও আমি ব্যবসা করবো। তা না হলে চাকুরী দাও চাকুরী করবো। এই কথা বললো তার বড় ভাইকে, কি বলবে তার বড় ভাই ? চাকুরীও দিতে পারবেনা, টাকাও দিতে পারবে না, সে গ্রেজুয়েট ছেলে, ৫বছর যাবত বসে আছে—কাজেই এখন ফ্রাসটেটেড হয়ে সে এখন ব্ল্যাকমার্কেটিং করছে বর্ডারে। করবেই। এইতো ফ্রাসটেসনের ক্ষেত্র। কাজেই এই অবস্থাকে কিভাবে রোধা সম্ভবপর হবে ? ইণ্ডাষ্ট্রী, মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন্দ্র বাবু, কেরালা সরকারকে ইঙ্গিত করে কথা বলেছেন এবং তারা সেখানে কেরালায় নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে সেখানে লিবারেশন মোভমেণ্ট করছে তো আমরা জানি এবং সেখানে যে ট্রাইব্যুনেল ৫শো টাকা জামিনে সেখানে যে কোন মিনিষ্টারের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য ট্রাইব্যুনেলের একটা কমিটি আছে। কাজেই সেই অবস্থায় কেরালা ইজ দি অনলি গভার্ণমেণ্ট যেখানে এই ট্রাইব্যুনেলের ব্যবস্থা আছে। কাজেই এই অবস্থায় এই অবস্থাকে রোধ করা দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, রেলওয়ে সম্পর্কে এখানে আর কোন কথা উঠে না। ত্রিপুরার যে ভাগ্য, ত্রিপুরার যে যাতায়াতের সমস্ত ব্যবস্থা রেলওয়ে এবং কৃষি ক্ষেত্রে সারের দর, ১৯৭২ সালে যে সারের দর ছিল ৫০ পয়সা সেই সার আজকে আড়াই টাকা তিন টাকা। হাই ইল্ড ভেরাইটির এই ফসল সম্পূর্ণভাবে বিপর্য্যস্ত এবং রবি শস্য আলু, আঁখ ইত্যাদি সমস্ত রকমের ফসল আজকে বিপর্যয়ের মুখে এবং সরকার তার কোন ব্যবস্থা করতে পারছেন না। কীটনাশক ঔষধ এবং সার কিনার ক্ষমতা কৃষকরা রাখে না। কাজেই এই সমস্ত অবস্থা এবং বিভিন্ন রকমের অবস্থা যেমন ত্রিপুরায় এই আগরতলা শহরে গত এক বছরে কয়টা চুরি, মারামারি এবং কয়টা খুন হয়েছে সেইটার হিসাব সরকার দিতে পারবেন ? এই গুণ্ডামী বিশেষ করে রাজধানী শহরে এই সমস্ত রোধ করার ক্ষমতা যদি সরকার না রাখেন তবে জনসাধারণ কি করতে পারে ? কুশাসন সম্পর্কে বলা আর না বলা সমান, তবে কুশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। সিমেণ্ট বলুন, টিন বলুন, টেষ্ট রিলিফ বলুন সমস্ত ব্যাপার আজকে কুশাসনের কবলে। এই যে অবস্থা এই অবস্থায় আমি একজন ডাক্তারের কথা বলছি, বিলোনীয়ার ডাক্তার। ডাক্তাররা প্রাইভেট প্রেকটিস করবে কি করবে না সে নিয়ে আমি ঝামেলা করতে চাই না। কারণ ডাক্তাররা যারা এখন প্রাইভেট প্রেকটিসের অ্যালাউন্স পান তারা প্রাইভেট প্রেকটিস করবেন, ক্ষমতা রাখে তাই তারা করেন। কিন্তু এমতাবস্থায়

বিলোনীয়ার ইনডোরে যে ডাক্তার আছেন তিনি প্রাইভেট প্রেকটিসের জন্য হাসপাতালের প্রেকটিস একেবারে বাদ দিয়েছেন, হাসপাতালের রোগী তিনি দেখেনই না। এমন কি হাসপাতালের রোগীর জন্য তিনি ভিজিট নেন। বিলোনীয়া ব্যাঙ্ক রোডে মহেন্দ্র দেবনাথ বলে একজন দোকানদার আছে, আগষ্ট মাসের শেষের দিকে অথবা সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে তার স্ত্রী বিলোনীয়া হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছিল। সেই ভদ্রলোক বলেছেন, আমি শেষ পর্য্যন্ত তার দুরাবস্থা দেখে সেই ডাক্তারকে ৫ টাকা ভিজিট দিয়েছি আমার ওয়াইফকে ঐ হাসপাতালে ভর্ত্তি করার জন্য এবং তাকে ভাল করে দেখার জন্য। এই ডাক্তার হাসপাতালের রোগী দেখেনই না টাকা পয়সা না পেলে এবং বিলোনীয়াতে তার বিরুদ্ধে একটা ভয়াভয় অবস্থা। এই অবস্থা যদি রোধতে না পারা যায়, একজন উপমন্ত্রীর গাড়ীতে আফিং পাচারের কথা প্রচার হয়, সমস্ত রাজ্যের চায়ের দোকানে মানুষ হৈহৈ করে। আপনারা কিছু বলবেনও না এবং কোন ব্যবস্থাও করবেন না। এই যে অবস্থাগুলি এই অবস্থাকে রোধ করার জন্য ব্যবস্থা যদি না করতে পারেন তবে বর্ত্তমান অবস্থাকে রোধ করা যাবে না। এই পরিস্থিতিতে এই বিধান সভায় যে অনাস্থা প্রস্তাব বর্ত্তমান সরকারের বিরুদ্ধে এসেছে সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। আমি আরেকটা কথা বলছি যে শ্রমিক, এখানকার মটর শ্রমিকরা যখন ধর্মঘট করেছিল তখন তিনজন মোটর শ্রমিককে মিসা আইন এবং ৬২/৬৩ দিন পর্য্যন্ত যখন সিনেমা শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করে সেই সিনেমা শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট সম্পর্কে সরকার কোন রকম একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করার শক্তি রাখেন নি এবং তাদের অত্যন্ত ন্যায় সংগত দাবীগুলি জোর করে বা ব্যবস্থা করে আজকে সিনেমা হলের মালিকদেরকে দিয়ে মানিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন নি। শ্রমিকদের উপর মিসা আইন করতে পারেন কিন্তু মালিকদের উপরে মিসা আইন করতে পারেন না। কাজেই এই সমস্ত অবস্থাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমি বর্ত্তমান বিধান সভায় যে অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে তার পক্ষে আমি আমার বক্তব্য রেখে এইখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এখানে যে অনাস্থা প্রস্তাবটা মাননী সদস্য শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আনলেন এবং সুদীর্ঘ ভাষণ দিলেন আমি তা মনোযোগের সংগে শুনার চেষ্টা করেছি। এবং এর আগেও তিনি যে সমস্ত অভিযোগ এনেছেন এবং এই হাউসের মধ্যে আলোচনা হয়েছে সেইগুলিই আবার অন্যভাবে তিনি পরিবেশন করার চেষ্টা করেছেন। তার অনাস্থা প্রস্তাব আরম্ভ করার প্রথমে তিনি যে বক্তব্য নিয়ে সুরু করলেন এতে আমি বেদনা বোধ করেছি। তিনি বলেছেন যে সেনগুপ্ত সরকার আজকের ল্যাণ্ড রিফরমস্ অ্যাকটের জন্য লেজিসলেশন এখানে অর্ডিনেনসের পর যে বিল পেশ করা হয়েছে তাতে আদিবাসীদেরকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। সব জিনিসরই একটা দেখার দৃষ্টি ভঙ্গী থাকবে। তিনি সুবক্তা, প্রত্যেক জিনিষের উপর একটা অলঙ্কার চাপাতে পারেন এবং তার মুখেই সেটা শোভা পায়। কিন্তু বাস্তবে যদি জিনিসটা দেখতে হয়, তাহলে জিনিসটার চেহারাটা দাঁড়ায় অন্যরকম তখনও যখন এই যে বিল হাউসের মধ্যে এসেছিল এই বিষয় নিয়ে তখন বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। অনাস্থা প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে তিনি যখন এই বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন, কাজেই এটা অত্যন্ত মানবিক দিক দিয়ে

দেখার প্রয়োজন রয়েছে। আজকে ত্রিপুরার সমস্যাটা আরো একটা দিক দিয়ে তাকে দেখতে হবে। ত্রিপুরার আদিবাসীদেরও যেমন সমস্যা, তেমন উদ্বাস্তুদের সমস্যা ও সমপরিমাণ। দেশ বিভাগের ফলে বাইরের থেকে বহু উদ্বাস্তু আসতে আরম্ভ করল এবং যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্য তার সৌভাগ্যের জন্যই হোক আর দুর্ভাগ্যের জন্যই হোক পাকিস্তান যেটা বর্ত্তমানে বাংলাদেশ তার নিকটবর্ত্তী। বলতে গেলে ত্রিপুরার তিন দিক থেকে বেষ্টিত। কাজেই স্বভাবতঃই উদ্বাস্তুদের যে তার একটা বিরাট সংখ্যক লোককে ত্রিপুরার লোকদের বহন করতে হয়েছে। আজকে যদি ২৫ বছর আগের দিকে চলে যেতে হয় তাহলে যে ছিন্নমূল লোক যারা লক্ষ লক্ষ লোক ত্রিপুরাতে চলে এসেছে, তাদেরকে একটা মাথা গোজার ঠাঁই দিতে হয়েছে। এই যে অবস্থা সেটা কেউ ইচ্ছা করে কামনা করেনি। তখনকার দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিভাগকেও আমাদের মেনে নিতে হয়েছে এবং তার পরবর্ত্তী অধ্যায় হিসেবে সমস্ত কিছু সমস্যা এসে উপস্থিত হয়েছে। কাজেই সেই দিক দিয়ে তাকে বিচার করতে হবে। কাজেই তাদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা ত্রিপুরাতে করতে হয়েছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরায় যারা আদিবাসী বহু উপজাতি তাদেরও পুর্নবাসন পরিকল্পনা এই কংগ্রেস সরকার গ্রহণ করেছেন। অবশ্য উদ্বাস্তুরা স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে কিন্তু তার ৩/৪ বছর আগের শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে দফায় দফায় সেই পরিকল্পনা আমাদের করতে হয়েছে। কাজেই এই ইতিহাসকে যদি দেখতে হয় তখনকার উদ্বাস্তুদের পরিকল্পনাও দেখতে হবে। এখানে এখন আমি এই কথা যদি বলতে চাই তাহলে বিরোধী দলের সদস্যরা চিৎকার করে উঠবেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— চিৎকার করা হবে না। আপনি বলে যান।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— হ্যাঁ, তাঁরা চিৎকার করে উঠবেন। সেদিনের যে পুণর্বাসনের ব্যবস্থা এই জন্য তাদের মধ্যে যদি পুণর্বাসনের মুখোমুখী গড়ে তুলতে পারতেন যাতে পুনর্বাসনের দিকে যদি তারা প্রভাবিত হত, তাহলে ত্রিপুরার আদবাসীদের অবস্থা আজকে এইরূপ ধারণ করতে পারত না। কারণ যে পলিটিক্যাল ফিলসপিতে যে রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস করেন তারা বিশ্বাস করেন দরিদ্র লোককে আরো দরিদ্রতর করা। তার জন্য তাদের যদি জামা থাকে তাহলে সেই জামাটা সরিয়ে নিয়ে নেংটি পরিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে তাদের আর হারাবার কিছু থাকবে না। কাজেই আমাদের দলের সংগ্রামী হাতিয়ার হিসেবে তাদেরকে যে ব্যবহার করতে সুবিধা হয়। কাজেই সেই মতবাদ তারও একটা মস্ত বড় কারণ আছে। আমরা দুঃখিত যে ত্রিপুরায় পুনর্বাসন যতখানি হওয়া উচিত ছিল ঠিক ততখানি হতে পারেনি। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে টাকা দেওয়া হয়েছে এবং যেটা করার সেটা করা হয়েছে। যারা সমালোচনা করেন, উদ্বাস্তুরাও আছে, তাদেরও দুঃখ বেদনা আছে। আমাদের বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে ঘটনার বিচার করতে হবে। আমরা জানি আজকে আদিবাসী সমাজ পিছিয়ে আছে। তাদের জন্য আরো বেশী চিন্তা, আরো বেশী গভীর ভাবে দৃষ্টি ভঙ্গী নেওয়া দরকার। সরকার যেটা পরিকল্পনা করেছিলেন তার মধ্যে সেই দৃষ্টি ভঙ্গী ছিল। অবশ্য দুঃখের বিষয় যতখানি আশা নিয়ে সেটা করা হয়েছিল নানা কারণে কিছুটা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ডিফেক্ট কিছুটা তার মধ্যে আছে, আর অধিকাংশটাই হচ্ছে রাজনৈতিক কারণ। যে পটভূমিকা আছে

যারা এই সরল আদিবাসীরা জুম থেকে এসে জমিতে বা একটা পাহাড়ের উপর অনবরত ফসল করতে হবে তাদের মনের বাতাবরনের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি করা উচিত ছিল, তার সঙ্গে সরকারের সেই নীতির সঙ্গে যারা বিরোধীদল আছেন তারা যদি সহযোগিতা করতেন তাহলে তাদের পূনর্বাসন আরো অনেকটা ভালো হতে পারত। আরো সুন্দর হতে পারত। কিন্তু তারা সহযোগিতা করেন নি। কাজেই আমি যেখান থেকে কথাটা বলছিলাম সে কথাটা হচ্ছে, কাজেই সেই কারণের জন্য ত্রিপুরার উদ্বাস্তুদের পূর্ণর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আদিবাসীদেরও সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু ইচ্ছায়ই হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক তারা ঢুকে পড়েছে। মহারাজার আমলে রিজার্ভ একটা ছিল, সেটা বিশেষ ভাবে ৫টি জাতির জন্য নির্ধারিত ছিল। এবং উদ্বাস্তুদের পূর্ণর্বাসনের জন্য কিছু কিছু অঞ্চল রিজার্ভ মুক্ত করা হয়েছে। এবং স্বভাবতঃই সেই অঞ্চলের কিছু কিছু আদিবাসী সেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক ঢুকে পড়েছে। এবং সেদিনকার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা আজকে যারা চিৎকার করছেন তাঁরাও বহু লোককে সেদিন ঢুকিয়েছেন, তাঁরা তাদের জায়গা করে দিয়েছেন। তাদের সঙ্গে রাখার জন্যই হোক রাজনৈতিক কারণেই হোক তাদের সেদিন ঢুকিয়েছিলেন। কাজেই ত্রিপুরার অভ্যন্তরে স্তরের মধ্যে বাঙ্গালী এবং আদিবাসীরা পাশাপাশি বাস করছে বহুদিন থেকে। এবং প্রীতি ও সৌহার্দ্য রাখার চেষ্টা করছে।

মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা স্বীকার করেছেন যে আগে থেকে উদ্বাস্তু আগমণ ইত্যাদি কারণের জন্য একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে আদিবাসী অধ্যুষিত হয়েছে। কাজেই এই যখন অবস্থা তখন আদিবাসী নিয়ে সমস্যা সেই সমস্যাটাকে গুরুত্ব নিয়ে দেখা উচিত। এবং এইজন্য ১৯৬০ সালে ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রিফর্ম আইন পাশ হয় তখন তার মধ্যে একটা বিশেষ ধারা দেওয়া হল সেই ধারাটা হচ্ছে আদিবাসী যে জায়গা থাকবে সেই জায়গায় আদিবাসী সেখানেই রিজার্ভের মধ্যে থাকবে। সেই জায়গা ডি, এম, এর পারমিশান ছাড়া বিক্রি করতে পারবে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে সরকার যে আইন পাশ করিয়াছেন তার মধ্যে আদিবাসী অধিকৃত যে জায়গা আছে সেটাকে রক্ষা করার জন্য অর্থাৎ যাতে আদিবাসী জায়গা আদিবাসীদের থাকতে পারে। কিন্তু যদি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তারা বিক্রি করতে চান তাহলে আদিবাসীর কাছে যে কোন সময়ে যে কোন ভাবে বিক্রি করতে পারবেন। কিন্তু যদি অ-আদিবাসীর কাছে বিক্রি করতে চান তাহলে ডি, এম, এর পারমিশন নিতে হবে। অর্থাৎ আদিবাসী জমি যাতে সহজেই অ-আদিবাসীর কাছে হস্তান্তরিত না হতে পারে। কিন্তু তার পরবর্তী পর্য্যায়ে দেখা গেল এটা থাকা সত্বেও নানাভাবে জায়গা হস্তান্তরিত হচ্ছে। ডি, এম, কে প্রভাইড করেই হোক এটা সত্যি ঘটে যাচ্ছে। এবং পরবর্তী পর্য্যায়ে এই কংগ্রেস সরকারের পক্ষ থেকে ডি, এম, এর এই যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটা তারা ব্যবহার করবেন উপজাতি উপসমিতি আছে তার পারমিশন নিয়ে। অর্থাৎ উপজাতি সমিতির সমর্থন যদি না পাওয়া যায় তাহলে তারা সেই জমি বিক্রি করতে পারবেন না। তারা যে মত দেবার দেবেন। কাজেই পার্টির পাওয়ার উপজাতিদের আছে এবং আদিবাসীদের হাতে যাতে নিজস্ব জমি থাকতে পারে সে জন্য এটা করা হয়েছে। এবং সেটাই তারা দেখছেন। এবং তাদের পুনর্ব্বাসনের ক্ষেত্রে বছর বছর ধারায়

ধারায় সঙ্গে সঙ্গে করছেন। কিন্তু তার পরবর্তী পর্য্যায়ে দেখা গেল এই কাজগুলি করতে গিয়ে সরকার যখন অর্থ নিয়ে এগিয়ে আসছেন, সরকার যখন অর্থ নৈতিক সাহায্য এবং লোন দিতে পারছেন তখন দেখা গেল অনেকগুলি সমস্যা তার মধ্যে উঠে গেল। এই যে সমস্যা এই সমস্যাগুলি কি? এই যে আদিবাসী অঞ্চলে যে জমি সরকার বা কোন কো-অপারেটিভ সোসাইটি বা কোন কর্পোরেশন যদি বন্ধক রেখে টাকা দিতে যায়, রিজার্ভ যদি থাকে তাহলে দেওয়া চলবে না। কারণ আদিবাসীদের কাছ থেকে কোন রকমের মর্টগেজ বা রেহান এই রকম কিছু রাখার নিয়ম নেই। কাজেই সেই ক্ষেত্রে যদি মানবিক কারণে—যে জায়গায় আদিবাসীরা আছে, তারা যাতে সেই জায়গা মর্টগেজ দিয়ে টাকা নিয়ে যেতে পারেন তারই জন্যে—কারণ আদিবাসীরা যারা রিজার্ভ এলাকায় আছে, রিজার্ভ এলাকায় থাকার জন্য তারা সেখান থেকে টাকা নিতে পারছে না সরকার-এর কাছ থেকে কারণ ঐ যে রিজার্ভ রয়ে গেছে। কাজেই, সরকার এর কাছে সমস্যাটা আসল যে আজকে আদিবাসীদের পজেশান যে জায়গা আছে সেটা উপদেষ্টা কমিটি এবং সেই সংগে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট-এর নির্দ্দেশ ছাড়া সেটা হস্তান্তর করা চলবে না সেটা যে জায়গাই হউক, তাহলে রিজার্ভ বৃহত্তর অঞ্চলে না থাকলেও, আদিবাসী যে অঞ্চলে আছে, একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে না থাকলেও, ত্রিপুরার শহরাঞ্চলে থাকলেও তার জায়গাটা আইনতঃ এক ধরণের রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ অন-আদিবাসীর কাছে যেতে পারছে না কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে সেটাকে হস্তান্তর করা সেটা ডি, এম, বা উপদেষ্টা কমিটির কাছে যদি উপযুক্ত মনে হয়, সেই ক্ষেত্রেই মাত্র সেটা করা যেতে পারে। তাহলে আদিবাসীর স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য বাস্তব দিক থেকে আইন করা দরকার এবং যে আইন দিয়ে তাদেরকে রক্ষা করা যায়, সরকার সেটা করছেন। তাঁরা যখন দেখলেন এই যে রিজার্ভ যেটা রয়েছে, তার মধ্যে পাঁচটা সম্প্রদায় মাত্র আছে, অন্যান্য সম্প্রদায় যদি থাকে ঐ অঞ্চলে, আদিবাসী যারা আছে, তারাও এর বেনীফিট যাতে পেতে পারে, তারই জন্য সরকার চেষ্টা করেছেন। সরকার পক্ষ থেকে যে সব সুযোগ সুবিধা তাঁদের যে কমিটমেন্ট বা তাঁদের যে বক্তব্য সেই বক্তব্য অত্যন্ত পরিস্কার। একটা হচ্ছে তাদের পুনর্ব্বাসন-এর অর্থ শুধু জায়গা দেওয়াই নয়, তাদের আর্থিক পুনর্বাসনের সুযোগও দিতে হবে। তাছাড়া উপজাতি দপ্তর থেকে তাদের শিক্ষা, তাদের পুনর্ব্বাসন, তাদের বিশেষ ক্ষেত্রে রাস্তা-ঘাট করে দেওয়া এবং তার জন্য যে আর্থিক বরাদ্দ সেইদিক থেকে এবং তাদের জমি যাতে সহজে হস্তান্তর না হয়ে যায়, সেটা রিজার্ভের অন্তর্ভুক্তই হউক আর রিজার্ভের বাইরেই থাকুক, তার ব্যবস্থা সরকার করেছেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে মহারাজার আমলের যে আইন, সেটা সুপারসিড হয়ে গেছে, এই যে বক্তব্য, সেটার বাস্তব ভিত্তিক কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, একটা সাইকলজিক্যাল প্রয়োজন ছাড়া, যে সাইকলজিটাকে তাঁরা সেখানে উস্কানি দিয়ে তাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছেন। কাজেই অবস্থা যা ছিল, আজকে তো ছয়মাস যাবত আইন উঠে গেছে, কোন আদিবাসী কি তার জমি থেকে বঞ্চিত হয়েছে বা তার জন্য তার কি কোন বিরূপ অবস্থা বা তার মধ্যে কি কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে? কোন জমি থেকে কি

তারা উচ্ছেদ হয়েছে ? হয়নি। (শ্রীসমর চৌধুরী—কেস সমেত দেওয়া হয়েছে) যে কেসগুলি আছে, সেইগুলি আরও কমপ্লিকেটেড হত এবং ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্টে তার বিধান আছে। তার একটা বিধান হচ্ছে যে পুরানো রিজার্ভ আইন উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেটা উঠে যাওয়ার জন্য এই যে মর্টগেজ দেওয়ার বিধান ছিল, সেটার বাধা রইল না। একদিকে কো-অপারেটিভ এ্যাক্ট এ্যামেণ্ড করে অর্থ ইত্যাদি সাহায্য করা এবং সেটা পরিপূরণ করার জন্য যে প্রটেকশান দরকার, সেটা কো-অপারেটিভ এ্যাক্টের মধ্যে রাখা হয়েছে। কাজেই তার যে স্বার্থ, সেই স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য শুধু যে ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্টই করা হয়েছে তা নয়, কো-অপারেটিভ যে এ্যাক্ট করা হয়েছে, সেখানেও যাতে তাদের স্বার্থ রক্ষিত হয়, তার জন্য সরকার বিধান রেখেছেন। কাজেই যারা মনে করেন যে আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তারাই এক মাত্র মনোপলি নিয়ে এসেছেন, সেটা ঠিক নয়। সরকার বা কংগ্রেস দল সেই সম্বন্ধে সজাগ এবং সেইজন্যই তাঁরা এমন একটা জিনিষকে করেছেন যেটা আইনের ক্ষেত্রে সুপারফ্লুয়াস হয়ে রয়েছে এবং যেটার অসুবিধার ফলে কো-অপারেটিভ এ্যাক্টে পরিপুর্ণভাবে রূপদান করা যাচ্ছে না, বা যখন অর্থের সংস্থান হবে, তখন যে আদিবাসীরা জায়গা মর্টগেজ দেবে তার মধ্যে বাধার সৃষ্টি হবে, এই যে একটা আইনের উপর একটা রিজার্ভ এলাকা বা একটা কমপেক্ট এরীয়াতে তারা যদি বাস করে, তাহলে সেই হোল এরীয়াতেই রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত হবে, কাজেই সেটা হস্তান্তরিত হতে পারছে না। তাছাড়া পাশাপাশি যদি মহারাজার আমলের আরেকটা ল' যদি থাকে তাহলে স্বভাবতই আইনগত একটা কমপ্লিকেশান হয়ে থাকে, লিটিগেশান অতিরিক্ত মামলা, মকদ্দমা যে হচ্ছে, সেটা আরও বেড়ে যাবে এবং তার জট খুলতে খুলতে ওরা শেষ হয়ে যাবে, সেইজন্যই সরকার লীগ্যাল যে কমপ্লিকেশান সেটাও লক্ষ্য করেছেন। কাজেই এই যে বিধানটাকে নেওয়া হয়েছে এবং সেটাকে নিয়ে সেই আইনের মধ্যে এবং কো-অপারেটিভ এ্যাক্টের মধ্যে সেই সুযোগগুলি ঢুকানো হয়েছে। সেটা তাদেরকে জমি থেকে বঞ্চিত করার জন্য নয় বা তাদের অধিকারকে খর্ব করার জন্য নয়। কাজেই সেই দিক থেকে শাসক দলের কারচুপি বা বঞ্চিত করার কোন ইচ্ছে নেই। তবে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ঘুরাবার জন্য তাকে হয়তো প্রয়োগ করা হবে, তাহলে সেটা আলাদা কথা। যে যেই দৃষ্টিটি নিয়ে দেখবেন, তিনি তাঁর সেই দৃষ্টিটি নিয়েই বক্তব্য রাখবেন। কিন্তু জনসাধারণ সজাগ, তাদের আরও একটা পঞ্চম ইন্দ্রিয় আছে, যার ভিতর দিয়ে সত্য, কি প্রকৃত সেটা জনসাধারণ বুঝে উঠতে পারেন। একথা আমরা বলিনা যে স্বর্গ রাজ্য তৈরী করে ফেলেছি। আপনারা নো-কনফিডেন্স এনে আদিবাসীদের মধ্যে যে ইম্প্রেশান গ্রো করার চেষ্টা করেছেন, তার উত্তর দিতে আমি চেষ্টা করছি। আপনারা বলেছেন যে আদিবাসীদের মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা হচ্ছে, আদিবাসীদের কাছে বাহবা পাবার জন্য আপনারা চেষ্টা করছেন, সেটার সত্যি কি রূপ, সেটা তুলে ধরার আমি চেষ্টা করছি। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— অনারাবল মেম্বার, হি স্যুড নট বি ইন্টেরাপটেড।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— বিরোধী দলের সদস্য তাঁর প্রথম দুই প্রপজিশানের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি নিজেই কন্ট্রাডিকটরী হয়ে গেছেন! তিনি প্রথম পর্য্যায়ে অভিযোগ করেছেন যে আদিবাসীদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হচ্ছে, তার পরবর্তী পর্যায়ে

বলেছেন যে ত্রিপুরার যে উপজাতি যুবসমাজ, সেটা নাকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা গঠিত। যে মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসীকে– তাঁর অভিযোগ যেটা, তিনি যে বললেন যে আদিবাসীদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করছেন সেই মুখ্যমন্ত্রী আবার আদিবাসীদের একটা প্রতিষ্ঠান তৈরী করে তাদেরকে দিয়ে আবার আরেকটা সংগঠন তৈরী করেছেন, এই যে একটা একস্ট্রীম ক্রাই তুলেছেন, যেটা মাননীয় সদস্য নৃপেনবাবুর বক্তব্য থেকে আমার তাই মনে হল যে একটা বৈপ্লবজনক ক্রাই দিয়ে ফেলেছেন তখন আমরা এটাকে আরও বৈপ্লবিক কি করা যায়, আমাদের আঁতাতটা কি করে বজায় রাখা যায়, সেটা করার জন্যই তিনি হয়তে মৃত্যু দণ্ডের কথা এখানে এনে ফেলেছেন, কতটুকু একত্রিমে এই কথাটা বলা যায়, সেটা তিনি চিন্তা করেননি। যাই হউক, তিনি পরবর্তী পর্যায়ে অভিযোগ করেছেন সেই অভিযোগে বলেছেন যে সুখময় সেনগুপ্ত সেটা করছেন। আবার অন্য-দিকে বলছেন যে তাদের নিয়ে সংগঠন তৈরী করছেন, কাজেই উনার বক্তব্য কন্ট্রাডিক্টারী। (শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—নৃপেন বাবু কারও বিরুদ্ধে বা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বলেননি, কথাটাকে বিকৃত রূপ দেওয়া হয়েছে) যখন কোন কথা বলা হয়, তখন চিন্তা করতে হয় যে উত্তর দেওয়ার সময় হয়তো সেটা বোমারেং হয়ে নিজের উপরে আসতে পারে। কে কখন কোনদিক থেকে বলেন সেটা তখন খেয়াল থাকে না। কাজেই আমার মনে হয় উনার বক্তব্যে আরও জিনিষ ছিল, কিন্তু মূল যে জিনিষটা নিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করেছিলেন, তার মধ্যে কোন যুক্তি বা সারবত্তা নেই এবং সেইজন্য এই যে বিরোধী দলের প্রস্তাব তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না এবং অন্যান্য আনুসংগিক প্রশ্ন যেসব তুলেছেন সেটা নিশ্চয়ই পরবর্তী পর্য্যায়ে অন্যান্য বক্তারা বা মন্ত্রীরা তার উত্তর দেবেন। তাহলেও একটা কথা আমি বলব যে এটা ঠিক যে আমরা একটা সংকট-জনক অবস্থার ভিতর দিয়ে চলেছি। একটা অর্থনৈতিক সংকটের ভিতর দিয়ে আমরা চলতে আরম্ভ করেছি সেই যে জিনিষটা কাটিয়ে উঠতে হলে আমাদের একটা কমপ্লাসেন্ট ভিউ নিয়ে চলবে না। আজকে যে অর্থনৈতিক সংকট সেটা সারা পৃথিবী জুড়ে চলেছে এবং তার যে প্রভাব সেটা আমাদের দেশেও আছে। আমি সেটা বিস্তা-রিতভাবে বলতে যাচ্ছি না, তবে আমি আশা করব মন্ত্রীমণ্ডলী যারা আছেন, তাঁরা কমপ্লেসেন্ট ভিউ নেবেন না এবং আরও গভীরভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য তৈরী হবেন। তাঁরা যেটা করছেন, সেটাই ভাল করছেন এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া ঠিক হবে না। প্রতিটি জিনিষকে বিশ্লেষণ করে সমস্যাটা মোকাবিলা করার জন্য আবেদন রেখে এবং প্রস্তাবের বিরো-ধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পিকার :—শ্রী বাজুবন রিয়ান।

শ্রীবাজুবান রিয়ান ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মিঃ সেনগুপ্ত পরি-চালিত মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অপোজিশান লীডার শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। কারণ আমি দেখেছি, এই মন্ত্রীসভা আসার পর থেকে তারা যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার কোনটাই রক্ষা করতে পারেন নি এবং ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে পারেন নি। যদি এই মন্ত্রীসভা মনে করেন যে উনাদের দলের পেছনে যে শক্তি আছে সেটাকে যদি পুজি বলে মনে করে নেন তবে সেটাকে আমি শক্তি বলে মনে করতে পারছি না। তাই আমরা মনে করি যে এই মন্ত্রীসভা যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন

সেটা পালন করতে পারছে না এবং সেজন্য ত্রিপুরার জনতা বিভিন্ন গণ আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের বক্তব্য পৌঁছে দিচ্ছে এই সরকারের বিরুদ্ধে এবং তারা বলছে এই সরকারের প্রতি তাদের কোন আস্থা নেই এবং আমাদেরও আস্থা নেই এবং আমরা আশা করব তাদের দলেরও অনেকের এই সরকারের প্রতি আস্থা নেই। এই ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের মধ্যে যারা রাইমা শর্ম্মা এলাকায় আছে তাদের স্বার্থ এই সরকার ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে। কারণ এই পরিকল্পনা নুতন নয়। অবশ্য এইরকম পরিকল্পনা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতেই তৈরী করছেন জল বিদ্যুতের নামে। এই রাইমা শর্মাতে কাজ শুরু করেছেন১৯৬০ সন থেকে। অবশ্য ১৯৬০ সনে আমাদের ত্রিপুরা দিল্লী সরকারের শাসনে ছিল এবং তখন থেকে চিন্তা সুরু হয়েছে। কিন্তু এই কাজ তারা হাতে নিছেন ১৯৬৮ সন থেকে এবং কথা ছিল ১৯৬২ সন থেকে আরম্ভ করে ১৯৭০ সনের মধ্যে এই কাজ শেষ করবে এবং ত্রিপুরাকে আট মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেবেন এবং এই পরিকল্পনা রূপায়ন করতে গিয়ে এই সরকার বলেছেন তিন কোটি নয় লক্ষ টাকা খরচ করবেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি এই কাজ সুরু হতে হতেই এই কাজের জন্য বাজেট রিভাইজড করতে হয়েছে এবং আজ পর্য্যন্ত যে তথ্য পেয়েছি সেই তথ্য মতে আমরা জানি এই এলাকায় প্রায় ৫,৪১৬ একর ধানী জমি জলের তলে যাচ্ছে এবং তিন হাজার পরিবারের উপর মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন এবং যারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন তাদের অনেকের ভূমির উপর অধিকার নেই। অথচ তারা যে রাইট অব প্রপার্টি দিয়েছেন কনষ্টিটিউশনে সেটা আমাদের সেনগুপ্ত সরকার সেই অধিকার রক্ষা করার নামে এখানে কি করছেন? আমরা দেখছি এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে এই সরকার শুধু টাকাই খরচ করছেন। উদ্দেশ্যটা কি? যে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করব এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন করবার নামে কাদের উপর দায়িত্ব দিয়েছি? এই যে এন, পি সি, সি, তার সংগে কন্ট্রাক্ট ছিল এবং সেই কন্ট্রাক্ট এই ত্রিপুরা সরকার প্রথম থেকেই গলদপূর্ণ কন্ট্রাক্ট করে রেখেছেন এবং তার ফলে কাজ শেষ হতে দেরী হচ্ছে এবং শেষ পর্য্যন্ত আমরা আগে যা শুনেছিলাম সেই কাজ শেষ হওয়ার পর তার অর্দ্ধেকও পাবে কিনা আমরা সেই বিষয়ে সন্দেহ করছি। এটা আমার কথা নয়, এটা সরকারের রিপোর্ট থেকে আমরা পেয়েছি এবং এটা করতে গিয়ে তারা তিন হাজার পরিবারকে উচ্ছেদ করছেন। আমরা জানি ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাতে যেখানে এই পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে সেইসব জায়গাতে এরা কি করেছে এবং আমাদের এখানে এখন পর্য্যন্ত ২৬টা রেভিনিউ মৌজার মধ্যে ৭টা মৌজার কিছু পরিবার উচ্ছেদ করেছে এবং সেই সম্পর্কে সরকার বিভিন্ন জায়গাতে তাদের জন্য ব্যবস্থা না করে শুধু অমরপুরের কয়েকটা জায়গাতে তারা শুধু ক্যাম্প করেছে এবং এই ক্যাম্পের নামে কি অবিচার করছে তাদের উপর সেটা সরকার জেনেও জানেন না তাদের প্রতি যে ব্যবহার করা উচিত ছিল সেই ব্যবহার তাঁরা করছেন না। কিন্তু আমরা সেখানে কি দেখছি, এখন ২৬ মৌজার মধ্যে ৭টা মৌজার লোক সেখান থেকে জোর করে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে এবং বাকী যারা আছে তারা এখন দিন গুণছেন তাদের উপর কখন আক্রমণ আসবে। তারা জানে তাদের উপর সি, আর, পি, এর আক্রমণ, পুলিশের আক্রমণ আসবেই। কিন্তু দ্বিতীয় পথ নেই। যে তিন হাজার পরিবার সেখানে বসবাস করছিল তারা ত্রিপুরার অন্যান্য অংশের মানুষের মত সেখানে বাঁচতে চেয়েছিল কৃষি অর্থনীতিকে ভিত্তি করে।

কিন্তু এই সরকার তাদের সেই সুযোগ না দিয়ে তাদের ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু যদি এই সরকার আমাদের যে অ্যাক্ট অ্যাণ্ড রুলস আছে সেটাও যদি পালন করত তবুও তাদের কিছুটা সাহায্য করতে পারত। সেখানে যারা খাস দখলকার আছে তারা ভূমি সংস্কার আইন হওয়ার পর এবং জরীপ হওয়ার পর তাদের বলা হল যে তোমরা আন-অথরাইজড অকুপেন্টস। কিন্তু এর জন্য কি তারা দায়ী? আমি বলব এর জন্য ঐ মন্ত্রীসভাই দায়ী। কারণ অনেক দিন ধরে তারা সেখানে জমি চাষবাস করছে। মানুষের দায়িত্ব জমি চাষাবাদ করে তার ফসল ভোগ করা এবং রাজ্যের দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য তাদের সেই কাজে সাহায্য করা। যদি এই সরকার তাদের টাইটেল দিতেন তাহলে তাদের উচ্ছেদের প্রশ্ন উঠত না। তাহলে তাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু এইখানে যারা জোতদার তাদের কি হারে ক্ষতি-পূরণ দেন? আইনে আছে যে তারা মার্কেট ভ্যালু পাবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সেখানে মার্কেট ভ্যালু কি? কানিতে ৮০০ টাকা? আমার মনে হয় ত্রিপুরার কোথাও এই দর নাই। জানি না সরকার কোথা থেকে এই দর পেলেন। মার্কেট ভ্যালু বলতে সারা ভারতবর্ষের অ্যাভারেজ দর হবে অথবা সারা ত্রিপুরার অ্যাভারেজ দর হবে যে দরে তারা ত্রিপুরার যে কোন জায়গায় জমি কিনতে পারবেন। এই সরকারের উচিত ছিল আইন মতে দর দেওয়া কিন্তু সেটা না করে এই ৭ মৌজার উচ্ছেদ করার পরে বর্ত্তমানে যারা আছে তারা করছে কি? আমি জানি তাদের কিছু অংশ বিকল্প কোন সুবিধা না করতে পেরে জুম চাষ ইত্যাদি করছে বা করবার চেষ্টা করছে। আর বাকী সেই ১৯টি মৌজার অবস্থাটা কি? সেখানে দিনের পর দিন কেবল গরু চুরি হচ্ছে এবং এই গরু চুরি বাধা দেওয়ার বা বন্ধ করার কোন চেষ্টা এই সরকারের পক্ষে থেকে হচ্ছে না। আর ডাকাতি? ঘন ঘন ডাকাতি হচ্ছে। সরকার তাদের উচ্ছেদ করবার আগেই কি ডাকাতেরা তাদের উচ্ছেদ করে দেবে এই প্রশ্ন এখন তাদের কাছে এসেছে। এই সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষ আইন সঙ্গতভাবে বাঁচবে। কিন্তু এই সরকার তা করছে না। সেখান থেকে যাদের অন্য জায়গা নেওয়া হয়েছে যেমন চেলাগাঙ কলোনীতে, মালবাসা ক্যাম্পে, সোনাছড়া ক্যাম্পে এইসব জায়গার অবস্থা আমি দেখেছি। সেখানে তাদের সরকার বলেছেন তোমাদের জন্য কম্পেনসেটরী স্কীম আমরা করেছি এবং সেই কম্পেনসেটরী স্কীমের নামে তাদের কি করা হয়েছে? এবং তাদের বলছে তারা পাইলট প্রজেক্ট স্কীম করেছে, সেই পাইলট প্রজেক্ট স্কীমের অবস্থাটা কি? তারা বলছে তিন হাজার টাকা দেবে আর্থিক সাহায্য এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। কিন্তু গত আর্থিক বছর থেকে এই আর্থিক বছর পর্য্যন্ত এক বছর হতে চললো কিন্তু এক চিটা ফসল তাদের নেই এবং সেখানে খাদ্যের কোন ব্যবস্থা নেই, পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই। আগামী দিনে কি অবস্থা হবে সেটা এই সরকার জানে এবং তারা আন্দোলন করে জানিয়ে দিচ্ছে এই সরকারের প্রতি আমাদের আস্থা নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সরকারের উচিত যে ২৬ মৌজার জনতা যারা আছে তাদের সরকার কোথায় নেবেন তার জন্য এখন থেকে পরিকল্পনা সুরু করে দিন। যদি না করেন পদত্যাগ করুন। কারণ তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে, মন্ত্রী-সভার দায়িত্ব আছে। যদি কিছু করতে হয় তাদের খুজে খুজে বের করুন, আমাদের জমির সিলিঙ ২৫ একর থেকে কমিয়ে আনুন। কিছু জমি পাওয়া যাবে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে

সেই জমি নিয়ে তাদের দেওয়া হোক। আমাদের ত্রিপুরার বড় বড় জোতদার যারা আছে তাদের কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে তাদের দেওয়া হোক। কিন্তু এই সরকার কি তা করবে? আমরা জানি এই সরকার তাদের স্বার্থ দেখে, আমরা জানি এই সরকার এইসব আইন করেছে জনতাকে ভাওতা দেবার জন্য। সেজন্য এই সরকারের প্রতি আমাদের আস্থা নেই এবং জনসাধারণেরও আস্থা নেই। এই সরকার উপজাতিদের পুনর্বাসনের নামে আজকে কি করছে? সরকারের পক্ষ থেকে এই অবস্থার বিরুদ্ধে যে কয়েকজন বক্তব্য রেখেছেন আমরা শুনেছি তাতে নাকি আমরা সি, পি, এম, রা বাধা দিয়েছি। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই?

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 11 A. M. on Wednesday, the 9th October, 1974. The Member speaking will have the floor.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—"A"

STARRED QUESTION NO. 2

By Shri Anantahari Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) মাননীয় সরকার অবগত আছেন কি যে, কল্যাণপুর গগন সাধুপাড়া সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের এস, ই, ডার শ্রীঅভিজিত পাল রীতিমত কেন্দ্রে থাকেন না?

২) ইহা কি সত্য যে, এস, ই, ও তেলিয়ামুড়া ই, ও তেলিয়ামুড়া এবং ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টার অব সোসিয়েল এডুকেশান উক্ত কেন্দ্র পরিদর্শন কালে প্রতিবারই কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিলেন?

৩) সত্য হইয়া থাকিলে ১৯৭৩ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৭৪ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত সময়ে কতদিন উপস্থিত ছিলেন? এবং ঐ সময়ে প্রত্যেক মাসের বেতন দেওয়া হইয়াছে কি?

উত্তর

১) শ্রীঅভিজিত পাল সমাজ শিক্ষা কর্মীর কাজ সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন।

২) এস, ই, ও তেলিয়ামুড়ার পরিদর্শন কালে শ্রী পাল কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ই, ও, তেলিয়ামুড়া এবং ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্যোসিয়েল এ্যাডুকেশানের উক্ত কেন্দ্র পরিদর্শন কালে তিনি ছুটিতে ছিলেন।

৩) তিনি ২৯-৫-৭৩ইং তারিখে গগন সাধু পাড়া সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং তখন হইতে ১৯৭৪ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ছুটি ও বন্ধের দিনগুলি ছাড়া প্রতিদিনই কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন। ঐ সময়ের প্রত্যেক মাসের বেতন তাহাকে যথারীতি দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 4

By Shri Ananhari Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, গত ১৯৭৩ইং সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে উত্তর ত্রিপুরাস্থিত কমলপুর মহকুমার হরিণছড়ায় হরিমঙ্গল নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় গৃহ ও গঙ্গাছড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করিবার পরও আজ পর্য্যন্ত কোন বিদ্যালয়েই শিক্ষক দেওয়া হয় নাই।

২) যদি সত্য হয় তবে ঐ বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক না দেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO, 8

By Sri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সাব্রুম মহকুমার বৈষ্ণবপুর ও সোনাইছড়িতে গো প্রজনন কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১) বর্ত্তমানে সাবরুম মহকুমার বৈষ্ণবপুর ও সোনাইছড়িতে কোন গো-প্রজনন কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নাই।

STARRED QUESTION NO. 19

By Shri Gopinath Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমান আর্থিক বছরে পাবিয়াছড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালায় (হাইস্কুল) পরিনত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি; এবং

২) থাকিলে কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ হইবে ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 156

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department-be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪ইং পর্য্যন্ত মোট কত পাউডার মিল্ক আগরতলা দুগ্ধ কেন্দ্রে ষ্টেণ্ডার্ড মিল্ক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয়েছে তার মাস ভিত্তিক হিসাব।

২) যদি এই পাউডার মিল্কের পরিমাণ বেড়ে থাকে. তার কারণ কি?

উত্তর

১) ১৯৭৪ইং মাসের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত মোট ৭,৮৫৯.০০ কিলো পাউডার মিল্ক ষ্টেণ্ডার্ড মিল্কে তৈয়ার করার জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল মাস ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল।

মাসের নাম		পরিমাণ
জানুয়ারী ১৯৭৪ইং		৪৩৮·০০ কেজি
ফেব্রুয়ারী	,,	৪০৭·০০ ,,
মার্চ	,,	২৬২·০০ ,,
এপ্রিল	,,	১,১৮৬·০০ ,,
মে	,,	১.৪৬০·০০ ,,
জুন	,,	১,১৯০·০০ ,,
জুলাই	,,	১,০৩৩·০০ ,,
আগষ্ট	,,	১,৮৮০·০০ ,,
মোট :—		৭,৮৫৯·০০ ,,

২) ষ্টেণ্ডার্ড মিল্কের বিক্রী বৃদ্ধির জন্য পাউডার মিল্কের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়া ছিল।

STARRED QUESTION NO. 263

By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া বিভাগের বগাফা ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম পতিছড়ি গাঁও, সভাতে কোন সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র আছে কি?

২) যদি না থাকে তা হলে তার কারণ?

৩) যদি থাকে তবে তার সংখ্যা?

উত্তর

১) নাই।

২) উক্ত গাঁও সভার গ্রামবাসীদের মধ্যে কেহই সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করিতে আগ্রহী নয় ; এমন কি তাহারা কেন্দ্রের একটি ঘর তৈয়ারীর জন্য কোন খরচ বহন করিতেও অনিচ্ছুক।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 255

Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে সদর (ক) বেড়ীমুড়া জে: বি: স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্কুলের খেলার বল বিক্রী করার ও অন্যান্য উপায়ে টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ জানিয়ে স্থানীয় ছাত্র, যুবক, অভিভাবকের পক্ষ হইতে উক্ত শিক্ষকের অপসারণের দাবী সম্বলিত দরখাস্ত শিক্ষা বিভাগের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে ?

২) প্রেরণ করা হইয়া থাকিলে শিক্ষা বিভাগ হইতে এই বিষয়ে কোন তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কি ?

৩) তদন্ত করিয়া থাকিলে তাহার ফলাফল কি ?

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) হঁ্যা।

৩) বিষয়টি তদন্তাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 290

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) শিক্ষা বিভাগের অধীনে জিলা বা জোন্যাল অফিস খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

২) যদি থাকে, তবে ঐ পরিকল্পনা অনুসারে কোথায় এবং কখন উল্লিখিত জিলা বা জোন্যাল অফিসগুলির কাজ শুরু করা হবে ;

৩) উল্লিখিত অফিসগুলির গঠন পদ্ধতি ও কাজের পরিধি কিরূপ হবে, এবং

৪) এই পরিকল্পনা কবে নেওয়া হয়েছিল এবং তা রূপায়নে বিলম্ব হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ৩টি জিলা সদরে এই অফিস খোলার পরিকল্পনা আছে এবং অতি শীঘ্রই অফিসগুলির কাজ শুরু হইবে আশা করা যায়।

৩) (ক) উক্ত অফিসগুলির প্রত্যেকটির গঠন পদ্ধতি এইরূপ :—

১। গেজেটেড অফিসার—৩জন

২। ক্লাশ থ্রি—১১ জন

৩। ক্লাশ ফোর ৪ জন

(খ) এলাকাধীন স্কুলগুলির পরিচালনা এবং পরিদর্শন ইত্যাদি।

৪) ১৯৭২ ইং সনের জুন মাসে এই পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছিল এবং টি, পি, এস, সি কর্তৃক উক্ত অফিসগুলির জন্য গেজেটেড অফিসার নির্বাচন সাপেক্ষে এই পরিকল্পনা রূপায়নে বিলম্ব হয়।

STARRED QUESTION NO. 177

By Shri Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার জেলে কয়েদী ও হাজতীরা কাজ করার জন্য কি কোন পারিশ্রমিক পান ;

২) যদি পেয়ে থাকেন কি হারে পান ?

৩) ঐ মজুরীর হার কি পশ্চিম বাংলার কয়েদীদের মজুরীর হারের তুলনায় কম ;

৪) যদি কম হয় তার কারণ ?

উত্তর

১) হাঁ। কেবল মাত্র কয়েদীদের জন্য এ ব্যবস্থা আছে।

২) কঠোর পরিশ্রমের জন্য দৈনিক ০·৩১ পয়সা।

মধ্যম ,, ,, ,, ০·৩১ ,,

হালকা ,, ,, ,, ০·২৫ ,,

অতিরিক্ত কাজের জন্য দৈনিক ০·১২ পয়সা বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

৩) না।

৪) প্রশ্নই উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 242

By Shree Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরে দুগ্ধ প্রকল্প মাধ্যমে যে দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য বিক্রয় হয় তাহাতে সরকারের ১৯৭৩-৭৪ সালের লাভ হইয়াছে না লোকসান হইয়াছে ;

২। ঐ বছর দুগ্ধকেন্দ্রের জন্য গ্রাম থেকে যে দুগ্ধ সংগ্রহ করা হয় তার জন্য দুগ্ধ উৎপাদনের কি হারে দাম দেওয়া হয়?

৩। ঐ দুগ্ধ আগরতলা দুগ্ধ কেন্দ্রে কি দরে বিক্রয় হয় এবং

৪। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বেশী হলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। লোকসান হইয়াছে।

২। আগরতলা ডেয়ারী সরাসরি দুগ্ধ উৎপাদকদের নিকট হইতে দুগ্ধ ক্রয় করে না।

৩। ঐ দুগ্ধ নিম্নলিখিত হারে বিক্রয় করা হইয়াছিল :—

ক) হোল মিল্ক ২.০০ প্রতি লিটার।

খ) ষ্টেণ্ডারাইজ মিল্ক ১.২০ প্রতি লিটার।

গ) স্কীম মিল্ক ০.৭৫ প্রতি লিটার।

৪। ক্রয় মূল্যের সাথে over head cost যোগ করিয়া বিক্রয় করার জন্যই ক্রয় ও বিক্রয় মূল্যের পার্থক্যের কারণ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 245

By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Jail Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় যে জেল ম্যানুয়েল চালু আছে তা কি করে তৈরী হয়েছে ?

২। ত্রিপুরার জেল কোড পরিবর্তন ও সংশোধন করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। ১৯৬৪ ইং সনে প্রকাশিত Bengal Jail Code এর ১৯৩৭ ইং সনের পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ ১৯৫৪ ইং সনে ত্রিপুরাতে চালু হয়।

২। আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 168

By Shri Gopinath Tripura

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর বিভাগের লালছড়া কলোনীতে সরকারী কোন শূকর পালন কেন্দ্র আছে কি ?

২। থাকিলে উক্ত কেন্দ্র হইতে গত তিন বছরে কতগুলি শূকর ছানা উৎপাদন হইয়াছে এবং জনসাধারনের মধ্যে কতগুলি বিক্রি করা হইয়াছে।

৩। উক্ত শূকর কেন্দ্রের বার্ষিক আয় কত ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, মহাশয়।

২। গত তিন বছরে মোট ৩৫টি শূকর ছানা উৎপাদন হইয়াছে এবং ১৮টি শূকর ছানা বিলি করা হইয়াছে।

৩। ১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২-৭৩ সালে যথাক্রমে ৭০০ টাকা ও ৬৩০ টাকা আয় হইয়াছে কিন্তু ১৯৭৩-৭৪ ইং সালে কোন আয় হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 220

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ছাত্রদের এল, আই, জি, স্টাইপেণ্ড এর প্রার্থনার জন্য অভিভাবকের আয়ের যে উর্দ্ধতর সীমা নির্দ্ধারিত আছে তাহা বৃদ্ধি করিবার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তাহার বিবরণ এবং কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে ?

উত্তর

১। বিষয়টি পরীক্ষাধীন।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 253

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় এ, এম, আই, ই, পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার কোন প্রস্তাব আছে কি : এবং

২। যদি হ্যাঁ হয় তবে কবে নাগাদ খোলা হবে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 304

By Shri Ajit Ranjan Ghose

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমার মির্জায় একটি স্টকমেন সেন্টার খোলার কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে সরকারের আছে কি ?

২। এই সম্পর্কে উক্ত গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে সরকার কোন আবেদন পত্র পেয়েছেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 218

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। উদয়পুরের ব্যবসায়ী সঙ্ঘ উদয়পুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য কোন দাবী পেশ করেছেন কি না ; এবং যদি করে থাকেন তবে তার বর্তমান অবস্থা কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

প্রস্তাবটি যথাসময়ে অন্যান্য অনুরূপ প্রস্তাবের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 214

By শ্রীরাধারমন নাথ

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ধর্মনগরের অন্তর্গত চুরাইবাড়ী—রানীবাড়ী রাস্তার পার্শ্ববর্তী প্রেমতলা বাজারে একটি পশু চিকিৎসালয় খোলার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) যদি থাকে তাহলে তাহা কবে আরম্ভ হইবে ?

উত্তর

১) না। আপাততঃ নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 293

By Shri Sushil Ranjan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) অমরপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ও নূতন বাজার হাই স্কুলের বোর্ডিংয়ের এ্যাক্সটেনসন এর জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ;

২) যদি হ্যাঁ হয়, তাহা হইলে এই আর্থিক বৎসরে কাজ আরম্ভ হইবে কিনা ;

এবং

৩) যদি ১নং প্রশ্নের উত্তর না হয়, তাহার কারণ ?

উত্তর

১) নূতনবাজার হাই স্কুলের বোর্ডিং হাউস এ্যাক্সটেনসনের প্রস্তাব আছে কিন্তু অমরপুর হা: সে: স্কুলের বোর্ডিং হাউস এ্যাক্সটেনসনের এখন পর্য্যন্ত কোন প্রস্তাব নাই।

২) না।

৩) অমরপুর হা: সে: স্কুল ও নূতনবাজার হাই স্কুল সংলগ্ন বোর্ডি হাউসগুলির আসনসংখ্যা যথাক্রমে ৪৫ ও ১৩। নূতনবাজার হাই স্কুল সংলগ্ন ৫০ আসন সংখ্যা বিশিষ্ট আর একটি বোর্ডিং হাউস স্থাপনের প্রস্তাব আছে। এমতাবস্থায় এখনই অমরপুর হা: সে: স্কুল সংলগ্ন বোর্ডিং হাউস এ্যাক্সটেনসন করার প্রয়োজনীয়তা এখনই আছে বলিয়া সরকার মনে করিতেছেন না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 262

By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) রবীন্দ্র শতবার্ষিক ভবনটি কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং

খ) এর জন্য বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ কত ?

উত্তর

ক) সরকারী অনুমোদন ক্রমে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

খ) গত ১৯৭৩-৭৪ সালে মোট ২৭,৬০৬.৯০ প: খরচ হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 306

By Shri Benod Behari Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরারাজ্যে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র (এডাল্টলিটারেরী) কতটি আছে এবং কতজন কর্মচারী নিযুক্ত আছেন ?

খ) ইংরেজী কত সন হইতে উপরিউক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হইয়াছে ?

এবং

গ) ঐ কর্মসূচী অনুযায়ী মোট কতজন লিখিতে এবং পড়িতে শিখিয়াছেন (১৯৭৪ ইং সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 212

By Shri Naresh Ch. Roy

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা বিভাগ জানাবেন কি "আগরতলা সিনিয়র বেসিক স্কুলের (আণ্ডার দি ইন্সপেক্টর অব সদর এ) কিছু টেউটিন ও অন্যান্য আসবাবপত্র কবে কোথায় এবং কি System এ নীলাম হইয়াছিল ; এবং

২) কজন এই নিলাম ডাকে যোগদান করিয়াছিলেন ?

উত্তর

১) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

২) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 274

by Naresh Chandra Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৩ ইং সনের এপ্রিল মাসে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে রেশন কার্ড এ্যানকোয়ারীর জন্য যে সকল শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল তাদেরকে সরকার হইতে রিমিউনারেশন দেওয়ার কথা ছিল কিনা. এবং

২। যদি ঐরূপ কোন আর্থিক রিমিউনারেশান দেওয়ার কথা থাকে তবে এই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

১। টি, এ ও ডি, এ ভিন্ন অন্য কোন রিমিউনারেশান দেওয়ার কথা ছিল না

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 311

By শ্রীবিনোদ বিহারী দাস

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমায় অন্তর্গত নলছড় বৈরাগী বাজার এলাকায় পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি হঁ্যা হয় বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরেই উহা রূপায়িত হইবে কি ?

৩। যদি না হয় কারণ কি ?

উত্তর

১। হঁ্যা আছে।

২। হঁ্যা বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরেই হইবে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 312

By শ্রীবিনোদ বিহারী দাস

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be plaased to State :—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমা অন্তর্গত বাগমারা মৌজায় পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে কি ?

২। যদি হঁ্যা হয়, চিকিৎসক আছে কি ?

৩। যদি না হয় কারণ কি ?

উত্তর

১। নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। যেহেতু উক্ত এলাকায় গবাদি পশু নিকটবর্ত্তী বিশ্রামগঞ্জ ভেটেরেনারী ইউনিট হইতে চিকিৎসার সুযোগ পাইতেছে সেই হেতু উক্ত এলাকায় এখন পর্য্যন্ত কোন ষ্টকমেন সেণ্টার খোলা হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 266

by Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department pleased to state :

প্রশ্ন

মধ্য শিক্ষা পর্ষদ গঠনের কার্য্য কতদূর এগিয়েছে তার বিবরণ।

উত্তর

মধ্য শিক্ষা পর্ষদ গঠনের জন্য শিক্ষক প্রতিনিধি এবং ত্রিপুরা বিধান সভার প্রতি-নিধি নির্বাচনের নিয়মাবলী সরকারকে প্রণয়ন করিয়া দিতে হইবে এবং এই নিয়মাবলীর খসরা রচনা করা হইয়াছে। তাহা আইন বিভাগের পরীক্ষাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 256
by Shri Bidya Bhandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। খোয়াই বিভাগে মোট কতটি বালোয়ারী সেণ্টার বর্তমানে আছে কবং মোট কতটি স্কুল ঘর আছে ?

২। যে সমস্ত জায়গায় বালোয়ারী কেন্দ্র আছে ঐ সমস্ত জায়গায় ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য কি কি দ্রব্য দেওয়া হইয়া থাকে ?

উত্তর

১। মোট ৪২টি বালোয়ারী সেণ্টার ও ২৫টি স্কুল ঘর আছে।

২। সাধারণতঃ প্রতিটি কেন্দ্রেই বাল্য শিক্ষা এবং শ্লেট দেওয়া হইয়া থাকে। কোনো কোনো কেন্দ্রে মণ্টেসরি শিক্ষা পদ্ধতির উপকরণাদিও দেওয়া হইয়া থাকে।

STARRED QUESTION NO. 288
By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বর্তমান ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা অধিকর্তা শ্রী এ, কে, দাশগুপ্তের আদেশে ৩১শে আগষ্ট ১৯৭৪ পর্য্যন্ত মোট কতজন কণ্টিজেন্ট বা ডেলিরেটেড কর্মী নিযুক্ত হয়েছেন ;

২) এই সকল কণ্টিজেন্ট বা ডেলিরেটেড কর্মীদের মধ্যে কতজনের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্কুল ফাইনেল বা তদুর্দ্ধ মানের ;

৩) কি নীতির ভিত্তিতে এই সকল নিয়োগ করা হয়েছে এবং

৪) নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে কখন চাকুরীতে নিয়োমিত করণ করা হইবে ?

উত্তর

১) ২৫০ জন

২) ৮০ জন

৩) শিক্ষা অধিকারের বিভিন্ন শাখা, অফিস, কলেজ, স্কুল ইত্যাদিতে অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই সকল লোক নিয়োগ করা হইয়াছে।

৪) উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন পদের নিয়োগ বিধি অনুসারে নিয়মিত শূন্যপদে নিয়োগ করা হয়। এইজন্য ঐ সকল ব্যক্তিগণের নিয়মিত করণের কোনও নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা যাইতেছে না।

STARRED QUESTION No. 137

Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state—

QUESTION

1. What are the Bills to be brought before the Assembly by the Government during 1974-75 ; and
2. Whether the legislative programme inclüdes any Bill for regulation of urban tenency ?

ANSWER

1. In the course of Governor's address in its budget session of the Tripura Legislative Assembly during the year 1973/74, it was stated that two Bills namely, [1] The Tripura Buildings (lease and Rent Control) Bill, and [2] The Tripura Town and Country Planning Bill would be brought in the House of the Assembly during the year 1974-75 after their clearance from the Government. The Tripura Buildings (lease and Rent Control) Bill will be introduced in this session of the Assembly. The Tripura Town and Country Planning Bill is still under consideration of the Government and expected to be brought in the coming session of the Assembly. Besides, the above, some Appropriation Bills will be brought in the House of the Assembly in its next budget session. Some other Bills it drafted at the instance of the concerned Department and cleared by the Government may also be brought in the next budget session of the Assembly.
2. Yes. The Tripura Buildings (Lease and Rent Control) Bill.

STARRED QUESTION NO. 269

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) অমরপুর মহকুমায় কতটি স্কুলে উপজাতী ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষায় (কক্ বরকে) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে ?

২) যে স্কুলগুলিতে উপজাতী ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয় সেই স্কুলগুলির নাম ? যদি কোন স্কুলে উক্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় তবে তার কারণ ?

উত্তর

১) ৩টি প্রাইমারী/জুনিয়র বেসিক স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে এই ব্যবস্থা আছে।

২) ক) মেলারমার বাড়ী প্রাইমারী স্কুল খ) বুরবুরিয়া জে, বি, স্কুল গ) রাইথংবি জে, বি, স্কুল। অন্য স্কুলে ক্রমে ক্রমে এই ব্যবস্থা প্রসারের পরিকল্পনা আছে।

STARRED QUESTION NO. 264

By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) বর্তমান আর্থিক বছরে কয়টি নূতন হাইস্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুল এবং প্রাইমারী স্কুল খোলার জন্য সরকার চিন্তা করিতেছেন ; এবং

২) বিলোনীয়া বিভাগের বগাফা ব্লকের অধীনস্থ শচীন্দ্র গারো সিনিয়র বেসিক স্কুলটিকে হাইস্কুলে Upgrade করার কথা সরকার চিন্তা করবেন কি ?

উত্তর

১) চলতি আর্থিক বৎসরের যোজনা সংস্থানে ৫টি মধ্য বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করণের পরিকল্পনার মধ্যে ৪টি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই লওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন, ১৫টি প্রাথমিক পর্য্যায়ের বিদ্যালয়কে মধ্য বিদ্যালয়ে উন্নীত করণ এবং ২০০টি প্রাথমিক পর্য্যায়ের নূতন বিদ্যালয়/শ্রেণী খোলার সংস্থান আছে।

২) প্রস্তাবটি ভবিষ্যতে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

UNSTARRED QUESTIONNO. 223

By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) খোয়াই গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্রী শ্রীমতী চন্দ্রা দেববর্মা এবং সমরিনী দেববর্মাকে কি বোর্ডিং হাউস থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে ;

২) যদি তাড়িয়ে দেয়া হয়ে থাকে, তাদের অপরাধ কি ;

৩) তাদের বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড চালু রাখার কথা সরকার চিন্তা করবেন কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ছাত্রী বাসের নিয়মনীতি লঙ্ঘন করার অপরাধে তাহাদের ২ জনকে বহিষ্কার করা হয়।

৩) না।

STARRED QUESTION NO. 270

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। হাজাছড়ি এস, বি, স্কুলকে (সাব্রুম শিলাছড়ি) আপ গ্রেডিং করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ;

২। থাকিলে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যে ইহা হইবে কি এবং না থাকিলে কারণ ?

৩। বর্ত্তমানে উক্ত স্কুলে কতজন শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ৪ (চার) জন শিক্ষক আছেন।

STARRED QUESTION No. 267

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পশ্চিম বঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নতুন দশ ক্লাশ ব্যবস্থায় যে ওয়ার্ক এ্যাডুকেশান, ফিজিকেল এ্যাডুকেশান ইত্যাদি সিলেবাসে যুক্ত হয়েছে, সেগুলি সুষ্ঠু রূপায়ণের ক্ষেত্রে সরকার থেকে এ পর্য্যন্ত কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

২। এ ব্যাপারে প্রত্যেক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষককে বিশেষ শিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কি ? এবং

৩। বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে এ সমস্ত জিনিস সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের জন্য কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে কি ?

উত্তর

১। পশ্চিম বঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের নতুন দশ ক্লাশ ব্যবস্থায় যে ওয়ার্ক এ্যাডুকেশান, ফিজিকেল এ্যাডুকেশান ইত্যাদি সিলেবাস যুক্ত হয়েছে সেগুলি সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন।

২। এখন পর্য্যন্ত হয় নাই।

৩। না।

STARRED QUESTION NO. 215

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deptt. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। স্কুল ঘর মেরামতের অভাবে অমরপুরের অম্পি হাই স্কুল বৃষ্টির সময় বসতে পারেনা, ইহা কি সত্য ; এবং

২। যদি সত্য হয়, কতদিন যাবৎ ঐ অবস্থা চলছে এবং সরকার অবস্থার উন্নতির জন্য এ পর্য্যন্ত কি কি করেছেন ?

উত্তর

১। হঁা।

২। মাত্র ১৪ দিন এই অবস্থা চলেছিল। ইতিমধ্যে স্কুলঘর মেরামত করানো হয়েছে

STARRED QUESTION No. 138.

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deptt. be pleased to state—

Questions

1. Whether the Tripura Govt. has given up that proposal for setting up of a University, Medical College and Colleges in Sub-divisional towns ;

2. If so, the reasons for that therefor.

Answers

1. (a) There is a proposal for setting up a University Centre at Agartala under Calcutta University.

(b) The practicability of starting a Medical College in Tripura is under examination of the Government.

(c) A proposal for starting two Colleges in two Sub-divisional Head quarters during the 5th plan has not been accepted by the Planning Commission. The Government is considering if the matter may be taken up with the Planning Commission again.

2. In view of the replies to the question 1 above. this question does not arise.

STARRED QUESTION NO. 268
By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত ১৯৭৪ইং সনের ১১ই মে সকাল ৮ টায় ধর্মনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা স্থানীয় বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকদের এক সভা আহ্বান করে স্থানীয় একটি পত্রিকায় উক্ত প্রধান শিক্ষিকার কার্য্যকলাপ সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন ?

২। সত্য হইলে, সরকারী চাকুরী বিধি অনুযায়ী সরকার থেকে এ ব্যাপারে পুর্ব অনুমোদন (প্রিভিয়াস সেংশান) নেওয়া হয়েছিল কি ?

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তর 'না' হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 289
By Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে শিক্ষা বিভাগে ২২৫-৪৭৫ টাকা বেতনের পরিসংখ্যান সহায়ক পদে জনৈক এল, ডি করনিককে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে ;

২। যদি দেওয়া হয়ে থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীটির ঐ পদের নির্দ্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে কি না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 178
By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার মহকুমা জেলগুলির জন্য ডাক্তারের কি ব্যবস্থা আছে ?

২। ইহা কি সত্য যে, সরকারী ডাক্তাররা জেলখানা পরিদর্শনের জন্য কোন বিশেষ ভাতা না পাওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে জেল পরিদর্শন করেন না ; এবং

৩। সত্য হলে নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট সময়ে জেল পরিদর্শনের জন্য ডাক্তার নিয়োগের ব্যবস্থা করে হবে ?

উত্তর

১। মহকুমা চিকিৎসকগণ স্ব স্ব মহকুমা জেলগুলির চিকিৎসক হিসাবে কাজ করে থাকেন।

২। সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—"B"

UNSTARRED QUESTION NO. 39 (Postponed)

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Law Department be pleased to state :—

QUESTIONS

1. The total number of G. R. and N. G. R. cases accepted by the Sub-divisional Magistrates between 1963-73 ten years' period (Sub-division wisc.)
2. How many of there are pending for more than two years' time for any decision or judgement from the date of entry.

ANSWER

1.

Name of Sub-division	G. R. Case	N. G. R. Case
Agartala (Sadar)	2041	22010
Khowai ...	1127	1043
Sonamura ...	956	4216
Dharmanagar ...	1150	3247
Kamalpur ...	912	4008
Kailashahar ...	2167	9151
Udaipur ...	815	3054
Amarpur ...	601	333
Belonia ...	768	3130
Sabroom ...	350	707

2.

Name of Sub-divisions	G. R. case.	N. G.R. case
Agartala (Sadar)	805	728
Khowai ...	127	67
Sonamura ...	67	43
Dharmanagar ...	5	11
Kamalpur ...	18	957
Kailashahar ...	187	676
Udaipur ...	123	351
Amarpur ...	21	1
Belonia ...	11	—
Sabroom ...	115	12

UNSTARRED QUESTION NO. 42.
By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Statistical Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে গত মাথাপিছু আয় (১৯৭২-৭৩)

২। গত পাঁচ বছরে ইহা কত বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে। সংখ্যাভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে গড় মাথাপিছু আয় ১৯৭০–৭১ সাল অবধি প্রস্তুত করা হইয়াছে। ১৯৭০-৭১ সালে গড় মাথাপিছু আয় :—

ক) চলিত বৎসরে (৭০-৭১) দ্রব্যমূল্যানুসারে—৫০২ টাকা

খ) ১৯৬০-৬১ সনে ,, —২৪০ টাকা

(১৯৭২-৭৩ সাল অবধি গড় মাথাপিছু আয় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সম্পূর্ণ তথ্য এখনও আসিয়া পৌছায় নাই)

২) ত্রিপুরা রাজ্যে গড় মাথাপিছু আয়ের গতি

বৎসর	চলিত বছরের দ্রব্যমূল্যানুসারে মাথাপিছু আয়	সূচক সংখ্যা	১৯৬০-৬১ সালের দ্রব্যমূল্যানুসারে মাথাপিছু আয়	সূচক সংখ্যা
১	২	৩	৪	৪
১৯৬৬-৬৭	৩৯৫ টাকা	১০০	২৪৬ টাকা	১০০
১৯৬৭-৬৮	৪৫৯ ,,	১১৬	২৪০ ,,	৯৭
১৯৬৮-৬৯	৪৭৩ ,,	১২০	২৩৮ ,,	৯৬
১৯৬৯-৭০	৪৯৩ ,,	১২৫	২৪৩ ,,	৯৮
১৯৭০-৭১	৫০২ ,,	১৩২	২৪০ ,,	৯৭

উপরোক্ত তথ্যানুসারে দেখা যায় যে, চলিত বছরের দ্রব্যমূল্যানুসারে ত্রিপুরা রাজ্যে গড় মাথাপিছু আয় ১৯৬৬-৬৭ হইতে ১৯৭০-৭১ সাল অবধি, পাঁচ বছর অন্তর শতকরা ৩২ ভাগ বাড়িয়াছে। অপরদিকে ১৯৬০-৬১ সালের দ্রব্যমূল্যানুসারে শতকরা ৩ ভাগ কমিয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 321
(Postponed)
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার বিদ্যায়তন সমূহে ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর পরীক্ষা সমূহের ফি আদায়ে কোন নির্দিষ্ট অংকের পরিমাণ ধার্য্য আছে কিনা এবং সংগৃহীত কি অর্থ কোন তহবিলে জমা হয় ;

২) ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে কি বাবদ অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন বিদ্যায়তনে একটি আয়ের পথ খোলা হইয়াছে এই সম্পর্কে সরকার অবহিত কিনা এবং এই টাকার হিসাব গত দুই বৎসর পরীক্ষা করা হইয়াছে কিনা ;

৩) না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১) না। স্কুলে আদায়ীকৃত পরীক্ষা ফি স্কুলের নন-গভর্ণমেণ্ট ফাণ্ডে জমা হয়।

২) না। বিদ্যালয়ের হিসাব অডিট করার সময় নন-গভর্ণমেণ্ট ফাণ্ডে আদায়ীকৃত অর্থও অডিট করা হয়।

৩) প্রশ্ন উঠেন।

UNSTARRED QUESTION NO. 746
(Postponed)
By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত ১৯৭৩ সালের শিক্ষাবর্ষ সমাপ্তিতে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রাথমিক ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে কতজন ছাত্রছাত্রী পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে (জেলা ভিত্তিক হিসাব দিতে হইবে);

২) ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ এই সব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কতজন বিভিন্ন উচ্চ বুনিয়াদী, উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছে (জেলা ভিত্তিক হিসাব দিতে হইবে)?

উত্তর

১,২) তথ্যসম্বলীয় বিবরণীতে দেওয়া হইল।

ক্রমিক নং	জিলার নাম	প্রাইমারী/জে. বি. স্কুল হইতে ৫ম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা।	৩নং কলমে বর্ণিত সংখ্যার মধ্যে কতজন ২৮.২.৭৪ ইং পর্য্যন্ত ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারিয়াছে তাহার সংখ্যা। এস. বি/ জুনিয়র হাই	উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল	উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল	মোট	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১)	পশ্চিম ত্রিপুরা	৫,৪৯৭	১,৪০২	৫৬৩	৩,১২৫	৫,০৯০	
২)	উত্তর ত্রিপুরা	২,০৫১	৯২৬	৩০৫	৯৭৭	২,২০৮	
৩)	দক্ষিণ ত্রিপুরা	২,৯১৫	১,১০৪	৪৮০	৭৫৪	২,৩৩৮	

UNSTARRED QUESTION NO. 747
(Postponed)
By Sri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) গত ১৯৭৩ সালের শিক্ষাবর্ষ সমাপ্তিতে ত্রিপুরার বিভিন্ন উচ্চ বুনিয়াদী ও জুনিয়র হাই স্কুল হইতে মোট কতজন ছাত্রছাত্রী অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছে (জেলা ভিত্তিক হিসাব দিতে হইবে);

২) এইসব কৃতকার্য্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কতজন বিভিন্ন উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে ভর্তি হইতে পারিয়াছে (জেলা ভিত্তিক হিসাব দিতে হইবে)?

উত্তর

১,২) তথ্য সম্বলীয় বিবরণীতে দেওয়া হইল।

বিবরণী

ক্রমিক নং	জিলার নাম	সিনিয়র বেসিক/ জুনিয়র হাইস্কুল হইতে ১৯৭৩ ইং সনের ৮ম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা।	যাহারা ৯ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা (২৮, ২, ৭৪ পর্য্যন্ত হিসাব)			মন্তব্য
			উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল	উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	পশ্চিম ত্রিপুরা	১,০৩৬	২১৬	১,২৭৮	১৪৯৪	
২।	দক্ষিণ ত্রিপুরা	৭২৭	৭৩	৫৩০	৬০৩	
৩।	উত্তর ত্রিপুরা	৫১৭	৮৪	৫৯৮	৬৮২	

এই বৈষম্যের কারণ এই যে উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা ৩ নং স্তম্ভে উল্লেখ্য সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 70
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কলেজ। অধ্যাপকরা গত ১১-৮-৭৪ ইং তারিখে মোন মিছিল করে সরকারের নিকট একখানা স্মারকলিপি দিয়াছেণ কি :

২। যদি দিয়ে থাকেন, তাদের বক্তব্য কি, এবং

৩। সরকার ঐ স্মারক লিপি সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। ইউনিভার সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের সুপারিশকৃত কলেজশিক্ষকের বেতন হার ত্রিপুরায় চালু করা সম্পর্কে।

৩। অন্যান্য রাজ্য সমুহে এ ব্যাপারে কিভাবে কাজ করিতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া এবং ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতির সুযোগ সুবিধার কথা বিবেচনা করার পরই এ ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 33
By Shri Chandra Sekhar Dutta.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমায় কতজন সাব-ইনিস্‌পেক্টর আছেন :

২। ঐ সকল সাব-ইনিসপেক্টর কোন মহকুমায় কোথায় কোথায় অফিস করিয়াছেন এবং কি কি কাজ করিয়া থাকেন ?

উত্তর

১। ৩৪ জন

২। ক) মহকুমা ভিত্তিক অফিসের অবস্থায় এবং খ) কাজের বিবরণ নিম্নরূপ :—

ধর্মনগর মহকুমা	খোয়াই মহকুমা
ধর্মনগর টাউন	খোয়াই টাউন
কদমতলা	কল্যাণপুর
পানিসাগর	তেলিয়ামুড়া
কাঞ্চনপুর	সদর মহকুমা
কৈলাশহর মহকুমা	আগরতলা, এইচ, জি,
	বসাক রোড
কৈলাশহর টাউন	বিশালগড়
ফটিকরায়	মোহনপুর
মনুঘাট	টাকেরজলা
ছামনু	জিরানীয়া
কমলপুর মহকুমা	সোনামুড়া মহকুমা
কমলপুর টাউন	সোনামুড়া টাউন
হালাহালি	মেলাঘর
কুলাই	
উদয়পুর মহকুমা	অমরপুর মহকুমা
উদয়পুর টাউন	অমরপুর টাউন
বিলোনীয়া মহকুমা	সাবরুম মহকুমা
বিলোনীয়া টাউন	সাবরুম টাউন
রাজনগর	মনুবাজার
শান্তির বাজার	

খ) সাব ইনিসপেক্টর মহোদয়গণ নিজ নিজ এলাকার প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরিদর্শন ও তদারাকী পরিসংখ্যান ও সার্ভে সংক্রান্ত কাজকর্ম সরকারী পুস্তক বিতরণ ও অন্যান্য অফিস সংক্রান্ত কাজ কর্ম করিয়া থাকেন।

UNSTARRED QUESTION NO. 85.

By Shri Naresh Ch. Roy

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লকের অধীনে চাম্পামুড়া সিনিয়র বেসিক স্কুল, আমতলী সিনিয়র বেসিক স্কুল, কাঁঠালতলা মধুবন সিনিয়ার বেসিক স্কুল ও রাধাকিশোরগঞ্জ সিনিয়ার বেসিক স্কুল এবং আগরতলা পৌর এলাকায় অবস্থিত সিনিয়ার বেসিক স্কুলগুলিতে কোনটিতে কতজন করিয়া শিক্ষক ও শিক্ষিকা আছেন, এবং

২। ঐ স্কুলগুলির কোনটিতে কতজন ছাত্র আছে ?

উত্তর

১। }
২। } সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল

উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়, শিক্ষক ও ছাত্র সংখ্যার তালিকা।

বিশালগড় ব্লকের অধীন

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	শিক্ষকের সংখ্যা	মোট ছাত্র সংখ্যা	
			I to V	VI to VIII
১)	চাম্পামুড়া উঃ বুঃ বিদ্যালয়	৯	২৬৯	৮২
২)	আমতলী ,, ,,	১৫	২৭৬	১৩৭
৩)	মধুবন (কা) ,, ,,	১০	২৭১	৬৯
৪)	রাধাকিশোরগঞ্জ উঃ বুঃ বিদ্যালয়	১০	১৫৭	৩১

আগরতলা পৌর এলাকাধীন

	বিদ্যালয়ের নাম	শিক্ষকের সংখ্যা		মোট ছাত্র সংখ্যা	
		পুঃ	স্ত্রী	I to V	VI to VIII
১)	হরিগঙ্গা উঃ বুঃ বিদ্যালয়	৬	২১	২৩৯	১১৫
২)	রামনগর ,, ,,	৩	২৬	২২৭	১৭৬
৩)	উপেন্দ্র বিদ্যাভবন উঃ বুঃ বিদ্যালয়	১	১৩	২৪৭	১১
৪)	৬নং উঃ বুঃ বিদ্যালয়	৩	৩০	২৫৯	২৪৩
৫)	বোধজং ,, ,,	৮	১৭	—	১৭৫

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 64

By Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) আদিম জাতি সেবক সংঘের পরিচালনাধীনে কতটি বালোয়ারী স্কুল আছে ?

২) উক্ত বালোয়ারী স্কুলে কতজন শিক্ষক শিক্ষিকা কাজ করছেন ?

৩) উক্ত শিক্ষক শিক্ষিকার মধ্যে কতজন উপজাতি এবং কতজন তপশীলি জাতির লোক ? এবং

৪) উক্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেতন ত্রিপুরা সরকার বহন করেন কিনা ?

উত্তর

১) আদিমজাতি সেবক সংঘের পরিচালনাধীন নিম্নলিখিত জায়গায় ৮টি (আটটি) বালোয়ারী স্কুল আছে—

ক) দপ্তরীপারা, সিমনা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

খ) সোনাইমুরা, কৈলাশহর, উত্তর ত্রিপুরা।

গ) কেন্দ্রিছড়া, সদর দক্ষিণ, পশ্চিম ত্রিপুরা।

ঘ) জরাইলবাড়ী, সদর দক্ষিণ, পশ্চিম ত্রিপুরা।

ঙ) গাবর্দি, সদর দক্ষিণ, পশ্চিম ত্রিপুরা।

চ) পূর্ব রামনগর, সদর, পশ্চিম ত্রিপুরা।

ছ) রুণভাগ্যপাড়া, সদর, পশ্চিম ত্রিপুরা।

জ) গংরাইছড়া, সদর, পশ্চিম ত্রিপুরা।

২) আটজন শিক্ষিকা এবং ৮জন মহিলা সাহায্যকারীনি ও ১জন পুরুষ সাহায্যকারী উক্ত বালোয়ারী স্কুলে কাজ করছেন।

৩) উক্ত ষ্টাফের মধ্যে ৪জন শিক্ষিকা ও ৫ জন সাহায্যকারী/কারীনি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ; কিন্তু একজনও তপশীলি জাতির লোক নাই।

৪) ত্রিপুরা সরকারের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট হইতে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্যে মাত্র ৪ (চারিটি) বালোয়ারী স্কুলের শিক্ষিকা ও সাহায্যকারী/কারীনিগণের বেতনের ৯০% হয়। বাকী খরচা তাঁহারা জনসাধারণ হইতে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্যে সংকুলন করেন।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 86

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৭৪ ইং সনের জুন মাসে আগরতলা প্রগতি বিদ্যাভবনে সকাল বেলা গার্লস জুনিয়ার হাই স্কুল ষ্টার্ট দেওয়া হয়েছে ?

২) সত্য হলে, কোন পরিস্থিতির জন্য জুন মাসে এটা ষ্টার্ট দেওয়া হল ;

৩) আগরতলার অন্য কোন বিদ্যালয় (বেসরকারী) এ ধরণের স্কুল ষ্টার্ট দেওয়ার ব্যাপারে কোন আবেদন করেছিলেন কি ?

৪) করে থাকলে এ স্কুলের নাম এবং তাদের আবেদন গ্রাহ্য না করার কারণ ?

উত্তর

১) না। তবে প্রগতি বিদ্যাভবন সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিভাগটিকে ১লা জানুয়ারী ১৯৭৪ ইং হইতে গার্লস জুনিয়ার হাই স্কুলে উন্নীত করা হইয়াছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) না।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 91

By Shri Amarendra Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ থেকে দশম বা একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রদের কাছ থেকে আদায়ীকৃত ১৯৭৩ সালের ফার্ষ্ট টারমিনেল, সেকেণ্ড টারমিনেল, ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফিসের হার এবং ১৯৭৪ সালের ফার্ষ্ট টার-মিনেল, সেকেণ্ড টারমিনেল ও ষান্মাসিক ফিসের হার কত ; (মহকুমা, স্কুল এবং ক্লাশ ভিত্তিক প্রতি বছরের ফিসের হার পৃথকভাবে)

২। কোন বিদ্যালয়ে ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালের পরীক্ষার ফিসের হারে পার্থক্য থাকলে তার যথাযথ কারণ।

উত্তর

১) ইতিমধ্যে সংগৃহীত অধিকাংশ বিদ্যালয়ের তথ্য সংগীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

২) ছাপা খরচ ও কাগজের মূল্য বৃদ্ধি।

Name of Sub-Division :	Name of School :	Class	Rate of Examination fees collected during the academic session 1973			Rate of Examination fees collected during the academic session 1974	
			Ist Terminal :	2nd Terminal	Annual Examination :	1st Terminal :	2nd Terminal :
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Sadar	Govt. H. S.						
	1. M. T. B. Girls	VI	—	3.50	3.50	—	3.50
		VII	—	3.50	3.50	—	4.50
		VIII	—	3.50	3.50	—	4.50
		IX	—	4.00	4.00	—	4.50
		X	—	4.00	4.00	—	5.50
		IX	—	4.00	4.00	—	5.50
	2. Bodhjung Girls	VI	—	2.00	2.00	—	2.50
		VII	—	2.00	2.00	—	3.50
		VIII	—	2.00	2.00	—	3.50
		IX	—	2.50	2·50	—	3.50
		X	—	3.00	3.00	—	4.00
		XI	—	3.00	3.00	—	4,00

1	2	3	4	5	6	7	1
	3. Bani Vidya-pith	VI	2.00	2.00	2.00	—	2.50
		VII	2.00	2.00	2.00	—	2.50
		VIII	2 00	2.00	2.00	—	2.50
		IX	2.50	2.50	2.50	—	3.00
		X	2.50	2.50	2.50	3.00	3.00
		XI	2.50	2.50	2.50	3.00	3.00
	4. B. K. Girls	VI	2.00	2.00	2.20	—	2.50
		VII	2.00	2.00	2.50	—	2.50
		VIII	2.00	2.00	2,50	—	2.50
		IX	2.50	2.50	2.50	—	2.50
		X	2.50	2.50	2.50	—	3.00
		IX	2.50	2.50	3.00	—	3.00
	5. Bodhjudg	VI	—	1.50	2.50	—	2.50
		VII	—	1.50	2.50	—	2.50
		VIII	—	1.50	2.50	—	2.50
		IX	—	2.00	3.00	—	3.00
		X	—	2.00	3.00	—	3.00
		XI	—	2.00	4.00	—	3.00
	6. Umakanta	VI-VIII	—	1.50	2.00	—	2.00
		IX-X	—	2.00	2.50	—	2.50
		XI	—	2.50	3.00	—	3.00
	7. Nabagram	VI	—	2.50	2.50	—	2.50
		VIII	—	2.50	2.75	—	3.00
		VIII	—	2.50	2.75	—	3.00
		IX	—	2.75	3.00	—	2.25
		X	—	2.75	3.00	—	3.25
		XI	—	2.75	3.00	—	3.25
	8. Birendra-nagar	VI	2.25	—	2.25	2.50	—
		VII	2.50	—	2.50	2.50	—
		VIII	2.50	—	2.75	2.50	—
		IX	3.00	—	3.50	3.00	—
		X	3.00	—	3.50	3.00	—
		IX	3.00	—	3.50	3.00	—
	9. Charipara	VI-VIII	—	1.50	1.50	—	3.00
		IX-X	—	2.00	2.00	—	4.00
		XI	—	2.50	3.00	—	4.00

1.	2	3	4	5	6	7	8
10.	Arundhutinagar	VI	2/00	—	2/50	2/50	—
		VII	2/25	—	3/00	2/75	—
		VIII	2/25	—	3/00	2/75	--
		IX	3/00	—	3/50	3/25	—
		X	3/00	—	3/50	3/25	—
		XI	3/00	3/00	3/50	3/75	—
11.	Pallimangal	VI	2/00	2/00	2/00	3/00	3/00
		VII	2/00	2/00	2/00	3/00	3/00
		VIII	2/50	2/50	2/50	3/00	4/00
		IX	3/00	3/00	3/00	4/00	4/00
		X	3/00	3/00	3/00	4/00	5/00
		XI	3/00	3/00	3/00	4/00	5/00
12.	Sukhamoy	VI	—	2/00	2/50	—	—
		VII	—	2/50	3/00	—	—
		VIII	—	2/50	3/00	—	—
		IX	—	3/00	3/50	—	—
		X	—	3/00	3/50	—	—
		XI	—	3/50	3/50	—	—
13	Bisramganj	VI	2/00	2/00	2/00	—	2/50
		VII	2/50	2/00	2/00	—	2/50
		VIII	2/50	2/50	2/50	—	3/00
		IX	3/00	3/00	3/00	—	3/50
		X	3/00	3/00	3/00	—	3/50
		XI	3/50	3/50	3/50	—	4/00
14.	Charilam	VI	—	2/50	2/50	—	2/50
		VII	—	3/00	3/00	—	3/00
		VIII	—	3/00	3/00	—	3/00
		IX	—	3/50	3/50	—	3/50
		X	—	3/50	3/50	—	3/50
15.	Abhoynagar	VI	—	2/00	2/00	—	2/00
		VII	—	2/00	2/00	—	2/00
		VIII	—	2/00	2/50	—	2/50
		IX	—	2/50	3/00	—	3/00
		X	—	2/50	3/00	—	3/00
		XI	—	2/50	4/00	—	3/00

1	2	3	4	5	6	7	8
Kon-Govt H, S.							
	1. Netaji Subhash Vidyaniketan.	VI	2/75	2/75	2/75	3/50	3/50
		VII	2/75	2/75	2/75	3/50	3/50
		VIII	2/75	2/75	2/75	3,50	3/50
		IX	3/00	3/00	3/00	4/00	4/00
		X	3/00	3/00	3/00	4/00	4/00
		XI	3/00	2/50	4/00	4,00	4/00
				(Monthly)			
	2. Pragati Vidya Bhaban.	VI	2/00	—	2/00	—	2/00
		VII	2/00	—	2/00	—	2/50
		VIII	2/00	—	2/00	—	2/50
		IX	2/50	—	2/50	—	3/00
		X	2/50	—	2/50	—	3/00
		XI	2/50	—	2/50	—	3/00
	3. Prachya Bharati H/S.	VI	—	2/00	2/00	—	2/50
		VII	—	2/50	2/50	—	2/50
		VIII	—	2/50	2/50	—	2/50
		IX	—	3/00	3/00	—	3/00
		X	—	3/00	3/00	—	3/00
		XI	—	3/00	3/00	—	3/00
	4. M. G. M· H/S School.	VI	—	2/25	2/25	—	3/50
		VII	—	2/25	2/25	—	3/50
		VIII	—	2/25	2/25	—	3/50
		IX	—	2/50	2/50	—	4/00
		X	—	2/50	2/50	—	4/00
		XI	—	2/50	2/50	—	4/00
	5. S.D. Vidyaniketan.	VI	3/00	3/00	3/00	—	4/00
		VII to VIII	3/50	3/50	3/50	—	4/50
		IX to XI	4/00	4/00	4/00	—	4/50
	6. Ramthakur Pathsala Girl's H/S.	VI	2/25	2/25	2/50	—	2/75
		VII	2/25	2/25	2/50	—	2/75
		VIII	2/50	2/25	2/75	—	3/00
		IX	2/75	2/75	3/00	—	3/25
		X	2/75	2/75	3/00	—	3/25
		XI	3/00	3/00	3/25	—	3/50
	7. Bardowali H/S.	VI	2/00	2/00	2/00	2/00	3/00
		VII	2/25	2/25	2/25	2/25	3/50
		VIII	2/25	2/25	2/25	2/25	3/50
		IX	2/50	2/50	2/50	2/50	4/00
		X	2/50	2/50	2/50	2/50	4/00
		XI	2/50	2/50	2/50	2/50	4/00

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Bishalgarh H/S.	VI	—	2/50	2/50	3/00	3/50
		VII	—	3/00	3/00	3/50	4/00
		VIII	—	3/00	3/00	3/50	4/00
		IX	—	3/50	3/50	4/00	4/50
		X	—	3/50	3/50	4/00	4/50
		XI	3/50	3/50	3/50	4/00	4/50
9.	Karaimura H/S	VI	—	2/50	2/50	—	2/50
		VII	—	3/00	3/00	—	3/00
		VIII	—	3/00	3/00	—	3/00
		IX	—	3/50	3/50	—	4/00
		X	—	4/00	4/00	—	4/00
		XI	—	4/00	4/00	—	4/00
10.	Ishanchandra-nagar Pargana H/S. School.	VI	—	2/50	2/50	—	3/00
		VII	—	2/50	2/50	—	3/00
		VIII	—	2/50	2/50	—	3/00
		IX	—	3/00	3/00	—	3/50
		X	—	3/00	3/00	—	3/50
		XI	3/00	3/00	3/00	3/50	—
	GOVT. HIGH.						
1.	Ishanpur High.	VI	—	2/75	3/00	—	3/00
		VII	—	3/00	3/00	—	3/00
		VIII	—	3/25	3/00	—	3/00
		IX	—	3/75	4/00	—	4/00
		X	—	3/75	4/00	—	5/00
2.	Mohanpur High.	VI	—	2/00	2/00	—	2/50
		VII-VIII	—	2/50	2/50	—	2/75
		IX-X	—	3/00	3/00	—	3/25
3.	Anandanagar High.	VI	2/50	—	2/50	—	3/00
		VII	3/00	—	3/00	—	3/50
		VIII	3/50	—	3/50	—	4/00
		IX	4/00	—	4/00	—	4/50
		X	5/00	—	5/00	—	5/50
4.	Kamalghat High.	VI	—	2/50	2/50	—	2/50
		VII	—	2/50	2/50	—	3/00
		VIII	—	3/00	3/00	—	3/50
		IX	—	3/00	3/00	—	3/50
		X	—	3/50	3/50	—	4/00
5.	Madhupur High.	VI	2/50	2/50	2/50	2/50	2/75
		VII	3/00	3/00	3/00	3/00	3/25
		VIII	3/00	3/00	3/00	3/00	3/25
		IX	3/50	3/50	3/50	3/50	3/75
		X	3/50	3/50	3/50	3/50	3/75

1	2	3	5	5	6	7	8
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	6. Sekerkote High.	VI	—	2/00	2/00	—	2/00
		VII	—	2/50	2/50	—	3/00
		VIII	—	2/50	2/50	—	3/00
		IX	—	3/00	3/00	—	4/00
		X	—	3/00	3/00	—	4/00
	7. Sepaijala High.	VI	—	1/75	2/50	—	2/50
		VII	—	2/00	3/00	—	3/00
		VIII	—	2/00	3/00	—	3/00
		IX	—	2/50	3/00	—	3/50
		X	—	2/50	—	—	3/50
	8. Nandanagar High.	VI	—	2/50	2/75	—	3/00
		VII	—	2/50	2/75	—	3/50
		VIII	—	2/50	2/75	—	3/50
		IX	—	3/00	3/25	—	4/00
		X	—	—	—	—	4/00
	9. Sutarmura High.	VI	3/00	3/00	4/50	—	4/00
		VII	3/50	3/50	4/50	—	5/00
		VIII	3/50	3/50	4/50	—	5/00
		IX	4/00	4/00	5/00	—	6/00
		X	4/00	4/00	5/00	—	6/00
	10. Joynagar High.	VI	1/50	1/50	1/50	2/50	2/60
		VII	1/50	1/75	1/75	3/00	3/10
		VIII	1/50	2/00	2/00	3/00	3/10
		IX	—	3/00	3/00	3/50	3/60
		X	—	—	—	3/50	3/60
KHOWAI :	GOVT. H/S.						
	1. Kalyanpur H/S.	VI	—	1/50	1/50	—	2/00
		VII	—	2/50	2/50	—	3/00
		VIII	—	2/50	2/50	—	3/00
		IX	—	3/50	3/50	—	4/00
		X	—	3/50	3/50	—	4/00
		XI	—	3/50	3/50	—	4/00
	2. Chebri H/.S	VI	—	2/50	2/50	—	3/00
		VII	—	3/00	3/00	—	3/50
		VIII	—	3/50	3/50	—	4/00
		IX to XI	—	4/00	4/00	—	4/50
	3. Teliamura H/S.	VI	—	2/00	2/00	—	2/00
		VII-VIII	—	2/50	2/50	—	2/50
		IX-X	—	3/00	3/00	—	3/00
		XI	—	3/50	3/50	—	3/50

1	2	3	4	5	6	7	8
	4. Khowai Govt. H/S.	VI	—	1/75	1/75	—	2/75
		VII	—	2/75	2/50	—	3/00
		VIII	—	2/50	2/50	—	3/00
		IX	—	2/75	2/75	—	3/75
		X	—	3/00	3/00	—	4/00
		XI	—	3/00	3/00	—	4/00
	5. Khowai Govt. Girls H/S.	VI	—	1/50	1/50	—	2/25
		VII	—	2/00	2/00	—	3/00
		VIII	—	2/00	2/00	—	3/00
		IX	—	2/50	2/50	—	4/00
		X	—	2/50	2/50	—	4/00
		XI	—	3/00	3/00	—	4/00
	Non-Govt. H/S.						
	1. Vivekananda H/S.	VI	—	2/00	2/75	—	3/50
		VII	—	2/00	2/75	—	3/50
		VIII	—	2/50	3/25	—	4/00
		IX	—	3/00	3/25	—	4/00
		X	—	3/00	3/75	—	4/50
		XI	—	3/50	3/75	—	4/50
	Govt. High.						
	1. Behalabari High.	VI	—	3/00	3/00	—	3/00
		VII	—	3/50	3/50	—	3/50
		VIII	—	3/50	3/50	—	3/50
		IX	—	4/50	4/50	—	4/50
		X	—	4/50	4/50	—	4/50
	Non-Govt. High.						
	1. Saradamoyee Vidyapith.	VI	2/00	2/50	2/50	2/50	3/50
		VII	2/50	3/00	3/00	3/00	3/50
		VIII	2/50	3/00	3/00	3/00	4/50
		IX	3/00	3/00	3/00	4/00	4/50
		X	3/00	4/00	5/00	4/00	5/00
SONAMURA :	Govt. H/S.						
	1. N. C. Institution.	VI	—	2/50	2/00	—	2/50
		VII	—	3/00	2/50	—	3/00
		VIII	—	3/00	2/50	—	3/00
		IX	—	4/00	3/00	—	4/50
		X	—	4/00	3/00	—	4/50
		XI	—	4/00	3/50	—	4/50

1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Melagarh H/S.	VI	—	1/50	1/50	—	2/00
		VII	—	2/25	2/25	—	2/75
		VIII	—	2/25	2/25	—	2/75
		IX	--	2/75	2/75	—	3/25
		X	—	2/75	2/75	—	3/25
		XI	—	3/00	3/00	—	3/50
	Govt. High.						
	1. Boxanagar High.	VI	1/50	3/00	3/00	1/50	2/00
		VII	2/00	4/00	4/00	1/50	2/00
		VIII	2/00	4/00	4/00	1/50	2/00
		IX	2/50	4/50	4/50	2/00	2/50
		X	2/50	4/50	4/50	2/00	3/00
	2. Sonamura Girls High.	VI	—	2/00	3/00	—	3/50
		VII	—	2/50	3/50	—	4/00
		VIII	—	2/50	3/50	—	4/00
		IX	—	3/00	4/50	—	5/00
		X	—	3/00	4/50	—	5/00
	3. Nidaya High.	VI	4/00	—	4/00	4/00	4/00
		VII	4/50	—	4/50	4/50	4/50
		VIII	4/50	—	4/50	4/50	4/50
		IX	5/00	—	5/00	5/00	5/00
		X	5/00	5/00	2/50	5/00	5/00
	4. Khas Choumuhani High.	VI	—	3/50	3/50	—	4/00
		VII	—	4/00	4/00	—	4/50
		VIII	—	4/00	4/00	—	4.50
		IX	—	4/00	5/00	—	5/50
		X	—	—	—	—	5/50
KAMALPUR :	GOVT. H/S.						
	1. K. C. Girls H/S.	VI to VIII	1/25	1/50	2/00	2/50	—
		IX to XI	1/50	3/00	3/00	3/50	—
	2. Kulai H/S.	VI to VIII	2/75	2/75	2/75	3/75	3/75
		IX to XI	3/75	3/75	3/75	4/75	4/75
	NON-GOVT. H/S.						
	1. Harachandra H/S.	VI to IX	3/00	3/00	3/00	3/00	3/00
		X	3/50	3/50	3/50	3/50	3/50
		XI	4/00	4/00	4/00	3/50	3/50

1	2	3	4	5	6	7	8
	GOVT. HIGH						
	1. Halahali High.	VI	—	2/25	2/25	—	2/50
		VII	—	2/50	2/50	—	2/75
		VIII	—	2/50	2/50	—	2/75
		IX	—	3/00	3/00	—	3/25
		X	—	3/00	3/00	—	3/25
	2. Selama High.	VI	—	2/00	1/75	—	2/25
		VII	—	2/50	2/25	—	2/75
		VIII	—	2/50	2/25	--	2/75
		IX	—	3/00	2/75	—	3/25
		X	—	3/00	2/75	—	3/25
KAILASHAHAR :	GOVT. H/S.						
	1. Kailashahar	VI to VIII	--	2/00	2/00	—	2/75
	Girls H/S.	IX to XI	—	3/00	3/00	—	3/25
	2. R. K. Institution.	VI	—	2/25	2/50	-	3/00
		VII	—	2/50	2/75	—	3/25
		VIII	—	2/50	2/75	—	3/25
		IX	—	3/00	3/25	—	3/75
		X	—	3/00	3/25	—	3/75
		XI	—	3/25	3/50	—	3/75
	3. Dalugaon H/S.	VI	—	2/75	3/00	—	4/00
		VII	—	3/00	3/25	—	4/50
		VIII	—	3/25	3/50	—	4/75
		IX	—	3/75	4/00	—	5/50
		X	—	3/75	4/00	—	5/50
		XI	—	4/25	4/50	—	6/00
	4. Vidyanagar H/S	VI	—	2/50	2/75	—	2/75
		VII	—	2/50	2/75	—	2/75
		VIII	—	2/50	2/75	—	2/75
		IX	—	3/50	2/75	—	3/75
		X	—	3/50	3/75	—	3/75
		XI	—	3/50	4/00	—	4/00
	NON- H/S.						
	1. R. K. Siksha-prathistan.	VI	0/50	2/50	2/50	—	2/75
		VII	0/50	2/75	2/75	—	3/00
		VIII	0/50	2/75	2/75	—	3/00
		IX	0/50	3/50	3/50	—	4/00
		X	0/50	3/50	3/50	—	4/00
		XI	0/50	3/75	3/75	—	4/75

1	2	3	4	5	6	7	8
	GOVT. HIGH.						
	1. Mainama High.	VI	—	3/50	4/00	—	4/00
		VIII	—	4/00	4/50	—	4/50
		VIII	—	4/00	4/50	—	5/00
		IX	—	4/50	5/00	—	6/00
		X	—	4/50	6/00	—	6/00
DHARMA	GOVT. H/S.						
NAGAR	1. Dharmanagar	VI	—	2/50	2/75	—	3/00
		VII	—	3/00	3/25	—	3/50
		VIII	—	3/00	3/25	—	3/50
		IX	—	3/50	3/75	—	4/00
		X	—	3/50	3/75	—	4/00
		XI	—	3/50	3/75	—	4/00
	2. B. B. Institution	VI	1/00	2/50	2/50 VI & VII	1/50	4/00
		VII-VIII	1/40	3/00	3/00 VIII to XI	2/00	4/50
		IX-XI	1/75	3/50	3/50	—	IX 5/00 X & XI 5/50
	3. Kanchanbari H/S	VI	—	2/00	2/00	—	2/50
		VII-VIII	—	2/50	2/50	—	3/00
		IX to XI	—	3/00	3/00	—	3/50
	4. Padmapur H/S.	VI	—	2/00	3/00	—	4/00
		VII	—	2/50	3/00	—	4/50
		VIII	—	2/50	3/00	—	4/50
		IX	—	2/75	4/25	—	5/00
		X	—	2/75	4/25	—	5/60
		XI	—	3/50	4/25	—	5/00
	5. Bilthai H/S.	VI	—	3/25	3/25	—	3/25
		VII	—	3/75	3/75	—	3/75
		VIII	—	3/75	3/75	—	3/75
		IX	—	4/25	4/25	—	4/25
		X	—	4/50	4/50	—	4/50
		XI	—	4/50	4/50	—	4/50
	6. Kadamtala H/S.	VI	1/50	1/75	2/25	2/50	3/00
		VII	2/75	2/00	1/75	3/00	3/50
		VII	2/75	2/25	2/75	3/00	3/50
		IX	2/00	2/50	3/25	3/50	4/00
		X	—	3/00	4/00	4/25	4/75
		XI	—	3/09	4/00	4/25	4/75

1	2	3	4	5	6	7	8
	NON-GOVT. H/S.						
	1. D. N. Vidya-mandir.	VI	—	1/75	1/75	—	1/75
		VII	—	2/25	2/25	—	2/25
		VIII	—	2/25	2/25	—	2/25
		IX	—	2/75	2/75	—	2/75
		X	—	2/75	2/75	—	2/75
		XI	—	3/00	3/00	—	3/00
	GOVT. HIGH.						
	1. Pecharthal High.	VI to VIII	—	2/50	2/50	—	VI 2/50 VII & VIII 3/50
		IX & X	—	3/50	3/50	—	IX & X 4/00
	2. Kanchanpur High.	VI	—	1/75	2/00	—	2/50
		VII	—	2/25	2/50	—	2/75
		VIII	—	2/25	2/50	—	3/50
		IX	—	2/75	3/00	—	4/00
		X	—	3/00	3/50	—	4/00
UDAIPUR :	GOVT. H/S.						
	1. Udaipur Girls H/S.	VI	—	1/50	1/50	—	1/75
		VII	—	2/00	2/00	—	2/25
		VIII	—	2/00	2/00	—	2/25
		IX	—	2/50	2/50	—	3/00
		X	—	2/50	2/50	—	3/00
		XI	—	2/50	2/50	—	3/00
	2. B. K. Institution.	VI	—	2/00	2/00	—	2/00
		VII & VIII	—	2/50	2/50	—	3/00
		IX & X	—	3/00	3/00	—	3/50
		XI	—	—	3/00	—	4/00
	3. Tripura Sundari H/S.	VI	—	2/00	2/00	—	2/50
		VII	—	2/50	2/50	—	3/00
		VIII	—	2/50	2/50	—	3/00
		IX	—	3/00	3/00	—	3/00
		X	—	3/50	3/50	—	3/50
		XI	—	3/50	3/50	—	4/00
	4. Kakraban.	VI	—	2/50	2/50	—	3/00
		VII	—	3/00	3/00	—	3/50
		VIII	—	3/00	3/00	—	3/50
		IX	—	3/50	3/50	—	4/00
		X	—	3/50	3/50	—	4/00
		XI	—	3/50	3/50	—	4/00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Non-Govt H/S.						
	1. Ramesh H/S.	VI	—	2/00	2/00	—	2/00
		VII	—	3/00	3/00	—	3/00
		VIII	—	3/00	3/00	—	3/00
		IX	—	4/00	4/00	—	4/00
		X	—	4/00	4/00	—	5/00
		XI	—	4/00	4/00	—	5/00
	GOVT. HIGH.						
	1. Tulamura High.	VI	—	3/25	3/25	—	4/00
		VII	—	3/50	3/50	—	4/50
		VIII	—	3/50	3/50	—	4/50
		IX	—	3/75	3/75	—	5/00
		X	—	4/00	4/00	—	6/00
	2. Chandrapur High.	VI	—	2/50	2/50	—	2/50
		VII	—	2/50	2/50	—	3/00
		VIII	—	3/00	3/00	—	3/00
		IX	—	4/00	4/00	—	4/00
		X	—	4/00	4/00	—	5/00
	3. Salgarah High.	VI	—	2/00	2/50	—	2/25
		VII	—	2/25	2/25	—	2/50
		VIII	—	2/25	2/25	—	3/00
		IX	—	2/50	2/50	—	3/50
		X	—	2/50	3/00	—	3/50
AMARPUR :	GOVT. H/S.						
	1. Amarpur H/S.	VI	—	2/50	2/50	—	3/00
		VII	—	2/75	2/75	—	3/00
		VIII	—	2/75	2/75	—	3/25
		IX	—	3/50	3/50	—	3/25
		X	—	3/50	3/50	—	4/00
		XI	—	4/00	3/50	—	4/00
	GOVT. HIGH.						
	1. Nutenbazar High.	VI	—	4/00	4/00	—	4/00
		VII	—	5/00	5/00	—	5/00
		VIII	—	5/00	5/00	—	5/00
		IX	—	6/00	6/00	—	6/03
		X	—	6/00	6/00	—	6/00

1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Ampinagar High.	VI	—	3/00	3/00	—	3/00
		VII	—	4/00	4/00	—	4/00
		VIII	—	4/00	4/00	—	4/00
		IX	—	5/00	5/00	—	5/00
		X	—	5/00	5/00	—	—
SABROOM :	GOVT. H/S.						
	1. Sabroom H/S.	VI	—	2/00	2/00	—	3/00
		VII & VIII	—	2/50	2/50	—	3/50
		IX to XI	—	3/50	3/50	—	4/50
	2. Manu H/S.	VI	—	2/50	2/50	—	3/00
		VII & VIII	—	3/00	3/00	—	3/50
		IX to XI	—	3/50	3/50	—	4/00
	GOVT. HIGH.						
	1. Srinagar High.	VI	—	3/00	3/00	—	4/00
		VII	—	3/50	3/50	—	4/00
		VIII	—	4/00	4/00	—	5/00
		IX	—	4/50	4/50	—	5/00
		X	—	5/00	5/00	—	6/00
	2. Sabroom Girls H/S.	VI	2/75	2/75	2/75	—	2/75
		VII	3/00	3/00	3/00	—	3/00
		VIII	3/00	3/00	3/00	—	3/00
		XI	3/50	3/50	3/50	—	3/50
		X	3/50	3/50	3/50	—	3/50
	3. Brajendranagar High.	VI	—	3/00	3/25	—	3/25
		VII	—	3/25	3/50	—	3/50
		VIII	—	3/25	3/50	—	3/50
		IX	—	—	4/00	—	4/00
		X	—	—	—	—	4/00
BELONIA :	GOVT. H/S.						
	1. Belonia Girls H/S.	VI to VIII	—	2/50	2/50	—	3/00
		IX to XI	—	3/00	3/00	—	3/50
	2. B. K. Institution.	VI	3/00	—	3/00	3/50	—
		VII	3/00	—	3/00	3/50	—
		VIII	3/00	—	3/00	3/50	—
		IX	4/00	—	4/00	4/50	—
		X	4/00	—	4/00	4/50	—
		XI	4/00	—	4/00	4/50	—
	3. Bagafa Ashram H/S.	VI	—	—	3/00	—	1/50
		VII	—	—	3/00	—	1/50
		VIII	—	—	3/00	—	1/50
		IX	—	—	4/50	—	2/00
		X	—	—	4/50	—	2/00
		XI	—	—	4/50	—	3/00

1	2	3	4	5	6	7	8
	4. Barapathari H/S.	VI	—	2/50	2/50	—	3/00
		VII	—	2/75	2/75	—	3/50
		VIII	—	2/75	2/75	—	3/50
		IX	—	3/00	3/00	—	4/00
		X	—	3/50	3/50	—	4/50
		XI	—	3/50	3/50	—	4/50
	5. Hrishyamukh H/S.	VI	2/00	2/00	2/00	2/50	2/50
		VII & VIII	3/00	3/00	3/00	3/50	3/50
		IX	3/50	3/50	3/50	4/00	4/00
		X & XI	3/50	3/50	3/50	4/50	4/50
	NON-GOVT. H/S.						
	1. Belonia Vidyapith.	VI	2/50	—	2/50	3/00	—
		VII & VIII	3/00	—	3/00	3/50	—
		IX to XI	3/50	—	3/50	4/00	—
	2. Jolaibari H/S.	VI	—	2/50	2/75	—	2/75
		VII	—	3/00	3/25	—	3/25
		VIII	—	3/00	3/25	—	3/25
		IX	—	3/50	3/75	—	3/75
		X	—	3/50	3/75	—	3/75
		XI	—	4/00	4/00	—	4/75
	NON-GOVT. HIGH.						
	1. Santirbazar High.	VI	1/50	1/50	3/00	2/00	—
		VII	2/00	2/00	4/00	3/00	—
		VIII	2/00	2/00	4/00	3/00	—
		IX	3/00	3/00	5/00	4/00	—
		X	3/00	3/00	6/00	5/00	—
	GOVT. HIGH.						
	1. Muhuripur High.	VI	—	3/00	3/00	—	2/00
		VII	—	3/50	3/50	—	2/50
		VIII	—	4/00	4/00	—	2/50
		IX	—	4/50	4/50	—	3/00
		X	—	4/50	4/50	—	3/00
	2. Baikura High.	VI	—	1/50	2/00	—	3/00
		VII	—	2/00	2/50	—	3/00
		VIII	—	2/00	2/50	—	4/00
		IX	—	2/50	3/50	—	5/00
		X	—	2/50	4/00	—	5/00

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 79

By Shri Radharaman Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, নোয়াগাঁও (তৈরাজবাড়ী) প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র সংখ্যা অনুযায়ী শিক্ষক নাই?

২) বর্ত্তমানে ঐ স্কুলে কতজন শিক্ষক ও কতজন ছাত্র আছে?

৩) বর্ত্তমানে ঐ স্কুলের শিক্ষক নিয়মিত উপস্থিত থাকেন কিনা? না থাকিলে তাহার কারণ কি?

উত্তর

১) না।

২) শিক্ষক—২ জন, ছাত্র—৯৩ জন।

৩) হ্যাঁ, প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 82

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার মধ্যশিক্ষা ক্ষেত্রে নুতন দশ ক্লাশ ব্যবস্থার পরবর্ত্তী স্তরের শিক্ষা ক্ষেত্র সম্পর্কে কোনরূপ সরকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কি?

২) নেওয়া হয়ে থাকলে তার বিবরণ?

৩) নেওয়া না হলে তার কারণ?

উত্তর

১) না। তবে দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য পশ্চিম বঙ্গে Intermideate Board of Secondary Education এর পরিকল্পনা হইতেছে। আমাদের নিজস্ব Board চালু হইলে সেই Board মারফৎ দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত কিরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা হইবে তাহা ঠিক করা হইবে।

২) ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 60

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Statistical Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ত্রিপুরার মাথাপিছু আয় :—১৯৭০-৭১ এবং ১৯৭৩-৭৪

উত্তর

ত্রিপুরার মাথাপিছু আয়— ১৯৭০–৭১

ক) চলিত বাজার দরে—৫০২ টাকা

খ) স্থায়ী—(১৯৬০-৬১) বাজার দরে—২৪০ টাকা

ত্রিপুরার মাথাপিছু আয়—১৯৭৩-৭৪

১৯৭০-৭১ সনের পরবর্ত্তী সময়ের মাথাপিছু আয়ের হিসাব এখনও নির্ণয় করা হয় নাই।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 63

By Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার কোন্ কোন্ স্কুলে একাধিক ক্র্যাপ্ট শিক্ষক নিযুক্ত আছেন, স্কুল সমূহের নাম ;

২) এই সকল স্কুলে ক্র্যাপ্ট শিক্ষা চালু আছে কি না ;

৩) না থাকিলে, কি কাজের দায়িত্বে তাহাদের এই স্কুল সমূহে পোষ্টীং হইয়াছে ?

উত্তর

১) একাধিক ক্র্যাপ্ট শিক্ষক নিযুক্ত আছেন, এমন স্কুলসমূহের নাম নিম্নে দেওয়া গেল ;

উমাকান্ত একাডেমি,
এম. টি. গার্লস এইচ. এস্ স্কুল,
নবগ্রাম এইচ, এস্, স্কুল,
বাণীবিদ্যাপীঠ গার্লস, এইচ,এস, স্কুল,
অভয়নগর এইচ, এস, স্কুল,
এন, সি, ইনষ্টিটিউশন, সোনামুড়া,
সোনামুড়া গার্লস হাই স্কুল,
বি. কে গার্লস এইস, এস, স্কুল,
পল্লীমঙ্গল এইচ, এস, স্কুল,
সুখময় এইস, এস, স্কুল,
চড়িলাম এইচ, এস, স্কুল,
চারিপাড়া এইচ, এস, স্কুল,
বি, জে, গার্লস এইচ, এস, স্কুল,
বিশ্রামগঞ্জ এইচ, এস, স্কুল,
বোধজং এইচ, এস, স্কুল,
ত্রিপুরা লোক শিক্ষালয়,
কাকড়াবন এইচ, এস, স্কুল,
কে, বি, ইনষ্টিটিউশন, উদয়পুর,
শালগড়া হাই স্কুল,
তেলিয়ামুড়া এইচ, এস, স্কুল,
চেবরি এইচ, এস, স্কুল,
খোয়াই গার্লস এইচ, এস, স্কুল,
বি, কে, ইন্ষ্টিটিউশন, বিলোনীয়া,
মহুরীপুর হাই স্কুল,
আর, কে, ইনষ্টিটিউশন, কৈলাশহর,
বিদ্যানগর এইচ, এস, স্কুল,
কাঞ্চনবাড়ী এইচ, এস, স্কুল,
কমলপুর এইচ, এস, স্কুল,

জয়নগর হাই স্কুল,
মোহনপুর হাই স্কুল,
মধুপুর হাই স্কুল,
কামালঘাট হাই স্কুল,
খিলপাড়া সিনিয়র বেসিক স্কুল,
হরিয়ানন্দ সিনিয়র বেসিক স্কুল,
ইষ্ট আর,কে,পুর সিনিয়র বেসিক স্কুল,
ফুলছড়ি সিনিয়র বেসিক স্কুল,
বালিগাঁও সিনিয়র বেসিক স্কুল,
বরকাথালিয়া সিনিয়র বেসিক স্কুল,
নোয়াগাঁও সিনিয়র বেসিক স্কুল,
চন্দ্রনগর সিনিয়র বেসিক স্কুল,
গঙ্গানগর সিনিয়র বেসিক স্কুল,
লালছড়া সিনিয়র বেসিক স্কুল,
হাফলং সিনিয়র বেসিক স্কুল,
চন্দ্রপুর সিনিয়র বেসিক স্কুল,
কৃষ্ণপুর সিনিয়র বেসিক স্কুল,
আর্য্য কলোনী সিনিয়র বেসিক স্কুল,
সারাসীমা সিনিয়র বেসিক স্কুল,
ঈশানচন্দ্রনগর সিনিয়র বেসিক স্কুল,
বি, বি, ইনষ্টিটিউশন, ধর্মনগর,
পদ্মপুর এইচ, এস, স্কুল,
কাঞ্চনপুর হাই স্কুল,
রামকমল সিনিয়র বেসিক স্কুল,
পেচারডাহর সিনিয়র বেসিক স্কুল,
ধুমাছড়া সিনিয়র বেসিক স্কুল,
ছামনু সিনিয়র বেসিক স্কুল,
কৈলাশহর মডেল সিনিয়র বেসিক স্কুল
কাউলিকুরা সিনিয়র বেসিক স্কুল,
হরিগঙ্গা সিনিয়র বেসিক স্কুল,
যোগেন্দ্রনগর সিনিয়র বেসিক স্কুল,
মধুবন সিনিয়র বেসিক স্কুল,
চাম্পামুড়া সিনিয়র বেসিক স্কুল,
নূতননগর সিনিয়র বেসিক স্কুল,
নং ৬ সিনিয়র বেসিক স্কুল, আগরতলা
তেবাড়িয়া সিনিয়র বেসিক স্কুল,
রামনগর সিনিয়র বেসিক স্কুল,
ইন্দ্রনগর সিনিয়র বেসিক স্কুল,
নিউ মডেল ভিলেজ সিনিয়র, বেসিক স্কুল,
সাধুটিলা সিনিয়র বেসিক স্কুল,
গান্ধীগ্রাম সিনিনর বেসিক স্কুল
বোধজং সিনিয়র বেসিক স্কুল
রেশম বাগান সিনিয়র বেসিক স্কুল
দোলবাড়ী সিনিয়র বেসিক স্কুল
রবীন্দ্রনগর সিনিয়র বেসিক স্কুল
জাম্বুরা সিনিয়র বেসিক স্কুল
সিঙ্গীছড়া সিনিয়র বেসিক স্কুল
টাউন সিনিয়র বেসিক স্কুল, খোয়াই
ফাল্গুনা চৌধুরীবাড়ী সিনিয়র বেসিক স্কুল
কুঞ্জবন সিনিয়র বেসিক স্কুল
তুইচিং গ্রাইবাড়ী সিনিয়র বেসিক স্কুল
মহারাণীপুর সিনিয়র বেসিক স্কুল

২। উপরিলিখিত স্কুল সমূহের মধ্যে মোট ২৭টি স্কুলে ক্র্যাপ্ট শিক্ষা চালু আছে।

৩। যে সমস্ত স্কুলে ক্র্যাপ্ট শিক্ষা চালু নাই ঐ সমস্ত স্কুলের ক্র্যাপ্ট শিক্ষকগণকে ঐ সমস্ত স্কুলের অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান কাজের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 104

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :—

QUESTIONS

1. How many cases are pending at present for trial in the Sonamura 1st class Judicial Magistrate's Court ? (Civil & Criminal).

2. After Separation of Judiciary from the Executive, how many cases have been tried ?

ANSWERS

1. Only Criminal cases are tried in the court of the Judicial Magistrate. 259 Criminal Cases are pending as on 25th September, 1974 in the Court of the Juicial Magistrate, 1st class, Sonamura.
2. After separation Judiciary from the Executive 45 Criminal Cases have been tried in the Court of the Judicial Magistrate, 1st class, Sonamura during the period from 1. 4. 74 to 25. ৯. 75.

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 65

By Shri Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে সদর বিভাগের কোন্ কোন্ সিনিয়ার বেসিক স্কুলকে হাই স্কুলে পরিণত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

উত্তর

২। এরূপ কোন পরিকল্পনা এখনও গ্রহণ করা হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 109

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মৎস্য বিভাগের অধীন ডি, এন, বিদ্যামন্দির ষ্টেডিয়াম সংলগ্ন পুষ্করিণীতে সুইমিং পুল করার জন্য কোন প্রস্তাব উত্তর ত্রিপুরার ফিজিক্যাল এডুকেশানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পাঠিয়েছেন কি ?

২। পাঠিয়ে থাকলে এ ব্যাপারে মৎস্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে সুইমিং পুল স্থাপন করার ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগের তরফ থেকে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কি ?

৩। হয়ে থাকলে, সুইমিং পুল স্থাপনের ব্যাপারটি বর্তমানে কোন্ পর্য্যায়ে আছে ?

৪। এবং না থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। হ্যাঁ—

৩। কৃষি বিভাগের বিবেচনাধীন।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted UNSTARRED QUESTION NO. 106.

By Shri Samar Choudhry.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Law Department be pleased to state :—

QUESTIONS

1. Whether each sub-divisional Munsiff Courts have been provided wit the Munsiff or Judicial Magistrates exclusively for only that Court ?

2. If not the reasons therefor ?

ANSWERS

1. There is one Munsiff in each sub-divisional Munsiff Court except Agartala (Sadar), Udaipur and Sonamura Sub-Divisions. There are two Munsiff at Agartala (Sadar) sub-division and there is one Munsiff for Udaipur and Sonamura Sub-divisions. At present the Hon'ble High Court has been pleased to appoint each Munsiff as the Judicial Magistrate of first class. Besides, one Special Judicial Magistrate of second class has been posted in each of Sonamura sub-division and Agartala (Sadar) sub-division by the Hon'ble High Court.

2. Due to shortage of Judicial Officers the said arrangement has been made by the High Court at present.

Admitted UNSTARRED QUESTION NO. 68

By Shri Amarendra Sharma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমায় বসবাসকারী বিক্ষোপজীবির সংখ্যা (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ১৯৭৩ ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সময়ে কত ছিল এবং ১৯৭৪ ইং সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত কত হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক)।

২। এই সংখ্যা বেড়ে থাকলে তার কারণ কি ?

৩। এই সমস্ত বিক্ষোপজীবিদের অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসন দেওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি ?

৪। নেওয়া হলে তা কিরূপ ?

উত্তর

১। ভিক্ষোপজীবিদের হিসাব পৃথকভাবে সংগৃহীত হয় নাই। ভিক্ষুক ও আশ্রয়হীন ভবঘুরেদের মিলিত জিলা ভিত্তিক সংখ্যা ১৯৭১ ইং আদম সুমারী অনুযায়ী নিম্নরূপ :—

(ক) পশ্চিম ত্রিপুরা—	১৫৬৭ জন ;
(খ) উত্তর ত্রিপুরা—	৯৮২ ,, ;
(গ) দক্ষিণ ত্রিপুরা—	১০৬৮ ,, ;
মোট :	৩৬১৭

২। তথ্য জানা নাই।

৩। ত্রিপুরাতে বেগারস এ্যাক্ট এখনও চালু হয় নাই। উক্ত এ্যাক্ট চালু করিবার যথাবিহীত ব্যবস্থা গ্রহন করার কথা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। উক্ত এ্যাক্ট প্রণয়ন ও চালু হইলে ভিক্ষুকদের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়া যাইতে পারে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted UNSTARRED QUESTION NO. 98

By—Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। শিক্ষা বিভাগের পরিসংখ্যান সহায়কের কয়টি পদ আছে ;

২। ঐ পদগুলির জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য কি কি ; এবং

৩। পদগুলির কর্ত্তব্যে বা দায়িত্বে কোন তারতম্য না থাকিলে বেতন হারের তারতম্যের কারণ কি ?

উত্তর

১। ১০টি

২। ২২৫-৪৭৫ বেত ক্রমের পরিসংখ্যান সহায়কদের দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য :—

(ক) পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্যাদির সূক্ষ্মানুসন্ধান ও একত্রিতকরণ।

(খ) পরিসংখ্যান তথ্যাদি উপস্থাপন এবং রেখ চিত্র দ্বারা উপস্থাপন।

(গ) পরিসংখ্যান হার, অনুপাত এবং সুচক ইত্যাদির গণনা করণ।

(ঘ) পরিসংখ্যান সংক্রান্ত ড্রাফট রিপোর্ট তৈরী করণ।

(ঙ) অধস্তন কর্মচারীদের কাজের তত্বাবধান :—

খ) ১৭৫-৩২৫ বেতন ক্রমের পরিসংখ্যান সহায়কদের দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য—

(ক) পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ, সংকলন এবং একত্রিত করণ

(খ) পরিসংখ্যান সংক্রান্ত ফাইল, রেকর্ডস ও সরঞ্জামাদির সংরক্ষণ।

৩। কর্ত্তব্য বা দায়িত্বে তারতম্য আছে বলিয়াই বেতন হারেও তারতম্য আছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 73

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১লা এপ্রিল ১৯৭২ হইতে ১৬-৮-৭৪ ইং পর্য্যন্ত কতজন শিক্ষক কর্মচারীকে সরকারী চাকুরী হতে সাসপেণ্ড এবং বরখাস্ত করা হয়েছে ?

২। তন্মধ্যে কতজন পারমানেন্ট, টেম্পোরারি ও কন্টিনজেন্ট তার পৃথকভাবে বিবরণ।

উত্তর

১। ২৯ জনকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে এবং ৮ জনকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়েছে।

২। ২৯ জন সাসপেণ্ড শিক্ষক কর্মচারীর মধ্যে ৭ জন পারমানেণ্ট ও ২২ জন টেম্পোরারী এবং ৮ জন বরখাস্ত কর্মচারীর সকলেই টেম্পোরারী।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 61

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমায় নিদয়া হাই স্কুলের ছাত্রদের ক্লাশরুমরূপে ব্যবহৃত সবগুলো ঘর ধ্বসে পড়ে গিয়েছে এবং ছাত্রদের গাছতলায় ও খোলা মাঠে বসে ক্লাশ করতে হচ্ছে কয়েক মাস যাবত—এই সম্পর্কে সরকার অবহিত আছেন কি ;

২। গত এক বছরে এই স্কুলের ঘরগুলো মেরামত ও সংস্কারের কোন কাজ হয়েছে কিনা ;

৩। হয়ে থাকলে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে ;

৪। হাইস্কুলটির গৃহ সমস্যা সমাধানে স্থায়ীভাবে দালান তৈরী করে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ হয়েছে কি ? এবং

৫। না করা হলে কারণ ?

উত্তর

১। নিদয়া হাইস্কুলের ছাত্রদের ক্লাশরুমগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় উক্ত স্কুলের বোর্ডিং হাউস-এ ছাত্রদের ক্লাশ চলিতেছে। সুতরাং গাছতলায় ও খোলা মাঠে বসে ক্লাশ চলার খবর সত্য নয়।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। নিদয়া হাইস্কুলের দালান তৈরী করিয়া উক্ত স্কুলের গৃহ সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধানের উদ্দেশ্যে ৫,৪৩,৮০০৲ টাকার একটি প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 80

By Shri Radharaman Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। নোয়াগাঁও (তৈরাজ বাড়ী) প্রাইমারী স্কুল ঘরের মেরামতের কাজ শেষ হইয়াছে কি ;

২। না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 75

By Shri Radharaman Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লকে কতটি প্রাইমারী স্কুল আছে ?

২। এই স্কুলগুলির শিক্ষকসংখ্যা কত ?

উত্তর

১। মোহনপুর ব্লকে ১টি প্রাইমারী স্কুল আছে।

২। এই স্কুলে ১ জন শিক্ষক আছেন।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 99

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বি, টি, বা বি, এড ট্রেনিং এ যে সমস্ত স্নাতক শিক্ষককে ডেপোট করা হয় তাদের মাসিক ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা) করে ট্রেনিং ভাতা দেওয়া হয় কি ?

২) দেওয়া হলে কোন সাল থেকে এ ভাতা দেওয়া হচ্ছে ?

৩) ইহা কি সত্য যে ১৯৬৪-৬৫ সালে যারা এ ট্রেনিং এর জন্য ডেপোটেড হয়েছিলেন তাদের এ ভাতা দেওয়া হয় নি ?

৪) ৩নং প্রশ্ন সত্য হলে এর কারন ? এবং

৫) কতজন শিক্ষককে ১৯৬৪-৬৫ সালে ঐ ভাতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে ?

উত্তর

১) বি, টি, বা বি, এড ট্রেনিং এ যে সমস্ত স্নাতক শিক্ষককে ডেপোট করা হয় তাহাদের মাসিক ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা) করে ট্রেনিং ভাতা দেওয়া হয় না। তবে যে সব শিক্ষক শিক্ষাকালীন নিম্ন বর্ণিত সর্তগুলি পূরণ করেন তাহাদিগকে মাসিক ৫০.০০ টাকা (পঞ্চাশ টাকা) হারে শিক্ষণবৃত্তি দেওয়া হয় :—

(ক) যাহারা মফঃস্বল স্কুল হইতে আসিয়াছেন এবং ট্রেনিং কলেজের হোষ্টেলে থাকেন।

(খ) যাহারা মফঃস্বল স্কুল হইতে আসিয়াছে এবং হোষ্টেলে স্থানাভাব হেতু অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করেন।

২) ভারত সরকারের আদেশ মেহা নং F. 8-8/65-BSE. 5 dt. 24. 3. 66 মূলে ১৯৬৫-৬৬ ইং সাল হইতে শিক্ষণবৃত্তি দেওয়া হইতেছে।

৩) ১৯৬৪-৬৫ ইং সালে বি, টি, বা বি, এড ট্রেনিং এ যে সমস্ত স্নাতক শিক্ষক ডিপোট করা হইয়াছিল তাহাদিগকে শিক্ষণবৃত্তি দেওয়া হয় নাই।

৪) ত্রিপুরা সরকারের একাধিক অনুরোধ সত্বেও ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারত সরকার বি, টি, ট্রেনিং এ প্রেরিত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য কোন ষ্টাইপেণ্ড মঞ্জুর করেন নাই। ফলে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

৫) ৭৫ (পঁচাত্তর) জন শিক্ষক।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 100

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার বিভিন্ন উচ্চতর ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কতজন বিজ্ঞান শিক্ষককে ১৯৫৪ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত সময়ে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে (সাবজেক্ট) যোগ্যতা অর্জনের জন্য কলিকাতার সাইন্স সর্ট কোর্স ট্রেনিং এ পাঠিয়েছিলেন (বৎসর ভিত্তিক হিসাব);

২) এ সমস্ত শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের কতজনকে অগ্রিম বেতন বৃদ্ধির স্তর দিয়ে তাঁহাদের বেতন কাঠামো উন্নত করা হয়েছিল (বৎসর ভিত্তিক হিসাব);

৩) এবং কতজনকে বেতন বৃদ্ধির স্তর না দিয়ে বৈষম্য সৃষ্টি করে ২৫·০০ হিসাবে ভাতা দেওয়া হয়েছিল (বৎসর ভিত্তিক হিসাব);

৪) ২ ও ৩ নং প্রশ্নে উল্লিখিত বৈষম্য সৃষ্টি করার ফলে সিনিয়রিটির ক্ষেত্রে এবং আর্থিক ভাবে যাহা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তাদের সংখ্যা; এবং

৫) ঐ বৈষম্য দূরীকরণের কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) ৩৩ জনকে। বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

১৯৬১ সালে — ৫ জন। ১৯৬২ সালে — ১৩ জন। (৪ জন নন-গভর্ণমেন্ট স্কুল হইতে)

১৯৬৩ সালে — ৯ জন (১জন নন-গভর্ণমেন্ট স্কুল হইতে)

১৯৬৪ সালে — ৬ জন (১ জন নন-গভর্ণমেন্ট স্কুল হইতে)

২) ১৩ জনকে। বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

১৯৬১ সালে — ৫ জন

১৯৬২ সালে — ৮ জন

৩) ১৯৬২ সাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত শিক্ষক পশ্চিমবঙ্গ হইতে সায়েন্স সর্ট কোর্স ট্রেনিং লইয়াছেন তাহাদিগকে প্রাক্তন ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের ২৮-২-৬৩ ইং এবং ২-৩-৬৩ ইং তারিখের ৭ম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের 3(XVII)—(B) নং বিধি অনুযায়ী ৫টী (পাঁচটী) অগ্রিম বেতন বৃদ্ধি (Five advance increments) দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬৩ সাল হইতে, টোরটরিয়েল দেওয়া হইতেছে। সুতরাং কোন রকম বৈষম্যের প্রশ্ন ওঠে না।

৪) প্রশ্ন আসে না।

৫) প্রশ্ন আসে না।